A manual of Practical Manufactures, Agriculture, Arts, Industries, Medicines & Various Informations useful to eyery-day life.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র পুস্তক।

১৯১৭।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

Price Rs. 3 Only. মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.
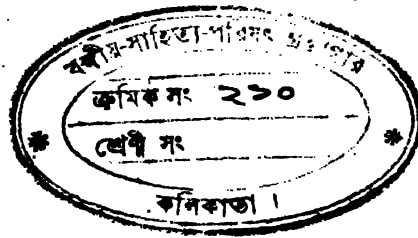
THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ। | New Series. | নব পর্য্যায়। | Vol. XI.
১ম সংখ্যা। | JANUARY 1917. | জানুয়ারী ১৯১৭। | No. 1.

To Subscribers.

Your Subscription has Already Expired.

If we do not hear from you to the contrary, we shall send you the next (Fabruary) issue by V. P. for the amount of this year's subscription. If you do not wish to renew your subscription, kindly fnform us of the fact by the 15th February 1917, with your name and Registered Number (printed or written on the wrapper just above the address), so that you may not put us to unnecessary loss.

Manager—"KAJERLOK"

ভগবানের ইচ্ছায় এবং অপার করুণায় "কাজের লোক" একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা এই উপলক্ষে—আমাদের পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে আমাদের যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ অভিবাদন জ্ঞাপন করতঃ প্রার্থনা করিতেছি "কাজের লোকের" প্রতি তাহাদের যে স্নেহদৃষ্টি আছে, তাহা হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

EXPERT'S ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

"বন্ধুর ভ্রুকুটী অপেক্ষা নির্ব্বোধের হাসিও বিপজ্জনক। A friend's frown is better than a fools smile."

"Few words, many deeds" ইংলিশ প্রবাদ—অল্প কথা কহিবে, কিন্তু অধিক কাজ করিবে। আমাদের বাকসর্ব্বস্ব, কাজ নাই, কেবল কথার ঝুড়ি।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী সাহসীকেই কৃপা করেন, যাহারা সর্ব্বকার্য্যেই ভীরু, তাহারা কেমন করিয়া সৌভাগ্যলাভের আশা করে, বলিতে পারি না—"Fortune frown the brave" কাপুরুষ ভীরুগণ কোন কার্য্যেই সফলকাম হইতে পারে না।

ধনবান হইবার উপায়।

মিঃ এস্ ব্রুক (Mr. S. Brooke) মানচেষ্টার নগরের জনৈক ধনী বাজার ছিলেন, একদিন তিনি একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর পশ্চাতে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক বাল্যবন্ধু সেইস্থানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতি আহ্লাদিত হইলেন এবং পরস্পরের কুশলাদি

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জিজ্ঞাসার পর বন্ধু বলিলেন—মিঃ ক্রুক, আপনাকে আমার একটা কথা অনেক দিন হইতে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। মিঃ ক্রুক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা বন্ধু?

বন্ধু বলিলেন—"দেখুন, আমরা উভয়েই সমপাঠি, সৌভাগ্যক্রমে আপনি যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই সুবর্ণ ফলিয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অবস্থা ঠিকই তাহার বিপরীত, সেইজন্ত আমার আপনার এই কৃতকার্য্যতার রহস্য জানিতে বাসনা হয়।"

মিঃ ক্রুক তাঁহার বন্ধুর প্রতি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু বন্ধু, সে রহস্য ত আমি বিনামূল্যেই অনর্থক বলিতে পারি না।"

বন্ধু শুনিয়া সেটা উপহাস মনে করিয়া বলিলেন "মিঃ ক্রুক, তুমি আমার সহিত তামাসা করিতেছ বোধ হয়।"

মিঃ ক্রুক বলিলেন—"না, তামাসা নয়, সত্যই বলিতেছি, যদি কেহ আমার সৌভাগ্যলাভের রহস্ত জানিতে চায়, তাহা হইলে তাহার একটা ফি বা মূল্য আছে। তুমি আমাকে ১ গিনি দিলে আমি আমার এই গূঢ় রহস্য নিশ্চয়ই বলিব।" বন্ধু মিঃ ক্রুকের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃষ্টিতে কথাটা আর উপহাস বলিয়া লইতে পারিলেন না, পকেট হইতে একটী গিনি বাহির করিয়া তাঁহার বন্ধুর হস্তে দিলেন। তখন মিঃ ক্রুক বলিলেন "বন্ধু, আমার সৌভাগ্যলাভের রহস্ত কথা, অতি ক্ষুদ্র। আমি যতক্ষণ ১ গিনি উপার্জ্জন করিতে না পারিতাম, ততক্ষণ ১ শিলিংও কখনও ব্যয় করি নাই, আমার জীবনে বরাবরই এই একই নীতির উপর চলিয়া আসিতেছি, ইহাই আমার ধনবান হইবার একমাত্র রহস্য।"

"বন্ধুবর! বহুলোক উপার্জ্জন করিতে পারে কিন্তু সঞ্চয় করিতে পারে না, আয় অপেক্ষা ব্যয় করিয়া বসে, তাহারা কদাচ ধনী হইতে পারে না। বিলাতের "টিট্‌বিট্‌" পত্রে এই সুন্দর গল্পটি প্রকাশ হইয়াছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই আয় অপেক্ষা ব্যয় করার অভ্যাসই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কল্পনায় নিজেকে ধনী ভাবিয়া আমরা ধনীর চাল চালি, তাই মরণের পর এক কপর্দ্দকও অনেকেরই থাকে না। বিলাসিতায় দেশটাকে মাটী করিয়াছে। প্রত্যেক লোক নিজে যাহা বোঝে,তাহাকেই বড় বুদ্ধির কাজ বলিয়া জানে। ইংরেজরা বলেন "Every ass loves to hear himself cry" অর্থাৎ প্রত্যেক গাধা তাহার নিজের চীৎকার শুনিতে ভালবাসে। অপরে ভালবাসে না বলিলে তাহার আসে যায় কি? এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

"One fool is enough in a house" ইটালিয়ানগণ বলে যে, ঘরে একটা নির্ব্বোধ থাকিলেই যথেষ্ট তাহাতেই সংসারের দফা রফা।

জার্ম্মানগণ বলে "At evening sluggards are busy" যাহারা কুঁড়ের বাদসা, তাহারা সারাদিন আলস্যে কাটাইয়া সন্ধ্যা বেলায় ব্যস্ত হয়। আমাদের বাঙ্গলা প্রবাদ,

"সারাদিন গেল আলে বোলে,
রাত্রের বেলায় বাতি জ্বালে।"

এদেশের সাহিত্যের অবস্থা।

—:০:—

সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত, কারণ কাগজ, কালী ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জামের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং নিত্যই বৃদ্ধি হইতেছে, এমন শঙ্কট সমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া এদেশের কাগজ গুলিকে কোনরূপে জীবিত থাকিতে হইতেছে। এদেশের লোকসংখ্যার তুলনায় পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প, সেইজন্ত সংবাদ বা মাসিক পত্র পরিচালনে লাভের কথা দূরের কথা। কিন্তু দেশবাসীর দেশীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের বহর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এ কলঙ্ক মোচন করিবার জন্ত প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি হইবে না।

আসল কথা বলিতে কি, এদেশের দেশীয় ভাষার গ্রন্থ পাঠকের দ্বারা কাটে না, অনেক স্থলে উই এবং ইন্দুর মহাশয়গণই দেশীয় সাহিত্যের সদ্গতি করিয়া যখন আলাস্ত হইয়া পড়েন, তখন ভুক্তাবশিষ্ট রদ্দিরাজী সদৃশ সৎ পুরাতন পুস্তক গুলি ভাগা দিয়া মাটীর দরে বিক্রয় হয়, আহা দেশের সাহিত্যানুরাগের কি চমৎকার দৃশ্য! পয়সার অভাবে নহে। রুচির অভাবে। পয়সার অভাবে হইলে দেশের আমোদ আহ্লাদের আড্ডাগুলিও বন্ধ হইত।

তবু যদি সেইগুলি গল্প উপন্যাস বা নাটকাদি হয়, তবে কতক গতি হয়, কিন্তু বিজ্ঞান বা শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা পূর্ণ পুস্তকাদির আর গতি হয় না, বিক্রিওয়ালারা বাতিল কাগজের দরে ক্রয় করে, ফলে যাইয়া দেহ বদলাইয়া নির্ম্মল হইয়া আসিলেও কিন্তু আবার পুস্তক জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। নিয়তি খণ্ডন হয় না। বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেকস্থলে ক্ষতিই হইয়া থাকে, তাহার উপর যুদ্ধের জন্ত সমস্ত দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সকলকেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

অন্যান্য দেশে এবং এদেশেরও অনেক

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু এদেশের বিশেষ বাঙ্গালা কাগজের মূল্য বৃদ্ধি করিলে গ্রাহক থাকে না। কারণ বাঙ্গালার নিকট বিশেষঃ ইংরাজী অভিজ্ঞের নিকট বাঙ্গালা সংবাদ বা সাময়িক পত্রের আদর নাই। এটা অতিশয় লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় হইলেও শিক্ষিত সম্প্রদায় মাতৃভাষাকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। ইহাই দেশীয় ভাষায় সাময়িক পত্রাদির অবনতির কারণ। এ কলঙ্ক দূর করিয়া যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক দেশবাসীরই চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কেহ আর এ পথে যাইতে চাহিবে না। তখন বঙ্গ সাহিত্যের অবনতি হইবে। বড় বড় সাহিত্য সেবকগণের রত্নতুল্য গ্রন্থাবলী যখন ভাগা দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে অতি সামান্য মূল্যেও অনাদৃত হইতে দেখি, তখনই ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। কি শোচনীয় গতি? তাই বলিতে ছিলাম, এদেশের সাহিত্যের যতই গবেষণা হউক, যতদিন লোকে দেশীয় সাহিত্যের গৌরব না বুঝিবে, পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবে, তত দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইবে না। মাতৃভাষার পুস্তক এবং সাময়িক বা সাপ্তাহিক পত্রের সেইজন্য এদেশে উন্নতি নাই। আরও একটা বড় আবশ্যকীয় কথা ভাবিবার আছে। বিজ্ঞাপনই সংবাদ পত্রের প্রাণ, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত অথবা বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত ইংরাজী পত্রেরও বিজ্ঞাপনের দর নাই। অধিক সার্কুলেসনের অভাব তাহার অজুহাত। কিন্তু উপযুক্ত মূল্য না পাইলে সংবাদ পত্রের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উপায়ও নাই। যে মূল্য এদেশের ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের জন্য দিতে চাহেন, তাহাতে ১ হাজার ততটুকু ফর্দ্দ ছাপাইতেও তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্য পড়িয়া যায়। তথাপি এদেশের সাময়িকপত্র সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত মূল্য পাইলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির বিবিধ উপায় সংবাদপত্র পরিচালক গণের জানা আছে, তাহাতে বিজ্ঞাপন দাতা ও ব্যবসায়ীগণেরও যেমন স্বার্থ, তাহাদের নিজেদেরও স্বার্থ কম নহে। কিন্তু ক্ষতি সহ্য করিয়া কত কাল তাঁহারা সেই সমুদয় উপায় অবলম্বন করিতে পারেন? ইহাও এদেশের সাময়িক পত্র এবং সংবাদ পত্রের অবনতির অন্যতম কারণ।

বিলাতের এবং আমেরিকায় সাময়িক এবং সংবাদ পত্র সমূহের ১ লাইন বিজ্ঞাপন একবার মাত্র ছাপাইলে ৩ পাউণ্ড হইতে তদধিকও মূল্য দেখা যায়, তাহার মূল্য ৪৫।৫০ টাকার কম নহে, তাহারা সেই টাকা হইতে কাগজের অবস্থার উন্নতি এবং গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির অশেষ উপায় করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারণের জন্য সংবাদ এবং মাসিক পত্রই প্রকৃত সাহায্যকারী উপকরণ বলিয়া সমগ্র সভ্য জগতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়ীগণ এক বৎসরের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, ততটাকা এদেশের লোকের মূলধনও আছে কিনা সন্দেহ। পিয়ার্স সোপ, বিচামেরপিল, হলওয়ের পিল প্রভৃতির বিজ্ঞাপনের ব্যয় শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়. কিন্তু এত অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এদেশের সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রের উন্নতি না হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, সেই জন্যই ব্যবসায়ীগণেরও সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রাদিকেও সাহায্য করিতে হয়। এদেশের ব্যবসায়ীগণ সেইটা ভুলিয়া যান এবং বিজ্ঞাপনের দর কমাইবারই জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন ইহাতে তাঁহাদের কার্য্যেরও আশানুরূপ সুফল ফলে না, সংবাদ পত্র পরিচালকগণও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কাগজের উন্নতি করেন না। তাই ব্যবসায়ীগণকে একটু উদার ভাবে দেশীয় সংবাদ পত্রাদিকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহাদ্বারা উভয় পক্ষেরই নিশ্চয়ই শুভফল ফলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

NOTES OF INTEREST.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

জাপানের ৪১,০০০,০০০ লোক সংখ্যার মধ্যে কেবল ৪৪১ জনের ৭৫০,০০০ টাকা বা তদধিক আয়।

চীনের সম্রাট এবং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ইহাঁরা দুই জনে সমগ্র জগতের প্রায় অর্দ্ধেক লোক শাসন করিয়া থাকেন।

ফরাসীরা ঘোটকের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য বৎসরে ৩,০০০০০ লক্ষ ঘোটক বধ হইয়া থাকে, প্রত্যেক ঘোটকের মাংস গড়ে ৩৬৯ পাউণ্ড করিয়া হইয়া থাকে। ৩০০০০ ঘোটকের মাংস! ভয়ানক ঘোটক খোর জাতি সন্দেহ নাই।

মৃদু বাতাসের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৫ মাইল, অপেক্ষাকৃত প্রবল বায়ু ঘণ্টায় ৩০।৪০ মাইলের গতিতে বহিয়া যাইতে পারে, প্রকৃত ঝটিকা ঘণ্টায় ৫০ মাইল, এবং মহা ঝটিকা ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও অধিক বেগে গমন করিয়া থাকে।

বৃহৎ কামান একবার দাগিবার ব্যয় শুনিলে পাঠক বিস্মিত হইয়া যাইবেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে নানাপ্রকারের কামান ব্যবহার হইতেছে, ব্যয়ের সীমা নাই বলিলেও চলে।

ভোভারে একবার বড় কামান দাগার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল, তাহাতে ৯ ইঞ্চি কামানে কর্ডভাইট নামক কার্টিজ ব্যবহার করায় ১৪ পাউণ্ড ১৮ শিলিং, সাধারণ শেল নামক গোলা ব্যবহার করায় ১বার তোপ দাগিতে ১২ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৯ পেন্স। নিরেট ইস্পাতের গোলা যাহা দ্বারা লৌহবর্ম্ম ভেদ করিতে পারে, তাহার ১বার তোপ দাগিতে ২৫ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ব্যয় পড়িয়াছিল পাঠক ১ পাউণ্ডের মূল্য ১৫৲ টাকা এবং এক শিলিংএর মূল্য ৸৹ আনা ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিতে পারেন,কত টাকা, বর্ত্তমান যুদ্ধে একএক কামানের কথা আমরা শুনিয়াছি যে; ৭ হাজার টাকা একবার তোপ দাগিতে ব্যয়! তাহা না হইলেও দৈনিক ১২।১৩ কোটী টাকাও দৈনিক যুদ্ধের ব্যয়ও পড়ে? নরহত্যার কি ভীষণ আয়োজন!

বেলজিয়মের ষ্টেট রেলওয়ের নিয়ম, সেখানে ট্রেণে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ট্রেণেই রাখিয়া যাইতে হয়, সেই সকল পরিত্যক্ত সংবাদপত্র গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হয়, সেই সমস্ত কাগজ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কাগজ প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই রেলের টিকিট প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক বৎসরে প্রায় ১০০ টন কাগজ এই উপায়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইউরোপে কোন দ্রব্যই বৃথা ফেলা যায় না।

ধনকুবের রথচাইলডের ধন সম্প্রতি ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ৪০০০,০০০,০০০, পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০০০০,০০০,০০০, টাকা ছিল। এখন আরও যে কত বাড়িয়াছে কে বলিতে পারে। জনরব যে উপরোক্ত টাকাটা ২০ বৎসরে ডবল অর্থাৎ দ্বিগুণ হইয়াছিল। এইরূপ হিসাবে অনেকের বিশ্বাস ৭০ বৎসরে টাকাটা প্রায় ১৫০০০, ০০০,০০০, পাইণ্ড অর্থাৎ ২২৫,০০০,০০০, ০০০ টাকা দাঁড়াইবে। মানবের ধারণার অতীত।

নেটালের জল বায়ুর অবস্থা এত ভাল যে ২০ মাইল হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত দূরের সমস্ত পদার্থ পরিষ্কার দেখা যায়।

আপোষে নিষ্পত্তি। পরলোকগত সার তারকনাথ পালিত মহাশয়ের প্রদত্ত সম্পত্তি লইয়া তাঁহার পুত্র মিঃ জিতেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের মামলা চলিতেছিল। শনিবারের সিনেট সভায় স্থির হইয়াছে মিঃ জিতেন্দ্রনাথ উক্ত মামলা তুলিয়া লইবেন এবং বালিগঞ্জের বাড়ী বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ছাড়িয়া দিবেন, বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে হাইকোর্টের মামলার খরচা হইতে অব্যাহতি দিবেন।

এক টাকার নোট।

প্রকাশ যে, কর্ত্তৃপক্ষ এ দেশে এক টাকার নোট চালাইবার মানস করিয়াছেন। পাঁচ, দশ ও তদধিক টাকার নোটগুলি এ দেশের লোক যেরূপ আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করিতেছে, তদ্দর্শনে সকলেই মনে করিতেছেন যে, এক টাকার নোটও লোকে ঐরূপ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিবে। ঐরূপ নোট প্রবর্ত্তিত হইলে লোকে ব্যবহার করিতে যে একেবারে অসম্মত হইবে, আমাদিগের তাহা মনে হয় না। কিন্তু একটী বিষয় ভাবিবার আছে।

কাপড়ের দর চড়িয়াছে—ইহা কেবল জাহাজ ভাড়া ও বীমার হার বাড়াতে হয় নাই, কয় মাস পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা হয়, তাহাতে প্রায় ২ হাজার বয়নকারী শ্রমজীবির পারিশ্রমিক শতকরা ৫ টাকা হিসাবে বাড়ান হইয়াছে, অর্থাৎ মোটের উপর পারিশ্রমিক শতকরা ১০ টাকা হিসাবে বাড়িয়াছে। এ বৃদ্ধিতে অবশ্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য।

লেডী কারমাইকেলের উদ্যোগে বঙ্গের উচ্চ শিল্পসংরক্ষণকল্পে যে সমিতি গঠিত হয়—সেই সমিতির সংগঠনসভায় ঢাকার এক জন প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন, একজন লোক মান্দ্রাজে শঙ্খ একচেটিয়া করিয়া চড়া দামে বিক্রয় করায় বঙ্গে শঙ্খজ পণ্যের ব্যবসা বিপন্ন হইয়াছে। শিল্প কমিশনে রায় শ্রীযুত যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর সে কথা বলিয়াছেন। প্রতি বৎসর মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালায় ১০ লক্ষ শঙ্খের আমদানী হয়। মান্দ্রাজ সরকার শঙ্খের ব্যবসার একচেটিয়া মালিক। পূর্ব্বে সরকার নিলামে মাল বিক্রয় করিতেন। এখন ঢাকার একজন ব্যবসায়ী চড়া দাম দিয়া সব শঙ্খ কিনিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। সে ১২ টাকায় ১ শত শঙ্খ কিনিয়া ৬০ বা ৬৫ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। বাঙ্গালা সরকার মান্দ্রাজ সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গালার শঙ্খের শিল্প নষ্ট হইবে। মান্দ্রাজ সরকারই যখন মান্দ্রাজে শঙ্খের ব্যবসার একচেটিয়া মালিক, তখন এবিষয়ে একটা সুব্যবস্থা হওয়া কখনই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বড় দুঃখে আমরা সময় সময় সরকারের কৃষি-বিভাগের কথার আলোচনা করিয়া থাকি। বলিবার সময় সরকার বলেন, এ দেশে কৃষির উন্নতি ব্যতীত জাতীয় দারিদ্র দূর হইবে না—হইতে পারে না। যাঁহারা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকারের আবশ্যক চেষ্টার অভাবের কথা বলেন, সরকার তাঁহাদিগকে বলেন, তাঁহারা যেন মনে রাখেন, এ দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজ পণ্যের উপর নির্ভর

করে—কৃষিজ পণ্যের বার্ষিক মূল্য ১৫ শত কোটী টাকা। কিন্তু সেই কৃষির উন্নতিকল্পে সরকারের চেষ্টার পরিমাণ কতটুকু? সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগে অর্থাৎ ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ ৫টী জিলায় সরকারের একটিও কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্র নাই। একে ত কৃষি ক্ষেত্রগুলির কাজ যে ভাবে পরিচালিত হয়, তাহাতে সুফললাভের সম্ভাবনাই অল্প—তাহার পর এই ৫টি জিলায় সরকারের একটিও কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্র নাই। সরকারী ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া সেই পরীক্ষার ফল কৃষকদিগকে দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথারূঢ় করাই যদি সরকারী কৃষিক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হয়, তবে এই ৫টি জিলায় ক্ষেত্রের অভাবের কারণ কি, তাহা কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? কোথায় এইরূপ ক্ষেত্রের সংখ্যা বাড়ান হইবে—যাহাতে গ্রামের কাছে কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া কৃষকেরা ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল দেখিয়া শিখিবে, না ৫টি জিলার মধ্যে একটি পরীক্ষা-ক্ষেত্রও নাই! পাটের ফসল ফলন কুৎ করিবার জন্য লোক রাখা চলে—শোভাযাত্রার টাকা ব্যয় করা চলে—চলে না কেবল ঐ কৃষি বিভাগে ব্যয়! বাস্তবিক এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ দেশের যত লোকের প্রয়োজনীয়, আর কোন বিভাগই তত নহে। অথচ এই বিভাগেই যত টানাটানি! শিল্প কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় মিষ্টার মীক বলিয়াছেন, এই বিভাগের কর্ম্মচারিরসংখ্যা কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যে প্রদেশের পরিমাণ ৮৪ হাজার বর্গ মাইল সেই প্রদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানভার কেবল তিন জন কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। বর্ত্তমানে আবার দুই জনকে সে কাজ করিতে হইতেছে। ইহাতে ফল যে আশানুরূপ হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গঃ।

মহাসমর ও আমোদপ্রমোদ।—ইউরোপের মহাসমরের জন্য ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে আবালবৃদ্ধ-বনিতা আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিসে যুদ্ধে জয়লাভ হইবে তাহারই চেষ্টা করিতেছে, আর ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ সমাজে আমোদ প্রমোদের স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সেদিন "ষ্টেট্সম্যান" পত্রে জনৈক পত্র প্রেরক ভারতপ্রবাসী একজন ফরাসী ভদ্রলোকের লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ফরাসী ভদ্রলোকও ভারতের শ্বেতাঙ্গ সমাজে আমোদ প্রমোদের প্রাবল্য দেখিয়া ব্যথিত হইয়া লিখিয়াছেন 'সকলের মুখেই শুনিতে পাই; যুদ্ধের জন্য কষ্টের আর অবধি নাই। কিন্তু যখন দেখি যে, সকলে বিলাসস্রোতে প্লাবিত, তখন কষ্ট যে কিসের, তাহা বুঝিতে পারি না। যুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, এখনও সেইরূপই দেখিতেছি। সেইরূপ টেনিসখেলা, সখের থিয়েটার, নাচ, গান, ভূরিভোজের আয়োজন। এই সকল দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়াছি। ইহাদের অবস্থা আমাদের দেশের (ফ্রান্সের) নরনারীর অবস্থা কি পৃথক! কেহই গৃহের কোণে বসিয়া নাই, রমণীরা ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত, ৫৫ বৎসর এমন কি তাহার অধিক বৎসরের পুরুষেরা সমরক্ষেত্রে। আমার মতে ২০ বৎসর হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক ইংরাজকে যুদ্ধে গমনে বাধ্য করা উচিত, তাঁহাদের কার্য্য রমণীরা করিবেন। যে সকল এংগ্লো ইণ্ডিয়ান এদেশে খাঁটি ইংরাজের সঙ্গে সমান অধিকার লাভে উৎসুক, তাঁহাদেরও যুদ্ধে গমন করা উচিত। এদেশে শ্বেতাঙ্গদিগের দোকানে শত শত শ্বেতাঙ্গ যুবক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে, তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দাও, প্রত্যহ দেখিতে পাই দলে দলে ইংরাজ যুবা নূতন পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক টেনিস ব্যাট লইয়া অপরাহ্নকালে খেলা করিতে যায়! কি লজ্জার কথা। ইহারা পুরুষ মানুষ নহে।" ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। হিতবাদী।

পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন—যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রাজসাহীর একজন উকিল। ইহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর মাত্র। দুইটি রমণী পদ্মার স্রোতে পড়িয়া জীবন হারাইতেছে দেখিয়া ইনি তাহাদিগের উদ্ধার কামনায় জলে ঝাঁপ দেন। জলে পড়িয়া তিনি বহু কষ্টে রমণীদ্বয়ের উদ্ধার সাধন করেন, কিন্তু খরস্রোতে পড়িয়া নিজে আর তীরে আসিতে পারেন নাই—জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। যতীন্দ্র বাবুর এইরূপ মৃত্যুতে রাজসাহীতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। এ ভাবে পরের জীবন রক্ষার জন্য যিনি অনায়াসে আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারেন তিনি মনুষ্য নহেন, দেবতা। কিন্তু যতীন্দ্র বাবুর পরিজনবর্গের অবস্থা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁহারা এই দুর্বিসহ শোকে সান্ত্বনা লাভ করুন, আমরা এইমাত্র কামনা করিতে পারি।

পোষ্যপুত্র।

(১)

রাধাচরণ ও হরিচরণ দুই ভাই, আরব্য-রজনীর কাসেম ও আলিবাবার মত বড় ভাই রাধাচরণ ব্যবসা করিয়া খুব ধনী হইয়াছে, তাহার প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, গৃহিনীর মণিমুক্তাজড়িত অলঙ্কার রাশি, ধনরত্ন পরিপূর্ণ বৃহৎ লৌহ সিন্দুক, সকলই প্রতিবাসীর দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। কিন্তু ছোট হরিচরণ, পৈত্রিক ভগ্ন বাড়ীখানি অর্থাভাবে সংস্কার করিতে পারে না। ১৫ টাকা মাহিনায় ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটিয়া রাত্রি ১০টার ট্রেনে বাড়ী আসিয়া রাতটুকু ঘরে কাটায় মাত্র, আবার ৮টার মধ্যে নাকে মুখে গুঁজিয়া কলিকাতায় যায়। কিন্তু রাধাচরণের অসীম সুখ সাগরে একটা বড় দুঃখ ছিল, এই ধনজন পূর্ণ সংসারে পুত্র ছিলনা, তাই সে হরিচরণের একমাত্র পুত্র খোকাকে পোষ্য পুত্র লইতে চাহিয়াছিল, বড়বৌ যদিও ছোট বা'র প্রতি বড় সন্তুষ্ট নয়, তবুও এই নধর বালকটীর সুকুমার আকৃতির উপর তাহার কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। হরিচরণ দাদার এই প্রস্তাবে বড় আনন্দের সহিত সম্মতি দিয়াছিল, কিন্তু ছোট বৌ এত দুঃখ কষ্ট সহিয়াও খোকাকে দিদির হাতে দিতে রাজী ছিলনা।

আজ সকাল হরিচরণ জানলার পাশ দিয়া দেওয়ালে যে একটা অশত্থ গাছ বাহির হইয়াছিল, তাহা কাটারী লইয়া কাটিতে ছিল, ছোট বৌ উনানে ডাল বসাইয়া দিয়া রৌদ্রে বসিয়াছিল, হরিচরণ গাছ কাটিতে কাটিতে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এবার বর্ষার আগে বাড়ী না সারালে পড়ে যা'বে, তাই দাদা বলছিলেন যে বাড়ীটা সারিয়ে দিই।" ছোট বৌয়ের চেহারাটী যে এককালে সুন্দর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন যুগল, গৌরবর্ণ, ও পাতলা পাতলা রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দুটীতে গতলাবন্যের সাক্ষ্য অঙ্কিত ছিল। কিন্তু এখন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের উপর ম্যালেরিয়া, দুঃখকষ্ট ও অভাব আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

স্বামীর কথা শুনিয়া ছোট বৌয়ের চক্ষু দুটী রাগে জল জল করিতেছিল, বলিল, "কেন? তোমার ভাইয়ের এত দিন পরে এত মাথাব্যথা পড়েছে কেন? হরিচরণ বলিল, "তোমার সব গায়ে পড়ে ঝগড়া করা, মার পেটের ভাইয়ের চেয়ে কে আপনার আছে?" "কই এ আপনারকে তো, এতদিন দেখি নাই, এখন যাই ছেলে বেচ্‌তে চেয়েছ, তাই বড় আত্মীয়তা হয়েছে।"

হরিচরণ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ছেলে বেচা, ছেলে বেচা একশ বার বল কেন। দাদা খরচপত্র চালাবার জন্ত ৪০০০৲ হাজার দিতে চেয়েছেন, তাকে কি বেচা বলে? দাদা অন্য ছেলে না নিয়ে যে খোকাকে অত বিষয়ের মালিক কর্‌বেন, সে তোমার ভাগ্য!

'অমন ভাগ্যে আমি ধিক্কার দিই।" বলিয়া ছোট বৌ রাগে গরগর করিতে করিতে রান্না ঘরে ঢুকিয়া ডালের হাঁড়িতে সশব্দে হাতা দিতে লাগিল; রন্ধনকারিণীর মেজাজ যে এখন বিশেষ উষ্ণ, তাহা বাহিরের লোকটী হাঁড়ি ও হাতার ঠন্‌ঠন্‌ শব্দেই বুঝিতে পারিল। ক্ষণপরে একটা কলিকা হাতে লইয়া তামাক খাইবার অছিলায় আসিয়া বলিল ছোট বৌ! একটু আগুন দাও তো" বলিবামাত্রই অতি সত্বর গণগণে এক হাতা আগুন, হরিচরণের প্রায় গায়ের কাছেই আসিয়া পড়িল, হরিচরণ মৃদু হাঁসিয়া বলিল, তা অত রাগ করছ কেন, ইচ্ছা না থাকে দিওনা, তবে ছেলেটা কষ্ট পায়, আমরাও কষ্ট পাই, এ বরং ভাল, তা'র চেয়ে সুখে থাক্‌বে তাই বলছিলাম।

ছোট বৌ চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল এই শাক ভাজা, ডাল মাছের ঝোল খাইয়ে তাকে মানুষ করে রেখে যেন আমি যেতে পারি, আমার বুকের নিধি পরের হাতে তুলে দিবনা। এই সময় একটী সুন্দর বালক আসিয়া দাঁড়াইল, সে মায়ের চক্ষে জল, দেখিয়া বলিল, "কেন মা তুমি কাঁদছ?" মা তাহাকে বক্ষে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কতদিন নিদাঘ রজনীতে ছাদে মাদুর পাতিয়া গল্প করিতে করিতে হরি ছোট বৌকে জপাইয়াছে, "খোকাকে দাদাকে দাও।" কত শুষ্ক মধ্যাহ্নে শীতল কক্ষে ভূমে মাদুর পাতিয়া শুইয়া জপাইয়াছে," খোকাকে দাদাকে দাও।" যেদিন ছোট বৌ খোকার কাপড়খানির ছেঁড়াটুকু সেলাই করিয়া দিতেছিল সে দিন ঐ কথা; যে দিন কলমীশাকভাজা আর ডাল খাইতেছিল, সে দিন ঐ কথা; কিন্তু ছোট বৌ টলিবার মেয়ে নয়, তাহার এক কথা, "ছেলে বেচিব না"

একদিন শনিবারে সকালে সকালে আপিস হইতে আসিয়া হরিচরণ দেখিল, ছোটবৌ লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, কমলালেবু বেচিতে আসিয়াছে, পয়সার জন্য খোকা বড় বাহানা করিতেছে, ছোটবৌ জ্বরে ধুকিতে ধুকিতে তাহাকে বকিতেছে, হরিচরণ বলিল, "বেশ তো! এক যোড়া লেবু কিনে আন্‌! ছোটবৌ পয়সা দাও না।" বলিবামাত্র খোকা বাহিরে লেবু আনিতে দৌড়াইল। ছোটবৌ বলিল, "আজ মাসের ২৫শে, কিন্তু হাতে আর ৷৷০ আনা বই পয়সা নাই, ৵০ আনা জোড়া লেবু কিনিলে হাতে আর কি থাকবে?" খোকা এই সময় লেবু হাতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া বলিল, "বাবা! এই দেখ! হরিচরণ অগত্যা বলিল, "এ লেবু বড় টক, এ ফিরিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য ভাল লেবু আন্‌বো বাবা!" খোকা রোদন করিতে করিতে লেবু ফিরাইতে গেল, হরিচরণ একবার ভাবিল, "কমলালেবু কিনি, পরে না হয় ধার করিয়া চালাইব। কিন্তু সে বড় অহঙ্কারী, ধার করা তাহার অসাধ্য। কাজেই নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। ছেলের চক্ষে জল দেখিয়া বুঝি মার চক্ষেও জল

আসিল, আজ ছোটবৌ বলিল, "না হয় খোকাকে পোষ্যপুত্র দাও, আমার কাছে এসে বাছা কত কষ্টই না পেলে।"

সোমবার হরিচরণ আফিস হইতে আসিয়া বলিল, "আমার দিদি চিঠি দিয়াছেন, কাল খোকাকে নিয়ে আমাকে যেতে হবে।" খোকা ভোর না হইতে হইতে "পিসীমার বাড়ী যাব" বলিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল। মা তাহার সামান্য কাপড় গুলি বাহির করিয়া সাজাইয়া দিলেন। হরিচরণ অন্যমনস্কভাবে খোকাকে লইয়া চলিল, কিন্তু ষ্টেসনের পথে যাইতে কতবার পুত্রকে চুম্বন করিল, কতবার তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

(৩)

সন্ধ্যার পরে ছোটবৌ অনুজ্জ্বল প্রদীপের আলোকে বসিয়া থাঙ্কপোস বুনিতে ছিল, দরজার কড়া নাড়ার শব্দে তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কিন্তু স্বামীকে একাকী দেখিয়া বলিল "তুমি একা কেন? খোকা কই"? হরিচরণের স্বর কাঁপিল—বলিল "দিদি আজ আস্‌তে দিলেন না, ২।১ দিন পরে আস্‌বে, ছোট বৌয়ের মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, বলিল "সত্য কথা তো?" হরিচরণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ও কি কথা! সে আস্‌বে না তো কোথা যাবে?" হরি-চরণের মুখের ভাব দেখিয়া ছোট বৌ আর কথা কহিল না।

যখন পরদিনও খোকা আসিল না, তখন ছোট বৌ অস্থির হইয়া পড়িল। একদিন, দুদিন চারদিন করিয়া যখন ১০ দিন কাটিল, তখন ছোটবৌ বুঝিল, সে আর আসিবে না। ব্যথিতা জননীর সে বেদনা বর্ণনার অতীত, আল্‌নায় তার ব্যবহার্য্য অপরিমলিন বস্ত্রগুলি ঝুলিতেছে, দালানে লৌহপিঞ্জরে তা'র সাধের ময়না পাখীটী ঝুলিতেছে, শোবার ঘরের বারাণ্ডায় খেলা করিয়া সে ঠাকুর পূজা করিয়াছিল, এখনও সিন্দুর লিপ্ত মৃন্ময় পুত্তলিকাটী পড়িয়া আছে। ছোটবৌ ভুলিয়া দুধ জ্বাল দিয়া খোকার বাটীতে ঢালিত, যেন সে খেলিতে গিয়াছে, এখনি বাড়ী ফিরিবে।

হরিচরণ একদিন আসল কথা ভাঙ্গিল যে খোকাকে দাদা লেখাপড়া করিয়া পোষ্য পুত্র লইয়াছেন, সে কত ধনের অধীশ্বর হইয়াছে, কত বড় বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, কত বিশাল জমিদারী, কত গাড়ী ঘোড়া। তাহার ভাগ্য ভালই তাই সে এমন হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বৌদিদি একদিন তোমায় যেতে বলেছেন। ছোটবৌ একটু অন্যমনে চিন্তা করিল, "খোকার সুখ সম্পদ একবার নিজের চক্ষে দেখিয়া আসিব, আর বাছার মুখখানি একবার দেখিব. তার উপর আমার বিধাতা দত্ত যে সত্ত্ব, আমি মানুষ হয়ে তা নিজের ইচ্ছায় বেচেছি। হায় রে কেউ যেন গরিব হয় না, গরীবেরাই রাক্ষস!"

মোটা মোটা থামওয়ালা লাল রং করা প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারে ছোটবৌ নামিতেই তাহার অনুসন্ধিৎসু চক্ষু আগে খোকার অন্বেষণ করিল, সে উপরে আছে শুনিয়া ঝির সহিত ভিতরে চলিল। ত্রিতলের মার্ব্বেল মেঝের উপর ঝির কোলে বসিয়া খোকা খেলিতেছে, কত পিতলের খেলনা, রূপার খেলনা, কাঁচের পুতুল, টীনের গাড়ী, কাঁচকড়ার পুতুল, ছবির বই ঘরে ছড়ান আছে। খোকা কয় দিনেই কেমন সুন্দর হইয়াছে, রং ফাটিয়া পড়িতেছে, গাল দুটী কেমন লাল হইয়াছে, নবনীত কোমল হাতগুলি মাংসাধিক্যে কেমন গোলগাল হইয়াছে, পরনে লাল ভেলভেটের সুট ও ব্রাউন রংঙ্গের বুট। খোকা মাকে দেখিয়াই দৌড়িয়া আসিয়া বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল, মাও তাকে বক্ষে চাপিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

বড়বৌ সংবাদ পাইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া মায়ের কাছে বসিলেন, বড় বৌ স্থূল-কায়া, নানা ভরণ ভূষিতা, ও ধূপছায়া সাড়ী-পরা! বড় বৌ বলিলেন, "আহা ছোট বৌ! এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন?" ছোট বৌ বলিল, "দেশে বড় ম্যালেরিয়া, আর আয়ও কম, লোক রাখ্‌তে পারিনা, নিজেই সব কাজকর্ম্ম করি।" বড় বৌ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সেই পুকুর থেকে জল আন, আর পুকুরে বাসন মাজ। রান্নাবান্না সব নিজেই কর? বাবা আমি হ'লে তো পারতুম না ভাই, তা ঠাকুরপো কি চিরকালটাই ১৫৲ টাকা মাইনেয় কাটাবে? একটা ভাল চাকরী বাকরী তো করলে হয়।"

ছোট বৌ মৃদু হাসিয়া বলিল, "অমৃতে অরুচি কার? তবে পায় কোথা'?" বড়দিদি বলিলেন, "তা' বটে, ঐ বিদ্যাবুদ্ধিতে আর কি হ'বে, আমার ভাই বি, এস, সি পাশ করে যাই কলেজ থেকে বেরুল, অমনি সাহেবরা সব হুড় হুড় করে চিঠি পাঠাইতে লাগ্‌ল, কেউ বলে ২০০৲ টাকা মাহিনা দিব, কেউ বলে ৪০০৲ টাকা মাহিনা দিব, শেষে রেঙ্গুনে ১০০০৲ টাকার মাহিনার চাকরী নিয়ে গেছে। তা' হ্যাঁ ছোট বৌ! তুই বালা পরে থাকিস, কেন? এখন আর বালা পরা ফ্যাসান নাই, গাছ কতক মাছ বেলওয়ারী চুড়ী গড়াস্।" ছোট বৌ হাসিয়া বলিল, "দিদি কি পাগলের মত বল, পা'ব কোথায়?" বড় বৌ বলিল, 'তা' সত্যি! ভগবান তো'কে এ যাত্রা বড় কষ্টই দিলেন।" ঝিটা পিছন হইতে বলিল "সকলের বরাত কি সমান, এই তোমার কত জোড়া চুড়ী বাসকোয় পড়ে পচ্‌ছে, পরবার লোক নাই মা!"

খাইতে বসিয়া বড় বৌ ক্রমাগত নিজের পাত হইতে, রুইমাছের মুড়া, চিংড়িমাছের

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাট্‌লেট্, সরভাজা, কমলালেবুর পায়েস প্রভৃতি তুলিয়া যায়ের পাতে দিতেছিল ; ছোট বৌ যত বলিতেছিল, "আর দিও না দিদি তুমি খাও !" বড় বৌ ততই বলিতেছিল, খা না ভাই ! আহা তুই রোজ পুঁটি মাছ চকুটে ভাত খাস, তুই খা। কাছে হ'লে আমি তো'কে রোজ মাছ মাংস পাঠিয়ে দিতাম।"

ছোট বৌ সেদিন রাত্রে সেখানেই রহিল, বিছানায় শুইয়া খোকাকে তেমনই বক্ষে জড়াইয়া লইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল, "এই সব ধন রত্ন খোকার, কিন্তু আমি তো কই সম্পূর্ণ সুখী হ'তে পারছি না, দিদি খেতে বসে মাছের ডিমটী নিজে খেলেন, কিন্তু আমি তো তা' পারি না। খোকা যেখানেই থাকুক, ডেকে নিজের পাত থেকে ডিমটী তাকে খাওয়াই ; সে যে ডিম খেতে ভালবাসে, পরে কি তা' মনে করে রাখ্‌বে ? মা'র স্নেহের কাছে দুনিয়ার কা'র স্নেহের তুলনা ? যে বড় অভাগা সেই পরের হাতে ছেলেকে তুলে দেয়। এখানে খোকা সোণার হার পরে থাকে, মখমলের পোষাক পরে থাকে, বলে কি খোকার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে ? ছেঁড়া লেপে মা'র বুকের কাছে শুয়ে যে আরাম পেত, এখানে পিতলের খাটে, স্প্রীংয়ের গদিতে, ইলেক্‌ট্রিকের আলোতেও, ঝিয়ের কাছে অনাথের মতই শুয়ে থাকে। খোকা একটী লেবুর জন্য কেঁদেছিল, এখন তা'র ইচ্ছায় ইঙ্গিতে শত শত টাকা ব্যয় হ'বে, তা'র জ্যাঠা জ্যেঠাইমা তা'কে নিয়ে গ্লাড়ীর বেড়া'তে যাচ্ছেন, কত আদর করছেন, কিন্তু তা'র দুঃখিনী মা হিমালয় নিঃসৃত গঙ্গার পূতধারার ন্যায় যে অজস্র স্নেহধারা নিবেকে তাহার চিত্তকে সজীব রাখিত, সে স্নেহের কাছে এ স্নেহ যেন বড় কৃত্রিম, বড় উপহাস !" জননীর নয়ন বহিয়া অবিরত বারিধারা উপাধান ভিজাইল। তাহার পরে কখন প্রভাতের শীতল বায়ুতে ছোট বৌ ঘুমাইয়া পড়িল।

(৫)

পরদিন বাড়ী আসিবার সময় খোকা মহা-আহ্লাদে মা'র সহিত গাড়ীতে উঠিতে আসিল কিন্তু দাসীরা ও তাহার নূতন মা তাহাকে নানারূপে ভুলাইতে লাগিল, কিন্তু অবোধ শিশু তাহার সেই দীন হীন পল্লী-কুটিরে ফিরিবার নিমিত্ত, নিস্ফল রোদনে ছোটবৌকে আরও বেদনা দিতে লাগিল। ছোট বৌ জোর করিয়া তাহার হাত হইতে কাপড় ছাড়াইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল। তাহার মুখের রং ঠিক সাদা পাথরের মত হইয়া গিয়াছে, চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই। হরিচরণ কাতরভাবে তাহার হাত খানি নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া বলিল, ছোট বৌ! আবার রবিবারে তোমাকে নিয়ে খোকাকে দেখ্‌তে আস্‌বো।" "ছোট বৌ কিছুই উত্তর দিল না, অন্য মনে দরজার ফাঁক দিয়া রাস্তা দেখিতেছিল। সে যদি বলিত যে, "যাকে বিলিয়ে দিয়েছে, তাকে আবার দেখ্‌তে আসার কি দরকার ?" তাহা হইলে হরি সন্তুষ্ট হইত; কিন্তু সে যে কিছু না বলিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল, ইহাতে স্বামী একটু ভীত হইয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া বলিলেন, "ললিতা ! কথা কও, চুপ করে রইলে কেন ? " ছোটবৌ হরির মুখের দিকে একবার চাহিল, সে নীরব দৃষ্টিতে কি লেখা ছিল, তাহা হরিচরণ ১৫ বৎসর একত্র ঘর করিয়াছিল, সেজন্য পড়িতে বড় কষ্ট হইল না, সেও অন্যমনে বসিয়া রহিল।

বাটী গিয়া ছোট বৌ সমস্ত দিন মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল, হরিচরণ অনেক ভাবিয়াও তাহাকে খাওয়াইতে বা কথা বলাইতে পারিল না। পরদিন সকালে উঠিয়া ছোট বৌ স্নান করিয়া আবার শয়ন করিল। সম্মুখের দালানে মিস্ত্রী কাজ করিতেছিল, তাহাদের কর্ণিকের ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনিতে পাইয়া ছোট বৌ আপন মনে বলিল, "আহা বনের পাখীকে সোণার পিঞ্জরায় ধরিয়ে দিয়ে বাড়ী ঘর সারান হ'চ্ছে।" একটু পরে একজন বিধবা স্ত্রীলোক, ৭।৮ খানি গরম লুচি ও বেগুণ ভাজা, আলু ভাজা, একটু মোহনভোগ লইয়া বলিল, "মা উঠে একটু খাও। বাবু বল্লেন তুমি কাল থেকে খাওনি। আমি তোমার রাঁধুনি, তুমি একলা মানুষ, সব পার না বলে বাবু আমাকে ভর্ত্তি করেছেন।" ছোটবৌ তীরবেগে উঠিয়া এক পদাঘাতে লুচিরথালা ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিল। লুচি, মোহনভোগ, ঘরে উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

সমাপ্ত।

Magazin V. S. Daily.

মাসিক বনাম দৈনিক পত্র।

পাশ্চাত্য সুবিজ্ঞ বিজ্ঞাপন দাতাগণ বলিয়া থাকেন—

The daily lives a day.

The monthly lives a month.

The magaine is preserned and passes from one reader to reader.

সুতরাং তাঁহাদের মতে মাসিক পত্রও বিজ্ঞাপনের পক্ষে কম মূল্যবান নহে। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীর চক্ষে মাসিক পত্রের আদর নাই। দৈনিক পত্রের বিজ্ঞাপন সকল দেশেই পড়িবার সময় থাকে না, পরদিন প্রভাতেই নূতন কাগজ আসিয়া পড়ে। সুতরাং ক্রমিক বিজ্ঞাপন না চালাইলে চলে না। দৈনিকের ১ বারের বিজ্ঞাপনে যে ব্যয় হয়, তাহা দ্বারা ৪ খানা মাসিকের বিজ্ঞাপনের ৪ মাসের ১ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের ব্যয় চলিয়া যাইতে পারে ; ৪ খানা ভাল মাসিক পত্রি-

কার পাঠকের সংখ্যা কি একখানা দৈনিকের পাঠক সংখ্যাপেক্ষা কম? কখনই না। দৈনিকের বার্ষিক মূল্য অধিক, থপর পুরাতন হইয়া যায় বলিয়া মফঃস্বলের গ্রাহক সংখ্যা কমই হইয়া থাকে। দৈনিক স্থানীয় কাগজ, কিন্তু মাসিকের মূল্য কম, সুদূর মফঃস্বলেও প্রচুর গ্রাহিত হয়। এই হিসাবেই বিলাতি মাসিক ও সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপন অধিক। বিজ্ঞাপনদাতাগণ বলেন, মাসে একবার মাত্র বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কিন্তু সে বিজ্ঞাপন থাকে যে বহুকাল, সেটাও ভাবিবার কথা।

সেই জন্য যাহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী, এমন পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিবার পক্ষপাতী, কারণ জিনিস সম্বন্ধে দুকথা পরিষ্কার করিয়া বলিতে স্থানাভাব হয় না। পাঠককে বিজ্ঞাপন পড়াইতে পারিলে দৈনিক এবং মাসিক উভয়েই তুল্য কাজ হইতে পারে। সুতরাং মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়াও ব্যবসায়ীর আবশ্যকীয় পন্থা।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্যশিল্প।

—:o:—

Qunine Hair Tonic.

Quinine Sulph............100 grains
Ac. Sulph. Dil.........100 Minims.
Tinc. Jabarandi............5 ounces.
Eau de-cologne..........10 ounces.
Tin. Cantharides..............4 oz.
Glycerine............................5 oz.
Bay rum.................. ......12 oz.
Aqua Rose..........................40 oz.

Mix and shake the bottle well before using. It is an excellent preparation as hair tonic.

Bulletin of pharmacy. 2/14

উপরোক্ত ফরমুলাটি একখানি আমেরিকান ডাক্তারী কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা চুলের খুসকী নষ্ট করিয়া কেশ বৃদ্ধি, কেশ ঘন এবং কৃষ্ণবর্ণ করিয়া থাকে। ইহা পেটেণ্ট করিয়া ৪ আউন্স শিশিতে ভাল লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। উদ্যোগী যুবকের ইহা একটী আদরের সামগ্রী।

Ginger Buiscuit.

ময়দা —১ সের
মাখম —৩ আউন্স
চিনি —৩ আউন্স
আদার গুঁড়া বা শুঁট পূর্ণ —৪ আউন্স

এই গুলিকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ দিয়া লুচির ময়দার মত ঠাসিয়া গোল গোল চাকৃতির মত করিয়া একটা টীনের পাতের উপর সাজাইয়া উনানের মধ্যে দিয়া ভাজিয়া লইলেই প্রস্তুত হইবে। ময়দা চিনি এবং আদা বা শুঁট চূর্ণে প্রথম মাখম দিয়া ময়ান দেওয়ার মত মাখিয়া তাহার পর অল্প অল্প দুধ দিয়া লুচি বা রুটীর ময়দার মত করিয়া লেচী কাটিতে হয়, তাহার পর বেলুন টানিয়া খুব পাতলা অর্থাৎ thin না হয়, এমন ভাবে চৌকা বা গোল করিয়া ছাঁচ বা ছুরি দ্বারা কাটিয়া ভাজিতে হয়।

কলিকাতার অনেক গরীব মুসলমান এইরূপে বিস্কুট এবং কেক্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। কিন্তু অল্প পুঁজীর বাঙ্গালীও এ কাজ করিতে পারিত কিন্তু তাহা দেখা যায় না। পাউরুটি এবং বিসকুট ভাজায় উনান স্বতন্ত্র, যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া থাকেন, তাহারা রুটি ওয়ালা বামুনদের দোকানে সে উনান দেখিয়া থাকিবেন। সেইরূপ উনানে ভাজিয়া লইতে হইবে।

Peppermint Lozenges:

পিপারমেণ্ট লজেঞ্চুস।

লজেঞ্চুস মাত্রেই ডিম্বের শ্বেত সারাংশ থাকে।

ডিম্বের শ্বেত অংশের সহিত ৬ আউন্স অতিশয় সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ চিনি এবং ৩৬ ফোঁটা উৎকৃষ্ট পিপারমেণ্ট অয়েল দিয়া মাড়িয়া এঁটেল মাটীর ন্যায় করিয়া ছাঁচ দ্বারা বা ছুরির দ্বারা কাটিয়া চৌকা আকারের করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই পিপারমেণ্ট লজেঞ্চুস প্রস্তুত হইবে।

ডিম্বের শ্বেতসার আপত্তাজনক হইলে পরিস্কৃত আরবীগঁদের জল দিয়া ও গঠন করা যাইতে পারে।

Rose Lozenges.

গোলাপী লজেঞ্চুস।

ঐরূপ প্রক্রিয়াতেই গোলাপী লজেঞ্চুস প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সূক্ষ্ম সাদা চিনি —৪ আঃ
কারমাইন রং —২ গ্রেণ
গোলাপের আতর —১ ফোঁটা

গঁদের জলের সহিত সমস্ত দ্রব্য গুলি মিশাইয়া লজেঞ্চুস প্রস্তুত করিলেই হইবে। প্রক্রিয়া উপরে বলা হইয়াছে।

কেশ তৈলের ফলমূলা।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল —আধসের
এলকেলাইন রুট —২ ড্রাম
চন্দনের তৈল —২ ড্রাম
উৎকৃষ্ট বেলার তৈল —অর্দ্ধসের
রিফাইন উৎকৃষ্ট রেড়ীর তৈল—১ ড্রাম
টীংচার কান্থারাইডিস —১০ ফোঁটা
অয়েল রোজ মেরি —২ ড্রাম
অয়েল ল্যাভেণ্ডার —২ ড্রাম
অয়েল নিরোলী (হেকোর) —৩০ ফোঁটা বা ১ ড্রাম
অটো অফ্ রোজ (হেকোর) —১ ড্রাম

ইহা উৎকৃষ্ট কেশ রোগ নাশক তৈল।

কেহ কেহ বাজারে White oil নামক এক প্রকার খনিজ তৈল বিক্রয় হয়, তাহাতে টীংচার কান্থারাইডিস—৯০ ফোঁটা এবং হেকোর নানাবিধ পুষ্পের আতর মুরগী হাটায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তাহাই মিশাইয়া সুগন্ধ করিয়া বোতলে পুরিয়া সৌখীণ নাম দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু উপরোক্ত প্রথম প্রকারের তৈলই গুণে যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। অবশ্য পড়তায় বেশী পড়িলে মুল্য অধিক হইবে বটে, কিন্তু বাজার চলিত সুলভ তৈল দ্বারা যেরূপ নারী ও পুরুষ সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, তাহা হইবে না।

সম্প্রতি হ্যারিসন রোডে কতিপয় নীলাম বিক্রীর দোকান খোলা হইয়াছে। অনেক দোকানে লোক বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিজেদের লোকের নিকটে অতি অল্প মূল্যে কাপড় ইত্যাদি নীলামে বিক্রী করে। পরে লোক জমাট হইলে আগন্তুকদিগকে ঘরের ভিতরে লইয়া যায়। তৎপরে নিজেদের লোকের সাহায্যে দাম চড়াইয়া অতি অল্প মুল্যের জিনিস দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ দরে বিক্রয় করে। ভিড়ের সুযোগ বুঝিয়া পকেট কাটা ইত্যাদিও চলিয়া থাকে, এ সকল স্থানে পুলিশ প্রতিহারীগণকে বড় একটা দেখা যায় না। আমরা মফঃস্বলবাসিগণকে সাবধান করিতেছি।

AGRICULTURAL NOTES.

কৃষি-প্রসঙ্গ।

সরকারী কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানে কৃষিপরীক্ষা।

—:০:—

(১৯১৫)

বাঁকুড়ায় চীনাবাদাম।

বিঘাপ্রতি ১০ সের বীজ বপন করিতে হয়। বর্ষার প্রারম্ভে মে ও জুন মাসে বীজ পুতিবার সময়। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফল পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালে তালডাঙ্গায় ২ বিঘায়, পাতপুরে ১ বিঘায়, রাজারামবাদে ৩ বিঘায়, বাঁকুড়া সহরে ১ বিঘায় এবং কালিকাপুরে ১ বিঘায় বীজবপন করা হয়। বাঁকুড়া সহর ভিন্ন অপর স্থানসমূহে যথাক্রমে বিঘা পিছু ৮১১৬, ১২, ৪৷৷ এবং ৫মণ বাদাম উৎপন্ন হইয়াছে। এক মণ চীনাবাদামের ৬ টাকা সুতরাং এই চাষ লাভজনক উহাতে সন্দেহ নাই।

বীরভূম।

উল্লিখিত রূপ বীজবপণ করিয়া গত বৎসরে বীরভূম জিলায় সাহপুর, হেতমপুর এবং বোলপুর শান্তিনিকেতনে চীনাবাদামের চাষ হয়। উক্ত তিনস্থলে যথাক্রমে ৩, ৷৷, ৮০ বিঘায় বিঘাপ্রতি যথাক্রমে ৭, ৬ এবং ৬,২/৩ মণ চীনাবাদাম পাওয়া গিয়াছে। বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাবু সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছেন।

আশু-ধান্য।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের পরীক্ষা।

১৯১৫ সালে খৈল সার দিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগে ১২টা স্থলে আশুধান্তের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যেক বিঘায় ১ মণ খৈলসার দিয়া ১২টা স্থলে যথাক্রমে প্রতিবিঘার ১৩, ৬, ৯৷৷, ৯, ৯৮, ১০, ৯৷৷, ৯, ৬, ৬, ৪, ৪ মণ ধান্ত পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিনা সারে ঐ সকল স্থানে বিঘাপ্রতি যথাক্রমে ৭৮, ৭, ৪, ৭৷, ৫, ৫৷৷, ৫, ৬৷, ৭৷৷, ৪, ২৷, ৩, ১৷৷ মণ ধান্ত জন্মিত। অতএব ঐ সকল স্থলে প্রত্যেক বিঘায় উৎপন্ন যথাক্রমে ৫৷, ২, ২৷, ৩৮, ৪৷, ৫, ৩৷, ১৷, ২, ৩৮.১৷৷ ২৷৷ মণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি বিভাগের এই পরীক্ষা সার্থক হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বত্র ইহার পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক মন খৈলের দাম ২৷৷০ টাকা মাত্র। উল্লিখিত পরীক্ষা যে ১২ টা স্থলে হইয়াছে, নিম্নে তাহার আনুপূর্ব্বিক নাম দেওয়া গেল। ২৪ পরগণায়, ঘোষপুরে, বারাসতের জামালপুরে ২টি স্থলে, বারাসতের চাঁদপুরে, বারাসতে জামালপুরে আর দুইটি স্থলে, বারাসতের সেকেন্দ্রানগরে, নদীয়া জেলায় দামুরহোদা গ্রামে, নদীয়া জেলার হারাদি গ্রাম, আর এক স্থলে, নদীয়া জেলার রামুগরনামক স্থানে, এবং বারাসতের অধীন রাজীবপুরে।

আমন ধান্য।

১৮১৪ সালে প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৮ স্থলে ধনিচা সার দিয়া আমন ধান্যের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত জমিগুলিতে বিঘা প্রতি উৎপন্ন ৬, ৫, ৬, ৬৷, ৬৷৷, ৫০, ৮১৷ এবং ২৮০ মন ছিল না। ধনিচা সার দেওয়াতে উৎপন্ন বাড়িয়া যথাক্রমে ৭৷, ৮, ৮, ৭৷, ৭৷৷, ৬, ৯৷ এবং ৪৮০ মন হইয়াছে। সুতরাং বিঘাপ্রতি যথাক্রমে উৎপন্ন ধান্ত ১, ৩, ২, ১, ১, ১, ১, ও মন বাড়ি-

য়াছে। ধনিচা সার দিতে বিঘাপ্রতি ।০ আনা খরচ হয়।

হাড়ের গুঁড়া।

হাড়ের গুঁড়া সার দিয়া ১৯১৫ সালে ২০ খণ্ড জমিতে সুফল পাওয়া গিয়াছিল। উহার ফলে বিঘাপ্রতি উক্ত ২০ খণ্ড জমিতে উৎপন্ন ধান্য যথাক্রমে ২, ৩॥ ৩৫. ১॥, ১, ১, ১॥, ॥, ১।, ১৫, ২, ১, ১, ২॥, ১॥, ১॥, ১, ৪ ও মন বাড়িয়াছে। হাড়ের গুঁড়ার সার দিতে এক বিঘায় ২॥০ খরচ পড়ে।

পাট।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে যাহারা পাটের চাষ করে, তাহাদের অনেকেই জমিতে কোন সার দেয় না, কেহ কেহ বিঘা প্রতি ২০ হইতে ৩০ মন গোবর সার দিয়া থাকে। ১৯১৫ সালে এই বিভাগে ১১ স্থলে বিঘা প্রতি ২ মন খৈল সার দিয়া নিম্ন লিখিতরূপ সুফল লাভ করিয়াছেন। উক্ত ১১ খানা জমিতে পূর্ব্বে প্রত্যেক বিঘায় যথাক্রমে—৫৫, ৪॥, ৩॥, ৪, ৪, ৫, ৩, ৩, ৩, ৫ ও মণ পাট জন্মিত, খৈল সার দেওয়ায় উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে, ৮॥, ৬, ৬॥, ৭॥, ৭৫, ৮, ৪॥, ৫॥, ৪, ৭ ও ৭ মন হইয়াছে। সুতরাং বিঘাপিছু বৃদ্ধি যথাক্রমে ২৫, ১॥, ৩, ৩॥, ৩৫, ১॥, ১॥, ১ ২ ও ২ মন হইয়াছে।

আমাদের কথা।

শিক্ষার অভাব হেতু এই দেশের কৃষকগণ বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী বুঝিতে অসমর্থ। তাহারা চিরপ্রথানুসারে চাষ করিয়া থাকে। শস্য না জন্মিলে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। সুতরাং এই দেশের কৃষি বিভাগে সন্তোষজনক উন্নতি বিধান করিতে হইলে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণের সাহায্যে তাহাদিগকে ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্রে বাড়াইতে হইবে। কৃষি-বিভাগ পরীক্ষার দ্বারা যে সকল সুফললাভ করেন, তাহার অতি বিস্তারিত বিবরণ পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করিয়া জিলায়, মহকুমায়, থানায়, ও গ্রামে গ্রামে বিনামূল্যে বিতরণ করা উচিত। কেবল তাহা নহে, প্রত্যেক থানায় ও গ্রামে তাঁহাদিগকে ছোট ছোট সভা করিয়া উন্নত কৃষিপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়।

কৃষিবিভাগ বৎসরান্তে অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের পরীক্ষার সুফল বিজ্ঞাপিত করেন বটে, কিন্তু উহার দ্বারা কৃষকগণ কিছুতেই উপকৃত হইতে পারিবে না। বঙ্গদেশ কৃষি-প্রধান স্থান। এই দেশের বিস্তৃতিও বড় কম নহে, এমন দেশে কৃষিবিভাগের যেমন তৎপরতার সহিত কার্য্য করা উচিত, কার্য্যতঃ তেমন হইতেছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। সঙ্কিঃ

কচুরি-সার—স্থানবিশেষে কচুরি টাগই বা বিলাতি পানা নামেও অভিহিত হয়। ইহাকে ইংরেজীতে 'ওয়াটার হায়েসিন্থ' (Water Hyacinth) কহে। কচুরি গাছের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, কচুরির উপদ্রবে জলপথে গমনাগমন করা যে কিরূপ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। ধান্য ও অন্যান্য শস্যের পক্ষেও, ইহা যে কিরূপ ক্ষতিকারক তাহাও বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এই সব নানা কারণে, সকলেই কচুরিকে অতি তুচ্ছ জঞ্জাল এবং বড়ই অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক পদার্থ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিশ্বস্রষ্টার কোনও পদার্থই অতি তুচ্ছ বা অনাদরের নহে ;—অপ্রয়োজনে কোনও পদার্থের সৃষ্টিও হয় নাই। এতদিন কচুরির অনিষ্টের কথাই শুনিয়াছেন, আজ উহার ইষ্টের কথাই শুনাইতেছি। অতঃপর, কচুরিকে বিধাতার অযাচিত কৃপা-দান ভিন্ন আর কি বলিবেন।

ঢাকা গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্মের অভিজ্ঞ তন্তুবিদ্ (Fibre Expert) মহোদয় কচুরি-সার সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কচুরি পাটের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। অনেক স্থানেই কচুরি পচিয়া গিয়া মৃত্তিকার সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে ; এবং উহার উর্ব্বরতা-শক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছে। ঢাকার সরকারী কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্রে সাররূপে কচুরি ব্যবহার করা হইয়াছিল ; ইহাতে অন্যান্য সার অপেক্ষা বিঘা প্রতি ২/০ মণেরও অধিক পাট জন্মিয়াছে। একশত মণ কচুরি হইতে প্রায় ৬/০ মণ ভাল পচাসার পাওয়া যায়। এই সার গোময়সার অপেক্ষাও ৫।৬ গুণ উৎকৃষ্ট। কচুরির (১) পচাসার এবং (২) ছাই—এই দ্বিবিধ প্রকার সারই ব্যবহার করিতে পারা যায়। কচুরিগাছগুলি ক্রমাগত ২।৩ দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া, উহা স্তূপাকারে রাখিয়া দিতে হয়। ইহাতেই গাছগুলি পচিয়া গিয়া সাররূপে পরিণত হয়। গাছগুলি সংগ্রহ করিয়াই স্তূপাকারে রাখিলে উপরের গাছের চাপে নীচের গাছের অনেকটা রস (সার) বাহির হইয়া যায়। ইহাতে সারভাগ কিয়ৎপরিমাণে কম হয়। কচুরি খুব ভালরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পোড়াইলে অতি উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়। একটী শুষ্ক গর্ত্তের মধ্যে কচুরি পোড়াইলে, উহার সামান্য অংশও বৃথা নষ্ট হইতে পারে না। ১০০/ মণ কচুরি হইতে প্রায় দেড় মণ উত্তম ছাই পাওয়া যায়। কচুরির ছাই কাঠের ছাই অপেক্ষা ৭।৮ গুণ উৎকৃষ্ট। কলিকাতার শও ওয়ালেস্ কোম্পানী (Messrs Shaw Wallace & Co) কচুরি-ভস্মের প্রতিমণ ২/০ আনা হইতে ৩॥০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে রাজি হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, গুণানুসারেই কচুরি-ভস্মের মূল্যের তারতম্য

ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা কচুরির ছাই বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঢাকা গভর্ণমেণ্ট কার্য্যের 'Fibre Expert' মহোদয়ের নিকট আবেদন করিবেন। কৃষি সম্পাদক।

HEALTH &. HYGINE

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

Spreading of diseases.

রোগ বিস্তার।

নিমোনিয়া, লা গ্রিপি, টন্‌সিলাইটিস এবং অন্যান্য গলক্ষত, ডিপথিরিয়া হুপিং কফ্ হাম, টিউবারকিউলোসিস বা ক্ষয় রোগ, গলগণ্ড, টাইফয়েড্ ফিবার, বা সান্নিপাতিক জ্বর এবং কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ সমূহ এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তিতে নাসিকা এবং মুখ নিসৃত স্রাব হইতেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই সকল রোগের মধ্যে অনেক রোগেরই বীজাণু মুখের মধ্যে সতেজ এবং সজীব অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এবং সেইজন্য এক মানব হইতে অন্য মানবের মধ্যে যাইবার সুবিধা হইয়া থাকে। অন্যের মুখের উপর হাঁচিলে বা কাশিলে বা মুখের অতি নিকটে কথা কহিলে এই সকল রোগের বীজ সংক্রামিত হইয়া পড়ে। গৃহ বা পথের মধ্যে থুতু বা গয়ের ফেলা, চুম্বন করা, কফ এবং কাশির গয়ের প্রভৃতি সংলগ্ন রুমাল শুষ্ক হইলে তাহা হইতে রেণুবৎ এইসকল রোগ বীজ অপরের নাশারন্ধ্র পথে সংক্রামিত হয়, এবং বহুজনের সর্ব্বনাশ করিয়া বসে। সুতরাং অপরকে রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেকেই সতর্ক হইলে ঔষধ অপেক্ষা সংসারে বহুলোক রক্ষা হইয়া জনপদ রক্ষা হইয়া থাকে। "চিকাগো মেডিক্যাল রেকর্ড' নামক একখানি আমেরিকান পত্র কি বলিতে-ছেন, তাহা দেখুন।

THE SPREADING OF DISEASES.

Pneumonia,La grippe, tonsilitis or other forms of sore throat, diphtheria, whooping cough, measles, tuberculosis, mumps, typhoid fever and other infections may be spread from person to person through mouth, throat or nose secretions. The germs of many of these diseases may be carried in the mouths of people apparently in perfect health. This is probably why they continue to afflict mankind.

Sneezing, coughing or talking in the faces of others spreads these diseases. The act of kissing is risky for evident reasons. Spitting about indoors and on sidewalk is not only dirty, but dangerous. The handkerchief soiled with dried secretion is especially a menace. All should take account of the good of themselves and the community.—*Chicago Medical Recorder.*

পাশ্চাত্যদেশের নরনারী এসম্বন্ধে বিশেষঃ সাবধানে থাকেন, তাহাদের সামাজিক নিয়ম শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হস্তে স্পর্শ করে। যাহাকে তাহাকে শিশুকে স্পর্শ এবং চুম্বন করিতে দেয় না এবং অতি আত্মীয়ও তাহা করে না। গাত্রের উপর হাঁচা বা কাশা প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ ছিল আধুনিক চেংড়া ছোঁড়ার দল একের মুখ হইতে সিগারেট এবং চুরুট বিড়ি লইয়া খাইয়া ভালবাসার বহর দেখাইতে যাইয়া অকালে নানারোগে জীবন হারাইতেছে। চায়ের দোকান গুলি নানারোগ বিস্তারের সাহায্য করিতেছে। অন্য দেশেও কম অনিষ্ট করিতেছে না। এই সকলের সত্যতার প্রমাণ অজস্র অকাল মৃত্যু। ঘরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া যদি চা খাইতে না জোটে, তবে তাহাদের চা খাওয়া কেন, একথা কেহ তাহাদিগকে বুঝাইতে পারে না। এদেশের সর্ব্ব প্রকার খাদ্য দ্রব্যের দোকান ব্যাধির মন্দির,ইংরাজের অনু-করণ করিতে যায় বটে, কিন্তু তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে না। কাজেই অল্পবয়সে নানা রোগে অকালেই চিত্র-গুপ্তের খাতায় নাম লিখাইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়। দেখিয়াও ঠেকিয়াও এদেশের যুবকগণ শিক্ষা করে না। শিক্ষিত লোকগণ অশিক্ষিতদিগকে এই সকল রহস্য বুঝাইয়া দিলেও দেশের মহৎ হিতসাধন করা হয়, কিন্তু করে কে? এমন শিক্ষার মুখে ছাই। এ শিক্ষায় শিব গড়িতে বান্দরে দল বনিয়া গিয়াছে।

Loss of Appetite.

ক্ষুধামান্দ্য।

আমেরিকান Doctor নামক পত্র বলিতে-ছেন যে—

"Loss of appetite is of itself rarely a calamity, although many people regard it so, usually it is a blessing."

ক্ষুধামান্দ্য একটা পীড়া নহে, যদিও অনেকেই এটাকে একটা উৎকট পীড়া বলিয়া ধারণা করেন, জীবের পক্ষে ইহা বরং একটী আশীর্ব্বাদ স্বরূপ"। কেন?

"It is natures way of saying that food would do harm and man

is the only animal which has not sense enough to heed this warning."

এই ক্ষুধা হীনতা স্বভাবের সতর্কবাণী, খাদ্য অনিষ্ট করিবে, সতর্ক হও, কিন্তু পরিতাপ মানব এত বড় বুদ্ধিমান জীব হইয়াও এই সতর্ক বাণীকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া জীবন হারায়। ঘোড়ার, কুকুরের বিড়ালের অসুখ হইলে তাহারা আর খায় না, আহার বন্ধ করিয়া নীরব থাকে। কিন্তু মানব এই অক্ষুধার উপরেই রুচি বৃদ্ধির নানা উপায় করিয়া পাকস্থলীকে ভারাক্রান্ত করিয়া অশেষ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ক্ষুধার অভাব হইলেই আহারের কোন আবশ্যক নাই। কিছু না খাইলেই ভবিষ্যত অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার সহজ উপায় হইয়া থাকে।

ক্ষুধার অভাব হইলেই বুঝিতে হইবে যে, পাকস্থলির অথবা যকৃতাদির ক্রিয়া বিকার হইয়াছে,তাহারা পরিশ্রান্ত,অক্ষম। সেই ভারাক্রান্ত অক্ষম যন্ত্রের উপর পুনরায় ভার চাপাইলে সাংঘাতিক পীড়া না হইবে কেন?

আমাদের হিন্দু প্রাচীন চিকিৎসকগণ এইজন্য একাদশী, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা আধুনিক শিক্ষিতের চক্ষে হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী প্রভৃতি নামে উপেক্ষিত। সেইজন্য "ফলং মড়কং" এদেশের বিলাসিনী জননীগণ সন্তান পালন করিতে জানেন না, আমরাই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, স্বাস্থ্যনীতিতে আদৌও নর নারীর দৃষ্টি নাই, অথচ এই দেশ বীর এবং দীর্ঘজীবি সন্তানের আশা করে।

Deep Breathing.

প্রাণায়াম।

"সিগনোগ্রাম, নামক একখানি আমেরিকান পত্রে পড়িয়াছিলাম যে, Deep breathing বা গম্ভীর শ্বাস প্রশ্বাস অভ্যাস করিলে ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়, গম্ভীর শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা ফুসফুসের মধ্যে প্রভূত বায়ু প্রবেশ করে, কোনস্থান কুঞ্চিত থাকিতে পারে না, সুতরাং কোন দূষিত শোণিত ফুসফুস মধ্যে অসংশোধিত থাকিয়া যায় না। এই উপায়ে ফুসফুসে ক্ষত হইয়া যক্ষ্মার জীবাণু থাকিবারও সুবিধা হয় না। এই জন্যই আমাদের প্রাণায়াম। কোন সাত্ত্বিক প্রাণায়াম পরায়ণ ব্যক্তিই এরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত, এমন বড় তখন দেখা যাইত না। সে প্রাণায়াম আহ্নিকাদি হিন্দুর অনেক সংসার হইতে এখন অন্তর্হিত, কাজেই বক্ষ যন্ত্রের পীড়াতেই বহু বালক অকালেই মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। এই গভীর শ্বাস প্রশ্বাস অভ্যাস করিলে শুভই হইয়া থাকে।

সিমলাযাত্রীর পত্র।

—:•:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

ভরদ্বাজাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ইহা এলাহাবাদ সহর হইতে ৯ মাইল পথ। পদব্রজে কিম্বা একাযোগে যাইতে পারা যায়। আমরা আহারাদির পর সেই পথপ্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া একখানি একা ভাড়া করিলাম। যাতায়াতের ভাড়া ২॥ টাকা ধার্য্য হইল। বেলা ঠিক ১টার সময় আমরা তিনজনে সেই একা গাড়ীতে চড়িয়া যাত্রা করিলাম। আমরা পথিপার্শ্বস্থিত সেই অসংখ্য বিপণীশ্রেণী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ক্রমে আমাদের একা সহর অতিক্রম করিয়া মাঠে আসিল। প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, ভয়ানক রৌদ্র- তপণদেব তাঁহার প্রখর কিরণে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেছেন,চারি দিক নিস্তব্ধ,কোন সাড়া শব্দ নাই। কচিৎ দুই একটী পথিক সেই রাস্তায় দৃষ্ট হইতেছে। আর সেই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে কেবল জুয়ারা ও বাজরার চাষ লক্ষিত হইতেছে। দূর মাঠে গো মহিষাদি চরিতেছে, আর কৃষকেরা তাহাদের ভূমি কর্ষণ করিতেছে। আমরা এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ৬ মাইল আসিয়াছি। সহর হইতে এক মাইল অন্তর এক একটী প্রস্তর খণ্ড প্রোথিত আছে এবং উহাতে মাইল লিখিত আছে। আমরা তদৃষ্টে রাস্তার দূরতা নিরূপণ করিতে পারিয়া ছিলাম। এইরূপে আমরা আরও দুই মাইল রাস্তা আসিয়া সম্মুখে এক ভীষণ জঙ্গল দেখিতে পাইলাম। শকট চালক বলিল,আমার গাড়ী আর যাইবে না, এবার আপনাদিগকে পদব্রজে যাইতে হইবে। বাস্তবিক গাড়ী যাইবার রাস্তাও নাই। আমরা অগত্যা এই খানেই অবতরণ করিলাম। পথপ্রদর্শক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। বেলা তখন ৩টা বাজিয়াছে, চারিদিকেই বড় বড় বৃক্ষ সকল এমনি ঘন নিবিষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছে যে, রবিকিরণ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। আমরা সেই বৃক্ষের শীতল ছায়া দিয়া বরাবর সেই প্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। আন্দাজ এক মাইল অগ্রসর হইয়া আমরা একটী সুন্দর উপবন দেখিতে পাইলাম। স্থানটী অতি রমণীয়। চতুষ্পার্শ্ব যেন বৃক্ষদ্বারা প্রাচীরবৎ, মধ্যস্থলে নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত, নিম্নভাগে নব দূর্ব্বাদলের বিছানা পাতা,দেখিলে মনে হয়,কে যেন বহু যত্নের সহিত এই স্থানটী রক্ষা করিতেছে। কিন্তু জন মানবের সম্পর্ক নাই, কেবল ফিঙ্গে, দোয়েল ও পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষীগণ ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছিল এবং তাহাদেরই সেই সুমধুর কূজন আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতেছিল।

আমরা সেই স্থানটী প্রদক্ষিণ করিয়া

করিয়া তাহারই প্রান্তভাগে আসিয়া দেখিলাম, জমির প্রায় ৮।১০ হাত নিম্নে দুইখানি ঘরের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রদর্শক বলিল, এই ভরদ্বাজাশ্রম। কিন্তু এঘরের কোন ছাদও নাই, জানালা কপাট নাই, কেবল দুইখানি ঘরের আকৃতি মাত্র দেখিলাম। আমি মনে করিতে লাগিলাম, কালের বিচিত্র গতি। এক সময় এই আশ্রমে ভরদ্বাজ মুনি বাস করিয়াছিলেন এবং এই খানে কতই যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল এইস্থানে বসিয়া তাঁহার কত শিষ্যমণ্ডলী বেদাধ্যয়ন ও হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি কতই শাস্ত্রালোচনা হইয়াছিল,কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আজ সমস্তই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন কালে এই ভরদ্বাজাশ্রমে একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখন সে রামচন্দ্রও নাই, ভরদ্বাজ ঋষিও নাই। আছে কুটীরের কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ মাত্র এবং ইহাই আজ দর্শকের মনে অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

বেলা ৫॥টা বাজিয়া গিয়াছে। দিনমনি এইবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই আশ্রমের বৃক্ষান্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ঠিক এই সময় প্রদর্শক বলিল, মহাশয়, আর বিলম্ব না করিয়া ফিরিবার চেষ্টা করুন। কারণ এ জঙ্গলে সন্ধ্যা হইলে ভল্লুক ও বন্যবরাহ বাহির হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমি একে বাঙ্গালী, নিরস্ত্র বীর—ঠিক সেই সময় একটা—বন্য বিড়াল পথের এক পার্শ্ব হইতে অন্য প্রান্তে লাফাইয়া চলিয়া গেল আমিত ছেলেকে ফেলিয়া বাপ্‌রে বলিয়া ছুটিয়া পলাইতে যাইয়া একটা গাছের শিকড়ে পা লাগাইয়া ধরাশায়ী হইলাম। পথ প্রদর্শক ত হাসিয়াই খুন—বলিল বাবু ভয় নাই—ওটা বাঘ নয় বিল্লি! আমি বল্লেম, হৌক বাবা বনের বিড়াল বাঘ হ'তে কতক্ষণ।

কিছুক্ষণ পরে আমরা সেই অরণ্য অতিক্রম আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত এক্কা গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম, এবং সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আমরা বাসাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্র ঠিক ৮টার সময় আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পাঠক অদ্য এই পর্য্যন্ত, শরীর বড়ই ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করিতে চলিলাম।

ফতেপুর শিক্রী।

পরদিন ফতেপুর শিক্রি দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। এলাহাবাদ হইতে আমাদের গাড়ী ছাড়িল এবং যমুনার বক্ষঃস্থিত একটী বিস্তৃত সেতু অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে ধাবিত হইল। অতঃপর ১১টী ষ্টেশন পার হইয়া বেলা ঠিক ৩টা ৫মিনিটের সময় আমরা এই ফতেপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। ইহা কলিকাতা হইতে ৫০৩ মাইল। সহরটী বেশ, জল বায়ুও মন্দ নয়। এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান। এখানে দেখিবার মধ্যে কেবল "ফতেপুর শিক্রী" নামক এক মুসলমান কীর্ত্তি আছে। উহা এখান হইতে ৫ মাইল পথ। আমরা ষ্টেশন হইতে একখানি এক্কা ভাড়া করিলাম এবং উহাতে আরোহণ করিয়া বরাবর ঐস্থানে উপস্থিত হইলাম। এক প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে এই সুবৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। আমরা এক্কা হইতে অবতরণ করিয়া প্রথম দ্বারে প্রবেশ করিলাম। এখানে শুনিলাম, প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মোগল সম্রাট আকবর সা নাকি এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহারই প্রধান অমাত্য মহারাজ বীরবল নাকি এই প্রাসাদে বসবাস করিতেন। সে যাহা হউক, আমরা দ্বিতীয় দ্বারে প্রবেশ করিয়া এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, অতঃপর তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম,ইহার আগা গোড়া সমস্তই মর্ম্মর প্রস্তরে প্রস্তুত এবং সেই প্রস্তরের উপর কারুকার্য্যগুলি বাস্তবিক দর্শনযোগ্য। কত রাশি রাশি অর্থ ব্যয়ে যে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। প্রত্যেক হর্ম্মের দেওয়ালে ও তলদেশে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর সমূহ এখনও এত উজ্জল এবং চাকচিক্যময় রহিয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, এই প্রাসাদ অতি অল্প দিনই প্রস্তুত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সমস্ত প্রাচীন উপাদানের জন্য তখনকার শিল্পিগণ আমাদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বেলা ৫টা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা সেই এক্কায় চড়িয়া বরাবর ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম; কারণ অদ্যই সন্ধ্যার সময় আমরা গাড়ীতে উঠিব। রাস্তার দুই পার্শ্বে কেবল অসংখ্য ঝাউ গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর তাহারই আশে পাশে গম, বুট, ও ভুট্টার চাস। আমরা বেলা ৬॥ টার সময় ষ্টেশনে পৌছিলাম।

সন্ধ্যা ৭টার সময় এখান হইতে গাড়ী ছাড়িল। পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিছুই দেখিবার উপায় নাই। অনেকগুলি ষ্টেশনের পর আমরা কাণপুর ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র সেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা আমার মনে পড়িল। এই খানেই বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়, অতঃপর সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে এই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া কত শত নর নারী এমন কি শিশু সন্তান পর্য্যন্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়াছিল। আজ সে কথা স্মরণ হইলে হৃদকম্প উপস্থিত

হয় ও দেহ রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, আমরা রাত্রিকালে কাণপুরে নামিবার সুবিধা পাই নাই। কাণপুর ব্যবসার প্রধান স্থান। এখানে কয়েকটী জুতার কারখানা আছে।

রাত্রি প্রায় ৯॥০টা বাজিয়াছে, ঠিক সেই সময় কাণপুর ষ্টেশন হইতে আমাদের গাড়ী ছাড়িল। অমাবস্যার রাত্র, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আকাশে অসংখ্য তারকারাজি মিটি মিটি হাসিতেছে, দূর মাঠে বৃক্ষোপরি খদ্যোৎগণ ক্রীড়া করিতেছে। কচিৎ দুই একটা শৃগালের চীৎকারও শুনা যাইতেছে, আর তাহার উপর আমাদের সেই গাড়ীর শব্দে কাণে তালা ধরিতেছে। এইরূপে কতকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১॥০টার সময় আমাদের গাড়ী এটাওয়া নামক ষ্টেশনে আসিল। শুনা গেল এখানকার জল বায়ু নাকি অতি উৎকৃষ্ট।

ক্রমশঃ।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

কৌতুক কণা।

—:০:—

ডাক্তার—তুমি বেশ ঘুমাইতে পার?

রোগী—খুব, একেবারে কাষ্ঠ খণ্ডের মত।

রোগীর স্ত্রী—শুধু কাষ্ঠ খণ্ড বলো না, তার ভিতর করাৎ চলার কথাও বলো বাবারে—যে বেজায় আওয়াজ!

ডাক্তার এবং ডাক্তার খানার কম্পাউণ্ডার।

ডাক্তার—এই ত প্রেসক্রিপশন, এতে ৪টা ঔষধের নাম আছে, তুমি পাঁচটা ঔষধ কোত্থেকে পেলে?

কম্পাউণ্ডার—ক্ষমা করবেন, আপনার নাম সইটাকেও একটা ঔষধ মনে করে মিশিয়ে ফেলেছি!

রোগিনীর আত্মীয়া বলছেন, তুমি বল যে তোমার শাশুড়ী তোমায় দেখ্‌তে পারেন না, কিন্তু সেদিন দেখ্‌লেম তোমার শাশুড়ী বিছানায় বসে তোমার খুব যত্ন করচেন।

রোগিনী। আহা, সে কেন বুঝি জান না ডাক্তার ওষুধ দিয়েও আমার ঘাম ছওয়াতে পারেন নি, তাই আমার শাশুড়ীকে কাছে বসতে বলে ছিলেন। ডাক্তার জানেন যে, শাশুড়ীকে দেখ্‌লেই আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়।

আত্মীয়। তবে তোমার শাশুড়ীটী একটী বেশ ওষুধ!

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতত্ত্ব

তরুণ সর্দ্দি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—:০:—

রডোডেণ্ড্রণ—নাসিকার ভিতর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি, যেন সর্দ্দি আরম্ভ হইবে। প্রবল স্রাববাহী সর্দ্দি, তৎসহ শিরঃপীড়া এবং গলদেশের কর্কশতা।

রস্‌টক্স—হাঁচি হয়।—জলে ভিজিয়া স্রাববাহী সর্দ্দি।

স্যাবাডিলা—সর্দ্দিতে কপালে ব্যথা এবং চক্ষুদ্বয়ের আরক্তিমতা ও অশ্রুস্রাব। নাসিকা হইতে প্রচুর জলীয় স্রাব। আক্ষেপযুক্ত হাঁচি, তৎসহ নাসিকা হইতে জল পড়ে।

স্যাম্বিউকস্‌—শিশুদের সর্দ্দি। নাক একেবারে বন্ধ থাকে।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—সর্দ্দির পর উদরাময়।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রিকা—প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয় ও জ্বালা করে। নাসারন্ধ্র শুষ্ক ও জ্বালা করে। নাসামূলের উপরে চাপবৎ ব্যথা। হাঁচি, নাসারন্ধ্রের পশ্চাদ্দেশে ক্ষত।

সোলেনিয়ম্‌—হঠাৎ প্রচুর সর্দ্দি, অল্পক্ষণ স্থায়ী।

সেনেগা—সর্দ্দি, তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয় ও হাঁচি হয়।

সিপিয়া—প্রবল শুষ্ক সর্দ্দি, সেই সঙ্গে মাথা কাণ ভোঁ ভোঁ করা। সর্দ্দির সঙ্গে তরল দাস্ত হয়। সর্ব্বদা হাঁচি হয়।

সাইলিসিয়া—সর্দ্দি ও কাশি, সেই সঙ্গে সব ম্যাক্সিলারি গ্রন্থির স্ফীতি, ঢোঁক গিলিবার সময় গলার মধ্যে ব্যথা, অত্যন্ত শীত করে।

সোলেনম্‌ লাইকোপার্সিকম্‌।—প্রচুর জলীয় সর্দ্দি, গলামধ্যে বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকে। নাসারন্ধ্রের সম্মুখদেশে চুলকানি; ধূলিপূর্ণ শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি হয়; গৃহাভ্যন্তরে থাকিলে উপশম বোধ হয়।

সোলেনম্‌ নাইগ্রাম।—তরুণ সর্দ্দি, দক্ষিণ নাসা হইতে প্রচুর জলীয় স্রাব; বাম নাসা বন্ধ থাকে; সেইসঙ্গে একবার শীত ও একবার উত্তাপ।

স্পাইজিলিয়া।—একটু ঠাণ্ডাতেই প্রচুর সর্দ্দি। নাকের সম্মুখভাগ সর্ব্বদা শুষ্ক থাকে; নাসারন্ধ্রের পশ্চাদ্দেশ হইতে স্রাব নির্গত হয়।

স্পঞ্জিয়া।—ক্রমান্বয়ে একবার প্রচুর সর্দ্দি ও একবার নাকবন্ধ। শ্বাস গ্রহণকালে করাতের শব্দের ন্যায় শব্দ হয়।

স্কুইলা।—প্রচুর সর্দ্দি, নাকের ধারে ক্ষতানুভূতি। অনবরত হাঁচি। প্রচুর সর্দ্দির সঙ্গে চক্ষে জল পড়ে ও ঝাপ্সা দেখে।

ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া।—সর্দ্দি ও কাশি। সর্দ্দি জনিত নাসারন্ধ্রে ঘা। স্রাববাহী সর্দ্দি, একবার জলীয় স্রাব হয় ও একবার ঘন শ্লেষ্মা

নির্গত হয়, এবং নাক সুড়্ সুড়্ করে। হঠাৎ সর্দ্দি হয়; কথা ভারি হয়।

সালফর—জ্বালাজনক প্রচুর স্রাববাহী সর্দ্দি। একটী কিম্বা উভয় নাশা বন্ধ হয়, বিশেষতঃ পুরাতন রোগে উপকারী।

সলফিউরিক এসিড্—সর্দ্দি ও ঘ্রাণশক্তির হ্রাস। প্রবল সর্দ্দি ও চক্ষে ক্ষত, দীর্ঘকাল স্থায়ী স্রাবহীন সর্দ্দি।

টেলুরিয়ম্—সর্দ্দি, চক্ষু হইতে জল পড়ে, স্বরভঙ্গ হয়; বহির্বায়ুতে উপশম বোধ হয়; নাসার পশ্চাদ্ভাগ হইতে লবণাক্ত শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলে।

টিউক্রিয়ম্—বহির্বায়ুতে স্রাববাহী সর্দ্দি। উভয় নাসা বন্ধ।

থুজা—হঠাৎ স্রাববাহী সর্দ্দি। শুষ্ক সর্দ্দি ও মাথা ধরে।

টঙ্গো—সর্দ্দিতে নাক বন্ধ থাকে, মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে।

জেরোফাইলম্—নাসিকার স্ফীতি; নাসাস্থির উপর টান বোধ হয়, তরুণ সর্দ্দি।

জিঙ্কম্—সমস্ত দিন প্রবল শুষ্ক সর্দ্দি; পৃষ্ঠে ব্যথা। ক্রমান্বয়ে একবার শুষ্ক একবার স্রাববাহী সর্দ্দি। নাকের মধ্যে কীটগমনবৎ সুড়্ সুড়্ করিয়া হাঁচি হয়। নাকের ভিতর খুব উপরে ক্ষতানুভূতি, নাসামূলে চাপবোধ।

—০—

হিন্দুনীতি-সার-সংগ্রহ।

—:০:—

মূর্খ ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা দোষে প্রভাহীন; কিন্তু কৃতবিদ্য জ্ঞানী শ্রীভ্রষ্ট হইলেও সমাজে শোভমান। ধন, জন, বল, বিদ্যার জন্য শ্লাঘা কখনও করিও না।

রাজা হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার স্বরূপ; সর্ব্বদাই রাজা এবং রাজ্যের মঙ্গলাভিলাষী হইবে।

———

শূকর যেরূপ মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠাকেই উপাদেয় ভাবিয়া তাহারই অনুসন্ধানে যত্নবান হয়, নীচ মূঢ় ব্যক্তিগণও সেইরূপ যাবতীয় শুভ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরপ্রসঙ্গে পরছিদ্রানুসন্ধানে সুখবোধ করে।

—•—

দুর্জ্জনেরাই পরনিন্দা শ্রবণে আনন্দিত হয়; কিন্তু সাধুগণ পরনিন্দায় বিষন্ন এবং কাতর হয়েন।

—•—

সাধুগণ মানীর মান রক্ষা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন কিন্তু অসাধুগণ সজ্জনের অপমানে তাহা অপেক্ষাও অপার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাই নীচ চিনিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

—•—

তুমি দেখিবে—অক্ষম ও অধম মনুষ্যগণ কলহ ইচ্ছা করে, কিন্তু উত্তম মনুষ্যগণ সর্ব্বস্ব যাউক, মান ইচ্ছা করেন, যেহেতু মানই মহৎ লোকের ধন।

—•—

ফলবান্ বৃক্ষসদৃশ গুণবান্ ব্যক্তিগণ সদাই নম্র, কিন্তু শুষ্কতরুসদৃশ মূর্খগণ নীরস—সে ভাঙ্গিয়া যাইবে তথাপি নম্র হইবে না।

—•—

বিদ্যা, পর্ব্বতারোহণ, কৃতকার্য্যতা, ধর্ম্ম, অর্থ, কামনাসিদ্ধি এই সকল শনৈঃ শনৈঃ সাধনায় সিদ্ধ হয়, কদাচই একেবারে হয় না। ব্যস্ততায় ব্যর্থতা লাভ হইয়া থাকে।

—•—

এক অসৎপুত্র দ্বারাই সপ্তপুরুষের কীর্ত্তি ভাতি কলঙ্কিত হয়, দ্বিতীয় অসৎ পুত্রের আবশ্যক হয় না।

শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

—•—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

চারিদিকের প্রধান শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের বিশেষ অনুরোধে মার্চ্চ মাসের ঠিক ৩০শে পর্য্যন্ত মাত্র ২০০ ছাত্রকে মাত্র ডাকমাশুল ৸৹ টাকায় কাজের লোকের গ্রাহক করিব, আবেদনকারী ছাত্রগণ শিক্ষকের স্বাক্ষর সমেত যেন অবিলম্বে মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠাইয়া দেন। ভিঃ পিঃ হইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ "কাজের লোক"।

"Businessman"
Poor Charitable Dispensary.
বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

পরদুঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃস্বলের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া যাহা সাধারণ হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থেই ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্য নাই।

তত্ত্বাবধায়ক
অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,
"কাজের লোক" সম্পাদক।

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

—:০:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XI.
২য় সংখ্যা।	FEBRUARY 1917.	ফেব্রুয়ারী ১৯১৭।	No. 2.

Neglect of Little things.

ক্ষুদ্রে অনাস্থা।

—:০:—

ক্ষুদ্র বিষয়ে অনাস্থা দ্বারা মানব বড় বিষয়েও অমনোযোগী হইয়া পড়ে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াও শিক্ষলাভ করিতে পারেন না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের এই একটা রোগ প্রতি নিয়তই সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ রোগের প্রতিকার আবশ্যক। পাশ্চাত্যগণ এই ক্ষুদ্রে অনাস্থা প্রদর্শনে অভ্যস্থ নহে। ইহারা সামান্য বিষয় বলিয়া কিছু উপেক্ষা করে না। ইহারা পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতেও অতি আবশ্যকীয় মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদনের জন্য তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি নিযুক্ত করিয়া সাধনায় বসিয়া যায় এবং শিক্ষালাভ করে। এদেশের সে শিক্ষার অভাব সেই জন্যই এত অভাব, এত দৈন্য দশা।

"The success of a man in business depends on his attention to little things".

পণ্ডিতবর স্মাইল বলিয়াছেন যে, কর্ম্মীর কৃতকার্য্যতা তাহার সামান্য সামান্য বিষয়ে মনোযোগেব উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

"Accumulation of knowledge and expereince of most valuable kind arc the result of little bits of knowledge and expereince of carefully treasured up."

বহু ক্ষুদ্র বহুদর্শিতা এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ দ্বারা মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ হইলে তবে মানুষ মানুষ হয়,—তবে জ্ঞানী হয়। এদেশের যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমানী, প্রতি পদে পদে আমরা দেখিতেছি, অনেকেরই সাংসারিক বহুদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব, স্কুল কলেজ হইতে মুখস্থ বিদ্যায় বিদ্বান হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লইয়া যখন সংসারে প্রবেশের জন্য জনসমাজে আবির্ভূত হয়েন, তখন সাংসারিক জ্ঞানের সংকীর্ণতা দেখিয়া বাস্তবিকই ক্ষুব্ধ হইতে হয় এবং এরূপ শিক্ষাকে ধিক্কার দিতে বাসনা হয়। কেন বলুন দেখি? বালক কোন বিষয়েই বহুদর্শিতা লাভ করিতে পারে না, তাই সংসারে প্রবেশ করিয়াই চক্ষে অন্ধকার দেখে, লোকের সহিত শিষ্টাচার পর্য্যন্ত দেখাইতে শিক্ষা না থাকায় পদে পদে অপদস্থ হয়। এইজন্যই অন্যান্য শিক্ষার সহিত বহুবিষয়ে অভিজ্ঞা ও জ্ঞানার্জ্জনের শিক্ষা আবশ্যক হয়।

সাংসারিক হইতে হইলেই বৈষয়িক জ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা, কিছু কিছু চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, লোকাচার প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতালাভ করায় বিশেষ আবশ্যক আছে, প্রতিহাত বৈষয়িক জ্ঞানের অভাবে প্রতি-

দেশীর সহিত মনান্তর, প্রতিহাত স্বাস্থ্য বিষয়ে অনভিজ্ঞতার জন্য অর্থ ব্যয়, প্রতিহাত কৃষি, শিল্প ব্যবসার বিষয়ে শিক্ষা এবং অল্প বিস্তর সাধারণ জ্ঞানের অভাবে অপব্যয়,মনকষ্ট হইলে মানব কখন সংসারে সুখ শান্তি লাভে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষায় জন্য আপনি ত কখনও এক কপর্দ্দক ব্যয়ের আবশ্যকতা মনেও করেন না। কিন্তু এই গলদেই যে আপনার আদরের দুলাল সন্তান সন্ততিকে সংসার অন্ধকার দেখিতে হইবে, সে কথা আপনি স্বপ্নেও ভাবেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বিষয় সমূহ নিতান্ত উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াই শেষে যে ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা খণ্ডনের জন্য কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির প্রকৃত যুক্তি নাই। এইরূপ শিক্ষার আবশ্যক আছে বলিয়াই পাশ্চাত্য জাতি সন্তানগণকে এত উচ্চ শিক্ষা না দিয়াও তাহাদের সন্তান সন্ততিকে সর্ব্ব বিষয়েই সাধারণ জ্ঞান এবং বহুদর্শিতা প্রদানেরই পক্ষপাতী। আমেরিকার এবং বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মিঃ এডিশন সাহেব বলিয়াছিলেন, 'General education is a luxury for those with money to spare" অর্থাৎ আধুনিক পল্লবগ্রাহী সাধারণ শিক্ষা যাহাদের অর্থব্যয়ের সামর্থ আছে,তাহাদের পক্ষে বিলাস স্বরূপ—যাহারা অভাবী, তাহাদের এরূপ অপরিপক্ক জ্ঞানলাভ করিয়া না হোবে না যত্নে লাগিবার উপযুক্ত হওয়ার কোন ফলই নাই। সেই জন্য তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—"It is parrot like instruction where reasoning facalties are not developed and a boy is turned out a meer echos of traditional ideas" হায় হায়, আমরাও ত সেই কথাই বলি যে, শুধু টিয়েপাখীর বুলি শিক্ষার ন্যায় এইরূপ শিক্ষায় দেশের, নিজের বা দশের কোন উপকারই সাধিত হয় না। কেবল অর্থ এবং স্বাস্থ্যের শ্রাদ্ধ হয় মাত্র, গড়ে অধিকাংশ যুবককেই সংসারে কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়া দুটি উদরান্নের জন্য কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হয়।

অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যবহারজীবি স্বীয় প্রতিভা ও ভাগ্যবলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী হইতে পারেন, কিন্তু সকলের প্রতিভা ও সমান নহে, ভাগ্যও সমান নহে। তাহাও উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে চলিবে না। বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যবহারজীবিও অন্নসংস্থানে অক্ষম, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু দুই দশজন প্রতিভাশালী ভাগ্যবান পুরুষের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই আমরা সেই আশায় সন্তানগণকে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া ব্যবহারজীবি করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হই, কিন্তু অনেক স্থলেই সেই আশা মরিচিকা স্বরূপ হইয়াই দাঁড়াইতেছে। যাহা হউক, যাঁহাদের যথেষ্ট অর্থ আছে, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে পারেন কিন্তু সাধারণ লোকের সন্তান সন্ততির শিক্ষায় সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়েই সাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করা যে একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্যা, তাহার আর ভুল নাই। এ শিক্ষা আধুনিক স্কুল কলেজে পাইবার সম্ভাবনা নাই। সে বিষয়ে বালকের অভিভাবকের মনোযোগ এবং চেষ্টার আবশ্যক। বালককে এইরূপ শিক্ষার জন্য অভিভাবককে বাধ্য করিতে হইবে, তেমন শিক্ষার পুস্তক পত্রিকা দিয়া বালকের রুচি আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সংসারের পথে তাহাকে আর অন্ধকার দেখিতে হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের কোন অভিভাবক তাহার আবশ্যকতা কি মনে করেন?

এ প্রবন্ধে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা বলিতে চাহি যে, সাধারণ মধ্যবৃত্ত গণের সন্তান সন্ততির জন্য আমরা "কাজের লোক"কে সেইরূপ জ্ঞাতব্য বিষয়েই পরিপূর্ণ করিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালা ভাষায় এত তথ্য সংগ্রহের জন্য অতি কঠোর পরিশ্রম করা হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্প পিতাই, অতি অল্প অভিভাবকই সন্তানগণের হস্তে "কাজের লোক' দিবার প্রয়াসী। উপেক্ষাই উহার কারণ। এই ক্ষুদ্র উপেক্ষাই আমাদের এখন রোগ. এ রোগের কি প্রতিকার হইবে না? বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াই এত উপেক্ষা, উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুস্তকে আবার কি পাইব—এই ত রোগ—এই রোগেই সর্ব্বনাশের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে।

"He that despiteth litttle things shall perish by little and little" তাই বলিতেছিলাম, ক্ষুদ্র উপেক্ষায় নয়, যত ক্ষুদ্র হউক, সব দেখিবে, সব পড়িবে, ছাই উড়াইলেও তাহার নীচে রত্ন পাওয়া অসম্ভব নয়। পথ প্রান্তের নগণ্য পদদলিত দুর্ব্বাদলও স্বাত্বিকের হস্তে দেবশিরেও অর্ঘরূপে বিরাজ করে। জগতে উপেক্ষার কিছু নাই।

"Neglect of little things has runied many fortunes and marred the best of enterprise." এই সামান্য বিষয়ে উপেক্ষায় কত লোকের সৌভাগ্য এবং উত্তম নষ্ট হইয়া যায়। একথা এদেশের যুবকগণ, এদেশের কর্ম্মীগণ শিখিলেই মানুষ হইবে। ক্ষুদ্রব্যয়ে উপেক্ষা, ক্ষুদ্রলোক বলিয়া উপেক্ষা এই সকলেইত সর্ব্বনাশ হয়। এই উপেক্ষার দোষেই আমার দেশের লোক কোন কার্য্যেই দৃঢ় হইতে শিক্ষা করে না তাহার ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। এদেশের উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণও যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ সকল না পাঠ করিয়াছেন, এমন নহে, কিন্তু তাহা এডিসন সাহেবের মন্তব্যোক্ত

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

"Parrot like instruction", তাহাতে হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই—শিক্ষায় এদেশের জ্ঞানের বা চরিত্রের উৎকর্ষতা হইল কে? শিক্ষা আমাদের কেবল অনুকরণে,—বাহ্য অনুকরণে—পাশ্চাত্য শিক্ষায় পাশ্চাত্য দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, দূরদর্শিতা শিখিলাম কৈ? জাতি গেল, পেট ভরিল না, ষোড়শ বর্ষীয় ইংরাজ বালক প্রকাণ্ড কারবারের অধ্যক্ষ, হয়ত তাহার বিলাতের গ্রামার স্কুলের অধিক শিক্ষাই হয় নাই, কিন্তু সেই জ্ঞানেই সে এত বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছে যে, এখনকার অতি বড় এম্, এ সেও তাহার কর্তৃত্বাধীনে নতশির।

(চয়ন)

ব্রাহ্মণ।

—:০:—

(১)

আঁধার আগারে, নিদ্রিতের প্রায়,
কেন গো মুগ্ধ জড়ের মতন।
জ্ঞানের আলোক, নেভ নেভ হায়,
স্বপন তোমার শোভে কি এখন?
না জাগিলে তুমি পূরবগগনে
জ্ঞানের বিমল জোছনারাশি,
নিস্বার্থে কেই বা বিলাইবে
জীবে অজ্ঞান-আঁধার-বিষাদ বিনাশি॥

(২)

নির্লিপ্ত ধীমান, ভূলোক-দেবতা,
তুমি যে নিত্য তেজের আধার।
লভি আত্মজ্ঞান কর নিত্যদান
ধরমতত্ত্ব ভারত মাঝার॥
জাগিবে হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি,
পুলকে পুরিবে শত শত প্রাণ।
ধরিয়া হৃদয়ে তোমারই রীতি
গাইবে সকলে তোমারি গান॥

(৩)

দূরে হের ওই করম-আধারে
সত্ত্ব পলিতা হ'তেছে ক্ষীণ।
সংযমি-প্রধান, উঠ ত্বরা করি
জ্ঞান স্নেহ ধারা না হ'তে লীন॥
উপেক্ষায় তব, পাপের অনলে,
দগ্ধ হয় হায়, মুগ্ধ হিন্দু।
হিত যদি চাও, শীতলিয়া দেও
বিতরি ভারতে বিবেক-বিন্দু॥

(৪)

স্মরহ বারেক আগেকার কথা,
তপোবনে বাস শালিই জীবিকা।
ছিল না আসক্তি, বিলাইতে ভক্তি,
বিমুক্তির পথ যাহাতে আঁকা॥
মহত্ত্ব দেখাতে স্বধর্ম্ম রক্ষিতে
দিতে অনাবিল পূতধর্ম্ম শিক্ষা।
ফণীন্দ্রসমান কুটিল বয়ান
নরেন্দ্রও নিত আসিয়া দীক্ষা॥

(৫)

পূর্ব্বপুরুষ আছিল তোমার
মহর্ষি বাল্মীকি বশিষ্ট প্রবীণ।
মরিয়াও তারা অমর জগতে
যুগ যুগান্তর থাকিবে স্বাধীন॥
জান কি কিছু যাঁদের প্রভায়
গঙ্গা জাহ্নবী, সমুদ্র হত।
সেই স্বত্ত্ববান তোমরা ব্রাহ্মণ,
জপযজ্ঞ রত সতত পূত॥

(৬)

সমাজ সাগরে বিবেক-প্রবাহে
বয়েছিল যার প্রবল উজান।
জন্মিয়া জগতে সে রঘুনন্দন
রাখিল হিন্দুর হতপ্রায় মান॥
সেই তেজবীর্য্যে গঠিত তোমরা,
সেই আত্মবোধ সেই তত্ত্বজ্ঞান।
ভুলিয়া সে সব কেন হে ব্রাহ্মণ,
আজ হতমান অসার সমান॥

(৭)

জলদমন্দ্রে ধরম বারতা আবার
উচ্চে গাও হে মহান্।
বাজিয়া উঠিবে, হৃদয় তন্ত্রী,
আনন্দে ভরিবে সবার প্রাণ॥
তব প্রজ্জলিত বিমল আলোকে
আলোকিত হবে সমাজ হিন্দু।
পৎ পৎ করি ধরম পতাকা উড়িবে
আবার অবধি সিন্ধু॥

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।
(ব্রাহ্মণ সমাজ)

ভাবী লাটের অভিমত।

—:০:—

সেদিন লণ্ডনের হৃষ্ট, ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন নামক সভায় লেডি ক্যাথেরাইন ষ্টুয়ার্ট এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভায় সভাপতিরূপে ভাবী গবর্ণর লর্ড রোণাল্ড যে বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"ইংরেজেরা অপর লোকের সহিত মেলা মেশা করিতে তেমন পটু নহেন, কাজেই ভারতবাসীর সহিত আদান-প্রদান ও সহানুভূতি তেমন জমে নাই। পুরাতন আচার-ব্যবহার রীতি নীতি এবং জাতিভেদের ব্যবস্থাও এপক্ষে অনেকটা বাধা জন্মাইয়াছে। কালক্রমে সহানুভূতির বলে এ সকল অন্তরায় তিরোহিত হইবে। উভয়পক্ষে সদ্ভাব উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলে অনেকটা কাজ হইতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসিগণ আতিথেয়তা গুণে ও বন্ধুত্ব সূত্রে আমাদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য কতটা উদ্গ্রীব। অধুনা অন্যান্য কারণে উত্তরোত্তর উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব বাড়ি-

তেছে। লর্ড মর্লের প্রবর্ত্তিত সংস্কার ফলে এখন গবর্ণমেণ্টের উচ্চস্তরে ভারতের দেশীয় অধিবাসিগণ ইংরেজের সহিত সমান ভাবে কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে উভয়পক্ষেরই লাভ। উভয়েই উভয়ের দায়িত্ব বুঝিতেছেন, ফলে এখন সতর্কবাদী ইংরেজদের সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে এবং ভারতবাসিগণও বুঝিতেছেন যে, ইংরেজেরা কেবল নীচ উপায়ে আপনাদের হস্তে আধিপত্য রক্ষার পক্ষপাতী নহেন। এখন সংস্কারের গতি কতটা দ্রুত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে স্থায়সঙ্গত মতপার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, অতঃপর আমরা ধীরভাবে সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের প্রস্তাবিত সঙ্কল্প অনুযায়ী ক্রমশঃ অগ্রসর হইব এবং ভারতের শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিব। যাঁহারা সুশৃঙ্খলভাবে ক্রমোন্নতির পক্ষপাতী, তাঁহারা অতি অল্প সংখ্যক ভারতবাসীর অনুষ্ঠিত বিপ্লববাদের জন্য বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন; কারণ তাঁহারা বেশ জানেন যে, উহার ফলে উন্নতির পথে কতটা বাধা পড়িয়াছে। ইউরোপখণ্ডে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় আর একটা আশার সূচনা হইয়াছে। সামাজিক প্রথা বা রীতি-নীতি যতই বাধা দিক্ না কেন, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে বন্ধুত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা মুছিবার নহে।"

লর্ড রোণাল্ডসের এই বক্তৃতা শুনিয়া মিঃ মির্জ্জা আবাস-আলি বেগ বলেন,—"বাঙ্গালা দেশের সংবাদপত্রে লর্ড রোণাল্ডসের পূর্ব্ব-তন বক্তৃতা ও লিখিত বিষয়সমূহ উদ্ধৃত করিয়া যে সকল ভ্রান্তিমূলক আশঙ্কার কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অপনয়নের পক্ষে বক্তৃতা অনেকটা সহায়ক হইবে। ভাবী বঙ্গেশ্বর ভারতবর্ষের অনুকূলে কতকগুলি মতবাদ হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন; তিনি যখন বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করিবেন, তখন কোন মালিন্য হৃদয়ে থাকিবে না।'

বঙ্গবাসী।

কেরোসিন তৈল।

বিলাতের রণসম্ভার সচিব মহাশয় জানাইয়াছেন যে, রণসম্ভার নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে টিনের চাদর ব্যবহৃত হইতেছে, সুতরাং এখন ইংলণ্ড হইতে টিনের চাদর রপ্তানি করা সঙ্গত নহে। এ দেশে যে সকল টিনের চাদর আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই কেরোসিন তৈলের আধার বা কেনেস্তারা নির্ম্মাণ হয়। ইংলণ্ড হইতে চাদরের রপ্তানি বন্ধ হইলে টিনের কেনেস্তারারও মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এ দেশের কেরোসিনের তৈল ব্যবসায়ীরা স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর এক বাক্স (দুই টিন) তৈলের মূল্য দশ আনা বৃদ্ধি পাইবে। "ভিক্টোরিয়া" মার্কা তৈল সাড়ে তিন টাকায় এক বাক্স বা দুই টিন বিক্রয় হইতেছিল, তাহা এখন হইতে চারি টাকা দুই আনা মূল্যে বিক্রীত হইবে। এই মূল্য বৃদ্ধি তৈলের হিসাবে নহে, টিনের হিসাবে। এক টিনে চারি গ্যালন তৈল থাকে, এখন টিন না লইয়া কেবল তৈল দুই টাকা চৌদ্দ আনাতেই আট গেলন তৈল পাওয়া যায়। অতঃপর যাঁহারা টিন লইবেন, তাঁহাদের জন্য এক বাক্স বা আট গেলন তৈলের মূল্য চারি টাকা দুই আনা হইবে, কিন্তু যাঁহারা টিন লইবেন না, তাঁহারা দুই টাকা চৌদ্দ আনাতেই আট গেলন তৈল পাইবেন।

লবণের মূল্য।

লবণাম্বু বেষ্টিত ভারতবর্ষের লোকে বিদেশী লবণ ক্রয় করে, ইহা যতই বিচিত্র কথা হউক না কেন, এখন লবণের মূল্য সম্বন্ধে বাঙ্গালার জনসাধারণ বিশেষ কিছু আলোচনা করে না। তাহারা জানিয়াছে যে, লবণ সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায়, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই উহার মূল্য বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন। রাজপুতানার সম্বর হ্রদে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হয়. গবর্ণমেণ্ট ঐ লবণ এক টাকায় ২৭ সের হিসাবে বিক্রয় করেন, কিন্তু দোকানদারগণ জনসাধারণকে টাকায় ১৭ সের করিয়া দিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট দুই শত সাড়ে বাহার মণের কম পরিমাণ লবণ কাহাকেও বিক্রয় করেন না। কাজে কাজেই গৃহস্থগণ গবর্ণ-মেণ্টের নিকট হইতে লবণ ক্রয় করিতে পারে না। তাহাদিগকে লবণের জন্য দোকানদার-দিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি কুই-নিন বা ডাকটিকিটের ন্যায় খুচরা লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে দরিদ্র গৃহস্থগণের সুবিধা হয়। অসাধু ব্যবসায়ীদিগের জন্য মফস্বলের অধিবাসীদিগকে অনেক বিষয়েই এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট কোন প্রতিকার না করিলে লবণ সম্বন্ধে প্রতি-কার করা প্রজাদের ক্ষমতার অতীত। গবর্ণ-মেণ্ট এ বিষয়ে কোনরূপ সুব্যবস্থা করিবেন না কি?

হিতঃ

শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয়।

"কাজের লোকে" বহুবার এই বিদ্যালয়ের কথা প্রকাশ করা হইয়াছে. সম্ভবতঃ পাঠকগণ বিস্মৃত হয়েন নাই।

কাপ্তেন জে, ডবলিউ পেটাভেলের উদ্যোগে এবং কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা বাহা-দুরের ব্যয়ে কলিকাতা বাগবাজারে ১নং নন্দ-লাল বসুর লেনে একটি শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সংপ্রতি

কাপ্তেন পেটাভেল আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, যে সকল ভদ্রবংশীয় যুবক মধ্যাহ্নকালে কোন আফিসে কার্য্য করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঐ বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেও সময়াভাববশতঃ বিদ্যালয়ে গমন করিতে পারিতেছেন না; কারণ অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয়টিও মধ্যাহ্নকালে হইয়া থাকে। কাপ্তেন পেটাভেল বলেন যে,যদি অধিকসংখ্যক ছাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় এবং কলিকাতার অন্যান্য পল্লীতেও শাখা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। শিল্প শিক্ষার্থী যুবকগণ বাগবাজারের ঠিকানায় কাপ্তেন মহোদয়ের নিকটে আবেদন করিলে জ্ঞাতব্য সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

জর্ম্মাণীর নূতন আবিষ্কার।—গত অক্টোবর মাসের ১লা তারিখের "চিকাগো ডেইলি নিয়ুজ" লিখিয়াছেন;—

"নূতন এক পদার্থের দ্বারা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত গত সপ্তাহে জর্ম্মণীর তন্তুবায় ও সওদাগরগণ অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। যদি এই শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনে তাহারা সমর্থ হয়, তাহা হইলে আর বিদেশ হইতে তুলা, পাট ও পশমের আমদানী করিতে হইবে না। এই নূতন পদার্থ "টাইফা" নামক এক উদ্ভিজ্জ হইতে পাওয়া যায়। টাইফা দেখিতে বিড়ালের লেজের মতন, ইহা জলা ভূমিতে জন্মে। ইহা হইতে সূতা বাহির করা যাইতে পারে।"

"এই বৎসর ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মণ টাইফা জন্মিয়াছে, জর্ম্মণ রাজ্যে সুবিস্তৃত জলাভূমিতে এই উদ্ভিজ্জ অপর্য্যাপ্ত জন্মান যাইতে পারে। এক বৎসরে ইহা অনেকবার চাষ দেওয়া যাইতে পারে।"

টাইফা আমাদের দেশের ভাঁটা গাছের মত। আমাদের ভাঁটার সূতা যে দৃঢ় হয়, তা আমরা দেখিয়াছি। (সঙ্কিঃ)।

সহযোগী 'বরিশাল-হিতৈষি' সংবাদ দিতেছেন—"স্থানীয় আদালতে ১৫টাকা বেতনের ২জন প্রবেশনার নিযুক্তের প্রয়োজন হওয়ায় ঐজন্য মোট ১৩১ খানা দরখাস্ত পড়িয়াছে; তন্মধ্যে ৬জন বি, এ ফেল, ম্যাট্রিকুলেশন, ও আই, এ, পাসের ত কথাই নাই।" এই যে শোচনীয় অবস্থা, ইহার প্রতিকার কোথায়?

—:০:—

এ দেশে পেন্‌সিলের কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনেক দিন হইতে হইতেছে। কিন্তু প্রধানতঃ উপযুক্ত কাষ্ঠের অভাবেই সে চেষ্টা সফল হইতেছে না। ভারতে ভাল কাঠ পাওয়া যায় না—বেলুচিস্থানে কাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আনিতে যে খরচ পড়ে, তাহাতে ঢাকের কড়িতে মনসা বিকাইয়া যায়। সে দিনও শিল্প কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র সে কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—কাষ্ঠ সংবরাহে তিনি সরকারী বনবিভাগের নিকট আশানুরূপ সাহায্য পায়েন নাই। তাহাতে কমিশনের সভাপতি সার টমাস হল্যাণ্ড সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই বাঙ্গালাতেই পেন্‌সিলের উপযোগী কাঠ জন্মিতে পারে। যে কাষ্ঠে জাপানে পেন্‌সিল হয়, সে কাষ্ঠ দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ও শিলং প্রদেশে জন্মিতে পারে। ২০।২৫ বৎসরে গাছ কাটিবার মত হয়। যত দিন হইতে পেন্‌সিলের কাঠের অভাব বিষয় আলোচিত হইতেছে, তত দিন যদি সেই জাতীয় গাছ রোপণ করা হইত, তবে এত দিনে কাঠের অভাব হইত না। সরকার সে দিকে একটু মন দিবেন কি?

'ষ্টেটস্‌ম্যানের' কলিকাতার এক জন বিশেষ সংবাদদাতা আছেন—তিনি ব্যবসাব বাজারের গুজবের ও খবরের খবরদারী ও বেসাতী করেন। তিনি সরকারকে দোষ দিয়াছেন—সরকার যুদ্ধের সংবাদ গোপন করিয়াই অসঙ্গত কাজ করিতেছেন; তাহাতেই নানারূপ আজব গুজবের সৃষ্টি হইতেছে—তাহাতেই কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির দর কমিয়া যাইতেছে। বিলাতেও প্রকৃত সংবাদ গোপন করায় কুফলই ফলিয়াছে—লোক যুদ্ধের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারে নাই, স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে নাই, এই যে অকারণ অন্যায় সংবাদগোপন—the utterly and indeforsible conspiracy silence—ইহাতেই লোক আসল কথা বুঝিতে পারে নাই; পারিলে তাহারা আরও উৎসাহসহকারে সরকারকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত। এ দেশের বাজারে গুজব—সব য়ুরোপীয়কে যুদ্ধে যাইতে হইবে, ব্যবসা করিবার জন্য আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না—চড়া হারে নূতন কর ধার্য্য করা হইবে—সরকার সব কয়লা, চামড়া, পাট ও চট লইবেন—দেশে সামরিক আইন জারী হইবে—ইত্যাদি। এ সবই অবশ্য গুজব এবং বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, এ সব গুজব কখনই সত্য হইতে পারে না। কিন্তু যাহারা এ সব গুজবে বিশ্বাস করে, তাহারা গুজবই সত্য বলিয়া মনে করে এবং মুখে মুখে সেই "সত্য" অতিরঞ্জিত করিয়া সমাজের যে স্তরে প্রচারিত করে, সে স্তরে অতি সামান্য কারণেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া সমগ্র সমাজ বিপন্ন করিতে পারে। অজ্ঞতাই সর্ব্বত্র গুজবের সৃষ্টির কারণ—অন্ধকারেই তাহার পুষ্টি। আবার দেখা যায়, সরকারী সংবাদ প্রকাশের পূর্ব্বেই অনেক সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে, ক্লাবের কথা কল্পনায় বিবর্দ্ধিত হইয়া

বিভীষিকার সঞ্চার করে। এ সব বিবেচনা করিলে অবশ্যই বলিতে হয়, সরকার যদি গোপন না করিয়া সব সংবাদ স্পষ্ট করিয়া প্রচার করেন, তবে গুজব রটনার ভয় থাকে না। এ দেশের লোক সর্ব্বপ্রকারে সাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করিতে সরকারকে সাহায্য করিতেই প্রস্তুত ও ব্যস্ত। সুতরাং সরকারী সেন্সরের কাজটা কিরূপে চালিত হইবে তাহা সরকার আর একটু ভাবিয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিবে ভাল হয়। বসুঃ।

Calcutta trade.

A return of the Department of Statistics shows that arrival by rail into Calcutta for the week ending January 20th increased in the case of wheat (4,016 tons as against 2,528 tons in the correspod ing period of last year), rice (4,263 tons as against 3,079 tons), and Jute (13,689 tons as against 12,203 tons) and decreased in the case of hides and skin (550 tons as against 811 tons last year), coal and coke (48,248 tons as against 68,875 tons (and tea (42 as against 543 tons.)

Taking the same periods into account, the exports of jute from Calcutta by sea, were 10,492 tons in 1917 as against 5,819 tons in 1916. The exports of gunny bags were 13 millions in number as against 36 millions last year. The quantity of wheat exported was 4 tons against nil.

কলিকাতার ব্যবসায় বানিজ্য।

আমদানী।

ষ্টাটিষ্টিক্ ডিপার্টমেন্টের রিটার্ণে দেখা যায়, ২০ জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে গমের ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে। গত বৎসরে ঐ সময়ে ২৫২৪ টন আমদানী ছিল এবৎসরে ৪০১৬ টন।

চাউল গত বৎসরে ২০৭৯ টন এবৎসরে ৪২৩৬ টন।

পাট গতবৎসরে ১২২০৩ টন, এবৎসরে ১৩৬৮৯ টন, চামড়ার কাজ কমিয়াছে, গত বৎসর ঐ সময়ে ৮১১ টন ছিল, এবৎসর ৫৫০ টন। কয়লা এবং পোড়া কয়লা গত বৎসর ঐ সময় ৬৮৮৭৫ টন কিন্তু এবৎসরে ৪৮২৪৮ টন। চা গতবৎসর ৫৪৩ টন এবৎসরে ৪২ টন।

রপ্তানী।

উপরোক্ত ২০শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে ১৯১৭ সালে পাট সমুদ্র পথে রপ্তানী হইয়াছে ১০৪৯২ টন, ১৯১৬ সালে ঠিক ঐসময়ে ৫৮১৯ টন রপ্তানী হইয়াছিল। চটের থলিয়া বর্ত্তমান বর্ষে ঐ সময়ের মধ্যে ১৩ লক্ষ, গত বৎসরে ৩৬ লক্ষ সুতরাং থলের রপ্তানী কমিয়াছে গম গত বৎসর ঐসময় আদৌ রপ্তানী হয় নাই কিন্তু এবৎসরে ৪ টন মাত্র রপ্তানী হইয়াছে।

করাচীতে কয়েক জন স্ত্রীলোক একটা কেরোসিনের টিন খুলিবার জন্ত উহার উপর জলন্ত অঙ্গার রাখিয়াছিল, ঐ টিন হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া সকলের গায়ে আগুণ ধরে, উহাতে তিনজন স্ত্রীলোক ও দুইজন বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমন দুর্ঘটনা প্রায়ই হয়, গৃহস্থ সাবধান!

ষষ্ঠীর বাহনে বিপদ।

বিড়াল, চিরকাল ষষ্ঠীদেবীকেই পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। ষষ্ঠীদেবী শিশুসন্তানদিগের রক্ষয়িত্রী, এইজন্ত এদেশের রমণীরা যত্ন সহকারে বিড়াল পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু জার্ম্মানগণ এত দিন যেরূপ ব্যবসায়ের ছলে নানা দেশে থাকিয়া গুপ্ত চরের কার্য্য করিতেছিল,সংপ্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে,মার্জ্জারগণও সেইরূপ বাহ্যতঃ ষষ্ঠী দেবীর বাহন হইলেও গোপনে নানা প্রকার উৎকট ব্যাধির বীজাণু বহন করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বারউইক নামক স্থানের স্বাস্থ্য পরিদর্শক মহাশয় অণুবীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মার্জ্জারের লোমে ডিপ্থিরিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু নিহিত থাকে। সুতরাং বিড়ালকে কেহ যেন নির্ব্বিরোধ ষষ্ঠীর বাহন মনে করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না। উহারা এক বাটী হইতে অপর বাটীতে গমন পূর্ব্বক নানা রোগের বিষ ছড়াইয়া থাকে। অল্পবয়স্ক শিশু সন্তানগণ বিড়ালকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সাবধান, কোন বিড়ালকে শিশুদিগের নিকটে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। যক্ষ্মা-কাসের বিষ বিস্তারেরও বিড়াল বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। বিড়ালের নিশ্বাসে যক্ষ্মারোগের বিষ আছে, বিড়ালে মারিলে যক্ষ্মরোগ হয় প্রভৃতি অনেক কথা এদেশেও প্রাচীনাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এবারে বিড়ালের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ষষ্ঠীর শান্তশিষ্ট বাহনটিকে আর কেহ বিশ্বাস করিবেন না।

হিতঃ।

ডাক টিকিটের মূল্য।

পোষ্টকার্ড ও টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনরব পরিব্রুক্ত হইতেছে। কেহ বলেন যে, পোষ্টকার্ড ও টিকিটের মূল্য দ্বিগুণ হইবে, কেহ বলেন যে পোষ্টকার্ড রহিত হইবে এবং আধ আনার টিকিটে এক তোলার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বের ন্যায় আধ তোলা ওজনের পত্র যাইবে, আবার কেহ বা বলিতেছেন যে, সংবাদপত্রের মাশুল বৃদ্ধি করা হইবে। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন কথা বলেন নাই। এই জনরবের মূল্যে কোন সত্য আছে কি না, এবং যদি থাকে তবে তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। পোষ্ট কার্ড বা টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করিলে যে গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইবে না, বরং হ্রাস পাইবে একথা কর্ত্তৃপক্ষ অবগত আছেন, যদি যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে ডাক টিকিটের মূল্য বাড়াইলে বা পোষ্ট কার্ডের প্রচার বন্ধ করিলে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না বরং উহার বিপরীত ফলই হইবে। সুতরাং ডাক টিকিটের মূল্য সম্বন্ধে কোনরূপ নূতন ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কার্য্য করিবেন না। হিঃ।

রেলগাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি।

বিগত কয়েক সপ্তাহ হইতে এইরূপ একটা জনরব রটিয়াছিল যে এদেশের রেলপথ সমূহে যাত্রী গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করা হইবে এবং গাড়ীর ভাড়াও বৃদ্ধি করা হইবে। এই জনরবের প্রথম অংশ কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে, সকল রেলপথেই যাত্রী গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে। গাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই সুতরাং এ সম্বন্ধে যে জনরব প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাসম্ভূত কি উহার মূলে কিছু সত্য আছে, তাহা বলা সুকঠিন। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ইংলণ্ডে রেলপথ সমূহের যাত্রীগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করা হইবে এবং গাড়ীর ভাড়া শতকরা পঞ্চাশ—অর্থাৎ দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইবে, এ কথা, কমন্স মহাসভাতে মিঃ রবার্টস ঘোষণা করিয়াছেন। যাহারা রেলগাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক কোন কারখানাতে শ্রমজীবীর কার্য্য করিতে যায়, অথবা ৪০ মাইল অপেক্ষা অল্প দূরবর্ত্তী স্থানের জন্য, যাহাদের ভাড়াই পূর্ব্ববৎ থাকিবে, তাহাদিগকে আর অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হইবে না। যখন ইংলণ্ডে গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস এবং ভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে, এবং ভারতে যখন গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে, তখন গাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনাও যে এখানে নাই, তাহা বলা যায় না।

THE COST OF THE WAR.

যুদ্ধের ব্যয়।

—:o:—

গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য কতটাকা ব্যয় করিতেছেন দেখুন। প্রতি ঘণ্টায় ২৩৭০০০ পাউণ্ড বা ৩১৬৯৪৯০ টাকা। দৈনিক ৫৭১০০০০ পাউণ্ড ১৫৲ টাকা হিসাবে পাউণ্ড ৯৫৬৫০০০০ টাকা, ঘণ্টায় ২৩৭৯৬৬ পাউণ্ড বা ৩৫৬৯৪৬০৲ মিনিটে ৩৯৬৫ পাঃ বা ১৮৯৪৭৫ টাকা সেকেণ্ডে ৬৬ পাউণ্ড বা ৯০০ টাকা! ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকগণের সবিশেষ জানিবার জন্য আমরা সহযোগী "অমৃতবাজার পত্রিকা" হইতে নিম্নে ইংরাজী টুকুও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

WAR AT £237,000 AN HOUR.

WHAT GREAT BRITAIN IS NOW SPENDING.

—:o:—

The figures which Mr. Bonar Law submitted to the House of Commons on Deeember 15 were, to use the Chancellor's own words, "Colossal, but not appalling." writes the Political correspondent, of the "Pall Mall Gazette." Since the war broke out, the British expenditure has reached the huge figure of.

£3,862,000,000.

while the daily cost has been.

£5,710,000.

That the cost of the war still mounts up is shown by the fact that during the last sixty-three days the expenditure has been £5,710,000 per day, while during the previous seventy-seven days it was £5,070,000 daily.

Mr. Mc. Kenna, in his Budget estimate for the current year, put the expenditure at £1,600,000,000, but the total for the year is now likely to be £1,650,000,000, or £350,000,000, more than was anticipated.

What the figures mean is this:—

COST OF THE WAR.

Day	£5,710,000
Hour	£237,966
Minute	3,965
Second	£66

The manner of Mr. Bonar Law's speech and the tone of Mr. McKenny's congratulatory remarks gave general satisfaction.

Household Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:•:—

পাকা গৃহের দেওয়ালে বা ছাদে কাক বিষ্ঠাদির সহিত বীজ আনীত হইয়া অনেক সময় অশ্বত্থ বট বৃক্ষাদি জন্মিয়া দালান ফাটাইয়া দেয়। ইহাকে বিনষ্ট করিতে হইলে ষ্ট্রং কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ বৃক্ষমূলে ঢালিয়া দিলে অথবা গ্যানলিকার, ষ্ট্রং লাইকার অ্যামোনিয়া অথবা হিং দিলে বৃক্ষ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, সায়েনাইড্ অফ্ পটাস বা গরম জল, অথবা বারম্বার বরফ দিলেও মরিয়া যায়।

লৌহের উপর লিখিবার উপায়।

লৌহে প্রথমে মোমের প্রলেপ দিয়া তাহার উপর সরু লৌহের সলা দ্বারা এমন ভাবে লিখিতে হয়, যেন গর্ত্ত হইয়া যায়। সেই গর্ত্ত গুলিতে সজল আয়োডিন ঢালিয়া দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে লৌহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া খোদিত অক্ষর হইয়া পড়ে, তাহার পর মোম চাঁচিয়া ফেলিয়া ধৌত করিয়া লইতে হয়।

পিত্তলের স্বর্ণ বর্ণ।

সোরা,নাইট্রিক এসিড্ এবং সলফিউরিক অ্যাসিড্ একত্র মিশাইয়া পিত্তল ডুবাইয়া লইলে কাঁচা সোণার মত রং হইয়া যায়।

তার্পিন, মোম্, এনাটো, এবং কোপাল বার্ণিস একত্র মিশাইলেই পীতবর্ণ জুতার ক্রিম প্রস্তুত হইবে।

ভেগভেরঙ্গার পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা প্রসূতির স্তনে সেক্ দিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

শিশুদিগকে অধিক মিষ্ট খাইতে দিলে যে শুদ্ধ ক্রিমি হয়, তাহা নহে, দাঁত পচিয়া যায়।

রৌপ্য বিদ্যুত এবং উত্তাপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচালক।

টীনের উপর লাল রং করিবার সহজ উপায়, কতকটা গর্জ্জন তৈলে কতকটা রজন দিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহাতে ইচ্ছামত সিন্দুর মিশ্রিত করিয়া ভাল করিয়া ঘুটীয়া লইতে হইবে, তাহা টিনের বাক্সে লাগাইলে লাল রং হইবে। এই বার্ণিস ঘন হইলে টার্পিন দিয়া পাতলা করা যায়।

ইষ্টক ও লোণা।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের দেওয়ালে লোণা লাগিয়া চুণ বালি খসিয়া যায়, অথবা এক প্রকার দাগ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ একতালা, স্যাঁতা গৃহে প্রায়ই এইরূপ লোণার দাগ বাহির হইয়া পড়ে। কেবল যে নূতন দেওয়ালেই এরূপ হয়, তাহা নহে,পরন্তু পুরাতন দেওয়ালে অথবা পুরাতন ইষ্টকে গাঁথা দেওয়ালেও এইরূপ যথেষ্ট লোণা লাগিয়া থাকে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরাতন গৃহের দেওয়ালে পূর্ব্বে লোণা লাগে নাই, তাহাতে সম্প্রতি লোণা লাগিতেছে। ইষ্টকের উপাদানে নানা প্রকার ধাতব যৌগিক বর্ত্তমান থাকাই এইরূপ লোণা লাগিবার একমাত্র কারণ। কলিকাতায় গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য সমস্ত ইষ্টকই নিকটবর্ত্তী নানাস্থান হইতে আসিয়া থাকে। এই সমস্ত স্থানের নদীর জল সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রায়ই লবণাক্ত। যে মাটীতে ইষ্টক নির্ম্মিত হয়, তাহাতে খুব সম্ভবতঃ কোনরূপ ধাতব লবণ না থাকিতে পারে, অথবা থাকিলেও তাহা এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু যে জল প্রয়োগে ইষ্টকের মাটী প্রস্তুত করা হয়, সেই জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে বলিয়া ইষ্টকের উপাদানে লবণ চিরকালের জন্য মিশ্রিত হইয়া যায়। নদীর জল অর্থাৎ সমুদ্র নিকটবর্ত্তী স্থানের জল সাধারণতঃ বর্ষায় অল্প লবণ মিশ্রিত থাকে, এবং শীতে লবণের ভাগ অত্যন্ত অধিক হয়। শীতকালেই ইষ্টকের উপাদান প্রস্তুত হয় বলিয়া ইষ্টকেও প্রচুর লবণ মিশ্রিত হয়। যদি বর্ষাকালে ইষ্টক প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে গৃহের দেওয়ালে হয়ত লোণা লাগিতে পাইত না, অথবা লাগিলেও অতি সামান্যই লক্ষ করিতে পারা যাইত। ইষ্টক পুড়িবার সময়ে ইষ্টকে মিশ্রিত এই সমস্ত ধাতব লবণ মৃত্তিকার সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে সোডা ও পটাসের ক্লোরাইড উৎপাদন করে। এই দুই ক্লোরাইডই জলে দ্রবণীয়, কাজেই যে সমস্ত গৃহ স্যাঁতা, অর্থাৎ কৈশিক আকর্ষণে ইষ্টকের ভিতর দিয়া গৃহ ভিত্তির জল দেওয়ালে পরিচালিত হয়, সেই সমস্ত গৃহের ইষ্টকে এই সামান্য জল লাগিলেও ইষ্টকস্থিতও লবণ গলিয়া যায়। এই গলিত লবণাক্ত জল পুনরায় ইষ্টক বাহিয়া চুণ ও

বালির ভিতর দিয়া দেওয়ালের গাত্রে আসিয়া পড়ে, এবং বায়ু সহযোগে জল বাষ্পীভূত হইয়া যাইলে, এই লবণ দেওয়ালের গাত্রে থাকিয়া যায়; কাজেই একতলা গৃহের দেওয়ালে যত দূর পর্য্যন্ত স্যাঁতা উঠিতে পারে, তত দূর এইরূপ লোণা লাগিতে থাকে। এই লোণা আর কিছুই নহে, পূর্ব্বোক্ত সোডিয়াম ও পোটাসিয়ামের ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি তাহাই, এবং পোটাসিয়াম ক্লোরাইড এই লবণেরই অনুরূপ আর এক প্রকার লবণ, তবে খাদ্য নহে। ইষ্টকের ভিতরে, বাহিরে, পার্শ্বদেশে সর্ব্বত্রই স্যাঁতার জল লাগিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতেছে, সেই জল ক্রমাগত বাহির হইয়া আসিতেছে। কাজেই লোণাগুলি একবার ছাড়াইয়া দিলেও পুনরায় লোণা বাহির হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, যখন দেওয়ালে চুণ বালির প্লাষ্টার লাগাইয়া দেওয়া হয়, তখন হইতেই ইষ্টকের ও এই প্লাষ্টারের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। কাজেই শুধু স্যাঁতা গৃহেই যে লোণা লাগিবে, তাহার কোন কারণ নাই। স্যাঁতা নহে, এমন গৃহেও প্রায়ই লোণা লাগিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে গৃহের দেওয়ালে প্রায়ই লোণা লাগিত না। কারণ বর্ত্তমানে গৃহের তলদেশে প্রায়ই সিমেণ্ট, প্রস্তর বা মার্ব্বেল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কেবল ইষ্টক বা টাইল বসাইয়া দেওয়া হইত। সেই জন্ম গৃহভিত্তির জল দেওয়ালে প্রবাহিত না হইয়া তল দেশ দিয়াই প্রবাহিত হইয়া বাষ্পীভূত হইত। এখন তলদেশের স্যাঁতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা হয় বলিয়া, স্যাঁতা অন্য পথ না পাইয়া দেওয়াল দিয়াই প্রবাহিত হয়। ফলে, পূর্ব্ব বর্ণিত কারণে দেওয়ালের গাত্রে লোণা ধরিতে থাকে। কাজেই বর্ত্তমানে আমরা শুষ্ক তলদেশ ও স্যাঁতা দেওয়াল বিশিষ্ট গৃহই দেখিতে পাই। ইহার কোন প্রতিকার আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রতিকার হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সাময়িক ভিন্ন চিরস্থায়ী হইবে না। ইংরাজগণ নিম্নলিখিত প্রথা কয়েকটি অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন:—

(১) ইটগুলি জলে ডুবাইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্‌বুদ্ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত বুরুশের দ্বারা ইষ্টকের উপরিভাগ মার্জ্জনা করিতে হইবে।

(২) অথবা সাইট্রিক বা টারটারিক এসিডের (Citric or Tartaric acid) দ্রাবণে ইটগুলিকে ডুবাইয়া লইতে হইবে। উক্ত এসিডের অভাবে গোঁড়া লেবু হাঁড়ীতে ফুটাইয়া সেই জলে ইট ডুবাইয়া লইলেও চলে।

(৩) অথবা অৰ্দ্ধ পাইট স্পিরিট অফ সল্ট (Spirit of Salt) এক কলসী জলে মিশ্রিত করিয়া ইটের উপরিভাগে রীতিমত ছড়াইয়া দিয়া দুই এক দিন পরে ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে।

(৪) অথবা অতি ক্ষীণ এসেটিক এসিডের (Acetic acid) দ্রাবণে ভিজা ইট ডুবাইয়া লইয়া, পরে ন্যাপথা (Naphtha) ঢালিয়া দিতে হইবে।

দেশীয় কারিকরগণ এইরূপ ব্যয় বহুল কোন প্রথাই অবলম্বন করেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ তেঁতুলের জলে ইটগুলি ডুবাইয়া লইয়া থাকেন। মনে হয়, ইংলিশ প্রথা অপেক্ষা এই দেশীয় প্রথা গুণে কোন অংশে হীনতর নহে। যে মৃত্তিকা হইতে ইষ্টক প্রস্তুত হয়, তাহাতে যদি অধিক পরিমাণে লবণ থাকে এবং সেই ইষ্টক পাথুরে কয়লায় পোড়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকাস্থ লবণের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইয়া ক্লোরাইডের পরিবর্ত্তে সাল্‌ফাইড প্রস্তুত হয়। তাহাও পূর্ব্ব বর্ণিত কারণে দেওয়ালের গাত্রে লোণার আকারে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্লোরাইডের আকারের সহিত সাল্‌ফাইডের আকারের কিছু তারতম্য আছে। শেষোক্তগুলি প্রায়ই অতি শুভ্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল সূচীর (needle) ন্যায়। যদি ইট প্রস্তুত করিবার মাটিতে এরূপ উপাদান থাকে যে, ভবিষ্যতে সেই ইট হইতে লোণা বাহির হইতে পারে, তাহা হইলে এক হাজার পরিমাণ ইটের মাটিতে ১ আউন্স বেরিয়াম কারবনেট (Barium carbonate) মিশ্রিত করিয়া দেওয়া ভাল। এই ইট কাষ্ঠ প্রয়োগে অথবা কোক কয়লা প্রয়োগে পোড়াইয়া লইলে প্রায়ই লোণা লাগিতে পারে না। বিজ্ঞান।

ব্যবসায় সঙ্কেত।

—:•:—

কুচিলা (Nux vomica) মোম, গঁদ বা বাবলার আটা, কলিকাতায় বাজারে বিক্রয় হইতে পারে, দরও মন্দ নহে। উদ্যোগী লোকেরা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার আড়ৎদারগণকে বিক্রয় করিতে পারেন, পল্লীগ্রামে ও জঙ্গলে কুচিলা জন্মে আমরা দেখিয়াছি। ইহা ভয়ানক বিষাক্ত দ্রব্য, কিন্তু ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পুরাতন বাতিল কাগজের দর বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। কলিকাতার পথে এক টুকরা কাগজ পড়িয়া থাকিতে পায় না। পুরাতন ইংরাজী খপরের কাগজ এখন ১০।১১৲ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে, আগে ২।৵ ২॥০ টাকায়

বিক্রয় হইত! সুতরাং বাতিল কাগজ সংগ্রহ করিয়া কলে বেচিলে লাভ হইবে।

সোলা।

পল্লীগ্রামে সোলা আপনা হইতেই জলাতে জন্মে, কলিকাতায় খুব হাল্কা কুল সোলা আদরের সহিত বিক্রয় হইতেছে। ৩॥ হাত একগাছি দড়িতে অন্ততঃ ২॥ হাত বা ৩ হাত লম্বা যতগুলি সোলা ধরিতে পারে, ততগুলি সোলার দর ১৲ ১।০ আনা। সোলাতে টুপি প্রস্তুত হয়। শক্ত কাঠ্ সোলা কলিকাতায় বিক্রয় হয় না।

শিশি বোতল দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, দর ও খুব বাড়িয়াছে। শিশি বোতল সংগ্রহ করিতে পারিলে কলিকাতায় পলকষ্ট্রীটের শিশি বোতল ওয়ালারা ক্রয় করিয়া থাকে।

দেশের কাগজীগণ এখন আর কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু এসময় তাহারা দেশী কাগজ করিতে আরম্ভ করিলেও গুছাইয়া যাইত। কাগজের দর নিত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার পর আর কাগজ পাওয়া যাইবে কিনা, কে বলিতে পারে। ইহা দেশীয় কাগজীগণের একটা অভ্যুদয়ের সময় সন্দেহ নাই।

ফল মূল পাঠাইবার জন্য বাস্কেট্ বা চুপড়ী পল্লীগ্রাম হইতে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলে বেশ লাভ হইবে। ১টা চুপড়ী ৵০ ৶০ আনা দাম হইয়াছে, ভদ্রলোকগণ নিজের বাঁশ দেশের ডোমদিগকে দিয়া চুপড়ী করাইয়া কলিকাতার সকল বাজারেই বিক্রয় করিয়া যাইতে পারেন। বেকারের উপায়ে আমরা বহু পূর্ব্বে এ বিষয় লিখিয়াছিলাম।

বাঁশের চিকের দর এখানে ।৵০ আনা হইতে ॥৵০ আনা স্কোয়ার ফুট, কলিকাতায় বিক্রয় হইয়া থাকে। মূলধন হীন অনেক লোক একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কলিকাতার জানবাজার প্রভৃতি স্থানে কয়েকজন মুসলমান একার্য্যে নিযুক্ত আছেন, ইহাতেও বেশ লাভজনক কার্য্য করিতে পারা যাইবে। চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

FOR THE LIESURE HOURS

চক্রীর চক্র।

—:০:—

(গল্প)

(১)

"বর দেখ্তে যাবি, শান্তি"?

"বর! কই, কোথা!"

"ওই যে আস্ছে, বাজনা শুনতে পাচ্ছিস্ না; চ' দেখে আসি।"

রাধানাথপুরে নয়না নদীতীরে সুপ্রসিদ্ধ রায়েদের বাগান। এই বাগানে রায়েদের অষ্টম বর্ষীয়া বালা শান্তিময়ী ও চক্রবর্ত্তীদের দ্বাদশ বর্ষীয় বালক সরোজকুমার সকাল সন্ধ্যায় খেলা করে। শুধু তাহাই নহে, উভয়ের বাড়ী নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের পাঠশালায় একত্রে অধ্যয়ন করিতে যাইত এবং ছুটীর পর একত্রে ফিরিয়া আসিত। নিয়ত একত্র থাকায় উভয়ে বেশ সম্প্রীতি হইয়াছিল। উপরে লিখিত কথাবার্ত্তা যখন হইতেছিল, তখন উভয়ে অন্য অন্য দিনের ন্যায় ওই বাগানে খেলা করিতেছিল। এমন সময় কিছুদূর হইতে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। বালক বালিকার প্রাণ, খেলা ধুলা ফেলিয়া তাহারা বর দেখিতে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বর দেখিয়া ফিরিয়া আসিল, তখন শান্তি বলিল "বেশ বর না ভাই!

সরোজ বলিল "বেশ বর! তোরও অমনি একটা টুকটুকে রাঙ্গা বর আস্বে, কি বলিস্!

শান্তি একটু অভিমান সুরে বলিল "যা"

"যাঃ—সত্যই ত"এই বলিয়া শান্তির ঠাকুর দাদা সেখানে উপস্থিত হইলেন। "ওর আবার বর আস্বে কি! ওর বর ত ঘরেই আছে, এই যে কি বলিস্ দিদি" এই বলিয়া আপনাকে নির্দ্দেশ করিলেন।

শান্তি উত্তর করিল "দূর!" এই বলিয়া সরোজের নিকট সরিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরদাদা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুই কাকে বিয়ে কর্ব্বি"।

সরল চিত্ত বালিকা উত্তর করিল, "সরোজকে"।

"তা কি হয়? তুই যে আমার বউ। আমার বউ, আমি বাড়ী নিয়ে যাই" এই বলিয়া শান্তীকে কোলে লইয়া তাহার ঠাকুরদাদা গৃহে চলিয়া গেলেন। সরোজও খেলার সাথী অভাবে ক্ষুন্ন মনে আপনার গৃহে চলিয়া গেল।

(২)

রাধানাথপুরের রায়েরা অনেকের নিকট সুপরিচিত। ধনে মানে কুলে শীলে ইহারা একদিন দেশমান্য ছিলেন। এখন অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিলেও স্বগ্রাম মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শান্তিময়ী এই বংশেরই কন্যা; তাহার পিতা চিত্তরঞ্জন রায় খুলনায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। পিতার একমাত্র সন্তান বংশের দুলালী, সুতরাং সমস্ত ধন সম্পত্তির অধিকারিণী। ইঁহারা কুলীন। তদুপরি কন্যাটী রূপে গুণে অসামান্যা। সুতরাং ইহার আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দর পাত্রের সহিত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করা। কিন্তু কে বলিবে ভগবানের, ইচ্ছা কি! সবই তাঁর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়।

মনোতোষ চক্রবর্ত্তী ইহাঁদের প্রতিবাসী। ইনি সরোজকুমারের পিতা। ইহাঁদের অবস্থা তত স্বচ্ছল নহে; সরোজকুমারের পিতা দেশস্থ কতিপয় যজমানের পৌরহিত্য এবং স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতি করিয়া দিন গুজরান করিতেন—মা লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব হইত না। এদিকে সরোজকুমার বিদ্যাবুদ্ধিতে সকলের নিকট সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিল, আর কামদেব না হইলেও দেখিতে সুন্দর ও সুশ্রী ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে, চক্রবর্ত্তী পরিবারের দিন একরকম সুখেই যাইতেছিল।

অবস্থা বৈষম্য হইলেও উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ সদ্ভাব এবং সৌহার্দ্দ্য ছিল, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াতে কোনও বাধা ছিল না, তাহার উপর সরোজ ও শান্তি বালক বালিকা মাত্র, সুতরাং ইহাদের গতিবিধি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। সর্ব্বদা পরস্পরের সাক্ষাৎ, একত্রে অবস্থান, নিত্য নিয়ত একত্রে ক্রীড়া ও গল্প গুজব প্রভৃতি নিত্য সাহচর্য্যে এই বালক বালিকা দুইটীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সময় অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। সময় যেমন অতীত হয়, জীবের বয়সও তেমনি বৃদ্ধি পায়, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনোবৃত্তি সমূহের বিকাশ পাইয়া থাকে, তাহারই ফলে কত নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন অভিলাষ তাহাদের প্রাণে সূচিত ও পরিস্ফুট হয়। ইহাই বিধাতার বিধান, প্রকৃতির নিয়ম; শান্তি ও সরোজের পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? সুতরাং ধীরে ধীরে তাঁহারা আপনহারা হইয়া পরস্পরকে ভালবাসিল, পরস্পরের সঙ্গ ক্ষণিক অভাবে তাহারা আকুল হইতে লাগিল। শৈশবের সদ্ভাব যে যৌবনের প্রণয় রূপে পরিণত হইতে পারে, তাহা অনেক পিতামাতা বুঝেন না, সেজন্য শৈশবাবধি একত্রে লালিতপালিত বালক বালিকাগণের এতাদৃশ অনুরাগ, এরূপ আসঙ্গ লিপ্সা দোষাবহ মনে করেন না। শান্তি ও সরোজের পক্ষে তাহাই ঘটিল। সুতরাং তাহাদের বয়োবৃদ্ধি সত্ত্বেও তাহাদের অবাধ মিলনে কোন প্রতিবন্ধক ঘটিল না। এইরূপে শান্তি ও সরোজের জীবনে আরও পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল।

সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি। শারদীয় জ্যোৎস্নায় ধরা হাসিতেছে; শস্যশ্যামল ক্ষেত্র ধীর সমীরণে আন্দোলিত; মৃদু মৃদু শীতল বায়ু হেমন্তের আগমন সূচনা করিতেছে। অদূরে রায়েদের কুসুম কানন হইতে পুষ্প সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত। এই সুখময় মুহূর্ত্তে নয়না তটে সরোজ ও শান্তি,—সরোজ নদীতটে ইষ্টকাসনে উপবিষ্ট, আর তাহারই অতি নিকট শান্তি দণ্ডায়মানা, সরোজের কর সংলগ্না। উভয়ে নীরব, নিস্পন্দ;—তাহাদের সে বাল্যস্বভাব সুলভ চপলতা এখন আর নাই, এখন তাহারা স্থির, ধীর, গম্ভীর; দেখিলেই উপলব্ধি হয়, তাহারা যেন কি একটা চিন্তা বিভোর, যেন কিসের জন্য আত্মহারা। কোন ঘটনায় কেমন করিয়া তাহাদের এই মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিধাতাই জানেন। সবই সেই লীলাময়ের লীলা!

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর সরোজ আবেগ ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"সে দিনকার কথা মনে পড়ে, শান্তি!

"কোন দিনকার কথা সরোজ!

"সেই সেদিন যেদিন কানাইদের বর দেখে ফিরে আসা"

"পড়ে বৈ কি, কেন সরোজ?"

"ঠাকুরদা তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তুমি কি উত্তর দিয়াছিলেন, মনে আছে?

লজ্জাবনত মুখে শান্তি কহিল "আছে, কিন্তু"—বলিয়াই আবার নীরব হইল।

"কিন্তু কি শান্তি? তা'হলে তুমি তোমার মত পরিবর্ত্তন করেছ।"

শান্তি নীরব। কি উত্তর দিবে—যাহা বলিবে, তাহা যে মরমে বাধিতেছে। রমণীর "বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না।" সুতরাং শান্তির মৌনাবলম্বিনী হওয়া ব্যতীত আর উপায় কি। কিন্তু সরোজ তাহা বুঝে কই। তাই পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "নীরব রৈলে কেন শান্তি! তা হলে তোমার মত বদলে গিয়েছে, না?

শান্তি তথাপি নীরব। এই নীরবতার অর্থ সরোজ বুঝিল না, সে মনে করিল, শান্তি তাহাকে, তাহার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাই বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অভিমান ভরে কহিল "তা ভাল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও" তারপর কাঁদিয়া ফেলিল।

শান্তি আর নীরব থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে সরোজের পার্শ্বে আসিয়া বসিল, তাহার পর লজ্জাবিহ্বল মৃদু কণ্ঠে কহিল, "সরোজ! প্রাণে যদি কাহাকেও স্বামী আরাধনা ও কামনা করে থাকি, সে তুমি, তবে বিধাতার ইচ্ছা কি তা তিনিই জানেন।"

শান্তির আর বলা হইল না; সরোজ আত্মহারা হইল, শান্তির সমস্ত কথা শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না, শান্তিকে আকুলতাময় আবেগভরে আপনার বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল, শান্তিও সে সুখে বাধা দিল না। এমন সময়ে দূর হইতে রমণীকণ্ঠে কে ডাকিল "শান্তি!"

(৪)

"সাধের স্বপ্ন, সুখের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল; শান্তি ও সরোজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল। যিনি ডাকিলেন, তিনি শান্তির জননী; কন্যার সন্ধ্যায় অযথা বিলম্ব হেতু উদ্বিগ্ন মনে কন্যার তল্লাসে আসিয়াছিলেন এবং নির্ম্মল চন্দ্রালোকে সরোজ ও শান্তির সেই বিহ্বল ভাব দেখিতে পান। হিন্দুর চক্ষে, বিশেষতঃ হিন্দুরমণীর চক্ষে এ দৃশ্য বিষম বিষময় ঠেকে, কারণ ইহার ফল অধিকাংশ সময় বিষময় হয়। সুতরাং শান্তির জননী সে দৃশ্যে ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হইলেন, ক্রোধব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন 'শান্তি'। সে আহ্বানে শান্তি ও সরোজ চমকিত হইল; শান্তি ত্বরিতপদে গৃহাভিমুখিনী হইল। সরোজ শান্তির অনুসরণ করিবার জন্য উঠিল, কিন্তু যখন শুনিতে পাইল শান্তির মা শান্তিকে বলিতেছেন "পোড়ার মুখী মরেছ"! তখন সরম ও শঙ্কা আসিয়া তাহার সে সাধে বাদ সাধিল। সুতরাং আর তাহার শান্তির অনুসরণ করা হইল না, সেখানেই সে বসিয়া পড়িল এবং সেদিনকার সেই মধুময় ঘটনাবলি এবং তাহার ভাবীফল কি হইতে পারে, তাহাই মনে আলোচনা করিতে লাগিল; কখন সুখের কল্পনায় মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, কখন বা নৈরাশ্যের আশঙ্কায় মুখে মলিনচ্ছায়ারাশি ছাইয়া পড়িতেছিল। ভাবে আত্মহারা, তন্ময়।

দূরে নদী বক্ষে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে সরোজের চমক ভাঙ্গিল। সে দেখিল একখানি আলোক মালা শোভিত সুসজ্জিত তরণী সেই দিকে আসিতেছে। তরণীর মধ্যে গান বাজনা হইতেছিল। একটী পুরুষ মধুর কোমল স্বরে তান লয় সংযোগে গাহিতেছিল:—

"আমায় বিদায় দাও

ওগো অনয়ে বুঝি এই শেষ দেখা, শেষ স্মৃতি চিহ্নটুকু মুছে লও।"

গানটী সরোজের মরমে পশিল গো, আকুল করিল তার প্রাণ"। সঙ্গীতটি সরোজকে সত্যই আকুল করিল, ভাবী নৈরাশ্যের মনচ্ছায়া তাহার অন্তরকে উৎপীড়িত করিল। যতক্ষন গান শুনা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ সেখানে সে নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিল, তারপর গানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে গৃহে চলিয়া গেল।

(৫)

রাত্রি ১১টা। সর্ব্বরঞ্জন বাবু আহারাদি সমাপনান্তে স্বীয় শয়ন কক্ষে পালঙ্কে শয়ন করিয়া গুড়গুড়িতে তামাকু সেবন করিতেছিলেন এবং প্রিয়তমা পত্নীর আগমন প্রতীক্ষায় মধ্যে মধ্যে দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ নিরাশ হইয়া তাঁহার বিলম্ব হেতু অভিমান ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছিলেন। কতক্ষণ পরে সর্ব্বরঞ্জন গৃহিণী গৃহের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ছি! এত দেরী" বলিয়া সর্ব্বরঞ্জন বাবু পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন তাঁহার সদা হাস্যময়ী মুখখানি গম্ভীর। তিনি মনে করিলেন তিনিই তাঁহার পত্নীর অসন্তোষের কারণ হইয়া থাকিবেন; অই পরিহাস ছলে কহিলেন" "Danger Signal"* দেখ্ছি যে, ঝড় উঠ্চে নাকি!"

"শুধু ঝড় নয়, জলও হতে পারে।"

"তুফান না হলে বাঁচি, ঝড় জল এক রকম সামলে নিতে পার্ব্ব।"

"রঙ্গ রাখ, মেয়ের বিয়ের যোগাড় দেখ, এই অগ্রহায়ণ মাসেই তোমায় যে রকম করে হোক, মেয়ে পার কর্ত্তে হবে।"

"এত ব্যস্ত কেন, এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে?

"মেয়ে মাগী না হলে বুঝি বিয়ে দিতে নেই নয়! তারপর?"

এই বলিয়া শান্তি ও সরোজের পূর্ব্ব বর্ণিত কাহিনী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন "সরোজের সঙ্গে শান্তির বিয়ে দিলে হয় না; ছেলে ত মন্দ নয়, সকলেই সুখ্যাতি করে।"

"একে গরিব, তার উপর কুলীন নয়। আমি কুল ভঙ্গ কর্ত্তে পার্ব্ব না, তার উপর বাবা মা রাগ কর্ব্বেন।"

"আমার বোধ হয়, এটা হলেই ভাল হত, তা যা ভাল বুঝ কর, কিন্তু এই অগ্রহায়ণ মাসেই শান্তির বিয়ে দিতে হবে।"।

"তাই হবে ভাবনা কি! কথায় বলে 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি' টাকা দিতে পার্লে পাত্রের অভাব কি! এখন আমার হৃদয় রাণী আমার হৃদয়ে এস" বলিয়া পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

সর্ব্বরঞ্জন বাবুর কথাই ঠিক হইল। সর্ব্বরঞ্জন বাবু ধনী, তাহার উপর শান্তিময়ী রূপসী, সুতরাং পাত্রের অভাব হইল না। তাহার মধ্যে সর্ব্বরঞ্জন বাবু আপনার মনোমত পাত্র বাছিয়া লইয়া শান্তির বিবাহ স্থির করিলেন।

(৬)

আজ প্রাতে শান্তির গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে বিবাহের দুই দিন বাকী। শান্তি আজ কেমন হইয়া গিয়াছে, মুখখানি ম্লান, গম্ভীর, চিন্তাকুল। তবে শান্তির পক্ষে কি মঙ্গলের বিষয়, সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই। কারণ বিবাহের পূর্ব্বে অনেক মেয়ের নানাবিধ ভাবী আশঙ্কায় চিত্ত আকুল হয়; সুতরাং শান্তির সে গাম্ভীর্য্য, সে নিরানন্দ কাহারও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই; অধিকন্তু যাহারা লক্ষ্য করিয়াছে, তাঁহারা "ভয় কি মা" "ভাবনা কি দিদি" "বেশ সুখে থাকবি,

---

* Danger signal = বিপদবার্ত্তাজ্ঞাপক চিহ্ন বা সঙ্কেত।

জন্ম জন্ম ওই ঘর কর" প্রভৃতি বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শান্তির মনের কথা, প্রাণের ব্যথা কেহ জানিল না, জানিতে চেষ্টাও করিল না। শান্তি আপনার ব্যথা আপনার হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিল, এবং কি করিবে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

Special for "Businessman".

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:০:—

Self-Inking Rubber Stamp Pad.

সর্ব্বদাই কালীবিশিষ্ট রবারষ্টাম্প প্যাড্।

এই সেলফ্ ইঙ্কিং প্যাড্ বিদেশ হইতেই আমদানী হইয়া এদেশে বিক্রয় হয়, এদেশে ইহা প্রস্তুত হইলে কি বিক্রয় হয় না? এই যুদ্ধের সময় ইহা দুর্মূল্য হইয়াছে, এদেশে করিলে সুলভ হইতে পারে ও বিক্রয়ও হইতে পারে।

একটা এন্‌ভেলপের আকারের টীনের বাক্‌সে এই প্যাড্ রক্ষিত হয়, তাহার ডালা খুলিলেই প্যাড্ বাহির হয়। এই প্যাডে বহুদিন কালী থাকে, এমন কি ১বৎসরের অধিক সময়ও সমান কালী থাকে, কালী দিতে হয় না। ইহার ভিতর যে প্যাড্ থাকে, তাহা এমনই দ্রব্যে প্রস্তুত যে, বায়ু হইতে জলীয় অংশ সংগ্রহ করিয়া সরস থাকে সুতরাং যখনই এই প্যাডে রবার ষ্টাম্প স্পর্শ করা যায়, তখনই তাহাতে কালী লাগে। এই প্যাডের ভিতরে নিম্ন প্রকার Compositon দিলে তাহা সরস থাকিবে। এই কম্পোজীশনের উপর স্থায়ীভাবে এক টুকরা কাপড় দেওয়া থাকে, তাহার উপর রবারষ্টাম্পের চাপ পড়িলেই উপরে ভিতরস্থ রস উঠিয়া ষ্টাম্পের মুখে লাগে। ভিতরের কম্পোজিশন কোমল অথচ স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। এখন টীনের বাক্‌সটীর কথা আগে বলিতেছি। ইহা লম্বে ৫।৫ ইঞ্চি, চওড়ায় ২॥ বা ৩ ইঞ্চি, এবং উচ্চে ১ ইঞ্চির ৮ ভাগের এক ভাগ এইরূপ হওয়া উচিত। বাজারের একটা বিলাতি সেলফ ইঙ্কিং প্যাড্ দেখিলেই ইহার আকার প্রকার বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ইহা মুরগীহাটার অনেক দোকানেই পাওয়া যাইবে।

ভিতরের কম্পোজিশন্।

জীলেটীন—	১ ভাগ
জল—	১ ভাগ
গ্লিসারিণ—	৬ ভাগ
রং—	৬ ভাগ

এই গুলিকে উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া লইয়া উপরোক্ত টীন বাক্‌সটী পূর্ণ করিয়া ইহার উপর বস্ত্র খণ্ডটী দিয়া টীনের সহিত পীন দ্বারা আঁটীয়া ফেল, যেন কোন স্থানে কুঞ্চিত না হয়, উপরটী পরিষ্কার এবং প্লেন থাকিবে। ধরুন, যদি কাল রংএর প্যাড্ করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত কম্পোজীশন করিতে হইবে।

জীলেটীন গ্লু—	১ ভাগ
ল্যাম্প ব্ল্যাক—	৩ ভাগ
এনিলাইন ব্ল্যাক—	
অথবা	
লগ্‌উড্ এক্সট্রাক্ট—	যথাবশ্যক।
গ্লিসারিণ—	১০ ভাগ
Part absolute Alcohol	৩ ভাগ
ভিনিসিয়ান সোপ—	১ ভাগ
সালেসেলিক এসিড্ পাঁচ ভাগের	১ ভাগ

এই কম্পোজিশন প্রস্তুতের সাধারণ প্রক্রিয়া প্রথমে জীলেটীনটাকে শীতল জলে ফেলিয়া রাখিতে হইবে, যখন ইহা বেশ ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠিবে, তখন ইহাকে অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ (Boil) করিয়া লইয়া গ্লিসারিন প্রভৃতি মিশাইতে হইবে। এই কম্পোজিশনটা পূর্ব্বোক্ত টীনের বাক্‌সে ঠিক কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া স্পেচুলা দ্বারা সমতল করিতে হইবে, তাহার উপর সূক্ষ্ম বস্ত্রের আবরণ দিয়া ডালা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এই হইল, সেলফ্ ইঙ্কিং প্যাড্। আফিস প্রভৃতির জন্য ইহার প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে, সুতরাং কেহ ডজন ডজন প্রস্তুত করিয়া ষ্টেশনারি দোকানে রাখিলে সাদরে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য বাক্‌সাদি বিদেশীয় প্যাডের অনুকরণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। S. A. 356.

Fly Paper.

মাছি ধরা কাগজ প্রস্তুত প্রণালী।

মাছিতে অনেক সময় ত্যক্ত বিরক্ত করে, ইহা সকলেই জানেন। এই মাছির দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য সাহেবদের হোটেলাদির দেওয়ালে এক প্রকার আটা দেওয়া কাগজ ঝুলান থাকে, মাছিগণ তাহাতে যাইয়া লাগিয়া যায়। এই কাগজ নিম্নলিখিত বিবিধ উপায়ে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া গেল। প্রত্যেক গৃহস্থ এই উপায়ে মাছির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

Fly Paper.

(Free from poison.)

কোয়াসিয়া—	অর্দ্ধ পাউণ্ড
জল—	১ কোয়ার্ট বা ৩ পোয়া

এই জলটাকে কোয়াসিয়ার টুকরার উপর ঢালিয়া দাও। তাহার পর জলটাকে ছাঁকিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ১ পাইন্ট আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া ফেল। তাহার পর পুনরায় কোয়াসিয়ার কাষ্ঠ খণ্ড গুলিতে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

১ পাইট্ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পাইট্ থাকিতে নামাইয়া উপরোক্ত জলের সহিত মিশাইয়া তাহাতে অর্দ্ধ পাউণ্ড চিনি মিশাও, যখন চিনি গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে একটা কাগজের ৪ ভাগের ১ ভাগ খণ্ড ডুবাইয়া লইয়া জল ঝড়িলে শুষ্ক করিয়া লও। এই কাগজ টাঙ্গাইয়া রাখিলে ইহাতে মাছি বসিলেই মরিবে।

দ্বিতীয় প্রকার।

ঐ পরিমিত কাগজে টারপিন্ বার্ণিস ১ পোচ লাগাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দাও, মাছি বসিলেই আর উড়িতে পারিবে না।

তৃতীয় প্রকার।

Cobalt Fly paper.

কোবলট্ ফ্লাই পেপার।

কোয়াসিয়া কাষ্ঠের টুকরা—	১৫০ ভাগ
ক্লোরাইড্ অফ্ কোবলট্—	১০ ভাগ
টারটার এমিটিক—	২ ভাগ
টীং অফ্ লং পিপার ১ হইতে ৪	
প্রুফস্পিরিট—	৮০ ভাগ
জল—	৪০০ ভাগ

ইহাতে কাগজ ডুবাইয়া শুখাইয়া টাঙ্গাইয়া দিলে মাছি মরিবে। কিন্তু সাবধান ইহা বিষাক্ত!

চট্‌চটে মাছি ধরা কাগজ।

রজন—	৮ ভাগ
তার্পিন তৈল—	অর্দ্ধ ভাগ
রাপসিড্ অয়েল—	৪ ভাগ
চিনি—	অর্দ্ধ ভাগ

গলাইয়া কাগজে মাখাইয়া দিলে মাছি লাগিলে আট্‌কাইয়া যাইবে।

গোলাপ সার।

Essence of Rose.

অটো অফ্ রোজ—	১ ড্রাম
রেক্‌টীফায়েড্ স্পিরিট—	১ পাইট

বোতলে পুরিয়া ১২ ঘণ্টা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দাও এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দাও, তাহার পর ব্যবহার যোগ্য হইবে।

শান্তির ধূমকেতু।

—:০:—

১৯১৭ অব্দের গ্রীষ্ম ঋতুতে জগতের বৃহত্তম ধূমকেতু সমূহের মধ্যে অন্যতম একটী ধূমকেতু দৃষ্ট হইবে। ১৯১৬ অব্দের ২৭শে এপ্রেল জার্ম্মাণ অধ্যাপক উলফ্ এই ধূমকেতু সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পান। হেলির ধূমকেতু ৭৪॥০ বৎসর অন্তর একবার করিয়া দেখা যায়; কিন্তু এই ধূমকেতুটী ৬০০০০ বৎসর পরে আবার পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হইবে। ১৯১৭ অব্দের মধ্যে সন্ধি হইবে, মনে করিয়া অনেকে ইহাকে শান্তির ধূমকেতু নামে অভিহিত করিতেছেন।

গোয়ালিয়ার পাতা ও আপাঙ্গ মূল।

—:০:—

শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়।

গোয়ালিয়ার পাতার সংস্কৃত নাম গোধাপদী, লাটীন Vitis Peadata. আপাঙ্গের সংস্কৃত নাম অপামার্গ আপাঙ্গ, ল্যাটীন Achyranthes pera, বাঙ্গলা চিড়্‌চিড়ে।

এই দুটী দেশীয় গাছড়ার বিস্তারিত গুণাগুণ বা ইতিহাস লেখা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, একটা প্রত্যক্ষীভূত আশ্চর্য্য ঘটনা গ্রাহকদিগকে উপহার দিবার জন্যই উপরোক্ত গাছড়া দুটীর নাম উল্লেখ করিতে হইল। কিছু দিন গত হইল, আমাদের অনেক আত্মীয় পচা ক্ষতে ভুগিয়া হাঁসপাতাল হইতে হতাশ হইয়া বাটী ফিরিয়া আসেন, তাঁহার এই দূষিত ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য তিনি চাঁদসী প্রভৃতি নানাস্থানে ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার পায়ের সেই পুঁজহীন ঈষৎ লোহিতাভ ক্ষখানি গলা ঘা কিছুতেই সারিতে ছিল না।

পেটেণ্টের বাজারে আজ কাল দি নিউ ফরমূলা কোম্পানীর আলছারিনের ভারি নাম জাঁকিয়াছে, তাই তিনি এক শিশি আলছারিন ডাকে আনাইয়া ঘায়ে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এই তাঁহার শেষ চেষ্টা।

যে দিন ডাকে ঔষধ আসে ও খোলা হয়, সেই দিন ঘটনা চক্রে সন্ন্যাসী গোপাল দাস বাবা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সঙ্গে গোপাল দাস বাবা সম্বন্ধে ২।১ টী কথা সংক্ষেপে না বলিলে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হইবে না। গোপাল দাস বাবা ৺চন্দ্রনাথ তীর্থ যাইবার সময় সশিষ্যে প্রতিবৎসর একবার করিয়া আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন। ৪।৬ দিন দিবারাত্র লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ ও পূজা অর্চ্চনার ভারি ধুম পড়িয়া যায়। স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের আমল হইতে তাঁহার এ বাড়িতে গতিবিধি আছে, তিনি একজন সাধারণ গঞ্জিকা সেবী সন্ন্যাসী নহেন, অনেক সম্ভ্রান্ত বড়লোক তাঁহার শিষ্য। বনগ্রাম মহকুমার বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোপাল দাস বাবার শিষ্য, বনগ্রামের হেডমাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্য স্থানীয় উকিল, মোক্তার সাতক্ষীরা মহকুমার অনেক ভদ্রলোক সাতক্ষীরার জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিজা নাথ বাবু প্রভৃতি

সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের নিকট গোপাল দাস বাবা বিশেষরূপে আদৃত ও সম্মানিত।

দি নিউ করমুলা কোম্পানীর ঔষধের প্যাক খোলা হইতেছে, এমন সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া দেখা দিলেন, তিনি কিসের ঔষধ জিজ্ঞাসা করায় ক্ষতের সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন এবং বলিলেন, বাবা বনজঙ্গলে পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াই,আমি তোমাদের নিকট একজন অশিক্ষিত নাগা। তা বাবা আমি যখন তোমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তখন আর আলছারিন প্রয়োগের আবশ্যক নাই, আমি যাহা বলি, তোমরা তাহা এক সপ্তাহ করিয়া দেখ, ফল না হয়, তখন অন্ত ঔষধ ব্যবহার করিও। এই কথা বলিয়া বাবাজী ছোট গোয়ালিয়ার পাতা বার আনা ও সিকি পরিমাণে আপাঙ্গের মূল তুলিয়া আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, নিম-পাতা ও গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া দুইবেলা ঘা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া এই দুটী গাছড়া বাটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

আমরা এই সন্ন্যাসী কথিত পদ্ধতি অবলম্বন করায়, অত যে যন্ত্রণা—অমন যে দূষিত ঘা—যাহা আজ ২ বৎসর ধরিয়া বিবিধ চিকিৎসা ও অস্ত্র চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, তাহা ১০।১২ দিনের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছে।

*দেশীয় গাছড়ার এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি, গোয়ালের পাতা দুই জাতীয় আছে। সন্ন্যাসী মহাশয় আমাদিগকে ছোট গোয়ালিয়ার পাতা অর্থাৎ যে লতার বেলপাতার ন্যায় এক বোঁটায় তিনটা করিয়া পাতা হয় এবং পাতার কিনারা খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা হইয়া থাকে তাহাই ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, দূষিত ক্ষতগ্রস্ত রোগী এই প্রক্রিয়া একবার অবলম্বন করিয়া দেখিলে আমরা সুখী হইব। তাঁহাদের দ্বারা গোয়ালিয়া পাতা ও আপাঙ্গ মূলের গুণ জনসাধারণের নিকট ক্রমশঃ প্রচারিত হইয়া পড়িবে।

কৃষক।

AGRICULTURAL NOTES.

উন্নত-প্রণালীতে কৃষি।

—:•:—

বরবটীর সার।

[বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কৃষি-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর দাস গুপ্ত এম, আর, এ, এস মহাশয়ের লিখিত।]

বরবটীর চাষপ্রণালী অতি সহজ। ২।৩ বার চাষ ও মৈ দেওয়ার পর, চৈত্র মাসের প্রথমভাগে, বিঘাপ্রতি /৫ সের বরবটী-বীজ বপন করিতে হয়। চৈত্রমাসের যত অধিক দিবস পূর্ব্বে বীজ বপন করা যায়, ততই ভাল। কারণ, জলদি বীজ বপন করিতে পারিলে গাছগুলি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। শ্রাবণমাসের মধ্যভাগে (গাছে ফুল ধরিলে). বরবটীক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া, গাছগুলি মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ঐ সকল গাছ পচিয়া গিয়া সারে পরিণত হইয়া থাকে। বরবটী চাষে কোনরূপ পাইট বা যত্নেই আবশ্যক হয় না। কিন্তু বরবটীগাছের উপর দিয়া লাঙ্গল চালাইবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ ক্ষেত্রে মই দিয়া, গাছগুলি ভাঙ্গিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুবা, লতানগাছগুলি লাঙ্গলে জড়াইয়া গিয়া, চাষে বিশেষ অসুবিধা ঘটাইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, গাছগুলিকে ভূমিস্যাৎ করিয়া দিতে না পারিলেও, উহাদিগকে চাষের সঙ্গে মৃত্তিকার নিম্নভাগে আনয়ন করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং, উহারা আংশিক মৃত্তিকার উপর রহিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়। ফলে, ঐ সকল শুষ্কগাছ পচিয়া গিয়া সাররূপে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটে। পক্ষান্তরে, প্রথমতঃ ক্ষেত্রে মই দিয়া, বরবটীগাছগুলি ভূমিস্যাৎ করিয়া দিতে পারিলে এবং তৎপর, দেশী লাঙ্গল অথবা মেষ্টন লাঙ্গল (Meston plough ইহার মূল্য ৪৷৷০ টাকা। এই লাঙ্গলখানাও বেশ কার্য্যোপযোগী হইয়াছে।) দ্বারা আড়া-আড়িভাবে ২।৩ বার চাষ দিলেই, অধিকাংশ বরবটী গাছ মৃত্তিকার নিম্নে নীত হইয়া, মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। যদি মাঝে মাঝে দু'একটী গাছ মৃত্তিকার উপর রহিয়া যায়, তাহা হইলে কোদালী দ্বারা মাটী কাটিয়া, ঐ সকল গাছ ঢাকিয়া দিতে হয়। গাছগুলি লতান বলিয়া প্রথম প্রথম বরবটী-ক্ষেত্রে চাষ দিতে কিছু অসুবিধা বোধ হয় সত্য; কিন্তু অভ্যাসের সঙ্গেই, এই অসুবিধা দূরীভূত হইয়া থাকে।

চূণ-সার।

এ দেশের জল-বায়ুর গুণে, অধিকাংশ জমিতে চুণের ভাগ খুব কম এবং এসিডের ভাগই অধিক রহে। জমিতে অত্যাধিকরূপে এসিড্ রহিলে, উহাতে কোনরূপ শস্যই ভাল জন্মে না। এই জন্যই এসিড্-প্রধান মৃত্তিকায় চূণ প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। কারণ, চুণ ব্যবহার করিতে না পারিলে, এসিডের তেজ কমান যায় না।

ঢাকা ও জোড়হাটের সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের—ঢাকার মৃত্তিকা অতিশয় আঁটাল; কিন্তু জোড়হাটের মৃত্তিকা বালুকাময়। এই উভয় স্থানের মৃত্তিকার প্রকৃতিতে পার্থক্য রহিলেও উহাদের রাসায়নিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে অর্থাৎ উভয় স্থানের মৃত্তিকাতেই এসিডের ভাগ বেশী ও চুণের ভাগ কম। এই জন্য উক্ত

উভয় স্থানেই, চূণ প্রয়োগ করিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, মৃত্তিকার প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও, তাহাতে যদি এসিডের ভাগ অধিক রহে, তবে তদ্রূপ মৃত্তিকায় চূণ ব্যবহার করিলে সুফললাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

রবি-শস্যের পক্ষেই চূণ বিশেষ হিতকারী। তবে খরিপ-শস্যের জন্য ইহা ব্যবহার করিলেও যে, একেবারে নিষ্ফল হয়, তাহা নহে। এসিড্-বহুল মৃত্তিকায়, চূণের পরিবর্ত্তে, যথেষ্ট পরিমাণে গোময় ব্যবহার করিয়াও সুফল লাভ করিতে পারা যায় নাই। জোড়হাট কৃষিক্ষেত্রের এসিড-প্রধান মৃত্তিকায় চূণ প্রয়োগ না করিয়া, তাহাতে পাঁচ প্রকার রবিশস্যের চাষ করা হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র কলাই ব্যতীত, অন্য চারি প্রকারের শস্য একেবারেই জন্মে নাই। পক্ষান্তরে, কলাইএর ফলনও অত্যল্প পরিমাণে হইয়াছিল।

ঢাকা ও জোড়হাটের কৃষি পরীক্ষা-ক্ষেত্রের এসিড-বহুল জমিতে চূণসারের গুণ ও উপকারিতা, নানাবিধ পরীক্ষার ফলেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উক্তরূপ জমিতে চূণসারব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। ইহার উপকারিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; বিশেষতঃ, ইহা অতীব সুফলপ্রদ। বিঘাপ্রতি ১০/ মণ চূণ লাগে। ইহা জমির উপর ভালরূপে ছিটাইয়া বা ছড়াইয়া দিতে হয়। প্রত্যেক বিঘা জমিতে দশ মণের অধিক চূণ ব্যবহার করা অনুচিত। একবার জমিতে চূণ ব্যবহার করিলে, তাহার ক্রিয়া দশ বৎসর বা ততোধিক কাল স্থায়ী হয়। উন্নতপ্রণালীতে চাষবাস করিতে হইলে, সাররূপে চূণ ব্যবহার করিতে হয়। (কৃষি সম্পদ)

HOMEOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

—:•:—

এচাইনেসিয়া।

ডাক্তর এ, ডি হার্ড বলেন, যেখানে প্রসূতির পেরিনিয়ম রপ্চার ঘটে, স্তনে স্ফোটকের উদ্ভব হইয়া থাকে, দুগ্ধ নামার জন্য তৃতীয় দিবসে জ্বর, জরায়ুতে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায় অথবা জরায়ুতে ফুলের কুচি থাকিয়া যাওয়ার জন্য "সেপ্টিসেমিয়া" নামক বিপজ্জনক পীড়ার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে বা পীড়া হইয়াই পড়ে, সেস্থলে তন্নিবারণ জন্য আমি এচাইনেসিয়া প্রয়োগ করিয়া অনেক প্রসূতির জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহা দ্বারা প্রসূতির ভবিষ্যৎ বিপদ নিবারিত হইয়া থাকে।

কড়া বা WART.

ওয়ার্ট বা পায়ের আঙ্গুলে কড়া হইলে তাহার অন্যান্য ঔষধ অনেক আছে, কিন্তু Calcaria ক্যালকেরিয়া ৬ ব্যবহারে সুন্দর আরোগ্য হইয়া থাকে।

APIS এপিস্।

গর্ভবতী স্ত্রীলোককে কদাচ এপিস দেওয়া উচিত নহে, ইহা দ্বারা গর্ভপাত হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য রজরোধে এপিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতই রজরোধ কি না তাহা সুনিশ্চয় না করিয়া ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ গর্ভাবস্থার প্রথমাবস্থাতেও রজলোপ পাইয়া থাকে।

ROBINIA.

রোগিনীর বয়স ২৫।২৬। আহারের কিছুক্ষণ পরে তাহার অম্লোদগার, বুক জ্বালা, প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গগুলি উপস্থিত হইত, এমন অম্লোদগার বা বমি হইত যে, তাহাতে তাহার দাঁত পর্য্যন্ত টকিয়া যাইত। তাহাকে রোবিনীয়া ৬ দুই মাত্রা দেওয়া হয়, পরদিন হইতে আর তাহার সে সকল উপসর্গ হয় নাই। রোগিনীর বিশ্বাসের জন্য তাহাকে আরও তিন চারি দিবস শুদ্ধ সুগার অফ মিল্কের মোড়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্য ঔষধের আবশ্যক হয় নাই। S. P.

সাইকেল বিক্রি।

একখানি নূতন ষ্টাণ্ডার্ড হাম্বার সাইকেল সমস্ত সরঞ্জাম সমেৎ বিক্রয়ার্থ আছে। ক্রেতা স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিতে পারেন বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিয়া মূল্যাদি জানিতে পারেন।

"বৈদ্যনাথ"
C/o Manager
"কাজের লোক"
১৭নং, অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার,
কলিকাতা।

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XI.
৩য় সংখ্যা। MARCH 1917. মার্চ্চ ১৯১৭। No. 3.

ব্যবসায় বাণিজ্য কথা।

—:o:—

কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য।—বর্ত্তমান বর্ষে চাউল যেমন সস্তা হইয়াছে, বহুদিন এমন সস্তা হয় নাই। মাছের দাম এমন কমিয়াছে যে কখনও কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। ক্ষুদ্র রুই মাছ তিন আনা সেরেও বিক্রয় হইয়াছে। বড় রুই মাছ ছয় হইতে আট আনা সেরে পাওয়া গিয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট কাগজের দাম।—গবর্ণমেণ্ট কাগজের দাম ৭১ টাকাতে নামিয়াছে। অল্প মূল্যের কাগজ ৭২।০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

থলিয়া রপ্তানি।—কলিকাতা হইতে প্রতি মাসে বালি ভরিবার জন্ত ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের থলিয়া ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের আদেশে সর্ব্বাগ্রে বালুভরার থলিয়া চালান হয়, ইহার পর যদি জাহাজে স্থান থাকে, তবে অন্ত জিনিস যাইতে পারে। এ সকল থলে যুদ্ধের জন্ত।

ব্যবসারের অবস্থা।—কলিকাতার ব্যবসায় বাণিজ্যের অতি সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানির বিনিময়ে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিয়া থাকে, কলিকাতা হইতে রপ্তানি দ্রব্যের অভাব হইয়াছে। ইংলণ্ডের শতশত কারখানা বন্ধ হইয়াছে—সে সকল কারখানায় এখন গোলাগুলি নির্ম্মিত হইতেছে—বাণিজ্যদ্রব্য আর নির্ম্মিত হয় না। ভারতবর্ষ হইতে কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইবে, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে তাহার অর্দ্ধেক দ্রব্যও আমদানী হইবে না, এরূপ অবস্থায় ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে না। সুতরাং কলিকাতার হৌসওয়ালাদের অবস্থা অতি শোচনীয়—কাহার দশা কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না।

কয়লার দর।

কয়লার দর যেরূপ চড়িয়াছে, তাহাতে দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে দুই বেলা উনান ধরান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সরকারের সামরিক প্রয়োজনে এ দেশের কয়লার টান ধরায় কিছু দিন পূর্ব্বেই কয়লার দাম কিছু চড়িয়াছিল। তাহার পর সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোল রেগুলেশন কমিটী যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতেই দর দ্বিগুণ হইয়াছে। কমিটি নিয়ম করিয়াছেন, ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে কয়লা আর যাহাকে তাহাকে গাড়ী গাড়ী সরবরাহ করা হইবে না। যাহারা কয়লা খরচ করে,—অর্থাৎ বিক্রয় করে না, পোড়ায়—তাহারা দরখাস্ত করিলে ও সে দরখাস্ত ভারপ্রাপ্ত

কর্ম্মচারীর দ্বারা মঞ্জুর হইলে তবে রেলে মালগাড়ীতে কয়লা দেওয়া হইবে। ইহা অবশ্য কলকারখানাওয়ালাদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—তাঁহারা গাড়ী গাড়ী কয়লা কিনেন এবং কিনিতে পারেন। পাছে কোন ব্যবসাদার অধিক কয়লার আমদানী করিয়া বাজার "হাত করে" এবং কলকারখানাওয়ালাদের অসুবিধা করে, সেই জন্যই, বোধ হয়, কমিটি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যাহাই কেন হউক না—কল বড় বিষম দাঁড়াইয়াছে; কষ্ট হইয়াছে—গরিব গৃহস্থের। তাহারা কলকারখানাওয়ালাদের মত রেলে গাড়ীভরা কয়লা আনাইতে পারে না—মাসে কেহ ২ মণ, কেহ ৩ মণ, কেহ ৪ মণ কয়লা উনানে ব্যবহার করে। তাহারা পাড়ার কয়লার দোকান হইতেই খুচরা দরে কয়লা কিনে। কিন্তু সেই সব দোকানদার কয়লা বেচে—ব্যবহার করে না; সুতরাং তাহারা আইনের consumer কোঠায় পড়ে না। অতএব ভবিষ্যতে তাহারা আদৌ কয়লা পাইবে কি না সন্দেহ। তাহারা কি বলিয়া কয়লা আনিবার জন্য প্রার্থনা করিবে? তাহারা কয়লা না পাইয়া গৃহস্থের হাঁড়ি চড়া বন্ধ করিবে, এমন ব্যবস্থা করা যে সরকারের অভিপ্রেত নহে, তাহা অবশ্য আর বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু হইলে কি হয়—ইস্তাহারের কথার ফেরে ব্যাপারটা প্রায় সেইরূপই দাঁড়াইতেছে। এই ইস্তাহারে বাজারে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে; দোকানদার মজুত কয়লা দ্বিগুণ দর নহিলে ছাড়িতেছে না।—মরিতে মরিতেছে গরিব গৃহস্থ। সাধারণতঃ নিয়মের ত্রুটি ধরা পড়িলেও তাহার সংশোধন হইতে অনেক বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রে যদি তাহা হয়, তবে লোকের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। তবে এ ব্যবস্থায় অসুবিধা হইবে, সকলেরই; তাই মনে হয়—শীঘ্রই একটা হেস্তনেস্ত হইতে পারে—ইস্তাহারের প্রকৃত ব্যাখ্যা শীঘ্রই বাহির হইতে পারে।

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে শাহাবাদ জেলার কৈলোয়ারবাসী কাজী পরিবারের চেষ্টায় কানপুরে দুই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি চামড়া পরিষ্কার করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় কাজী পরিবারের চামড়ার ব্যবসা আছে। জাপান, জার্ম্মাণী ও বিলাতে শিক্ষিত একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রী কারখানায় কাজ চালাইতেছেন। চামড়া পরিষ্কার করা ত চলিতেছেই, তাহার উপর ব্যাগ, তোরঙ্গ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। বাঙ্গালা হইতে অনেক কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানী হয়,—সেই ব্যবসায়েই ঢাকার নবাব পরিবারের সৌভাগ্যোদয়।

WHAT IS GOOD ADVERTISING.

—:•:—

Advertising is a study of the Law of Averages.

Personal opinion is of little worth, except as it reflects composite opinion.

It matters little whether you think an advertisement good or bad.

You may think it good and yet seventyfive people out of the first hundred may not agree with you.

The seventy-five are right. You are wrong.

And what is true of the first hundred is true of the first million. The Law of Averages holds good.

Will it produce results? That is the only real test of an advertisement.

Are you absolutely sure, that your advertising is producing the largest possible results?

Not until you are sure, will you be invest your advertising dollars wisely.

Buck's Shot.

HOW TO LIVE LONG.

—:•:—

A CONTEMPORARY has consulted ten aged man in order to get the causes which in their opinion have co operated to give them their length of days in the land. Here are their answers.

Lord Gwydr. 95—Not smoking, outdoor exercise; moderation.

Lord Grimthorpe, 88—Not smoking; abstemiousness.

Earl Nelson, 82—Not smoking, early rising, moderation; on physic.

Sir W. Huggins, 81—Not smoking; little meat; milk diet.

Sir W. L. Drinkwater, 92—Not smoking; outdoor exercise; seven hours sleep.

Professor Mayor, 81 Not smoking; strict vegetarianism, no

exercise ; live on four cents a day, get up at four.

Dr. G. S. Keith, 86—Occasional use of tobacco and wine ; a little flesh or fish ; much milk.

Mr. W. P. Frith 86—Two meals a day ; three cigars ; table-spoonful of whisky ; regular exercise.

Mr. H. G. Davis, 82—Not smoking ; three square meals ; regular exercise.

Sir. F. S. Hadden, 86—Seven hours sleep ; little meat little wine. The above are the habits of the gentlemen in question, not exactly their advice to others. Professor Mayor, for example, presumably does not think exercise harmful. Two only use a little tobacco, and of these two one says ; 'I often wish, I had never learned to smoke as I am sure, it does no one any good.' Most of them are abstainers from alcohol, and those who are not, nearly so.

If one took a composite photograph,as it were, of all the answers that have ever been given to the question eliminating in this way the answers of mere cranks, the result would probably be; moderation, moderation, moderation ; no tobacco, tea, coffee, or alcohol much exercise ; rising ; minimum of eating—especially of meat.

HOME INDUSTRY.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:•:—

আমাদের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের দ্রব্য দেশেই প্রস্তুত হইলে এদেশের শিল্পেরও উন্নতি হয় এবং তৎসঙ্গে অনেক অতিরিক্ত ব্যয়ের পথও রুদ্ধ হয়। সেইরূপ শিল্পকেই অধুনা গৃহশিল্প বা হোমইনডাষ্ট্রি নামে আখ্যাত করা হইয়া থাকে। এক সময় এই গৃহশিল্প দ্বারাই এদেশের সমস্ত অভাব মোচন হইয়া লোকে অতি সুখ স্বচ্ছন্দে বহু সৎকার্য্য করিয়া জীবন কাটাইয়াছিল। সেই গার্হস্থ্য শিল্পের লোপ হওয়াতেই দেশের দীনতা বাড়িয়াছে, অন্নের গগন ভেদী হাহাকার উঠিয়াছে,দারিদ্র পীড়িত অনশন রুগ্ন দেশবাসীর মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অভাবে সমস্ত সৎকার্য্যই লোপ পাইয়াছে। এই সকল দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইলে এদেশের কাঁচা মালের কাট্তি অনেকটা এদেশেই হইতে পারে।

সম্প্রতি মাননীয় লেডি কারমাইকেলের যত্নে বেঙ্গল হোম ইন্ডাসট্রিজ এসোসিয়েশন নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সেদিন ডালহাউসি ইনষ্টিটিউশনে মাননীয় সেই কারমাইকেল বাহাদুরের সভাপতিত্বে এই সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, যাহাদের উদ্যোগে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাদের সহিত আমার বিশেষঃ সহানুভূতি আছে। এদেশে আসিয়া অবধি তিনি এই গৃহ শিল্পের তথ্য জানইবার জন্য বিশেষ ভাবেই আত্ম নিয়োগও করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, যে এদেশে এই গৃহশিল্পের উন্নতি সাধন হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।"

গৃহশিল্পের উন্নতি হইলে যে এদেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু এতকাল অনুৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার বহু গৃহশিল্প এবং গৃহশিল্পী লোপ পাইয়া বসিয়াছে। এখন কেমন করিয়া সেই সকল লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার হইবে, সেইটাই সমস্যার কথা।

লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের উদ্দেশ্য মহৎ, এখন এদেশবাসীগণ এই মহৎ উদ্দেশ্যে অভি-হিত হইলেই প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। কিন্তু এদেশ বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া অতি অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িয়াছে, এজাতি যে সহজে জাগরিত হইবে, সে বিষয়ে অনেকটা সংশয় হয়। আরও এক সমস্যার কথা, এত যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত বিদেশাগত সুলভ দ্রব্যের সম্মুখে হস্তে প্রস্তুত দ্রব্য কেমন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারিবে, আমরা বুঝিতে পারি না। স্বদেশীর সময় বহু গৃহশিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশী পণ্যের সুলভ মূল্যের নিকট দাড়াইতে পারে নাই। এদেশের মতিগতিও স্বতন্ত্র হইয়াছে, লোকে নাচ গান থিয়েটর বায়স্কোপে অনর্থক অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত বা ক্ষুব্ধ হয় না, কিন্তু দেশীয় তাঁতির প্রস্তুত একজোড়া কাপড়ের বিলাতি বস্ত্রের তুলনায় জোড়া প্রতি চারি আনা মাত্র মূল্য অধিক হইলে এদেশের লোকে চারি আনা কম মুল্যের দ্রব্যই ক্রয় করিবে, সে বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। সমিতির উদ্যোগে হয়ত লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধারও হইবে, হয়ত বহু গৃহ শিল্পজাত দ্রব্যও জন্মিবে, কিন্তু দেশীয় দ্রব্যের জন্য যত দিন দেশের লোক কিঞ্চিৎ স্বার্থ ত্যাগ করিতে না শিখিবে, ততদিন দেশীয়

শিল্প জাত দ্রব্যের কাট্‌তির প্রাচুর্য্য হইতে পারে না। দেশের লোককে দেশীয় গৃহ শিল্পের উন্নতি করে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমিতিকে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা হইলেই সমিতির উদ্দেশ্য সফল হইতে বিলম্ব হইবে না। আমরা একাগ্র চিত্তে সমিতির হিতকামনা করিতেছি।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশীয় শিল্পের অবনতির প্রধান কারণ সত্য বটে, কিন্তু দেশীয় দ্রব্যে যদি দেশের লোকের অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র স্বার্থ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিবন্ধকরূপে সম্মুখে দাঁড়াইতে বা তিষ্টিতে পারে না। এই যে অনুরাগের অভাব, ইহাও দেশীয় শিল্পের অবনতির জন্ম কম দায়ী নহে।

বিলাসিতা এবং অনুকরণেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অনুকরণের জন্য আমাদের দারিদ্রতা বাড়িয়াছে। চাল খাট করিতে পারিলেই দেশের দ্রব্যে অনুরাগ জন্মিবে। তখন বিদেশী আমদানী স্প্রীংএর খাট ছাড়িয়া দিব্য তক্তপোষেই সুনিদ্রা হইবে। রোগ যে ঐ খানেই। ঐ রোগেই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এমন কত দেখাইব? দেশের লোকের দেশীয় দ্রব্যে অনুরক্তি থাকিলে দেশীয় দ্রব্য লোপ পাইবে কেন? দুই দশ জন এখনও মামুলি চাল রাখিয়াছে বলিয়াই আজও ২।১০টা দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা লেডি কারমাইকেল মহোদয়ার প্রতিষ্ঠিত এই গৃহ শিল্প সমিতির নিকট অনেক আশা করিয়া রহিলাম। তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সফল হউক।

আমাদের একটা অভাব।

আমাদের দেশে অনেক কাঁচা মাল, গাছ গাছড়া জন্মে, তাহা বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়, আমরা তাহা জানি, কিন্তু কে বা কাহারা যে এ সকল দ্রব্য ক্রয় করেন, তাহা যদি দেশের লোক জানিতে পারিত, তাহা হইলে বহু শ্রমজীবির, বহু ভদ্র পরিবারের উপকার হইত। এদেশের বহুলোক তাহা সংগ্রহ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিত। ধরুণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি, বাবলা অর্জ্জুন প্রভৃতির ছাল টানিং বা চামড়া রং করিবার জন্ম বিদেশে যায়, কিন্তু কেহ ক্রেতা কে তাহা জানে না, জানিবার সহজ উপায় আমরাও জানি না। গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশ হইতে ঐরূপ দ্রব্য সমূহের ক্রেতাগণের সন্ধান সাধারণ প্রজাকে জানাইতে পারিতেন, তাহা হইলে বহু শ্রমজীবি সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জীবিকার্জ্জন এবং অন্নাভাবের প্রতিবিধান করিতে পারিত। গঁদ, হরিতকি, নানা প্রকার গুল্ম, লতা প্রভৃতি স্বভাব জাত, দ্রব্য সংগ্রহ করাতো দুরূহ নহে, কিন্তু কাহার নিকট বিক্রয় করিতে পারা যাইবে, একথা জানা থাকিলে সংগ্রহে উৎসাহ জন্মিত। কিন্তু তেমন কোন উদ্যোগ গবর্ণমেণ্ট বা দেশের কেহ করিয়াছেন, এসংবাদ ত আমরা অবগত নহি। এইটা ভারি অভাব। এই অভাবের জন্ম সহস্র সহস্র প্রকারের স্বভাবজাত মূল্যবান্ দ্রব্য আপনা হইতে জন্মিয়াই আপনা হইতেই লোপ পায়, যাহারা কিছু সন্ধান জানে, তাহারা কিছু কিছু সংগ্রহ এবং উপার্জ্জন করে। কিন্তু সাধারণ কৃষক কুল বা পল্লীবাসী ভদ্রলোকের যদি তাহা জানিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে ধনাগমের একটা সহজ পথ অনায়াসেই উন্মুক্ত হইতে পারিত। গবর্ণমেণ্ট হইতে বা রপ্তানীকারক ব্যবসায়ীগণ যদি সরল দেশীয় ভাষায় এদেশ হইতে রপ্তানী দ্রব্যের ব্যবহার এবং স্থানীয় ক্রেতার নামধাম প্রকাশ করিয়া পল্লীবাসীগণের মধ্যে বিতরণের প্রয়াস পান, তাহা হইলে অচিরেই বহুলোক বহুস্বভাবজাত দ্রব্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া অভিনব উপার্জ্জনের পন্থা সৃষ্টি করিয়া দু মুঠা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে।

আমরা সদাশয় গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারি না কি?

এদেশের ব্যবসায়ী আড়তদারগণই অনেক দ্রব্য তাহাদের আড়তে সংগ্রহ করিয়া বড় হাউসওয়ালাগণকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাহাও আমরা জানি, কিন্তু এমন আড়তদারগণও এপর্য্যন্ত এবিষয়ে কোন চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা যদি শ্রমজীবিগণকে ইহা জানিতে দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও প্রচুর আমদানী দ্রব্য পাইয়া নিজেদের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিতেন কিন্তু এদেশের আড়তদারগণের এমন ব্যবসায় বুদ্ধিরও অভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

এখনও অনেক পল্লীগ্রামে জোলা তাঁতিরা আছে, তাহারা গামছা বয়ন করে, করিতে জানে, কিন্তু ক্রেতার সন্ধান জানে না, সেইজন্যই গরীবরা কাজই ছাড়িয়া দিয়াছে, এমন কাতর কাহিনীও আমরা শুনিয়াছি।

যদি আমার দশহাজার মণ রেড়ীর বীজ আবশ্যক হয়, সে কথা যদি আমি একটু সামান্য ব্যয় করিয়া বা চেষ্টা করিয়া পল্লীবাসীগণকে জানাইতে পারি, তাহা হইলে নানাস্থান হইতে অবিলম্বে তাহা পাইবার সুবিধা হইতে পারে না কি? কিন্তু এদেশের আড়তদার বা ব্যবসায়ী এতটুকুও করিতে জানেন না। কতকগুলি অশিক্ষিত লোক লইয়া কোন রকমে কাজ চালাইয়া থাকেন মাত্র। দেশের কোন আড়তদার এইরূপ চেষ্টা করিলেও—দেশের মহৎ উপকার হইত। কিন্তু পরিতাপ, এদেশের সে বুদ্ধিরও অনেক স্থলেই অভাব।

SCRAPS.

—:o:—

We clarify our thoughts by explaining them to others.

No body is altogether bad, nor can be altogether good.

There can be no triumph where there is no willingness to bear the trial.

Nothing can be accomplished if we content ourselves with ever "going to do" things.

Our capacity to enjoy heaven there will depend on our development of heaven here.

—o—

A ton of post mortem kindness is not worth so much as an ounce of practical love *now*.

The mistakes of our friends may cause us greater distress than the malignity of our foes.

Truth may not hang well to some people, but most of us can profit by hanging on to truth,

Praise is a better incentive than criticism. No man can help another that does not help himself.

"More like Jesus I would be," is often sung by one whose heart is filled with bigotry, guile and deceit.

Perhaps I can not think of holy things as thou dost, but who gave thee to say to me, "thou art wrong"?

Better to be a barnyard wolf and go hungry to bed, than to live in luxury and not experience the joys of service.

"Men can be very angry before or after a meal, but they seldom throw things at one another while at the table."

"By advertising a druggist can build up such a reputation for his store, that even if he is taken sick or leaves the store, the business will keep going to that store for years, because the people know about it. They see its name. They see the announcement of the goods that it handles. They see its prices. They know it as an old friend, whereas the store which tries to get along with little or no advertising is unknown."—*M. P. Gould.*

POOR ADVERTISING.

—:o:—

"It is poor adveatising that takes money from people and gives no material satisfaction in return. Abe Lincoln, had he not gone in for politics and law, would have made a great ad-writer. He was absolutely right about fooling folks. You might easily get up an advertisement that would draw dollars without giving an adequate return, but it wouldn't wear long. The people are fools only temporarily."—*Richard W. Sears.*

DREAMERS.

—:o:—

A dreamer is an idealist. A business idealist is a fellow that "sees things." He sees an automobile of his own and money galore. He has a rosy future, but it's all in the air. It's a good thing to hope, to have faith, to aspire, but let the hustle go with it, Don't be a dreamer; not one of you, unless you put brain and brawn into your dreams.—*The Grocery World.*

সিমলাযাত্রীর পত্র

—:o:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

এটাওয়া কলিকাতা হইতে ৭২০ মাইল। এখানকার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি, কারণ ঐ ষ্টেশনে আমরা অবতরণ করি

নাই। আর এখানে তেমন কিছু বর্ণন যোগ্য স্থানও নাই। এখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রি ৩টার সময় টুণ্ডলা জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। টুণ্ডলা বেশ একটী বড় ষ্টেশন। আগরা মথুরা বা বৃন্দাবন যাইতে হইলে এই স্থানে গাড়ী বদল করিতে হয়। এখানে আমাদের গাড়ী ১৩ মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুন রায় চলিতে লাগিল এবং কয়েকটী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া একেবারে হেতবাস জংশনে পৌছিল। এ ষ্টেশনটীও নিতান্ত ছোট নহে, এখান হইতে বম্বে বরোদা সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া শাখা রেল গিয়াছে। এখানে আমাদের গাড়ী ৮ মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল এবং উষাকালে আলিগড় জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আকাশ একটু একটু পরিস্কার হইয়া আসিতেছে,মাঠের বৃক্ষ সকল আব্ছা আব্ছা দেখা যাইতেছে। পক্ষীগণ বৃক্ষোপরি কলরব করিতেছে। আলিগড় একটী বেশ বড় রকমের ষ্টেশন। এখানে দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখন প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে এবং অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। অনেক মারওয়াড়ী ব্যবসাদার এখানে এই সকল কার্য্য করিয়া ধন কুবের হইয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত কয়েক জন বণিক এই কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা সচরাচর প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ও মাখন বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া কি আমাদের বাঙ্গালী নিষ্কর্ম্মা যুবকগণের চক্ষু খুলিবে না!

বেশ ফর্শা হইয়াছে,পক্ষীগণ যে যাহার কুলায় হইতে বাহির হইয়া আহারান্বেষণে যাইতেছে, ধীরে ধীরে প্রভাত সমীরণ বহিতেছে, এদিকে তপনদেবও সেই গম, বুট, ও ভুট্টার ক্ষেত্রের এক পার্শ্ব দিয়া উকি ঝুকি মারিতেছেন, ঠিক এমনি সময়ে আমাদের গাড়ী খুরজা জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই খুরজাও ঘৃতের ব্যবসায়ের একটী প্রধান আড্ডা। এখানে অনেক উৎসাহী ব্যবসাদার ঘৃতের আড়ত খুলিয়াছেন এবং নানা দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই ঘৃত রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এখানে দুই চারিজন আমাদের বাঙ্গালীও এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

এখান হইতে আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া কয়েকটী ষ্টেশনের পর গাজিয়াবাদ জংশনে পৌছিল। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা ঠিক ৮॥ টার সময় একেবারে দিল্লী জংসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা কলিকাতা হইতে ৯০০ মাইল, এই দিল্লী একটী প্রকাণ্ড ষ্টেশনে। এখান হইতে সাত আটটী শাখা লাইন বাহির হইয়াছে। এক সময়ে হিন্দু নরপতিগণ এই দিল্লীতে ধারাবাহিকরূপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর মুসলমান বাদসাহগণও কয়েক শত বর্ষ কাল এই দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, এবং কত প্রকার অত্যাচার অনাচার এবং অশান্তির আবাস হইয়াছিল; কিন্তু ভগবানের অপার করুণাবলে আমাদের ইংরাজ বাহাদুরের সুবিচারে ও সুবন্দোবস্তে এখন এই দিল্লীর সর্ব্বত্রই চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। আমাদের এইখানে গাড়ী বদল করিতে হইবে, অতএব উপস্থিত দিল্লীর সহর ভ্রমণ ঘটিল না, পাঠক, একটু অপেক্ষা করুণ, এই দিল্লীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত পরে লিখিব।

আমরা অবিলম্বে পিতা পুত্রে এই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী নামাইয়া লইলাম এবং তৎপার্শ্বস্থিত দিল্লী আম্বালাকাল্কা রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমার পুত্রটীর বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, উভয়েই গাড়ীতে বসিয়া কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এতদঞ্চলে আমাদের আহারাদির কোন কষ্ট নাই। আমি চারি আনার মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া উভয়েই বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম।

এখান হইতে বেলা ৯টা ৫ মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িল। দিল্লীর পর বাদ্‌লী নামক ষ্টেশনটী পার হইয়াই আমাদের গাড়ী কুরুক্ষেত্র মাঠে আসিয়া পড়িল। দিল্লীর পর হইতেই এই কুরুক্ষেত্র মাঠ আরম্ভ হইয়াছে গাড়ীর উভয় পার্শ্বেই বিস্তীর্ণ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে দুই একটী সেই জুয়ার ও বাজরার ক্ষেত্র লক্ষিত হইতেছে। এতদঞ্চলে ধান্য ক্ষেত্র কচিৎ দৃষ্ট হয়। এই সকল দেশের লোক অন্নের পরিবর্ত্তে কেবল এই জুয়ারা এবং বাজরায় ময়দা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। গাড়ী দুই ঘণ্টা কাল অনবরত ছুটিয়া ৫টী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া পানিপত নামক ষ্টেশনে আসিল। এক সময় এইস্থানে হিন্দু মুসলমান কত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—কত শত শত রাজপুত বীর দেশের জন্য, নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্য এইখানে আত্মবলি দিয়াছেন। এক সময় এই পানিপথের মৃত্তিকা নরশোনিতে রঞ্জিত হইয়াছিল, আমরা অদ্য সেই পবিত্র স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর আমাদের গাড়ী কর্ণাল নামক ষ্টেশনে আসিল। এখানেও এক সময়ে রাজপুত মুসলমানে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই রাজপুত জাতির অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের কথা আজও রাজস্থানের প্রতি পৃষ্ঠা ঘোষণা করিতেছে।

বেলা প্রায় ১২টা বাজে। মার্ত্তণ্ডদেব মধ্যগগণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সেই প্রখর কিরণে ধরাকে একেবারে দগ্ধীভূত করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড মাঠের সেই উত্তপ্ত বায়ু আমা-

দের অঙ্গে সঞ্চালিত হওয়ায় সমস্ত যেন অগ্নিবৎ বোধ হইতেছে। বৃক্ষোপরি পক্ষীগণ একস্থানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অপর বৃক্ষে উড়িয়া যাইতেছে। ঝাকে ঝাকে ময়ূর ময়ূরী উড়িয়া আসিয়া বৃক্ষ ছায়ার আশ্রয় লইতেছে এবং পিপাসায় কাতর হইয়া মুখব্যাদন পূর্ব্বক বারি অন্বেষণ করিতেছে। সেই বিশাল মাঠের মধ্যে জন মানবের সম্পর্ক নাই, সমস্ত নিস্তব্ধ,মধ্যে মধ্যে কেবল সেই পিপাসার্ত্ত ময়ূর ময়ূরীর কেকা রব শ্রুত হইতেছে। বেলা ১২টা ৪৩ মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী কুরুক্ষেত্র জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

THE SECRET OF CARNAGIE'S SUCCESS.

মিঃ এনড্রু কারনেজীর সিদ্ধিলাভ রহস্য।

—:০:—

ধন কুবের দাতা, কার্নেজী বলিয়াছিলেন :—

"The first thing that a man should learn to do is to save money. By saving his money he promotes thrift, the most valued of all habit. Thrift is the great fortune maker."

সর্ব্ব প্রথমেই অর্থ সংরক্ষণ ও সঞ্চয় শিক্ষা করা প্রত্যেক মানবেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থ রক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াই মানব সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করে, এই সঞ্চয় শিক্ষা করাই সমস্ত অভ্যাস অপেক্ষা মূল্যবান অভ্যাস। এই সঞ্চয়ই সৌভাগ্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।" এই মহা পুরুষ আজও জীবিত। পৃথিবীর মধ্যে দাতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনবান এবং সৌভাগ্যশালী। তিনিই এই সারবান্ উপদেশ দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন "The thrift not only developes the fortune but developes also the man's character"

"এই সঞ্চয় দ্বারা মানব শুদ্ধ যে সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে, তাহাই নহে, ইহা দ্বারা মানবের চরিত্র গঠিত হইয়া মানুষ প্রকৃতই মানুষ হইয়া থাকে। মহাত্মা কার্নেজী আজীবন ঐ একই মূল মন্ত্রের সাধনা করিয়াছিলেন, ঐ মূল মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া জগতের সর্ব্বজাতীর সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট সম্মান লাভ করিতেছেন। অভাবের কষাঘাতে মানবের মনুষ্যত্ব থাকিতে পায় না, মানুষ পশুবৎ হইয়া দাড়ায়, অর্থ, ধন, মোক্ষ এসমস্তেরই মূল। অর্থই মূল্যবান সাহায্য,একথা বাল্মিকীর ন্যায় মহাপুরুষও স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি বাল্মিকীও তাঁহার রামায়ণে বলিয়াছেন :—

"হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্ম্মঃ
ক্রোধঃ শমোদমঃ।
অর্থাদে তানি সর্ব্বানি
প্রবর্ত্তান্তে নরাধিপ।"

হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম্ম, ক্রোধঃ শান্তি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এসমস্তই অর্থের আয়ত্বাধীন।

ধর্ম্ম ও সদাচরণ অর্থের অভাবে হইতে পায় না, এই জন্য অর্থ সঞ্চয়ের আবশ্যক। ইহা বহুবার "কাজের লোকে" দেখাইয়াছিলাম, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

মিঃ কার্নেজী আরও বলিয়াছেন "Thrift draws a line between savage and civilized man" "সঞ্চয়ই বর্ব্বর এবং সুসভ্য জাতির মানবের মধ্যস্থলে পার্থক্যের রেখা পাত করিয়া থাকে।

বর্ব্বর কল্যকার কথা ভাবে না, কিন্তু বহুদর্শিতার দ্বারা সংগঠিত সভ্য মানব ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, আজ ব্যতিত কল্যকার অভাবের ভীষণ চিত্র সে দেখিতে পায়, সেই জন্যই সে বর্ব্বর অপেক্ষা পৃথক জীব।

এইদেশে এই ব্যয়ের, লালসার, বিলাসের সংযম নাই। নিজেও সঞ্চয়ের মূল্য বুঝি না, সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দিতে প্রয়াসী নহি। বিলাসিতা শিক্ষা দিবার জন্যই আমরা ব্যস্ত, অন্তঃসার শূন্য এদেশের যুবকগণ প্রতিদিন থিয়েটার, বায়স্কোপ, ক্লাব প্রভৃতিতে যে রাশি রাশি অর্থ অপব্যয়ে উড়াইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এদেশের, অর্ব্বাচীন পিতামাতাই সে জন্য অধিক দায়ী। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে হইবে ত। এই অপব্যয়ী পুত্রগণ নানা প্রকার বিলাসে নানা অত্যাচারে পৈতৃক ধন সম্পত্তি কেন রক্ষা করিতে পারিবে? সে কয়েক দিন মাত্র প্রজ্জলিত অনল শিখার পার্শ্বে পতঙ্গের ন্যায় উড়িয়া অকালে ভবলীলা সাঙ্গই বা করিবে না কেন? আবার প্রত্যেক সংসারেই যদি এই উদাসতার অভিনয় হইতে থাকে,তবে দেশের দারিদ্রতা প্রতিনিয়তই বাড়িয়া না যাইবে কেন? সঞ্চিত সম্পত্তি সঞ্চিত অর্থ,ব্যবহারের বা সঞ্চয়ের কোন শিক্ষাই কি আমরা আমাদের দুলাল দিগকে দিয়া থাকি, সেই জন্য যাহা স্বাভাবিক, তাহা ঘটিবেই। ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে সন্তান সন্ততি পরিবারস্থ সমস্ত লোককেই অর্থ সংরক্ষণ নীতি শিক্ষা দিতে হইবে। নচেৎ বর্ব্বরতা ঘুচিবে না, তাহাতে আপনার সন্তান যদি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিও লাভ করিয়া থাকে কিন্তু সে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা, দেশের এবং দশের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিতে বা বহুদর্শী হইতে শিক্ষা লাভ না করিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে বর্ব্বর, ব্যতিত আর কিছুই নহে। (ক্রমশঃ)

বাক-সংযমতার আবশ্যকতা।

—:০:—

নিরবতার গুরুত্ব, শক্তি এবং মূল্য অধিক। ক্ষুদ্র সরিৎ কল কল নাদে তীর ভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যায়, কিন্তু বৃহৎ গভীর নদী—সেও যায় তবে সর্ব্বদাই নীরবে।

জগতের সমস্ত মহাজন ব্যক্তিই সংসারে কেবল নীরবে কার্য্য করিয়াই মহান্ হইয়াছেন, তাঁহারা যখন বলা আবশ্যক তখনই বলিয়াছেন, নচেৎ নহে। কিন্তু সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্য জগতে চিরদিনই নূতন ও মূল্যবান্ এবং শক্তিশালী। যে মানুষ সর্ব্বদাই বক্তা, সে মানুষ শব্দ বিশিষ্ট কলকারখানার ন্যায় বিরক্তি কর। যে সকল যন্ত্রের গুরুত্ব বেশী,স্বাভাবিকই তাহারা অল্প শব্দকারী হয়। মানুষ এবং যন্ত্রে যত গুরুত্ব হইবে, ঘর্ষণের শব্দও তত কম হইবে। মানুষের সাধনায় বা কার্য্যে সিদ্ধি মানুষের মনের ঘনীভূত বলের উপর নির্ভর করে—মনের কেন্দ্র স্থান হইতে এমনি শক্তিতে সেই বল প্রযুক্ত হয় যে, সাধনা অবশ্যম্ভাবী। যে মানুষ বেশী বক্তা হয়, তাহার মানষিক শক্তিও তত অপচয় হয়। সাধনার সিদ্ধি হয় না।

মহান্ ব্যক্তি মাত্রেই নীরব—বৃথা বাক-শক্তির অপচয় করে না। সে তাহার সমস্ত শক্তি মনের ঠিক কেন্দ্রস্থানে ঘনীভূত করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দীদের উপর সর্ব্বদাই উঠিতে চায়। ইহাই সকল কার্য্যেই সফলতা লাভের গুঢ়তত্ব। ঐকান্তিকতা ব্যতিত সাধনার সিদ্ধি হয় না। মনের ঘনীভূত শক্তিই ঐ ঐকান্তিকতা।

মানবের মনের যদি গুরুত্ব না থাকে, যদি সে গল্পবাগীশ এবং বাচাল হয়, তাহা হইলে সে কেবল বক্তাই হয় মাত্র, কোন কাজ করিতে তাহার শক্তি থাকে না। যাহারা অধিক বলে, তাহাদের কয়জনকে দেখিয়াছ যে কোন কার্য্যে বেশ সুচারুরূপে সফলতা লাভ করিয়াছে? সকল বিষয়েই মস্তিষ্ক নিয়োজিত করিতে যাইলে মানসিক শক্তি সকল বিষয়েই হীনবল হইয়া পড়ে। সুতরাং সাফল্য লাভ অসম্ভব। মক্ষিকা নীরবে অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন স্থানে মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে মানবের মস্তিষ্ক নির্জ্জনতা ব্যতীত কাজ করে না। চিন্তাও নির্জ্জনতা ব্যতীত পরিস্ফুট হয় না।

প্রকৃত কার্য্যকারী ব্যক্তি নীরবে কার্য্য করে, যাহারা কাজ না করে, তাহারাই বাক-শক্তির অযথা ব্যবহার করিয়া সংসার কোলাহলে পরিপূর্ণ করে মাত্র।

ঘনীভূত শক্তিই কার্য্যকারী। এক চিমটী মাত্র বারুদ সংকীর্ণ বন্দুকের নলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একটা হস্তি সম প্রকাণ্ড জীবকে ভূতলশায়ী করা যায়, কিন্তু একরাশী বারুদে অগ্নি প্রদান করিলে একটা আলোক হয় মাত্র, আর কিছু হয় না। ঘনীভূত মানসিক শক্তিই সকল কার্য্যের সাধনায় সিদ্ধি অর্থাৎ Success প্রদান করিতে পারে। নীরবে নির্জ্জনে কেবল কাজ কর, বৃথা বাক্য ব্যয়ে মানসিক শক্তি দুর্ব্বল করিও না। ইহাতে তোমার নিজের বা দেশের কোনই উপকার করিতে পারিবে না।

কু-পুত্রের দোষ।

—:০:—

সংসারে যাহার অসৎ পুত্র, তাহার তুল্য দুঃখী, তাহার তুল্য শত্রুবেষ্টিত ব্যক্তি জগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"প্রায়েণাভ্যর্চ্চিতো দেবো
যেহ প্রজা গৃহমেধিনঃ।
কদপত্যা ভৃষং দুঃখং যেন বিন্দতি দুর্ভরম্॥"

ভাগবৎ পুরাণে কথিত আছে যে অসৎ পুত্রের জন্য পিতা মাতার কি নিদারুণ মনকষ্ট, যাহাদের সন্তান হয় নাই, তাহারা যদি এই মনের কষ্ট বুঝিত, তাহা হইলে কখনও তাহারা পুত্র কামনা করিত না। সে যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা, তাহা যাহার কুপুত্র আছে, সেই মাত্র বুঝিতে পারে।

"যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তিরধর্ম্মশ্চ মহান্ নৃণাম্।
যতো বিরোধঃ সর্ব্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ॥
কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ।
পণ্ডিতো বহুমান্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ॥

অসৎ পুত্র হইতে পিতা মাতার অখ্যাতি ঘোর অধর্ম্ম, সকলের সহিত বিরোধ এবং অনন্ত মনোকষ্ট উপস্থিত হয়। কুসন্তান নামে মাত্র পুত্র, কেবল আত্মার মোহবন্ধন স্বরূপ; গৃহের যাবতীয় ক্লেশই তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সংসার মরু প্রায় হইয়া যায়। সেই জন্য কুসন্তানের আদর হয় না।

হিতোপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মা বলিয়াছেন,

অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখকারাবাদ্য রন্তিমস্তু পদে পদে॥

অর্থাৎ অজাত, মৃত আর মূর্খ তিন প্রকারের মধ্যে কোন্‌টী ভাল? বরং প্রথম দুইটীই ভাল অর্থাৎ বরং অজাত বা মৃত পুত্র ভাল। কেন না তাহারা একবার মাত্র মর্ম্ম যাতনা দেয়, কিন্তু শেষ অর্থাৎ মূর্খ পুত্র প্রতি পদে দুঃখ এবং যাতনা প্রদান করে—যে বাপের এমন সন্তান, তাহার কি দুঃখ রাখিবার জগতে স্থান আছে?

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:०:—

VIRGIN MILK.

ভারজীন মিল্‌ক্।

গালে মেছেতা, ব্রণ, গালফাটা, প্রভৃতি মুখশ্রী নষ্টকারী উপসর্গে ইহা ব্যবহার্য্য। এই জিনিসটী বিলাতি—দেশের অনেক পয়সা ইহাতেও যায়। ইহার বাঙ্গালার বাজারে বেশ কাটতিও আছে।

মালমসলা।

বাদামচূর্ণ—	২ আউন্স
গোলাপজল—	১২ আউন্স
উইনসর সাবান—	২ ড্রাম
মধুমোম—	২ ড্রাম
রেকটিফায়েড্ স্পিরিট—	৩ আউন্স
অয়েল বারগামট্—	১ ড্রাম
অয়েল লাভেণ্ডার—	১৫ ফোঁটা
আতর—	৪ ফোঁটা

পদ্ধতি—প্রথমতঃ বাদাম গুলিকে খুব সূক্ষ্ম করিয়া চূর্ণ করিবে, তাহাতে অল্পে অল্পে গোলাপজল মিশাইবে, যেরূপে Emulsion প্রস্তুত করে, ঠিক সেই প্রকার। তাহার পর সাবান এবং মোমটাকে একটা পাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নির নিকট বা মৃদু উত্তাপে বা ভেপার বাথে গরম করিবে। যখন তরল হইবে, তখন একটা খলে উপরোক্ত সমস্ত মসলাগুলি দিয়া উত্তমরূপে পুনরায় মর্দ্দন করিবে, যখন দেখিবে, উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন এই ক্ষীরের মত জিনিসটীকে খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্যগুলি যথা আতর, বারগামট, লাভেণ্ডার তৈল এইগুলিকে রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটে মিশাইলেই গলিয়া যাইবে এবং উপরোক্ত ক্ষীরের ন্যায় পদার্থের সহিত মিশাইবে এবং শিশিতে কর্কবন্ধ করিয়া রাখিবে। ব্যবসায়ের জন্য ইহার লেবেলাদি সুন্দর রূপে ছাপান আবশ্যক। ইহাতে প্রায় ১২ শিশি ১ আউন্স এবং ৬ শিশি ২ আউন্স ভারজিন মিল্ক হইবে। আট আনা এক এক শিশি বিক্রয় হইতে পারে। বাজারে দেখিবে, বিলাতীয় মিল্‌ক অফ্ রোজ কত দরে বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা একটু কমদর করিলেই কাটিবে। এ সমস্ত জিনিসই যে কোনও ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

Varnish for Leather.

চামড়ার জন্য বার্ণিস।

—:०:—

চারিটী ডিম্বের শ্বেতাংশ। ২ আউন্স লোফ সুগার (চিনি) এই দুইটীকে উত্তমরূপে ফেটাইয়া ফেটাইয়া মিশ্রিত করতঃ ইহার সহিত যথেষ্ট পরিমিত ভূঁষা এবং টার্পিন তৈল মিশ্রিত কর, তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট চামড়ার জন্য কাল বার্ণিস প্রস্তুত হইবে। ভূঁষা এবং তার্পিনের বিশেষ পরিমাণ নাই, যাহাতে বেশ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ এবং তুলির মুখে সরিতে পারে, সেইরূপ পরিমাণেই মিশাইতে হইবে।

To Guild without Gold.

সোণা ব্যতীত গিল্টি করিবার সহজ উপায়।

—:०:—

প্রক্রিয়া।

বেশ শুষ্ক ভাল জাফরান এবং অরপিন্ (Orpin) সম পরিমাণে লইয়া উত্তম রূপে একত্রে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর এই উভয়কে একটা পরিষ্কার কাচের মধ্যে বা পোর্সিলেন পাত্রের মধ্যে দিয়া উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিতে হইবে এবং আস্তাবলের ঘোড়া বা গরুর নাদীর মধ্যে ৩ সপ্তাহ কাল পুঁতিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। তখন ইহার রং ঠিকই কাঁচা সোণার মত হইবে। যেখানে সোণার পাত বা পাউডার ব্যবহার হয়, তাহাতে তুলি দ্বারা লাগাইলে ঠিক গিল্টী করার মত বোধ হইবে।

Hair Oils.

কেশ তৈলের ফরমুলা।

(প্রকারান্তর)

—:०:—

ক্যাষ্টর অয়েল বা

পরিষ্কৃত রেড়ীর তৈল—	৩ পোয়া
রেক্‌টীফায়েড্ স্পিরিট—	১ পোয়া
অয়েল সাট্রন—	১ ড্রাম
অয়েল বার্গামট্—	১ ড্রাম
অয়েল জীরেনিয়ম—	১ ড্রাম

একটা বোতলে প্রথমে তৈল এবং স্পিরিট্ দিয়া উত্তমরূপে ঝাঁকরাইয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর প্রত্যেক প্রকার সৌরভময় তৈল প্রত্যেকবার দিয়া বহুক্ষণ ঝাঁকরাইয়া ঝাঁকরাইয়া মিশাইতে হইবে এবং একটা ঠাণ্ডা স্থানে ৭।৮ দিবস রাখিয়া দিয়া মাঝে মাঝে আলোড়িত করিতে হইবে। ৭।৮ দিবস বাদে ব্যবহারোপযোগী হইবে। ক্যাষ্টর অয়েল কেশতৈলে চুল ঘন করে এবং চুল বৃদ্ধি করে। প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট কেশ তৈলেই যৎকিঞ্চিৎ ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ীর তৈল দেওয়া হইয়া থাকে।

কাপড়ে হরিদ্রা বর্ণ করিবার উপায়।

—:০:—

জলে হরিদ্রা, কিঞ্চিৎ তেঁতুল এবং কিঞ্চিৎ কট্‌কিরি চূর্ণ মিশাইয়া তাহাতে কাপড় ডুবাইয়া লইলে পাকা হরিদ্রা বর্ণ হইবে। যদি জর্ম্মানীর প্রস্তুত বাসন্তী রং না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই উপায়ে পাকা রং করা যাইতে পারে।

শিরিস কাগজ।

—:০:—

কাষ্ঠের দ্রব্যাদি পালিশ করিবার পূর্ব্বে এই কাগজ ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমে চেয়ার, টেবেল, খাট, পালিস করিবার সময় এই শিরিস কাগজ দিয়া ঘসিয়া তবে পালিশ করিতে হয়। বিলাতী শিরিস কাগজ এক এক খানা এখন ৵০ ৵১০ পয়সা বিক্রয় হইতেছে।

প্রস্তুত-প্রণালী।—

৪।৫ টুকরা উৎকৃষ্ট শিরিস ২।৩ ঘণ্টাকাল প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখ, একটু যখন নরম হইবে, তখন তাহাকে উত্তাপ দ্বারা দ্রব করিয়া ফেল। যখন মধু বা গুড়ের ন্যায় চটচটে হইবে, তখন একটা মোটা তুলি দ্বারা—যাহাকে ব্রাউন কাগজ বা প্যাকিং পেপার বলে, সেই কাগজে মাখাও এবং তাহার উপর বোতল ভাঙ্গা চূর্ণ ছড়াইয়া দাও, এই অবস্থায় কাগজখানি শুখাইয়া লইলেই—ভাল শিরিস কাগজ হইয়া গেল। এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, কাচের গুড়া যত মোটা বা মিহি হইবে, শিরিস কাগজও সেইরূপ কাঠ কাটিবে। সরু এবং মোটা দানার দুই প্রকারের কাগজই আবশ্যক হয়। ইহাও বিক্রয় হইয়া থাকে।

Washing Powders.

বা কাপড় কাচিবার পাউডার।

—:০:—

ইহা বস্ত্রাদি পরিষ্কারের উৎকৃষ্ট জিনিষ। প্যাকেট করিয়া বিক্রয় করিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। বেশ ভাল জিনিস।

৬ ভাগ ইয়েলো বার সোপ।
৩ ভাগ ক্রিষ্টাল সোডা।
১॥ ভাগ পারল্ অ্যাশ (Pearl-ash)।
১॥ ভাগ সলফেট অব সোডা।
১ ভাগ পাম তৈল (Palm oil)।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুখাইতে দাও। শুষ্ক হইলে, বেশ চূর্ণ করিয়া কাগজের প্যাকেটে পুরিয়া বিক্রয় করা যায়।

হাতফাটা, যাহাকে আগুণে বাত বলে, তাহার ঔষধ।

—:০:—

গ্লিসারিণ	৪ পাইট
জল	১ কোয়ার্ট
গোলাপ জল	১ কোয়ার্ট

ইহা দ্বারা হস্ত মুখ ধুইলে হাত ও গালের ফাটা মেছেতা পড়া ভাল হয়। ২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া ।০ আনা শিশি বিক্রয় করিলে লাভ হইতে পারে।

দন্তশূল নিবারক ঔষধ।

—:০:—

ইহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী।

ক্যাম্ফর (কর্পূর)	১ আউন্স
সলফিউরিক ইথার	১ আউন্স
টিংচার লডেনম	১ আউন্স
টিং কেইনি	১ আউন্স

সমস্ত গুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২ ড্রাম যত গুলি শিশি হয়, পূর্ণ কর। ইহাতে একটু তুলা ভিজাইয়া যন্ত্রণাময় দন্তের গর্ত্তে এই তুলা লাগাইয়া দিতে যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইবে। ঢোক গিলা নিষেধ। প্রত্যেক শিশি ।০ আনায় স্বচ্ছন্দে বিক্রয় করা চলে। এক আউন্সে ৮ শিশি ঔষধ হইবে, ৪ আউন্সে ৩২ শিশি ঔষধ হইবে। লাভ যথেষ্ট হইবে।

লোমনাশক চূর্ণ।

—:০:—

কুইকলাইম বা পাথুরে চুণ	৪ পাউণ্ড
অরপিমেন্ট (হরিতাল চূর্ণ)	১॥ আউন্স

উত্তমরূপে মিশাইয়া ইহার ছয় গুণ জল মিশাইয়া আটার মত করিয়া চুলে বা লোমে লাগাইয়া এক মিনিট পরে ধুইয়া ফেলিলেই লোম উঠিয়া যায়।

(২)

ক্যালসিয়ম সলফাইড্	৪ আউন্স
সুগার (চিনি)	২ আউন্স
ষ্টার্চ্চ পাউডার	২ আউন্স
অয়েল লেমন	৬ গ্রেণ (ওজন)
অয়েল পিপারমেণ্ট	১০ গ্রেণ

উত্তমরূপে মিশাইয়া শিশি বন্ধ করিয়া বিক্রয় করা যায়, ইহা জলে গুলিয়া লোমে লাগাইলে লোম উঠিয়া যাইবে।

লেবুর গুণ।

—:০:—

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে, লেবুর কলেরার বিষ নষ্ট করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। লেবুর রসে কলেরার বিষ ১৫ মিনিটের মধ্যে নষ্ট হইয়া যোগী

রক্ষা পায়। পল্লীগ্রামে জল পরিষ্কৃত করিবার ফিল্টার প্রভৃতি কেহ রাখে না, কিন্তু জলে ফোঁটা কতক লেবুর রস দিলে জল বিশুদ্ধ এবং পরিষ্কৃত হইয়া যায়।

সর্প বিষে।

আমরুল শাকের রস।

—:০:—

ডাক্তার জে, মিত্র বলেন, সাপে কাটিলে আমরুল শাকের রস খাওয়াইয়া দিলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, পরীক্ষা করা উচিত।

HOMEOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

—:০:—

সিপিয়া।

কটল ফিস্ (Cuttle Fish) নামক মৎস্যের গুহ্য দ্বার হইতে এক প্রকার কৃষ্ণ বর্ণ স্রাব হইতে সিপিয়া ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। কোন শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে এই কটল্ মৎস্য এই প্রকার কৃষ্ণবর্ণ স্রাব পরিত্যাগ করে, তাহাতে জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, মৎস্য পলাইয়া যায়, শত্রু ধরিতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক মতে এই সিপিয়া একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেমন রোগীর পক্ষে সিপিয়া উপযোগী।

সিপিয়ার রোগিণী লম্বা, ছিপ্ ছিপে চেহারা, এবং আটাস্ টা, ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম এবং Narrow Pelvises বিশিষ্টা মহিলার পক্ষে সিপিয়া উপযোগী।

Tall লম্বা স্ত্রীলোকের পক্ষে সিপিয়া।
লম্বা পুরুষের পক্ষে ফসফরাস্।

প্রয়োগের লক্ষণ।

দুর্ব্বলতা, হরিদ্রাবর্ণ রং (yellow complexion) শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সমস্ত লক্ষণ জোরে চলিলে লাঘব পড়ে। দিবসের মধ্যাহ্নে রোগী ভাল থাকে।

সিপিয়ার মানসিক অবস্থা।

দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তি। যেন তাহার সাহায্য করিবার কেহ নাই, এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতা, ভয়, হতাশ। একাকী থাকিতে ভয়, সেইজন্য সঙ্গী চায়। কেহ কাছে থাকে এমন মনে করে। কিন্তু তাহার নিজের বন্ধুকে কাছে থাকিতে দিতে চায় না এবং তাহার নিজের সাংসারিক ঘটনা বা কার্য্যে উদাসীনতা দেখায়।

সিপিয়ার মস্তকের অবস্থা।

মাথা ধরা প্রভাতে আরম্ভ হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিদ্রার পর বা জোরে চলিলে উপশম হয়। মাথাধরার জন্য বিষাদ, বিমর্ষ এমন কি কাঁদিয়া ফেলে। খোলা বাতাসে উপশম। রজস্রাবের অল্পতা এবং তৎসঙ্গে শিরঃপীড়া।

সিপিয়ার একটী বিশেষ লক্ষণ—নাসিকার উপরে যেন হরিদ্রাবর্ণের ঘোড়ার জীনের মত চিহ্ন দেখা যায় "A yellow saddle across the nose."

সিপিয়ার পাকস্থলী লক্ষণ।

জিহ্বাতে শ্বেত প্রলেপ, মুখে অম্ল আস্বাদ, দুর্গন্ধ, পেটের মধ্যে যেন সর্ব্বদাই কষ্টকর কি একরূপ যাতনা, সে যাতনা কিছু খাইলেও উপশম হয় না। খাদ্যের গন্ধে বমি আসে, অম্ল দ্রব্যে স্পৃহা, মনে হয় যেন পাকস্থলীর মধ্যে ঢেলার মত কি উঠিতেছে। সিপিয়ার রোগীর যেমন খাদ্য দ্রব্য দেখিলেই বমি আসে, কলচিকম্ ঔষধেও ঠিক সেই লক্ষণ দেখা যায়। কলচিকম্এর রোগীও খাবার দেখিলে গা ন্যাকার আসে।

সিপিয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা।

২।৪ দিনই বাহে যাবার চেষ্টাই নাই, মল শক্ত বৃহৎ। গুহ্যদ্বারের অক্ষমতা, যেন মল বাহির করিয়া দিবার শক্তি নাই, যেন মনে হয়, মলদ্বারে গোলাকার বলের ন্যায় কি আটকাইয়া আছে। রোগী বেগ দিয়াও বাহির করিতে পারে না।

সিপিয়ার প্রস্রাব।

ব্লাডার বা মুত্রস্থলী যেন প্রদাহযুক্ত, প্রথম নিদ্রার পরই অনিচ্ছায় প্রস্রাব হইয়া পড়ে। প্রস্রাবে তলানি পড়ে, তাহাতে অম্ল এবং দুর্গন্ধ থাকে।

কষ্টিকম্ এবং সিপিয়ার তুলনা।

উভয় ঔষধেই প্রথম নিদ্রার পর প্রস্রাব হয় এ লক্ষণ আছে। কষ্টিকম্ সচরাচর বালকগণের উপযোগী কষ্টিকের অনিচ্ছায় মূত্র ত্যাগ দিবা এবং রাত্রিকালেও হয়। কষ্টিকমে ঠাণ্ডা পড়িলে উপসর্গ বৃদ্ধি হয়. কিন্তু সিপিয়ায় সে সকল লক্ষণ থাকে না।

(ক্রমশঃ

চক্ষের আঞ্জনি।

এই পীড়ার পলসেটিলাই উৎকৃষ্ট ঔষধ রোগের সূত্রপাতেই ইহা ব্যবহার করিলে প্রায়ই আরোগ্য হইয়া যায়।

যদি পলসেটিলার সময় উত্তীর্ণ হইয় চক্ষের পাতা অধিক ফুলিয়া উঠিয়া দপ্ দপানি বেদনা প্রভৃতি পুযোৎপত্তির লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে হিপার সলফ টা চুরেশন ৩, ১গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেবনে আপনা হইতে ফাটিয়া পুঁয়া পুঁজ বাহির হইয়া সারিয়া যায়।

... পূর্ব বাহির হইয়া যাইবার পর ... হইতে বিলম্ব হয়, ১।২ মাত্রা ... ব্যবহারেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

উচ্চক্রমের হিপার সালফার ব্যবহারে ফোড়া বসিয়া যায় কিন্তু নিম্নক্রমের ব্যবহারে পূঁজোৎপত্তির সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

Household Information.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

পেঁপের আঠা।

জনৈক সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন:—পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীর বৃহৎ প্লীহা ও যকৃৎ রোগে পেঁপের আঠা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিদিন এক ছটাক আন্দাজ চিনির সরবতের সহিত ২ ফোঁটা পেঁপের আঠা সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃত ভাল হইয়া যায়।

কড়া এবং আঁচিল প্রভৃতি রোগে পেঁপের আঠা ১২ গ্রেণ, সোহাগা ৫ গ্রেণ, জল ১ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলি দিয়া দুইবার লাগাইয়া দিলে আঁচিলের মাংশ গলিয়া গিয়া ভাল হয়। দদ্রু রোগে পেঁপের আঠা দিলেও দাদ ভাল হয়।

জনৈক ডাক্তার বলেন, ৮০ ফোঁটা পেঁপের আঠা দিয়া একটু চিনিকে কর্দ্দমের মত করিয়া ২১টী বটিকা প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ ২ বা ৩ টী করিয়া সেবন করিলে দুরারোগ্য প্লীহা ও যকৃত আরোগ্য হয়।

গেন্দাফুল ও মশক।

গেন্দাফুলের গন্ধে মশক আসিতে পারে না। কৃষক।

আঁচিলের ঔষধ।

—:০:—

আঁচিলের উপর প্রত্যহ একবার রেড়ীর তৈল মালিস করিলে ২।৩ সপ্তাহ পরে আঁচিল পড়িয়া যায়।

আঁচিলের গোড়ায় চুল বাঁধিয়া কাগজের ধোঁয়া দিলেও পড়িয়া যায়।

চাষের টীকা-টিপ্পনী।

গাছের পাতার সার।

—:০:—

গাছের পাতা মাটিতে পড়িয়া থাকে। এদেশের লোকে ইহার ব্যবহার জানে না, এই সকল পতিত পত্র সমূহ হইতে পাতা সার প্রস্তুত হয়। ইহার উর্ব্বরা শক্তি অদ্ভুত। কিষণগঞ্জের রেলেট্ সাহেব নিম্ন লিখিত উপায়ে পাতাসার প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

পাতা সার প্রস্তুতের উপায়।

—:০:—

বাগানে বিবিধ প্রকার পত্র পড়িয়া থাকে, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইয়া মুগুর দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তাহার পর সেই চূর্ণ গুলি সূক্ষ্ম চালনী দ্বারা ছাঁকিয়া একটা কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে পুরিয়া জল দিয়া চাপিয়া চাপিয়া ডালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। এইরূপে দুই দিন রাখিয়া দিতে হয়। তাহার পর যে দিন এই বাক্সের ডালা খোলা হয়, তখন ইহা হইতে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ উঠিতে থাকে। এই উত্তপ্ত সারগুলি শীতল করিবার জন্য সাত দিন বাক্স খুলিয়া রাখিয়া দিতে হয়। যখন বেশ শীতল হয়, তখন ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা চারা গাছ পালার পক্ষে বড় উপকারী।

আকন্দের গুণ।

—:০:—

আকন্দ গাছ বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, ইহা ভারতবর্ষের সকল স্থানেই জন্মিয়া থাকে; ইহার আবাদ করিলে ইহা হইতে সিমূল তুলার মত এক প্রকার তুলা পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেদের জন্য অনেকে এই তুলার বালিস করিয়া দেন। একটা গাছে অনেক তুলা জন্মে। অধিক পরিমাণে ইহার আবাদ করিলে প্রচুর তুলা পাওয়া যাইতে পারে। আকন্দের তুলা ও আকন্দ গাছ আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিবিধ প্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজ আমরা ইহার কয়েকটা বিশেষ গুণের কথা বলিব। ইহার মূল কুষ্ঠরোগের একটা বিশেষ মহৌষধ। আকন্দের মূলের ছাল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে এই মূল উত্তোলন করিলে ইহা দ্বারা প্রকৃতই কাজ হয়, সেই ব্যবস্থাটি অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত, নচেৎ অনেক স্থলে এই প্রকৃত ব্যবস্থা এবং প্রণালীর অভাবেই ঔষধ নিষ্ফল হইয়া যায়। ফাল্গুন এবং চৈত্র মাসেই ইহার মূল সংগ্রহ করিবার প্রকৃত সময়। নদীর ধারে বালুকাময় স্থান হইতে এই শীকড় সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নে তাহা হইতে বালুকা ও কর্দ্দম পরিষ্কার করিয়া বাতাসে শুষ্ক করিতে দিতে হয়। রৌদ্রে শুষ্ক করা উচিত নয়।

মূল শুষ্ক হইয়াছে কিনা, ইহার একটা পরীক্ষা আছে, আকন্দের মূল হইতে এক প্রকার দুগ্ধের ন্যায় রস বহির্গত হয়, যখন এমন শুষ্ক হইয়া যাইবে যে, তাহা হইতে আর সেই রস বহির্গত হইতেছে না, তখন ঐ মূলের ছালটী সাবধানে ছুরিকা দ্বারা খুলিয়া লইয়া পুনরায় কিছুদিন শুষ্ক করিবে, শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া একটী শিশিতে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাই হইল প্রস্তুত ঔষধ। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে প্রতিদিন ৩ হইতে ৫ গ্রেণ দিবে, এবং কিছুদিন ব্যবহার করাইবে। ইহা পরিবর্ত্তক ও বলকারক ঔষধ। ৩০ হইতে ৬০ গ্রেণ একজন পূর্ণবয়স্ক রোগীকে ব্যবহার করাইলে বিরেচক হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য অনেকে বলেন যে, ইহা প্রায় ইপিক্যাকের সমতুল্য গুণ বিশিষ্ট। আকন্দের কুষ্ঠরোগ আরোগ্যের ক্ষমতা আছে। পরিমাণ ৩ গ্রেণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিবসে ৩ বার সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। পাঠক মাত্রেই পরীক্ষা করিতে পারেন।

আকন্দের এই চূর্ণ আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূর্ণ বয়স্ক রোগীকে একেবারে ২০ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সামান্য আমাশয় রোগে কম পরিমাণে দেওয়াই উচিত। বালকগণকে বয়স অনুসারে ১ হইতে ২ গ্রেণ দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইলে রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাদের মাত্রা বয়স যত বর্ধ হইবে, তত গ্রেণ দিতে পারা যায়।

উদ্যানের শাক সবজি উৎপাদনে নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করিবার প্রণালী।

—•••—

বাঁধাকপি, ফুলকপি, লেটুস, কসেরুকা, টোমাটো এবং ঐ প্রকার লতা সম্বন্ধীয় বিষয় এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে। এই সকল উর্ব্বরা জমিতে ভাল করিয়া উৎপন্ন হয় এবং অনুর্ব্বরা জমিতে ইহাদিগকে ভাল করিয়া উৎপন্ন করিতে হইলে গোময় দ্বারা জমিকে উত্তমরূপে সারযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

জমির উর্ব্বরা শক্তির উপর গোময় ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে। প্রতি স্কোয়ার রড্ অর্থাৎ ৫।।০ গজ দীর্ঘে ও ৫।।০ গজ প্রস্থে সাধারণ উর্ব্বরা জমিতে অর্দ্ধমণ, অনুর্ব্বরা জমিতে ১ মণ এবং সম্পূর্ণরূপ অনুর্ব্বরা জমিতে ২ মণ পরিমিত গোময় প্রয়োজনীয়। শীতকালের প্রারম্ভে বাঁধাকপি যখন উত্তোলন করিয়া আনিয়া রোপণ করা হয়, তখন উপরোক্ত পরিমিত গোময় যে যেরূপ জমি, তাহাতে ব্যবহার করিতে হয়। গাছ তুলিয়া আনিয়া রোপণ করিবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রতি স্কোয়ার রড্ জমির উপর অর্দ্ধসের সুপার ফস্‌ফেট ছড়াইয়া দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং রোপিত চারাগাছগুলি হইতে শিকড় বাহির হইলেই সেই জমিতে এক পোয়া নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করিতে হইবে। পুনরায় ৪ সপ্তাহ পরে আর এক পোয়া ঐ সোডা ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

লেটুস, এসপিক্ (কসেরুকা), টোমাটোস প্রভৃতিতে ঠিক পূর্ব্বোক্ত পরিমিত সার এবং গোময় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বীজ বপন করিবার ছয় সপ্তাহ পরে নাইট্রেট অফ সোডা দ্বিতীয়বার যে পরিমাণে উপরোক্ত ফসলে দেওয়া হইয়াছিল অর্থাৎ ১ পোয়া এই সকল সবজির গাছের মাটিতে দিতে হইবে।

ফুলকপি সম্বন্ধে সামান্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। কারণ ফুলকপির ফুলই আমাদের প্রয়োজনে আইসে। উপরোক্ত পরিমিত গোময় এবং নাইট্রেট অফ সোডার সহিত ১ সের সুপার ফসফেট প্রতি স্কোয়ার রড্ অর্থাৎ ৫।।০ গজ দীর্ঘে ও ৫।।০ গজ প্রস্থে জমির উপর ছড়াইতে হইবে। অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা বুঝা গিয়াছে যে, এই শাক সবজি বরাবর পাইতে হইলে সার জলেতে গুলিয়া নিয়মিত সময় ব্যবধানে নিম্নলিখিত মিশ্রিত দ্রব্যগণের সহিত প্রদান করা হয়, তাহা হইলে জমিতে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

বালুবিশিষ্ট ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফস্‌ফেট	...	১ ভাগ।
কাষ্ঠভস্ম	...	৬ ভাগ।

গুরুভার বিশিষ্টভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফসফেট	...	১ ভাগ।
কাষ্ঠভস্ম	...	৬ ভাগ।

খড়িমাটি ভূমি

নাইটেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফস্‌ফেট	...	২ ভাগ।
কাষ্ঠভস্ম	...	৪ ভাগ।

ঘাসের চাপড়া বিশিষ্ট ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
কাষ্ঠভস্ম	...	৪ ভাগ।

ইহাদের পরিমাণ মাপিয়া ব্যবহারের পূর্ব্বে মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে ৪ গ্যালন জলের সহিত এই মিশ্রিত দ্রব্যের

অনুপাতে গলিত করিয়া লইয়াছে একবার গাছের অনুপাত শাক সবজির উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য—শুষ্কভূমিতে সার লেপন করা হইলে, গাছের অতি নিকটে যাহাতে সার ছিটান না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

অপর সারাদির বিশদ বিবরণ ও তৎসম্বন্ধীয় কাগজ প্রয়োজন হইলে "কাজের লোকের" নাম উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন :—

দি চিলিয়ান নাইট্রেট প্রোপাগাণ্ডা,
১ নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেশ,
কলিকাতা।

সাময়িক।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সম্মান।

ভাল কাজ করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টও কর্ম্মচারীগণের যথেষ্ট সম্মান করেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায়, ই, বি এস রেলওয়ে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ১০৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কেরাণী হইয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন, তাহার পর ঐ রেলওয়ের Examiner আফিসে স্বীয় যোগ্যতার বলে Special Clerk হইয়া ১৫০৲ টাকা বেতন পাইতে ছিলেন, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫৮ বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে একদিন আফিস বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সমসজী এবং নিম্ন কর্ম্মচারী এবং উচ্চতম ইংরাজ কর্ম্মচারীগণও এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, আফিসের বাবুরা তাঁহাকে একখানি বিদায়ী অভিনন্দন পত্র দিয়া, পুষ্প মাল্যে বিভূষিত করিয়া মটর কারে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে পৌছিয়া দিয়া গিয়া ছিলেন, এরূপ সম্মান অনেকের অদৃষ্টে দেখা যায় না। শুধু তাঁহার স্বভাব মাধুর্য্য বিশ্বস্ততা এবং প্রখর কর্ত্তব্য জ্ঞানের পুরস্কার স্বরূপ যে এই সম্মান,তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। আমরাও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে জানি, তিনি সদাপ্রসন্ন, পরোপকারী, নিরীহ ভদ্র লোক, বাস্তবিকই তাঁহার এই সম্মান লাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তিনি যখন ১৮ বৎসরের, তখন কার্য্যে ঢুকিয়া ছিলেন। এখন তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর। তিনি এই শেষ জীবনে অবসর লাভে সুখী হউন, আমরা তাহাই প্রার্থনা করি। তিনি একটী অধ্যবসায়ের আদর্শ স্বরূপ সন্দেহ নাই।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টীটিউসন।

—:০:—

লেডি কারমাইকেলের পুরস্কার বিতরণ।

সেদিন ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে।

কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির কার্য্য এবং লেডি কারমাইকেল পুরস্কার বিতরণ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত কয়েকটী সুললিত গান গাহিয়াছিল।

সভাপতির বক্তৃতা।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন ;—

আমি নরনারীর বিদ্যাশিক্ষাকে কেবল যোগ্যতা অর্জ্জন অথবা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের উপায় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু যাহারা কেবল পাণ্ডিত্য অথবা কেবল অর্থলাভের নিমিত্ত জ্ঞানচর্চ্চায় ব্যস্ত, আমি তাহাদিগের নিন্দা করিতে পারি না। আমি ইহাই বলিতে চাই যে, ঐ দুইটার কোনটাই বিদ্যাচর্চ্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

নরনারীর মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে, যে শিক্ষা সেই সদ্গুণরাজি ফুটাইবার সহায়তা করে না,আমি তাহাকে সুশিক্ষা বলিতে পারি না। কেহ কেহ আমার এই উক্তি অবাস্তব বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু যাহার মধ্যে চরম সত্য নিহিত আছে, তাহা কাণে বারংবার ধ্বনিত করিবার প্রয়োজন আছে।

এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"স্বাভাবিক স্বজাতীয় সুশিক্ষার দ্বারা যথার্থ হিন্দু নারীচরিত্রের বিকাশই এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য।"

ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় এই উচ্চ আদর্শ কি পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, আমি তাহা অবগত নহি। কিন্তু বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার গতি যেদিকে চলিতেছে, আমি কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়াছি। এই শিক্ষার দ্বারা মহিলাগণ কৃত্রিমতা ও বৈদেশিকতাই লাভ করিতেছেন। উহা ভারতীয় জীবন ও পরিবেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই শোভন হইতেছে না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সামাজিক যোগ্যতা বা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে বিদ্যার্জ্জন হইয়া থাকে, সেই শিক্ষা ইহার স্বাভাবিক শোভা ও মধুরতা হারাইয়া ফেলে।

সামাজিক হিসাবে নানা সদ্গুণে ভূষিত হইতে যাইয়া মহিলারা স্বগৃহে ও স্বসমাজে কৃত্রিমতাকে আহ্বান করিয়া লইতেছেন। তাঁহারা যাহা শিখিতেছেন, তাহা ভারতীয় সভ্যতার সহিত মিশ খাইতেছে না। অনেকে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর নূতন।

রাঁধিতে, সন্তান পালিতে, সেলাই করিতে ও গান গাহিতে পারেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ যাহাকে গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতেছেন না।

আমি কিন্তু ইহা বলি না যে, ভারতীয় কোন পুরুষ বা নারী পাশ্চাত্য গুণ অর্জ্জন করিবেন না। যে জীবনে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সদ্‌গুণ রাজি সুচিন্তিতরূপে সম্মিলিত হয়, সেই জীবনই সামঞ্জস্যের জীবন। যাঁহারা বলেন, পূর্ব্ব চিরদিন পূর্ব্ব ও পশ্চিম চিরদিন পশ্চিম থাকিবে, এই দুই রাজ্য কখন মিলিবে না, আমি কিন্তু তাঁহাদের সেই গোঁড়ামি মানি না।

অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষার দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যাহা যাহা অমঙ্গলজনক, তাহা দূর করিতে পারিলে উভয়ের আশ্চর্য্য সমন্বয় হইতে পারে। এতদ্দেশের পুরুষ ও নারী সেই প্রাচীনকালের আড়ম্বরহীন নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিয়া উচ্চ চিন্তার দিনাপিতের কথা মনে করুন। নারীরা ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন, কেন না, তাঁহারা জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণী হইবেন। তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের কৃত্রিমতা ও বিলাসে মগ্ন হইলে চলিবে না।

আমি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাক্যেই আবার বলি, আমাদের শিক্ষাকে স্বাভাবিক ও স্বজাতীয় করিতে হইবে। "স্বাভাবিকতা" সেই প্রাচীন আদিম যুগের বর্ব্বরতা নহে এবং "স্বজাতীয়" অর্থ ইহা নহে যে, যাহা কিছু বিদেশী, তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন যে, শারীরিক বিকাশ হইতে মানসিক বিকাশ শ্রেষ্ঠ। আধুনিক সভ্যতার গতি সেই শারীর বা বাহ্যবিকাশের দিকে। একটি আমাদিগকে অন্তরের শান্তির মধ্যে উত্তীর্ণ করে, অন্যটি আমাদিগকে অশেষ কামনার কূপে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। গীতা বাসনা জয়েরই প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের সেই সংযমের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়াই আমরা দুঃখকষ্টে নিমগ্ন হইয়াছি।

লবণের মূল্য।—গত কয়েক মাস যাবৎ পঞ্জাবে লবণের মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে। লবণ না হইলে কাঙ্গালেরও চলে না, সুতরাং ইহাতে লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। পূর্ব্বে বিদেশ হইতে লবণের যেমন আমদানী হইত, এখন আর তেমন হয় না। এই সুযোগে অনেক ব্যবসায়ী লবণের দাম অনাবশ্যক চড়াইয়া দরিদ্র লোকের ক্লেশ বৃদ্ধি করিতেছে। সংপ্রতি শুনা যাইতেছে যে, লোকে যাহাতে ন্যায্য দামে লবণ পাইতে পারে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার হইতে লবণের গোলা খুলিবার কথা হইতেছে।

যে সকল জিনিষ না হইলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না, লবণ তাহাদের একটি। দরিদ্র প্রজাসাধারণ যাহাতে সুলভে লবণ পাইতে পারে, সরকার বাহাদুর তেমন ব্যবস্থা করিয়া কোটি কোটি লোকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করুন।

ভারতরক্ষক সৈন্য।—সেদিন বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতরক্ষক সৈন্য আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছিল। যে সকল ভারতবাসীর বয়স ১৮ হইতে ৪১ এর মধ্যে তাঁহারাই সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। ভারতবাসীরা সৈন্য হইবার জন্য আগ্রহ করিতেছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আইনের বলে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন।

দান।—কালীঘাটের রাজপথের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত রায় হাজারীমল দুদুয়াওয়ালা বাহাদুরের ভ্রাতা বাবু বলদেব [illegible] ২৫ সহস্র টাকা কলিকাতা কর্পোরেশনে [illegible] করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। [illegible]

আঙ্গুলের ছাপ লইয়া পুলিশ [illegible] নিশ্চিন্ত ছিলেন—ইহাতে সমাজের [illegible] কোন গোল হইবে না। বাঙ্গালার পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার জেনারল সার এডওয়ার্ড হেনরি এ দেশে আঙ্গুলের ছাপ লইবার ব্যবস্থা করেন। তদবধি দলিল পত্রেও ঐ ছাপ লওয়া চলিতেছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ছাপও জাল করা যায়। কাবুলীরা এই বিদ্যায় সিদ্ধ হইয়াছে, সে দিন হাওড়া আদালতে শ্রীযুত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কাবুলী বিদ্যার প্রমাণ দিয়াছেন। সরকারী ছাপ লইবার কাজে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সম্মুখেই পাঁচকড়ি বাবু সে দিন দেখাইয়াছেন, অতি সহজে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাপ জাল করা যায়। পাঁচকড়ি বাবু ছাপ জাল করিলে বিশেষজ্ঞ স্বয়ং আসল নকলে প্রভেদ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কাবুলীরা অনেক দিন হইতে এ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন; তাহারা ছাপ জাল করিয়া দলিল প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তিনি তাহাদের নিকট হইতেই এ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, শুধু ছাপের উপর নির্ভর করিয়া কোন দলিল আর আসল নকল সাব্যস্ত করা চলিবে না। আমরা জানি, পূর্ব্বে বরিশাল অঞ্চলে পাকা "হপ্তকলম" জালিয়াৎ ছিল—তাহারা দলিল জাল করিত—হাতের লিখার আসল নকল প্রভেদ বুঝা যাইত না—তাহারা আদালতের বা রেজেষ্টারী আফিসের মোহরও নকল করিয়া দলিল সম্পূর্ণ করিয়া দিত। তেমন লোক কমিলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। তাহারা যদি এবার কাবুলী বিদ্যা শিখিয়া লয়—তবে সোণায় সোহাগা হইবে।

... বাবুর এই বিদ্যাপ্রকাশের ... ছাপসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন ?

How to make Emery Cloth.

এমিরি ক্লথ।

—:০:—

এমিরি ক্লথ বা এমিরি পেপার কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় জান ? পালিস করা লোহে বা কোন ধাতুতে যখন মড়িচা ধরে, এই এমিরি পেপার বা এমিরি ক্লথ দ্বারা ঘসিয়া সেই মড়িচা তুলিয়া ফেলিতে হয়। সূক্ষ্ম বালুকা কণা Sharp Sand, বা উখা দ্বারা কোন ইস্পাতকে ঘসিয়া যে গুঁড়া পড়ে, তাহাই একটা লৌহের তাওয়া অথবা প্লেটে গরম করিয়া ফারণহীট তাপমান যন্ত্রের ২০০° ডিগ্রি পরিমিত তাপ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিবে তাহার পর একখণ্ড দৃঢ় কাগজ বা মোটা শক্ত কাপড়ে খুব পাতলা (Thinly) করিয়া এক পোঁচ ঘন অথচ (Strong) শিরিস মাখাইয়া তাহার উপর উপরোক্ত উত্তপ্ত এমিরি, বা বালি গুলিকে বেশ সমতল ভাবে ঢালিয়া দিবে, যেন একস্থানে ঘন হইয়া না পড়ে, এই এমিরি বা বালুকা কণা শিরিসের সহিত আঁটিয়া শুষ্ক হইবে তখন এমিরি ক্লথ প্রস্তুত হইবে। একখানা বিলাতি এমিরি ক্লথ লোহা লক্কড়ের দ্রব্য বিক্রেতাদের নিকট ক্রয় করিয়া দেখিলেই ব্যাপার বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা এদেশে প্রস্তুত করিবার আপত্য কি ? গার্হস্থ্য অনেক কার্য্যেই ইহা ব্যবহারে লাগিবে।

শিরিস কাগজ।

সূক্ষ্ম বোতল ভাঙ্গা চূর্ণ উপরোক্ত উপায়েই শিরিস সংযোগে কাগজে লাগাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই শিরিস কাগজ প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য যে, বোতল বা কাচ চূর্ণকে উত্তপ্ত করিবার আবশ্যক হয় না, সূক্ষ্ম এবং মোটা দানা বিশিষ্ট যেরূপ শিরিস কাগজ আবশ্যক, সেইরূপেই কাচকেও চূর্ণ করিতে হয়। ইহা দ্বারা কাষ্ঠকে ঘসিয়া প্লেন করা হয়, ইহা এখন অনেকেই জানেন। ইহা জর্ম্মাণী হইতে আসিত, এখন ইহার অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা সকলেই অনুভব করিতেছেন।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

—:০:—

এ, টি মুখার্জ্জী—

প্রশ্ন। কাপড়ে চাঁপা ফুলের মত রং করিবার উপায় কি ?

উত্তর। অধুনা জার্ম্মণীর আমদানী নানা প্রকার রং আমদানী হওয়ায় বড় কেহ পাকা রং করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিত না। কিন্তু কাপড়ে চাঁপা ফুলের মত পাকা রংও করা যায়। ৫০ তোলা ফুটন্ত জলে ১৫ তোলা হিরাকশ এবং ১ তোলা ফটকিরি গলাইয়া ফেল, উহাতে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ তোলা সোডা (Soda) এবং তৎপরে ৫ তোলা Sugar of Lead মিশাইয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলেই জলটা উপরে থিনাইয়া উঠিবে, সেই পরিষ্কার জলটুকু ঢালিয়া লইয়া তাহাতে এমন পরিমান পরিষ্কার গঁদ মিশান আবশ্যক, যেন তাহাতে কোন ছাপ ডুবাইয়া কাপড়ে ছাপ দিলে সেই রং চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়ে। এই রংএ ছাপ দিয়া কাপড়খানিকে পরিষ্কার জলে কাচিয়া লইতে হইবে। ইহা শুষ্ক হইলে রং কমলা লেবুর মত হইবে এবং পাকা হইবে।

২। ডিঃ সি, দত্ত এণ্ড কোং।

প্রশ্ন। জিপসম্ (Gypsom) কি জিনিস ?

উঃ। জিপ সমে—খনিজ চুণ এবং জলীয় অংশ থাকে, অগ্নিতে পোড়াইলে এই জলীয় অংশ উড়িয়া গিয়া চুণের মত একটা পদার্থ দাঁড়ায়, তাহাকে গুড়াইলে Plaster of Paris নামক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XI
৪র্থ সংখ্যা।	APRIL 1917.	এপ্রেল ১৯১৭।	No. 4.

অধ্যবসায়ের জয়।

(বায়স্কোপে পোপ।)

—:•:—

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে জেমস্ শ্লেভিন্ নামক একটী আমেরিকান যুবক ইউরোপে উপস্থিত হইলেন। রোমের মহামান্য পোপ এবং তাঁহার সাংসারিক চিত্র গ্রহণ এবং বায়স্কোপ সাহায্যে তাহা জগৎকে প্রদর্শন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে অনেকেই এ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক সময় আমেরিকার সর্ব্ব প্রধান বায়স্কোপ কোম্পানীর সভাপতি, পোপের সম্মতির জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তথাপি এই অসম্ভব আশা বুকে লইয়া জেমস্ শ্লেভিন্ ইটালীতে পদার্পণ করিলেন।

মিঃ শ্লেভিন প্রতিভাসম্পন্ন নবযুবক, সুদীর্ঘ ও সুন্দর; তিনি বিশেষ কোন কাজ করিতেন না। যখন যে খেয়াল হইত, তখন যেরূপেই হোক; তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। তিনি যেরূপ কার্য্যদক্ষ ছিলেন, সেইরূপ অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পন্থা জানিতেন। তিনি বায়স্কোপের জন্য অনেকগুলি নাটক-নাটিকা লিখিয়া একটা বড় বায়স্কোপ কোম্পানীর ম্যানেজার হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বেশী দিন তাহার ভাল লাগিল না, অন্য কিছু বৃহত্তর কাজ করিবার খেয়াল চাপিল। বায়স্কোপের জন্য পোপের চিত্র গ্রহণই অতি গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন। তিনি বেশ লাটিন জানেন এবং তাহা ব্যবহার করিবার একটা সুযোগ করিয়া লইলেন। তিনি একটী বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে, মক্কার পবিত্র মসজিদের কথাই প্রথমে তাঁহার মনে উদয় হয়, কিন্তু তাহাতে অনেক দেরি হইত। আবরী-ভাষা শিক্ষা এবং সম্পূর্ণ ছদ্মবেশ তাহার প্রধান দরকার। কাজেই পোপকে দিয়াই প্রথমে আরম্ভ করিলেন।

যে কাজে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা পরাজয়ের কলঙ্ক মুখে মাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তা'তে তিনি কেন অগ্রসর হইলেন? তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, যদি কেহ অধ্যবসায় এবং সুবুদ্ধির সহিত কোন কাজ আরম্ভ করেন, তবে সে কাজ যত বড়ই হোক না কেন, তা'র অর্থ এবং সহায় থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এবং ইহাকে

কৌতূহল সত্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এ কাজের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন কিন্তু তথাপি একটী বায়স্কোপ কোম্পানী তাহার সহায় হইল। আরও দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যদি তিনি একবার পোপের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হন, তবে তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছে যে, খৃষ্টান জগতের মহামান্য গুরুরও উচিত এবং প্রয়োজন যে এই জীবন্ত ছবির অগ্নি পরীক্ষার ভিতর প্রবেশ করেন।

এখন তাহার প্রধান অন্তরায় হইল, তিনি ইটালীয় পোপের মাতৃভাষা জানিতেন না। দ্বিভাষীর সাহায্যে এখানে কোন কাজ হইবে না। নিজের বক্তৃতাশক্তির সাহায্যে জটিল বাক্‌-জাল বিস্তার করিয়া পোপকে মুগ্ধ করাই এখানে আবশ্যক। অবিলম্বে তিনি এই ভাষা শিখিতে লাগিলেন। তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। এখন পবিত্র পিতার সাক্ষাৎ লাভ করা চাই। কিন্তু কোন্‌ উপায়ে ?

এখানেও বায়স্কোপের অলৌকিক শক্তির আশ্রয় লইলেন : এই নূতন আবিষ্কার যে পৃথিবীর কত উপকার করিয়াছে,পোপ এখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। কারণ তিনি এ পর্য্যন্ত কোনও ভাল বায়স্কোপ দেখেন নাই, এমন কি, এপর্য্যন্ত তিনি থিয়েটারগৃহে পদার্পণ করেন নাই। মিঃ স্লেভিন মনে করিলেন যে, যদি পোপকে একবার খুব সুন্দর সুন্দর জীবন্ত ছবি দেখান যায়, তাহা হইলে তাহার আশা হয় ত পূর্ণ হইতে পারে।

যখন এই ছবি প্রদর্শনের উপর তাহার সকল সাফল্য নির্ভর করিতেছে, তখন তিনি প্রাণপণে সেই সকল আয়োজন করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি ভিনিসে যাইয়া সেণ্টমার্ক গির্জ্জার সমস্ত ভাল ভাল ছবি গ্রহণ করিলেন। পোপ দশম পায়াস অতি সুখে বহুদিন এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। মালটা দ্বীপ গমন করিয়া "[illegible]" [illegible] দিগের একটী বিখ্যাত ধর্ম্মসভার চলন্ত চিত্র গ্রহণ করিলেন। অবশেষে লণ্ডনে গমন করিয়া অনেক চেষ্টার পর, রাজা পঞ্চম জর্জ্জের ছবি গ্রহণ করিলেন। ইহা হয় ত তাহার সাফল্যের পথ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে।

ইতি মধ্যে তাহার আশ্চর্য্য ব্যক্তিগত মোহিনী শক্তি প্রভাবে তিনি পোপের সেক্রেটারী কার্ডিন্যাল মেরি ডেল ভেলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। মিঃ স্লেভিন বলিয়াছেন, "আমি বহু লোক দেখিয়াছি, ইহার মত আশ্চর্য্য লোক কোথাও দেখি নাই ; তিনি তিনি বহু ভাষাবিদ্, রাজনীতিক, পুরোহিত এবং শাসনকর্ত্তা। সঙ্গীতবিদ্যার এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বিজ্ঞানে তাহার অসাধারণ পটুতা। তাহাকে মাত্র একদিন দেখাইয়াছিলাম, কেমন করিয়া বায়স্কোপ দেখাইতে হয় এবং কেমন করিয়াই বা ঐ ছবি গ্রহণ করিতে হয়। তিনি একদিনেই সমস্তই শিখিয়াছিলেন।"

পোপের জন্য যে সকল ছবি সংগৃহিত হইয়াছিল,কার্ডিন্যাল একবার তাহার অভিনয় দেখিয়া লইলেন ; এই প্রদর্শনীতে তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, পোপ প্রাসাদে, পোপের সম্মুখে ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ জানিয়াও যাহাতে ইহার অভিনয় হয়, সেজন্য তিনি পোপকে অনুরোধ করিবার জন্য স্বীকৃত হইলেন। বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না, যখন ইউরোপ শুনিল যে, পবিত্র পিতা ১৯১৩ খৃঃর ১১ ই জুন বেলা ৪॥ টায় তাঁহার নিজ প্রাসাদের সিংহাসন কক্ষে চলন্ত চিত্র দেখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন,তখন স্লেভিনের আনন্দের সীমা রহিল না। যাহা সকলে অসম্ভব মনে করিয়াছিল,মিঃ স্লেভিন আজ তাহাই সম্ভবপর করিলেন। চিরাগত রীতির পরিবর্ত্তন হইল, পোপ প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলন্ত চিত্র প্রদর্শনী স্বয়ং পবিত্র পিতা তাহার দর্শক ! এই বিখ্যাত সমারোহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই নিমন্ত্রণের একটা গোলমাল বাঁধিয়া গেল। প্রত্যেক কার্ডিন্যাল, প্রত্যেক রাজকুমার, প্রত্যেক ডিউক, প্রত্যেক ভদ্রলোক এই উৎসবে উপস্থিত থাকিবার জন্য পোপের নিকট আবেদন করিলেন। পোপ ভীত হইলেন। অনেক চিন্তা ও বিবেচনার পর স্থির হইল, কাহাকেও নিমন্ত্রন করা হইবে না। তিনি নিজে তাঁহার সেক্রেটারী ও পোপ প্রাসাদের অন্যান্য লোকই শুধু উপস্থিত থাকিবেন।

স্লেভিনের এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। পোপের নিকট তিনি যে বক্তৃতা করিবেন তাহা তাহার প্রস্তুত হইয়াছে। কঠিন পরিশ্রম করিয়া তাহাই আবার মুখস্থ করিয়াছেন, যেন একটা কথাও একটা যুক্তিও বাদ না যায়। চারি ঘটিকার পূর্ব্বেই দর্শকগণ পোপের সুবর্ণ গৃহে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। কার্ডিন্যাল মেরি ডেল ভেল লোহিত পরিচ্ছদ মণ্ডিত হইয়া বসিয়া আছেন। সৌন্দর্য্যালোকে কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া পোপের হাস্যমুখী ভগ্নীদ্বয় রহিয়াছেন। আর আছেন পূর্ণ সান্ধ্য পরিচ্ছদ পরিহিত জেমস্‌ স্লেভিন।

ঠিক ৪॥০ ঘটিকায় দরজা খুলিয়া গেল। শ্বেত বস্ত্র ভূষিত হইয়া, কোন রকম আড়ম্বর ব্যতিত স্বয়ং পোপ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য সময় তিনি আসিয়াই যেরূপ সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করেন, এবার তাহা না করিয়া ধীরে ধীরে সহজ ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দর্শকগণ একে একে আসিয়া তাঁহার পবিত্র আঙ্গুলীর চতুষ্কোন মরকত মণি সসম্ভ্রমে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে কার্ডিন্যাল মেরি ডেল ভেল মিঃ স্লেভিন; ইনি

আজ আমাদিগকে চলন্ত চিত্র দেখাইবেন। পবিত্র পিতার স্মরণ থাকিতে পারে, আপনারে পবিত্র সান্নিধ্য ইনি আর একবার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন॥"

পোপ বলিলেন, "হাঁ, আমার বেশ স্মরণ আছে।"

স্লেভিন নতজানু হইয়া পোপের মকরত মণি চুম্বন করিলেন। পবিত্র পিতা সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি আজ দয়া করিয়া আমাদিগকে এই নূতন রকম ছবি দেখাইবেন।"

এইবার মিঃ স্লেভিন সাধা গলায় তাহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "পিতঃ, আপনি আজ আমাকে যে সম্মান দেখাইলেন, তাহা আজন্ম আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। অদ্যকার মত শুভ দিন আমার জন্মে কখনও হয় নাই; আমি একজন গোড়া রোমান ক্যাথলিক; খৃষ্টানদের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ রোম দর্শন এবং পবিত্র পিতার চরণ চুম্বন আমার আজন্ম বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইল; আপনার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আজ ধন্য হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পিতঃ, আপনার লক্ষ লক্ষ গরীব সন্তান এতাধিক অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার চরণ দর্শন করিতে অসমর্থ। সেইসব গরীব খৃষ্টান সমাজের পক্ষ হইতে আজ আমি প্রার্থনা করি যে, বিজ্ঞানের যে অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আপনার পবিত্র প্রতিকৃতি এইসব দরিদ্র জন সাধারণের অক্ষিগোচর হইতে পারে, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার ছবি এই অদ্ভুত যন্ত্রে তুলিতে অনুমতি দেন।"

পোপ একটু হাসিলেন, স্লেভিন আর কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না, তাহার কেবল একটা ভয় হইল।

"তা'হলে আমরা প্রস্তুত," এই বলিয়া পোপ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মিঃ স্লেভিন পোপের বামে আসন গ্রহণ করিলেন।

এতৎ সম্বন্ধে মিঃ স্লেভিন তাহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "সেদিনের কথা তোমার আর কি বলিব, যখন আমি সেই প্রকাণ্ড সুসজ্জিত কক্ষের চারিদিকে চাহিলাম এবং যখন মনে করিলাম, যে কক্ষে কত রাজরাজ্যেশ্বরের মুকুটোৎসব হইয়া গিয়াছে, সেই গৃহে স্বয়ং পোপের পার্শ্বে আমি উপবিষ্ট, তখন যে আমার প্রাণের ভিতর দিয়া কিরূপ বিদ্যুত প্রবাহ খেলিয়া গেল, তাহা বর্ণনাতীত।"

উৎসাহের সহিত পোপ দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। মিশরে চল্লিশটী সূর্য্যের একত্রে অস্তগমন দৃশ্য দেখিয়া পোপ আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য, আমি যেন আমার গবাক্ষে বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছি!"

যখন পোপ তাহার সাধের জিনিসের চিত্রাবলী দেখিতে লাগিলেন, তখন তাহার বদনমণ্ডল লোহিতরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি করতালি দিয়া সাধারণ দর্শকের ন্যায় বাহাবা দিতে লাগিলেন। তারপর দীল্লির দরবার, বিশেষতঃ সুসজ্জিত করিযুথ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন।

মিঃ স্লেভিন পোপকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে কিছুক্ষণের জন্য অভিনয় বন্ধ করা যাক। তাহাতে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "না না, আমি পরিশ্রান্ত হই নাই, আমি সব দেখতে চাই, আমি বেশ আরামে আছি।"

এইরূপে দুই ঘন্টার অধিক সময় তাঁহারা বসিয়া রহিলেন, আর নায়গ্রার জলপ্রপাত, রোমান ক্যাথলিকদের ধর্ম্ম সভা, বৈদ্যুতিক শক্তিতে পুষ্পকোরকের মুহূর্ত্ত মধ্যে পুষ্পাকার ধারণ, পাণামা খাল খনন, জার্ম্মানির ও ইংলণ্ডের সম্রাট সাম্রাজ্ঞী ও রাজকুমারদের মনোহর ছবি সকল প্রদর্শিত হইতেছিল।

প্রদর্শনী শেষ হইলে পোপ স্লেভিনকে সহাস্যে বলিলেন, "আমরা সকলেই আপনার এই অমানুষিক বৈজ্ঞানিক চলন্ত চিত্র দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। অবশ্য আমরা আপনার নূতন দর্শক, ইতিপূর্ব্বে এরূপ আশ্চর্য্য জিনিষ আমরা কখনও দেখি নাই।"

এবারও মিঃ স্লেভিন তাহার সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি পোপকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, পৃথিবীর ত্রিশ কোটী খৃষ্টানের পক্ষ হইতে তিনি বলিতেছেন যে, যদি পবিত্র পিতার চলন্ত ছবি গ্রহণ করিয়া এই খৃষ্টানসমাজকে দেখান যায়, তবে তাহারা হর্ষ বিস্ময়োৎফুল্ল চিত্তে জীবনকে ধন্য মনে করিবে। তাহাদের চোখের উপর পরমেশ্বরের পবিত্র প্রতিনিধির প্রতিকৃতি দর্শন করিলে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, কর্ম্মোৎসাহ যে কতগুণ বর্দ্ধিত হইবে, তাহা তিনি বলিতে অক্ষম।

এবারও পোপ পূর্ব্বের মত হাসিয়া উঠিলেন, এবং পূর্ব্বের মতই আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। হৃদয়ের গভীর প্রদেশে যে আশার আলো জ্বলিতেছে, সহসা হঠকারিতা দ্বারা পোপের বিরাগভাজন হইয়া তাহা জন্মের মত নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না। আবার সকলে নতজানু হইয়া পোপের অঙ্গুরীয় চুম্বন করিলেন এবং পোপ অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ স্লেভিন চিত্র-প্রদর্শনীতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেও পোপ যে

বায়স্কোপে তাঁহার নিজের ছবি তুলিতে দিবেন, এমন কোন ভরসা পাইলেন না।

গ্রেভিনের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। রোমে অনাবশ্যক বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি রাজার ন্যায় বাস করিতেছেন। যে বায়স্কোপ কোম্পানীর পক্ষ হইতে তিনি রোমে বাস করিতেছিলেন, তাহারা ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। তাহারা 'তার' করিয়া জানাইল যে, তাহারা "হাঁ কি না" একটা উত্তর জানিতে চায়। তদুত্তরে মিঃ গ্রেভিন 'তার' করিলেন, আপনারা যদি "হাঁ" উত্তর চান তবে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে এবং আমার মতানুসারে চলিতে হইবে।"

তিনি কোন বিষয়েই বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না। এই ধীর অথচ অব্যাহত শক্তি দ্বারাই তিনি পরিশেষে কৃত কার্য্য হইয়াছিলেন। যে অবস্থাটা পোপের অসম্মতির অনুকূল, তিনি সেদিকেই যাইতেন না। পোপের অসম্মতির অর্থই হইবে তার অকৃতকার্য্যতা, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া তার লক্ষ্য। মন্ত্রম্ বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" মন্ত্রে তিনি দিক্ষিত। পরিশেষে তিনি জয়যুক্ত হইবেন, এই আশার ক্ষীণ আলোকটুকু সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে জলিত।

ঘটনাজাল ক্রমশই প্রতিকূলে দাঁড়াইতে লাগিল। উপযুক্ত সম্মান সহকারে গ্রেভিনকে জানান হইল, তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। পোপের কর্ম্মচারীরা সকলেই গ্রেভিনের ব্যক্তিগত গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বায়স্কোপের ছবি দেখিয়া তাহারা এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, প্রদর্শনীর পর দিবসই পোপের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী গ্রেভিনের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে "নাইট" এই সম্মানিত আখ্যায় ভূষিত করিয়া নীল এবং স্বর্ণ বর্ণের সার্টিফিকেট প্রদান করিলেন এবং পোপের পবিত্র মূর্ত্তি যুক্ত একটী সম্মান চিহ্ন প্রদান করিলেন কিন্তু ছবি গ্রহণের কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না এবং মিঃ গ্রেভিন সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

তিনি কয়েক মাস অপেক্ষা করিলেন এবং বহু চেষ্টাই করিলেন, সমস্তই বৃথা হইল। যে কোম্পানী গ্রেভিনকে অর্থ সাহায্য করিতেছিল তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। কাজেই তিনি পুনরায় নিউইয়র্কে যাইয়া নূতন একটী কোম্পানী গঠন করিলেন। তাহার উৎসাহ দেখিয়া অন্যান্য কোম্পানী সাগ্রহে তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল এবং যথেষ্ট অর্থ দিয়া তাহাকে পুনরায় রোমে পাঠাইয়া দিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে তিনি পুনরায় রোমে উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য বায়স্কোপ কোম্পানী জানিতে পারিল, অসমাপ্ত পোপ বায়স্কোপ দেখিয়া খুব উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পোপ প্রাসাদের প্রদর্শনীতে সারা জগতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। সকলেই মনে করিল যে, যে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে তাহার ভাগ্যেই এই পুরস্কার—পোপ প্রাসাদের দৃশ্যাবলী—পবিত্র পিতা পোপের জীবন্ত ছবি লাভ হইবে। ইউরোপ এবং আমেরিকার বড় বড় কোম্পানী এই পুরস্কার লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মিঃ গ্রেভিন যখন মার্চ্চ মাসে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাহার পূর্ব্বেই ৫টী বড় বড় কোম্পানীর লোক আসিয়া পোপের ছবিগ্রহণের জন্য পরস্পর চেষ্টা করিতেছে। অর্থ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবে যাহা কিছু করা যায়, ঐ সকল লোক তাহার কিছুই বাকী রাখিল না। পোপের সহানুভূতি লাভের জন্য সকলেই উগ্র চেষ্টা করিল। মিঃ গ্রেভিন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

অন্যান্য সকলের চেয়ে গ্রেভিনের একটু সুবিধা ছিল—তিনি জানিতেন যে, এখানে তাড়াতাড়ি করিলে কিছুই হইবে না; কাজেই তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। যখন অন্যান্য সকলে হড়াহড়ি করিতেছিল, তিনি তখন কেবল তাহাদের চালচলন লক্ষ্য করিতেছিলেন। সকলেই পোপের নিকট আবেদন করিল এবং প্রতিকূল উত্তর পাইয়া কেহ বা দুঃখিত কেহ বা রাগ করিয়া রোম ত্যাগ করিল। মিঃ গ্রেভিন তখনও নীরবে রোমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তিনি রোমের উচ্চ নীচ সকলকেই তাহার অত্যাশ্চর্য্য ছবি দেখাইতেন। সকলেই তাহাকে বন্ধুর ন্যায় দেখিতে লাগিল। সমস্তই তাহার বন্ধু হইয়া উঠিল। কার্ডিনাল মেরি ডেলভেলের সহিত তাহার প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হইত। তিনি তাহার সহিত অতি সতর্কতার সহিত আলাপ করিতেন। ভ্রমক্রমেও কখন ছবির কথা তুলিতেন না। যদি কোন বন্ধু ভাবাপন্ন আর্কবিসপ সে সম্বন্ধে কিরূপ হইল, জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে তিনি মাথা নাড়িয়া বলিতেন, "না, না, আর কিছু হইবে না, ছবি তোলার আর কোন আশা নাই।" তিনি সরলভাবে বলিতেন যে, দশম পায়াসার মত, মহৎ এবং পবিত্র ব্যক্তির জীবন্ত ছবি প্রত্যক্ষ করা যে পৃথীবীস্থ লোকের ভাগ্যে ঘটিল না সেজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। বিজ্ঞানে যে জীবন্ত ছবি রক্ষা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই ছবি ছাড়া স্বর্গগত মহাত্মাদের আর কি কোন স্মৃতি এখন মূল্যবান হইতে পারে? যখন সেন্টপল ও সেন্টপিটর জীবিত ছিলেন, তখন যদি লোকে এই বিদ্যা জানিত, আর ঐ দুই মহাত্মার ছবি তুলিয়া না রাখিত, তবে কি রোমান ক্যাথলিক সমাজ পাপভাগী হইত না? তিনি বিনীত বচনে এইরূপে সকলেরই মনে এরূপ সব চিন্তার বীজ বপন

করিতেন। এরূপ কৌশলে তিনি এসব কথা বলিতেন যে, তিনি যেন কোনরূপেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট নন—যেন শুধু মনুষ্য সমাজের হিতের জন্যই তাহার এত পরিশ্রম। এইরূপ বন্ধুভাবে তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তখনও নিরাশার বিন্দুমাত্র ছায়াও তাহার হৃদয়ে পতিত হয় নাই।

অবশেষে তিনি একদিন কার্ডিনালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন এবং পবিত্র পিতাকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দিবার প্রস্তাব করিলেন। কার্ডিনাল বলিলেন, "আপনাকে কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইতে হইবে না, রোমের সকলেই আনন্দের সহিত আপনাকে স্মরণ করিবে।" তথাপি মিঃ ব্রেস্তিন পীড়াপীড়ি করিলেন এবং বলিলেন, "আমি ভবিষ্যতে পোপকে আর বায়স্কোপ দেখাইবার জন্য বিরক্ত করিতে চাইনা; আমি বহু পরিশ্রমে আমেরিকার বড় বড় কোম্পানীর নিকট হইতে খুব ভাল ভাল ফিলুন সংগ্রহ করিয়াছি এবং এইসব ছবি সংগ্রহ করিতে আমার বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমি যে সম্মান পাইয়াছি, তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, একটা মূল্যবান যন্ত্রের সহিত এই সব ছবি দান করিতে ইচ্ছা করি। এখন পোপ নিজেই এই সব ছবি দেখিতে বা অপরকে দেখাইতে পারিবেন।"

কার্ডিনাল এই উপকার পাইয়া আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্রেস্তিনকে বলিলেন যে, পোপের ছবি তোলা যদি কখনও সম্ভবপর হয়, তবে সে অনুমতি ব্রেস্তিনকেই দেওয়া হইবে। এ কথায় মিঃ ব্রেস্তিন অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মিঃ ব্রেস্তিন এক বন্ধুকে লিখিলেন, "যাহা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর, তাহার কিছুই বাকী রাখি নাই। যদি আমার এই চেষ্টা পণ্ড হয়" —ইহাতে ব্রেস্তিনের আননমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, "আমি অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিব, যাহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব।"

কিন্তু তাহার চেষ্টা বৃথা হইল না। উন্নতির দ্বার আর রুদ্ধ থাকিতে পারিল না। কয়েক দিন পরে তিনি এক পত্র পাইলেন যে, যদি তিনি পোপ প্রাসাদের কোন নির্দ্দিষ্ট দ্বারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার যন্ত্র লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন, তবে পোপের ছবি তোলা সম্ভবপর হইতে পারে। একটা মহা সমারোহের ব্যাপারে পোপের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কলাপের ছবি গ্রহণ করা হইল। তৎপর তিনি একে একে যখন যেমন ছবি তুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পোপ তাহাকে সেইরূপই তুলিবার অনুমতি দিলেন।

"আমি তোমায় ঠিক বল্‌তে পার্ব্বোনা", তিনি এক বন্ধুকে লিখিলেন, "কেমন করিয়া এই সব ঘটিয়া গেল। আমি আমার যন্ত্র লইয়া পোপ প্রাসাদে যাইতাম, কেহই তাহাতে আপত্তি করিত না। আমি বিশেষ কিছু চাইও নাই, ইচ্ছুকও ছিলাম না। কিন্তু কি এক অমানুষিক দৈববলে সমস্ত-কাজ হইয়া যাইতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া যাইত, প্রসেসন চলিত, এবং যে মুহূর্ত্তে আমার পোপের দরকার, তিনি ঠিক সেই সময় উপস্থিত হইতেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা আমার বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং আমার যুক্তির ঔচিত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা প্রকাশ্যে বলিতে পারিতেন না।" আমার অধ্যবসায় শেষে জয়লাভ করিল।

শ্রীগঙ্গাধর দত্ত
জামালপুর, ময়মনসিংহ।

চক্রীর চক্র

গল্প

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সকলেই নিদ্রিত, কিন্তু শান্তির চক্ষে নিদ্রা নাই। শান্তি ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার কাছে শয়ন করিত। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল, শান্তি দেখিল, সকলে গাঢ় নিদ্রিত। সে ধীরে ধীরে উঠিল এবং সরোজকে এক খানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিল। পত্রে লিখিল :—

"সরোজ,

অভাগী একবার শেষ সাক্ষাৎ ভিক্ষা করে। পরশ্ব রাত্রি দশটার সময় নদীর ঘাটে আসিবে। না আসিলে এ জন্মের আর দেখা হইবে না। ইতি

"শান্তি"

তারপর সে পত্রখানি সেই রাত্রেই তাহাদের খিড়্‌কী দরজার নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষসংলগ্ন ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, যথা সময়ে সে পত্র সরোজের নিকট পৌঁছিল।

৭

আগামী কল্য শান্তির বিবাহ। সুতরাং তাহাদের বাড়ীতে আজ মহা গোলযোগ, বিশেষ ধুম ধাম। আপন ও পর সকলেই আনন্দে আত্মহারা, উৎসাহে মাতোয়ারা; বড় লোকের বাড়ীতে এইরূপ হইয়া থাকে। শান্তিও আজ নিরানন্দ নহে, সে আজ প্রফুল্ল, হাস্যমুখী; সে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছে সুতরাং সে আজ নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে তাহাকে গম্ভীর, ম্লান দেখা যাইতেছিল সত্য, কিন্তু ইহা লজ্জা বশতঃ হইতেছে মনে করিয়া সে বিষয়ে কেহ মনোযোগী হয় নাই। মাতা কন্যার এ ভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছেন। সমবয়সীরা সে জন্য তাহার সহিত কৌতুক ও ঠাকুর দাদা ঠাকুর মা সম্পর্কীয়েরা রঙ্গ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না।

দিন গেল, বিবাহ বাড়ীর কাজ ফুরায় না, কাজে বা অকাজে সকলেই ব্যস্ত। রাত্রি [illegible]; শান্তি আপনার কতিপয় সঙ্গিনীসহ তাস খেলিতেছিল; আজ তাহার সরোজের সহিত সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট দিন, সুতরাং তাহার মন চঞ্চল ছিল, সে কারণ তাহার খেলায় ভুলচুক হইতেছিল কিন্তু সে জন্য তাহাদের খেলায় আমোদের কিছু হানি হইতেছিল না।

বৈঠকখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশ বাজিল। সময় যায়, সময় রয় না, আশা বা নিরাশায়, হর্ষে বা বিষাদে, সুখে বা দুঃখে সকলেরই সময় যায়, রয় না, সুতরাং শান্তিও আশঙ্কা ও উদ্বেগের সময় চলিয়া গেল। "আমি আস্‌ছি, তোমরা ততক্ষণ খেলো" এই বলিয়া সেখানে হইতে উঠিয়া ত্বরিত পদে, আপনার ঘরে গেল এবং একটী নাতি ক্ষুদ্র রূপার কৌটা আপনার আঁচল মধ্যে লইয়া নদীর দিকে গেল। বহুলোকের সমাগম, সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিতেছে, সুতরাং শান্তির গতিবিধি কেহ লক্ষ্য করিল না।

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে শান্তি দেখিল, সরোজ তাহার জন্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতেছে। শান্তি দ্রুত পদবিক্ষেপে তাহার জন্য নিকট আসিল, একটা প্রাচীন বট বৃক্ষের আড়ালে উভয়ে বসিল। আজ দুইমাস পরে উভয়ের নির্জ্জনে সাক্ষাৎ—তাহাদের পরস্পরের হৃদয় দ্বার পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত করিতে উৎসুক ছিল কিন্তু সে অবসর নাই, সময় সংক্ষেপ, তাই শান্তি সমস্ত কুণ্ঠা ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিল "সরোজ আজ তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি, শুধু তোমার কাছে নয়, সংসারের কাছেও আজ শেষ বিদায় লইব সংকল্প করেছি, একজনকে হৃদয় দিয়া আর একজনকে দেহ দান ক'রে কলঙ্কিনী হ'তে পার্ব্ব না। তোমায় পাওয়া আমার এ জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও আরাধনা ছিল; যখন স্থির বুঝিলাম তোমায় পাইব না, তখন জীবন বিসর্জ্জন স্থির করিলাম। সর্প দংশনে জীবন শেষ হ'লে লোকে মনে করিবে, দুর্দ্দৈব—লোকে আত্মহত্যা করেছি বুঝ্‌তে না পারে। অতি কষ্টে একটা সাপুড়েকে অর্থে বশীভূত করিয়া, একটা বিষধর সাপ কিনিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার সব ফুরাইবে। এ জন্মে তোমায় পাইলাম না, আশীর্ব্বাদ করো যেন পরজন্মে তোমায় পাই।" এই বলিয়া শান্তি কি ভাবিতে লাগিল। সরোজ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বাধা দিয়া কহিল—"আমার শুনিবার সময় নাই, এখনই হয়ত আমার খোঁজ পড়িবে। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু মরণ ভিন্ন আমার উপায় কই" বলিয়া পুনরায় নীরব হইল। ক্ষণেক পরে বলিতে লাগিল—"সরোজ, স্বামী, হৃদয়দেবতা মনে পড়ে কি সেই পূর্ণিমা রাত্রি, মিলনের সেই প্রথম বিচ্ছেদের সূত্রপাত। আমার এ জীবনের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা কিছুক্ষণ পরে সব ফুরাইবে। আর একবার—আর একবার সেদিনকার মত সেই প্রাণভরা—" বলিয়া আর বলিতে পারিল না, অধোবদন হইল, সরোজ প্রাণভরিয়া চুম্বন করিল। সরোজের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সরোজও আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

পুরুষের হৃদয় স্বভাবতই কঠিন; সুতরাং অল্পক্ষণ পরে সরোজ আত্ম সংবরণ করিলেন, এবং শান্তির হস্ত হইতে সহসা কৌটাটী লইয়া বাপী মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর আপনার অঞ্চল দ্বারা শান্তির অশ্রুজল মুছাইয়া সস্নেহে মৃদুস্বরে কহিল "শান্তি! কাঁদিও না, সকল দিক চেয়ে, সব দিক বজায় রেখে কাজ কর্ত্তে হয়। আত্মহত্যা মহাপাপ, আর আত্মহত্যায় আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না বরঞ্চ যদি প্রকৃত [illegible] যায়, তা হ'লে এবংশ, আমরা, সমাজের, কলঙ্ক কর্ত্তে পারবো। তারপর তুমি আত্মহত্যা ক'রলে, [illegible] তোমার কলঙ্ক রটবে, আমার [illegible] কর্বে, তোমার বাপ মার নিন্দা করবে; সেটা ঠিক নয় সুতরাং সে সংকল্প পরিত্যাগ কর, ঘরে ফিরে যাও, বাপ মার মনে ব্যথা না দিয়ে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ কর। ভগবান তোমাকে সুখী করুন"। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অতি কষ্টে এই কয়টি কথা বলিয়া সরোজ নীরব হইল।

শান্তি এতক্ষণ নীরবে সরোজের কথা শুনিতেছিল, আবার বাদের বাঁধ ভাঙ্গিল, সরোজ ও শান্তি পুনরায় কাঁদিতে লাগিল কতক্ষণ এইরূপে গেল, তারপর শান্তি সরোজের চরণে প্রণাম করিয়া গৃহে চলিয়া গেল; সরোজ যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর আপনার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

* * *

আজ শান্তির বিবাহ। শান্তি সমস্ত দিন কাঁদিয়াছে, আপনার প্রাণের কথা, মনের কথা ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়াছে, কিন্তু কে জানে, ভগবানের কাণে তাহা পৌঁছিয়াছে কিনা।

আর সরোজ! আজ তাহার চিত্ত চঞ্চল, আকুল; যে মনের বল লইয়া পরকল্যা [illegible] শান্তকে আপনার বিহিত কর্ত্তব্য [illegible] সদুপদেশ দিয়াছিল, আজ তাহার সে মানসিক শক্তি সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই তাহার হৃদয় শান্তির ভাবী বিরহ আশঙ্কায়, অশান্ত, উৎক্ষিপ্ত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সরোজ অস্থির প্রাণে নন্দন নদীর ঘাটে আসিয়া বসিল। কিন্তু সেখানেও সে সুস্থির হইয়া অধিকক্ষণ [illegible] থাকিতে পারিল না; নির্জ্জন

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, [illegible]।

[illegible] স্নিগ্ধোজ্জ্বল, শীতল [illegible] তরঙ্গায়িত [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] না, [illegible] পুষ্পিত [illegible] দীপমালা [illegible] মধুর [illegible] [illegible] [illegible] বিমুগ্ধকারী আজ্ঞর প্রাণকে পাগল করিয়া তুলিল, সে যেখান হইতে উঠিয়া নদীর কূলে কূলে চলিতে আরম্ভ করিল।

সরোজ লক্ষ্যহীন, উদ্‌ভ্রান্তভাবে পথ চলিতে আরম্ভ করিল। নির্ম্মল আকাশ ক্রমশঃ গাঢ় মেঘযুক্ত হইল, ধীর সমীরণ প্রচণ্ড বেগে বহিতে লাগিল, শান্ত নদীবক্ষ উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে চমকিতে লাগিল, কিন্তু সরোজের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই, তাহার পথচলা বন্ধ হইল না। আজ যে সে আত্মহারা —সংজ্ঞাশূন্য!

এইরূপে সরোজ কত দূর গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই, অকস্মাৎ নদীবক্ষে গুরুভার পতনের শব্দে এবং জনৈক বৃদ্ধের করুণ আর্ত্তনাদে তাহার চমক ভাঙ্গিল, তাহার দৃষ্টি নদীবক্ষে আকৃষ্ট হইল। বিদ্যুৎ প্রভায় সে দেখিল, নদীবক্ষে একটী যুবক আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আকুলি বিকুলি ভাবে চেষ্টা করিতেছে; আর দূরে একখানি নৌকার উপরে যুবকের বৃদ্ধ পিতা বিলাপ করিতেছেন। সরোজ আপনার প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুবকের উদ্ধারার্থে নদীবক্ষে ঝাঁপ দিল। ক্ষণপ্রভা আবার চমকিল, সরোজ দেখিল, যুবক অবসন্ন, কাতর, প্রায় নিমজ্জমান। সরোজ ত্বরিত গতিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু একে গাঢ় অন্ধকার, তার উপর তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার সে প্রয়াসে বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। "উঃ আর পারি না, এইবার বুঝি ডুবিলাম!" এই শব্দ সরোজের কাণে গেল, তার পর কোন শব্দ শুনা গেল না; সরোজের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, বুঝিল বুঝি বা তাহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি যুবককে সে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে নদীগর্ভে সেও আপনাকে বিসর্জ্জন করিবে। বিদ্যুৎ পুনরায় ঝলকিল, সরোজ দেখিল, যুবকের কেশরাশি মাত্র ভাসিতেছে, ক্ষিপ্র হস্তে সে তাহা ধরিয়া ফেলিল; এবং সাহায্যার্থে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল। সেই শব্দে মাঝিরা ক্ষিপ্র গতিতে নৌকা লইয়া আসিল, এবং সকলে ধরাধরি করিয়া উভয়কে নৌকায় উঠাইল।

সরোজের ঐকান্তিক যত্ন, সেবা ও পরিশ্রমে যুবক শীঘ্রই পুনরায় চৈতন্যলাভ করিল। তখন তাহাকে উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া তাহার নিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া বৃদ্ধ ও সরোজ নৌকার বাহিরে আসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এই আলাপচ্ছলে উভয়ে উভয়ের পরিচয় জানিতে পারিলেন। উপযুক্ত শান্তির প্রতি সরোজের প্রগাঢ় অনুরাগ বৃদ্ধের নিকট প্রকাশ পাইল। "যদি শান্তি ও সরোজের মিলন ঘটাইতে পারি, তাহা হইলে আমার ঋণের কতকটা পরিশোধ হইতে পারিবে" বৃদ্ধ এইরূপ সংকল্প ও আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে চিন্তা করিতে লাগিলেন। নৌকাও ধীরে ধীরে রায়েদের ঘাটে আসিয়া লাগিল।

৯

ঘাট লোকাকীর্ণ। বরের আগমনে বিলম্ব হেতু দৈব দুর্ঘটনার আশঙ্কায় কন্যা পক্ষের অনেকে উৎকণ্ঠিত মনে ঘাটে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং ঘাটে নৌকা আসিবা মাত্র সকলে সমস্বরে নৌকায় যাইবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ সকলকেই নিরস্ত হইতে বলায় সকলে ক্ষুণ্ণ মনে আবার ঘাটে ফিরিয়া আসিলেন। বৃদ্ধও তাঁহাদের সঙ্গে নৌকা হইতে নামিয়া আসিলেন এবং আপনার বিপদ কাহিনী সংক্ষেপে সকলের নিকট বিবৃত করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে সাবধান ও সতর্কতার সহিত গৃহে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে কন্যাকর্ত্তাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথা মত, যুবককে সযত্নে ও সতর্কতার সহিত গৃহে আনা হইল।

অন্দরে যুবকের ও পরিচর্য্যার্থ সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া সকলে বৈঠক খানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরোজ এতক্ষণ বরাবর যুবকের সঙ্গে ছিল, এক্ষণে সেও বৈঠক খানায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এই দুর্ঘটনায় সকলেই নীরব, বিষণ্ণ, কাতর। ক্ষণকাল পরে বরকর্ত্তা সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলেই বোধহয় আমার বিপদের কথা শুনিয়াছেন, শুধু সরোজের সাহস ও অধ্যবসায়ের গুণে আমি এ বিপদে রক্ষা পাইয়াছি, আমার পুত্রের জীবন রক্ষা হইয়াছে, আমি এজন্য সরোজের নিকট ঋণী, আমি এ ঋণের কতক পরিশোধ করিতে চাই। এই বলিয়া নীরব হইয়া সকলের পানে একবার চাহিলেন, তার পর আবার বলিতে লাগিলেনঃ—যে যা কামনা করে, তাহাকে যদি তাহাই পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে বড়ই সুখের হয়। আমি জানিতে পারিয়াছি, সরোজ শান্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, সুতরাং আমি সরোজের সহিত শান্তির বিবাহ প্রস্তাব করি। আশা করি, সর্ব্বরঞ্জন বাবু ইহাতে অমত করিবেন না। বিশেষত এ দুর্ঘটনা থেকে আমি বুঝিয়াছি, এ কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ ভগবানের ইচ্ছা নয়, তখন সর্ব্বরঞ্জন বাবু আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া আমার ও আপনার মান রক্ষা করুণ, ইহাই আমার অনুরোধ"। এই বলিয়া তিনি উত্তরের অপেক্ষায় নীরব হইলেন।

সর্ব্বরঞ্জন বাবু অনন্য গতি, সুতরাং সং-

[illegible] [illegible]। ততক্ষণে ততক্ষণ [illegible] [illegible] কন্যা সম্প্রদান করা হইল। [illegible] বরের পিসি কনের ঘরের মালিক [illegible] হইয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি আশীর্ব্বাদের সময় আশীর্ব্বাদান্তে সরোজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বাবা! সুখে থাক, ভগবানে বিশ্বাস রেখো, দেখ্‌ছো এ সব সেই চক্রীর চক্র"।

(সমাপ্ত)

শ্রীজিতেন্দ্র লাল রায়।

সিমলাযাত্রীর পত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুরুক্ষেত্র।

এই কুরুক্ষেত্র হিন্দুদের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতে উল্লিখিত ভারত যুদ্ধ এইস্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। পঞ্চ পাণ্ডব দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতার জন্য কুরুসভায় যাইয়া পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করেন; কিন্তু কুরুরাজ দুর্য্যোধন তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং সগর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি তিনি বিনাযুদ্ধে দিবেন না। এই সূত্রে ভারত যুদ্ধের সূচনা। পঞ্চ পাণ্ডব এক দিকে আর দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা অন্যদিকে। ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল, এই ভারতযুদ্ধ অষ্টাদশ দিন কাল ব্যাপী হইয়াছিল। অবশেষে কুরুকুল চূড়ামণি দুর্য্যোধন এই পঞ্চ পাণ্ডবের হস্তে সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এখানে দ্বৈপায়ন হ্রদ, ও প্রভাস তীর্থ নামক দুইটী দর্শন যোগ্য স্থান আছে। সময় সময় এখানে অনেক যাত্রী আগমন করেন। এখানে থাকিবার ও আহারাদির কোন কষ্ট নাই। এই কুরুক্ষেত্রের অধিবাসীরা সকলেই হিন্দুস্থানী; কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্র এবং ভদ্র। লোকে এখানে আগমন করিয়া ইহাদেরই বাটীতে আশ্রয় লইয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে আমাদের গাড়ী আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আম্বালা।

এটী খুব বড় ষ্টেশন। লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি ও পেসাওয়ার প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে এই আম্বালা হইয়া যাইতে হয়। এখানে একটী কালীবাটি আছে এবং সেই কালীবাড়ীর অধ্যক্ষের নামে কলিকাতার আমার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আমি পকেটে হাত দিয়া সেই পত্রখানি বাহির করিলাম, এবং তাঁহারই নিকট যাওয়া স্থির করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। এখানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কালীবাড়ী এখান হইতে অতি অল্প-দূর। আমরা একটী কুলী লইয়া পদব্রজেই সেই কালীবাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন হইতে এই কালিবাড়ি প্রায় ১ মাইলের উপর হইবে। কালীবাড়ীর অধ্যক্ষের নাম শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য্য। আমি সেই পত্রখানি তাহার হস্তে দিলাম, তিনি পাঠ করিয়া আমাদিগকে অতি সমাদরের সহিত আশ্রয় দিলেন, এবং ভৃত্যকে তৈলাদি আনয়ন করিতে বলিলেন। অতঃপর আমরা স্নানাদি সমাপনানন্তর মা ভবানীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম এবং কৃতাঞ্জলীপুটে—

"কালী করালবদনা, বিনিষ্ক্রান্তাসি পাশিনি,
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালা বিভূষিতাং।"

ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলাম। অতঃপর বাহিরে আসিয়া শুনিলাম, আমাদের আহার প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, আমরা আসিবা[illegible] [illegible] উমানাথবাবু তাঁহার [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] প্রস্তুতের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। আমরা পিতাপুত্রে আহারে বসিলাম, উমানাথ বাবু স্বয়ং আমাদের আহারের নিকট উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। আমরা আহারাদি সমাপনানন্তর তাঁহার সমভিব্যাহারে বৈঠকখানা ঘরে আসিলাম এবং তিনি আমাদিগকে সেইখানে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা সকলেই সেই বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন এই আম্বালা অবধি রেল ছিল, তখন শিমলা যাত্রীমাত্রেই এইখানে একদিন বিশ্রাম করিয়া তবে টোঙ্গা কিম্বা গো-যানে শিমলা যাইতেন। এখন কাল্কা পর্য্যন্ত রেল হইয়া গিয়াছে, আবার সেখান হইতে ছোট গাড়ী বরাবর শিমলা পাহাড়ের উপর যাইতেছে। এখন আর এখানে বেশী লোক বিশ্রাম করেন না। সকলেই সেই কাল্কা যাইয়া সেইখানেই আহারাদি করিয়া ছোট গাড়ীতে আরোহন করিয়া থাকেন। সুতরাং এখানকার আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। উপস্থিত এখানকার সমস্ত খরচা মহারাজাই বহন করিতেছেন। ঢোলপুরের মহারাজা এই কালী বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। উমানাথ বাবু ঘটনাক্রমে এখানে আগমন করিয়া এই কালীবাড়ির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং তদবধিই ইনি সপরিবারে এইখানেই বাস করিতেছেন। ইঁহার আদীম বাস বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত গলসী নামক গ্রামে। ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। ইনি অতি অমায়িক পরদুঃখ কাতর ও শান্ত প্রকৃতির লোক। আমি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই সদ্ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

বেলা ৫ টা বাজিয়া গেল। [illegible] [illegible]বর্ত্তী করিয়া আসিয়া। আমরা এইবার এই আম্বালা সহর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। এখানকার রাস্তাগুলি খুব প্রশস্ত। পথের মধ্যে মধ্যে তৈলের আলো ও জলের কল লক্ষিত হইল। তাহা ছাড়া এখানে একটী বৃহৎ সেনা নিবাস দেখা গেল, এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান ও হিন্দুস্থানী। পথিপার্শ্বস্থিত কয়েকটী সাহেবদের বাটীও দেখিলাম; কিন্তু বাঙ্গালী এদেশে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা এই সকল দেখিতে প্রায় দুই মাইল আসিয়া পড়িলাম। সহরের প্রান্তভাগ হইতে বহু দূরে অসংখ্য পর্ব্বত শ্রেণী যেন গগন স্পর্শ করিতেছে বোধ হইতে লাগিল। বেলা তখন ৬ টা বাজিয়াছে। তপনদেব সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সেই পর্ব্বত ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভার্থে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আমরা আর অগ্রসর হইলাম না, এবার বাসার দিকে ফিরিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কয়েকটী হিন্দু মন্দির দেখিলাম, মুসলমানদিগের মসজিদ দেখিলাম, সাহেবদের গির্জাও দেখিলাম, আর পথের দুই পার্শ্বে নানা প্রকার পণ্য দ্রব্যের দোকান দেখিতে দেখিতে বরাবর ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা সেই কালীবাড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মায়ের আরতি আরম্ভ হইয়াছে। কাঁসর শঙ্খ ঘণ্টার রব শুনা যাইতেছে। আমরা বরাবর মায়ের মন্দির দ্বারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম। অতঃপর আরতি শেষ হইলে উমানাথ বাবু আমাদিগকে লইয়া সেই পূর্ব্বকথিত বৈঠকখানা আসিলেন, এবং নানাপ্রকার কথা বার্ত্তায় সময় কাটিতে লাগিল। তিনি আমার দুরদৃষ্টের কথা শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন এবং আমার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি ৯ টা বাজিয়া গেল। পুনরায় আমাদের আহারের আয়োজন হইল, উমানাথ বাবু স্বয়ং আমাদিগকে লইয়া ভোজনাগারে উপস্থিত হইলেন এবং আমাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। মধ্যাহ্নের আহার অপেক্ষা এখনকার আহারের আয়োজন কিছু গুরুতর রূপ হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আহারান্তে এই উমানাথ বাবুর আশ্রয়েই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

পরদিন প্রভাতে আমরা গাত্রোত্থান করিয়া উমানাথ বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি থাকিবার জন্ত বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নানা কারণে আমাদের থাকা হইল না। অবশেষে তিনি তাঁহার ভৃত্যকে আমাদের দ্রব্য সামগ্রী একায় উঠাইতে বলিলেন। বলা বাহুল্য, উমানাথ বাবুর অনুগ্রহে পূর্ব্বদিন হইতেই একখানি একা সংগৃহীত ছিল। আমরা সেই একায় চড়িয়া বরাবর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বেলা ঠিক ৬টার সময় এখান হইতে পাঞ্জাব মেল ছাড়ে। আমরা বরাবর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, কারণ আমাদের শিমলা অবধি টিকিট আছে। ঠিক সময়ে আমাদের গাড়ী ছাড়িল। আম্বালা হইতে কাল্কা ৯ মাইল পথ। এই নয় মাইল পথ বড়ই দুর্গম, সমস্তই পর্ব্বতময়, কোথাও নামিয়া গিয়াছে, কোথাও উপরে উঠিতে হইতেছে, সমতল ভূমি একেবারে নাই। সেইজন্ত গাড়ী এখানে অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। এই নয় মাইল পথের মধ্যে আবার চারিটী ষ্টেশন আছে। এই নয় মাইল পথ আসিতে আমাদের এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

বেলা ঠিক ৭৷৷ টার সময় আমরা কাল্কায় পৌঁছিলাম। এখানে পৌঁছিবামাত্র আমাদের বেশ শীত অনুভব হইতে লাগিল। ষ্টেশনটী বৃহৎ, কলিকাতা হইতে কাল্কা [illegible] মাইল। এখানে আমাদের গাড়ী বদল করিতে হইবে। আমরা এ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কাল্কা সিমলা রেলওয়ে উঠিলাম। ইহা (Narrow guage) অর্থাৎ ছোট আকারের গাড়ী, এই গাড়ী গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। প্রত্যেক কামরায় [illegible] করিয়া বসিবার স্থান আছে। এ গাড়ীতে কোন অধিক ভারযুক্ত দ্রব্য লইবার স্থান নাই; কেবল আরোহির বিছানা বা কম্বল আর একটী হাত ব্যাগ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য লইবার হুকুম নাই। বড় বড় বাক্স প্রভৃতি সমস্ত মাল গাড়ীতে যাইয়া থাকে এবং ইহার জন্ত স্বতন্ত্র মাশুল দিতে হয়।

এই কাল্কা সিমলা রেলওয়ের ছোট গাড়ী ঠিক ৭ টার সময় এখান হইতে ছাড়িল এবং বরাবর উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, আমাদের গাড়ী বক্রগামী হইয়া এক গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই দিকে পাহাড়, আর তাহার মধ্যস্থল দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই অসংখ্য পর্ব্বতমালা লক্ষিত হইতে লাগিল। যে দিকে চাহিয়া দেখি, কেবল পাহাড়, গাড়ীর দুইপার্শ্বে পাহাড়, উপরে পাহাড়, নীচে পাহাড় চারিদিকে কেবল পাহাড় ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। আমি মনে করিলাম, আমরা এ এক অপূর্ব্ব পাহাড়ের রাজত্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আমরা বেশ শীত অনুভব করিতে লাগিলাম, এমন কি এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই আমাদিগকে শীতের কাপড় ব্যবহার করিতে হইল। এইরূপে গাড়ী ক্রমশঃ পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। কোথাও এক পাহাড় হইতে সেতু অতিক্রম করিয়া অন্য পাহাড়ে যাইতেছে, কোথাও বা সুরঙ্গ পথ অতিক্রম করিতেছে। রেলওয়ে লাইনের

সম্মুখে যে সকল বড় বড় পাহাড় পড়িয়াছে, সেই সকল পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে এবং বহু ব্যয়সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া কোম্পানী এই সকল স্থানে সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। গাড়ী যখন এই সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ সমুদয় গাড়ীতেই বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠে, কারণ, ইহার ভিতর ভয়ানক অন্ধকার। এমন কি গাড়ীর এক পার্শ্বস্থিত লোক অপর লোককে দেখিতে পায় না। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীর এই সুবন্দোবস্তে বাস্তবিক আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। আবার গাড়ী যখন সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিল, তৎক্ষণাৎ অমনি সহসা আলো নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। যখন গাড়ী সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে, তখন এঞ্জিন হইতে উচ্চৈঃস্বরে বংশীধ্বনি হইতে থাকে এবং যতক্ষণ সেই সুড়ঙ্গ অতিক্রম না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমভাবেই শব্দ হইতে থাকে। কারণ যদি কোন জীব জন্তু ঐ সুড়ঙ্গে অবস্থান করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই শব্দেই পলায়ন করিয়া থাকে। এইরূপে আমরা সেই পাহাড়ময় প্রদেশ দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। কত শত শত ছোট বড় পাহাড় আমাদের নয়ন পথে পতিত হইতেছে এবং সেই সকল পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য বিটপী শ্রেণী শোভা পাইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার কোনটী কোন্ জাতীয় বৃক্ষ, তাহা আমরা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না। এ সকল বৃক্ষ আপনাদের দেশে আদৌ লক্ষিত হয় না। আমাদের গাড়ী সবেগে ছুটিতে লাগিল। বড় গাড়ী অপেক্ষা এই ছোট গাড়ীর বেগ কোন অংশেই ন্যূন বলিয়া বোধ হইল না—বরং ইহার তেজ যেন আরও অধিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি গাড়ীর গবাক্ষদ্বারে বসিয়া এই সকল পাহাড়ের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিয়াছি, হঠাৎ নিম্নদিকে দৃষ্টি পড়ায় একটী খড্ দেখিতে পাইলাম। খড্ অর্থাৎ পাহাড়ের পার্শ্বস্থিত গর্ত্ত। ইহা দেখিতে অতি ভয়ানক; গাড়ীর উপর হইতে দেখিলে বাস্তবিক ভয় হয়। উহার মধ্যে মানুষ পড়িয়া গেলে আর উদ্ধারের উপায় থাকে না। উহার ভিতর ঘোর অন্ধকার, আলোক রশ্মি মোটেই প্রবেশ করে না, উহার তলভূমি যে কত নিম্নে অবস্থিত, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল পাহাড়ের খড্ ভয়ানক শ্বাপদসঙ্কুল ও ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস স্থল। যাহা হউক, এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিয়াছি; কিছুক্ষণ পরে আমরা আর একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গ পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ সুড়ঙ্গটী প্রায় ১।।০ মাইল লম্বা। ইহা অতিক্রম করিতে আমাদের গাড়ীর তিন মিনিট সময় লাগিয়াছিল। অতঃপর আর একটী নিম্ন পাহাড়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহা যে কত নিম্নে অবস্থিত এবং ঐ পাহাড় হইতে কত মাইল উপর দিয়া যে আমাদের গাড়ী যাইতেছে, তাহা কিছুতেই অনুমান করিতে পারিলাম না। রাস্তা দিয়া পথিকগণ ছুটিতেছে, উহাদিগকে ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পর্ব্বতস্থিত বড় বড় বৃক্ষসমূহ যেন দূর্ব্বার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণাসভা।

শ্রীতারকনাথ চৌধুরী, গ্রাহক।

প্রশ্ন। প্রস্তরের উপর সহজে কোন ফল ফুলের চিত্রাদি খোদাই করিবার কোন সহজ উপায়, আপনাদের জানা থাকিলে "কাজের লোকে" প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

উত্তর। "ডেকরেটারস্ অ্যাসিষ্টান্ট" নামক কোন আমেরিকান পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দেখিয়াছিলাম, আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এই প্রক্রিয়াকে "Etching on stone" বলে। প্রস্তরের উপর বিনা অস্ত্রে খোদাই করিতে হইলে তাহাকে খুব ভাল করিয়া ধুইয়া শুষ্ক করিয়া আরবী গঁদ (তরল) এবং নাইটিক্ এসিড্ সলুইশন একত্রে মিশাইয়া অল্প পরিমাণে ঐ প্রস্তরের উপর মাখাইয়া তাহার উপর ডিজাইন বা নক্সাটী ওবুড় করিয়া ঐ প্রস্তরের উপর দিয়া একটু চাপ দিলেই কাগজ হইতে চিত্র বা নক্সাটী ঐ প্রস্তরে ট্রান্সফার হইয়া যাইবে, তাহার পর কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেই নক্সার দাগে দাগে নাইটিক এসিড্ লাগার জন্য খাইয়া যাইবে এবং গভীর হইবে। তাহার পর প্রস্তরটীকে পুনরায় ধৌত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রস্তরে গভীর হইয়া অক্ষর, ফল, ফুলের নক্সা খোদিত হইয়াছে। আরও ডিপ্ বা গভীর করিতে হইলে ঐ নাইট্রিক এসিড্ সলুইশন প্রক্ষেপ করিলে গভীর হইবে।

বাবু দীনবন্ধু সামন্ত—গ্রাহক নং ২২০৩।

প্রশ্ন। এদেশে ছেলেদের খেল্নার মার্ব্বেল প্রস্তুতের কোন প্রক্রিয়া বলিতে পারেন কিনা ইত্যাদি।

উত্তর। প্যারিস প্লাষ্টারকে যদি ফটকিরির জলে মাখিয়া গুলি পাকান যায় তাহা হইলে তাহা শুষ্ক হইলে প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া থাকে, ইহা আমরা জানি। এই উপায়ে মার্ব্বেল প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু প্যারিস প্লাষ্টারের মূল্যও এক্ষণে অধিক হইয়াছে। পোষাইবে কিনা তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রয়াগ চাঁদ দত্ত, ১১২৩

প্রশ্ন। দস্তা পরিষ্কার করিবার উপায় কি?

উত্তর। ১ ভাগ সলফিউরিক অ্যাসিডে

(sulphuric acid) ১২ ভাগে জল মিশাইয়া তাহাতে দস্তার জিনিস ডুবাইয়া ২।৩ সেকেণ্ড মাত্র রাখিয়া তুলিয়া লইয়া তাহার পর কাপড় দিয়া রগড়াইলেই বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অন্য উপায় জানি না।

জিঙ্কের উপর এচিং বা এনগ্রেভ করাকে প্রসেস্ ব্লক বলে, তাহা আমরা ১৯০৭ সালের "কাজের লোকে" সবিস্তারে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি। এই প্রসেস্ ব্লক প্রেসে ছাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথমে জিঙ্কের সীট বা চাদরের ১ টুকরাকে তরল সলফিউরিক এসিডের সলুইশনে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ডুবাইয়া পরিষ্কার করিয়া ভাল লিথোগ্রাফিক কালি দ্বারা তাহার উপর চিত্র বা হাতের লেখা লিখিয়া সলফিউরিক এসিডের পূর্ব্বোক্ত প্রকার সলুইশনে বা নাইট্রিক এডিসের সলুইশনে কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেই পার্শ্বের দস্তা ক্ষয় হইয়া যাইবে এবং কালীর লেখাগুলি উচ্চ হইয়া জাগিয়া উঠিবে। কারণ লিথোর কালীর উপর সলফিউরিক বা নাইট্রিক এসিড কার্য্য করিবে না, তখন উচ্চ লাইনগুলি খোদিত হইবে। তাহার পর কাষ্ঠে টাইপের সমান উচ্চতায় আঁটিয়া লইয়া প্রেসে কালী দিয়া ছাপিলেই ছাপা যাইবে। আজকাল সংবাদ পত্রে এই শ্রেণীর চিত্র অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা কঠিন এবং ইহার ছাপা পরিষ্কার হইয়া থাকে।

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীঅরবিন্দু চট্টোপাধ্যায়—

আপনার প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইল না, ক্ষমা করিবেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়—

"কাজের লোকে" সামাজিক বা ধর্ম্ম বিবাদের আন্দোলনের স্থান নাই। সাপ্তাহিক পত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারেন।

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব

বা

মেটিরিয়া মেডিকা।

—:০:—

একোনাইটম্ নেপেলস্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চক্ষু—চক্ষুদ্বয় লাল ও প্রদাহযুক্ত, কৈশিকা-সমূহ গাঢ় লালবর্ণ, অসহ্য ব্যথা। চক্ষুর তরুণ প্রদাহ। প্রচুর অশ্রু নির্গত হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।—অস্পষ্ট দৃষ্টি ও তৎসহ শিরো ঘূর্ণন।—চক্ষুর ভীতিজনক প্রদাহ ও তৎসহ অশ্রু নির্গমন।—অস্থায়ী দৃষ্টিহীনতা।—চক্ষুতে উত্তাপ এবং জ্বালা, সেই সঙ্গে চাপযুক্ত ও দ্রুতগামী ব্যথা, বিশেষতঃ চক্ষু নাড়িতে ব্যথা হয়।—চক্ষুর স্ফীতি।—পুত্তলি প্রথমে সংকোচিত হয়, পরে প্রসারিত হয়। শুষ্ক শীতল বায়ু সেবনে, তুষার কণা লাগিলে, চক্ষু মধ্যে পতিত অঙ্গার কণা বা অন্য কোন বাহ্য পদার্থ চক্ষু হইতে বাহির করিবার পর যদি প্রচুর অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। চক্ষুর ঊর্দ্ধ পক্ষদ্বয় শুষ্ক ভারি ও চাপ বোধ হয়, এবং পক্ষ সমূহের প্রদাহজনক স্ফীতি, বিশেষতঃ প্রত্যুষে আরম্ভিয়া। কাঠিন্যযুক্ত স্ফীতি। চক্ষুপক্ষে টান বোধ।—চক্ষে স্ফুলিঙ্গ অনুভূত হয়, চক্ষুর আক্ষেপ হয় ও বিবৃদ্ধি।—এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে।—আলোক অত্যন্ত অসহ্য বোধ হয়, বিশেষতঃ সূর্য্যালোকে। দিবান্ধতা। চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ এবং মুক্তাটীকাবৎ দেখিতে পাওয়া যায়।—অকস্মাৎ দৃষ্টিহীন হয়।—চক্ষের সম্মুখে একটী বিন্দু বা দাগ নৃত্য করিতেছে বোধ হয়,

চক্ষে একোনাইটের বিষক্রিয়া—পুত্তলি কিয়ৎপরিমাণে সংকোচ হয়, শ্বাস থামিবার অব্যবহিত পরেই প্রসারিত হইয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। এক শঙ্খদেশে বা কপালের এক পার্শ্বে প্রয়োগ করিলে, সেই দিকে চক্ষে ন্যূনাধিক দৃষ্টিহীনতা হয়। চক্ষের শ্বেতাংশে একোনিটীন্ (aconitin) পাতলা করিয়া মাখাইয়া দিলে, সত্বর পুত্তলি সংকোচিত হয়, এবং কয়েক ঘণ্টা ঐরূপ থাকে। ইহার সার কিম্বা মূল আরক দ্বারা প্রস্তুত মলম শঙ্খদেশে বা কপালে প্রয়োগ করিলে কখন কখন পুত্তলি প্রসারিতও হয়। এইরূপ বিপরীত ক্রিয়া কেন হয়, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ।

কর্ণ—কাণে ছিন্নকর ব্যথা, দক্ষিণ কর্ণ সুড়্ সুড়্ করে যেন ক্ষুদ্র কীট রহিয়াছে বোধ হয়।—কাণ ভোঁ ভোঁ করে ও ঘণ্টাবাদ্যবৎ শব্দ হয়।—কাণে আবদ্ধ ভাব, যেন বাম কাণ কোন দ্রব্য দ্বারা বন্ধ হইয়াছে।—শ্রুতিশক্তির অস্বাভাবিক প্রাবল্য, সর্ব্বপ্রকার শব্দ অসহ্য হয়, সঙ্গীতও অসহ্য হয়। একবার এক বধির বৃদ্ধা একোনাইট অতিমাত্রায় সেবন করায় অকস্মাৎ তাহার বধিরতা আরোগ্য হইয়া যায়। কর্ণের বহির্দেশে উত্তপ্ত, লাল, ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত হয়। কর্ণশূল (ক্যানো)।—কাণের ভিতর বাদ্যবাদনবৎ অনুভব হয়।

নাসিকা—নাসিকার মূলদেশে ব্যথা। সর্দ্দি, মাথা ধরে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, অত্যন্ত হাঁচি হয়, নাসারন্ধ্রের মধ্যে থপ্ থপ্ করে; হাঁচিবার সময় পেটে ও বাম পঞ্জরে ব্যথা। ঘ্রাণশক্তির অত্যন্ত প্রাবল্য। নাসা হইতে লোহিতোজ্জ্বল রক্তস্রাব, বিশেষতঃ মোটা লোকদের। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুষ্ক; নাক বন্ধ; মস্তক

[illegible] "[illegible]" নাসিকার অগ্র বিন্দুস্রাব হয়।

দন্ত—দন্তশূল, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া, [illegible], ইহার সঙ্গে মুখের একপার্শ্বে ব্যথা, কপোলদেশ অত্যন্ত লাল; মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখমণ্ডলে জ্বালাক্রমক উত্তাপ, অত্যন্ত অস্থিরতা। দাঁত অলিত দন্তশূল ও মুখমণ্ডলে ব্যথা, সুরা বা বলোত্তেজক দ্রব্য সেবনে বৃদ্ধি হয়। দাঁতে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। নাড়ী উত্তপ্ত ও প্রদাহযুক্ত।

মুখগহ্বর—মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক হয় বা শুষ্ক অনুভূত হয়; তৎসঙ্গে উত্তাপ হয়, উত্তাপ [illegible] হইতে মস্তকে উঠিতেছে বোধ হয়। মুখের ভিতর ঠাণ্ডা ও শুষ্ক, কিম্বা জিহ্বার মধ্যস্থলে শুষ্কতা ও কর্কশতা অনুভূত হয়, পিপাসা মনে হয়। জিহ্বা অসাড় হয় ও সুড় সুড় করে। জিহ্বা জ্বালা করে, সুড়সুড় করে ও কামড়ান মত ব্যথা করে।—জিহ্বার [illegible] বিশেষতঃ অগ্রভাগে।—জিহ্বা কাঁপে সাময়িক তোৎলামি। লালাবাহী প্রণালী সমূহের মুখে ঘা হয় যেন ক্ষত হইয়া গিয়াছে বোধ হয়। জিহ্বায় সূচীবিদ্ধবৎ ব্যথা ও লালাস্রাব হয়। জিহ্বার শ্বেতবর্ণ আচ্ছাদন (এটিম্—ক্রু)। জিহ্বা স্ফীত হয় ও অগ্রভাগ সুড়সুড় করে। সর্ব্বদা চিবুক নাড়িতে যেন কিছু চর্ব্বণ করিতেছে বোধ হয়। তোৎলামি, কথা কম্পিত ভাবে বলে। [illegible] অস্থির মুখে ঘা।

গলদেশ—গলাভ্যন্তরে অস্ত্র দ্বারা চাঁচা মত ব্যথা, ঢোঁক গিলিতে কষ্ট হয়।—গলা বদ্ধ হয়, প্রথমে বাম দিকে, পরে দক্ষিণ দিকে হয়, বিশেষতঃ ঢোঁক গিলিবার সময় বা কথা বলিবার সময়।—জ্বালা করে, বিদ্ধ ব্যথা, এবং সংকোচ ভাব গলার [illegible], [illegible], [illegible] ভিতর, [illegible], টন্সিল প্রভৃতি [illegible] [illegible], গিলিবার ক্ষমতা প্রায় থাকে না, এবং [illegible] হয়। গলা শুষ্ক। গলার প্রবল ব্যথা। গলার ভিতর কীটগমনবৎ সুড় সুড় করে।

গ্রীবাদেশ—গ্রীবাদেশে [illegible], কেবল গ্রীবা নাড়িলে ব্যথা অনুভূত হয়।—গ্রীবাদেশস্থ কোন একটি মেরুদণ্ডাস্থির বামার্দ্ধে কামড়ানি ব্যথা, যেন অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চাপ দিতেছে, বাহির হইতে ভিতর দিকে ট্রেকিয়ার trachea দিকে যেন চাপ দিতেছে। গ্রীবামূল শক্ত ও ব্যথাযুক্ত।

শব্দযন্ত্র ও বায়ুনালী—ঠাণ্ডা লাগে ও সর্দ্দি, কখন কখন সেই সঙ্গে মাথা ধরে, শূল ব্যথা হয়, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, এবং অজ্ঞাতসারে প্রস্রাব করিয়া ফেলে। কম্পিত স্বর।—এপিগ্লটিসের শিথিলতা, ভক্ষ্য খাদ্য ও পানীয় লেরিংক্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্বাসবদ্ধ ও কাশি হয়। ট্রেকিয়া বা বায়ুনালী অসাড় হইয়াছে, অনুভূত হয়।—সর্দ্দিতে—জ্বরভাব, গাত্রদাহ ও উত্তাপ, নাড়ী পূর্ণ ও প্রদাহসূচক; স্বরভাঙ্গা ও কর্কশ; লেরিংক্সে অত্যন্ত ব্যথা, শ্বাস গ্রহণকালে, কাশিবার সময় কিম্বা কথা কহিবার সময় ব্যথা বৃদ্ধি হয়; শুষ্ক খুক্‌খুকে কাশি, লেরিংস, সুড় সুড় করিয়া কাশি হয়, অনবরত কাশি আসে, বিশেষতঃ ধূমপান ও জলপান কালে, রাত্রে কিম্বা অর্দ্ধরাত্রের পর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর কাশি হয়। জ্বরের উত্তাপাবস্থার কাশি।—পিপাসা থাকে, নিদ্রা হয় না, এ পাশ ওপাশ করে, মাথা জ্বালা করে, মুখ চোখ লাল হয়। আক্ষেপযুক্ত, কর্কশ, কম্পিত কাশি, [illegible] [illegible], [illegible] সাদা বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা থাকে। [illegible] ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব, ব্যথা থাকে না কিন্তু [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] কাশি [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং লেরিংক্সে ও ট্রেকিয়া জ্বালা করে।—লেরিংক্সে স্পর্শ করিলে ব্যথা।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষা।

Self Shining.
SHOE-BLACKING.
(জুতার কালী।)

এই কালীর দ্বারা ব্রুশ না করিলেও জুতায় লাগাইলে শুষ্ক হইলেই উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

আরবী গঁদ—	৪ আঃ
নাৎগুড়—	১৪ আঃ
মাজুফলের কালী—	২ আউন্স
ভিনিগার—	২ আঃ
মেথিলেটেড স্পিরিট	
অভাবে সাধারণ স্পিরীট—	১ আঃ
সুইট অয়েল—	২ ড্রাম

প্রক্রিয়া।

প্রথমে আরবীগঁদকে জলে ভিজাইয়া দ্রব করিয়া কালীর সহিত মিশাইয়া তাহার পর সুইট অয়েলকে স্পিরিটে ক্রমে ক্রমে গলাইয়া তাহা মিশাইবে এবং তৎপরে নাতগুড় এবং ভিনিগার মিশাইয়া আলোড়িত করিতে থাকিবে। এই মিশ্রিত কালীকে স্পঞ্জ দ্বারা কালা চামড়ার জুতা এবং বুটে মাখাইয়া শুষ্ক হইলে বেশ উজ্জ্বল হইবে, ব্রস করিতে হইবে না। উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। আজকাল মাজুফল [illegible] অত্যন্ত দাম। হরিতকি বহেড়া আমলা এবং হিরাকস একত্রে অগ্নিতে ফুটাইলেও কালী প্রস্তুত হয়।

Washing Powder.

কাপড় কাচার পাউডার।

এইরূপ পাউডার বিলাতে প্যাটেন্ট করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে ইহা কি [illegible] চলে

না ? প্রবাসী, পরিব্রাজক, পল্লীগ্রামের লোকের ইহা আদরের জিনিস হইতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী।

ইয়েলো বারসোপ—	৬ ভাগ
কষ্টীক সোডা—	৩ ভাগ
প্যারল্ অ্যাস—	১॥ ভাগ
সলফেট্ অফ সোডা—	১॥ ভাগ
পাম অয়েল—	১ ভাগ

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাগজের প্যাকেটে করিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হয়।

ব্যবহার বিধি।

গরম জলে উক্ত পাউডারের কাপড়ের পরিমাণ বুঝিয়া আন্দাজমত যতটুকু আবশ্যক দিয়া কাপড়গুলি ডুবাইয়া রাখিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কাচিয়া লইলে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। পরিশ্রম করিতে হইবে না। কাপড় ইহার দ্বারা খুবই সাদা হইবে সন্দেহ নাই।

চক্ষু উঠার সহজ ঔষধ।

চক্ষু লাল, করকর করা, প্রচুর জলপড়া যাহাকে চোক্ উঠা বলে, তাহাতে নিম্নলিখিত ঔষধটী দিলে অতিশয় উপকার হইয়া থাকে।

কাশীর চিনি	১ ড্রাম
পরিশ্রুত গোলাপ জল	১ আঃ

একটী শিশিতে মিশাইয়া রাখুন। ২।৩ বার চক্ষে দিলে অতি সত্বর চক্ষু লাল প্রভৃতি লক্ষণ দূরীভূত হয়, ইহা পরীক্ষিত মহৌষধ।

Pricle Lotion.

ব্রণমেছেতার মহৌষধ।

টিং বেন্জইন—	১ টেবেল স্পুন
গোলাপ জল	উৎকৃষ্ট ৩ আঃ

একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশিতে পুরিয়া লেবেল প্রভৃতি দিয়া প্রত্যেক শিশি ।০, ।৶ মূল্যে বিক্রয় করিলে বেশ বিক্রয় হইবে। ব্যবহারবিধি— প্রথমে মুখকে সাবান বা বেশন দ্বারা ধুইয়া কোমল তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া স্পঞ্জ দ্বারা প্রত্যহ ২।৩ বার লাগাইলে লোল মাংস এবং ব্রণ মেছেতা দুষ্ট মুখমণ্ডল অচিরেই সুন্দর হইবে।

নারীর সৌন্দর্য্য।

—:•:—

বর্ত্তমান যুগে নারী সমাজে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যাইতেছে, এই চেষ্টা পাশ্চাত্য দেশেই অধিক। আমরা তাঁহাদেরই অনুকরণে নারী সমাজে কৃত্রিম রূপবৃদ্ধির বহু পন্থার প্রচলন করিয়া নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অনাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ইহার ফলে প্রায় অধিকাংশ নারীই যৌবনেই বৃদ্ধার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকগণও বলিতেছেন "Paint for face we can not conscientiously recommend."

পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন—"A Woman's face is nature's own hand painted. এই নারীর মুখমণ্ডল স্বভাবের নিজহস্তেই চিত্রিত, ইহাতে অন্য কৃত্রিম কিছু মাখাইবার আবশ্যক হয় না, সেরূপ করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা অস্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রতিকূল।

শুদ্ধ হিন্দুর গৃহেই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কোমলতা, লজ্জাসরম, বাক্যের মাধুর্য্য সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান বলিয়া কথিত হয় নাই, যে পাশ্চাত্য অনুকরণের আমরা পক্ষপাতী, সেই পাশ্চাত্য দেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বলিতেছেন যে "No better comatic than severe temperance and purity modesty and humanity a gracious temper and calmeness of spirit ; no true beauty without the signature of these graces in the very countenance."

আমাদের যথেচ্ছাচারিতার ফলেই নারীর স্বাভাবিক কোমলতা, নম্রতা, লজ্জাশীলতা, মাধুর্য্যাদি মর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতেছে, তাহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে আমরা নানাপ্রকার কৃত্রিম ক্ষণিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নানা উপকরণ নারী সমাজে প্রচলিত করিয়া শুদ্ধ যে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি করিয়া যৌবনেই বার্দ্ধক্যকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি তাহা নহে, ইহা দ্বারা ব্যয় বাহুল্য ঘটাইয়া নিঃস্ব হইতেছি। পাশ্চাত্য আমদানী নানা প্রকার মুখের প্রলেপে ধাতব দ্রব্য বর্ত্তমান থাকায় মুখের কোমল চর্ম্মের ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ফলে ব্রণ মেছেতা মাংস লোল প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। তাই বলি, নারীকে সদ্‌গুণে বিভূষিত করিলেই তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিকাশ পাইয়া উঠে কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির আবশ্যক হয় না। সরলতা সংযম, নিষ্ঠাচার দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটীত হইয়া উঠিবে।

কুঙ্কুম চন্দন দ্বারা সেকালের সাধ্বীগণ কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতেন; আজ সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয়েও অলঙ্কার বস্ত্রাদি কি একছড়া সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলহার এবং চন্দনাদি শোভিত সৌন্দর্য্যের কাছে এখনও দাঁড়াইতে পারে ? সে সৌন্দর্য্য জ্ঞান আমরা হারাইয়া অনুকরণের ক্রীতদাস হইয়াছি। এদেশে কবে একথা বুঝিবে ?

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

NOTES OF INTEREST

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

মিঃ দাসের বক্তৃতা।—মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, ষ্টেটস্ম্যান ও ইণ্ডিয়ান্ মিরার তাহার ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।

সমর ঋণ।—গত মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ১৫,৩৮,৩৫,৩০০ টাকা সমর ঋণ বাবতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতম্মধ্যে বোম্বাই হইতে ৬,১৮,৫০,৩০০ ও বাঙ্গলা দেশ হইতে ১,৯৭,৭৭,২০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গলাদেশ যে বোম্বাইএর তুলনায় অর্থহীন, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

গবর্ণমেণ্ট ও মৎস্য।—গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার নদী ও পুষ্করিণীতে মৎস্য বংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের মৎস্য বিভাগের উপদেশ এই, যে পুষ্করিণীতে অল্প পরিমাণ জলজ উদ্ভিদ আছে, তাহাতেই মাছ বড় হয়। কিন্তু পানা প্রভৃতিতে পুষ্করিণী আচ্ছন্ন হইলে মাছ ধরা যায় না। প্রতি বৎসর যে মাসে পুষ্করিণীতে পোনা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; গবর্ণমেণ্ট ১ টাকা হইতে ৩ টাকায় ১০০ পোনা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহাদের প্রয়োজন হয়, তাঁহারা কলিকাতা রাইটাস বিল্ডিংএ ডেপুটী ডিরেক্টার অব ফিসারিজ এর নিকট পত্র লিখিবেন। যে সকল নদী ও পুষ্করিণী খাস মহালের অন্তর্গত গবর্ণমেণ্ট তাহা জেলেদিগকে ইজারা দিবেন, যাহারা মাছ ধরে না, তাহাদিগকে দিবেন না এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। কাহাকেও ৫বৎসরের কম সময়ের জন্য ইজারা দেওয়া হইবে না। কম সময়ের জন্য ইজারা দিলে ইজারদার মিয়াদ শেষ হইবার সময় ছোট বড় সমস্ত মাছ ধরিয়া লইয়া যায় ইহাতে মৎস্য বংশ বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয়। আমরা জমীদারদিগকেও এই অনুরোধ করি, ৫ বৎসরের কম যাহাতে যেন জলকর ইজারা না দেন।

মাছের পোনা।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মৎস্যবিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী বর্ষাকালে যাহারা পুকুরে মাছের পোনা ছাড়িতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বাজার অপেক্ষা কম দামে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর পোনা বিক্রয় করা হইবে। যাহাদের পুকুর আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই সযত্নে মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত।

যুদ্ধ ও জনসংখ্যার হ্রাস।—১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সে বৎসর ইংলণ্ড ও ওয়েলসে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা ৪,৬২,৩১৪ বেশী হইয়াছিল। ১৯১৫ সালে ২০৫২,২০১ বেশী হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা জন্মসংখ্যা ৬৭৫৬৯ কম ও মৃত্যু সংখ্যা ৪৫, ৮১ বেশী হইয়াছে। শিশুমৃত্যু অত্যধিক হওয়াতে ইংলণ্ডের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার নিউগোলাগ বলিয়াছেন, মৃত্যুসংখ্যা অন্যূন অর্দ্ধেক হ্রাস করা যাইতে পারে। শিশু মৃত্যু হ্রাস করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত হওয়াতে শিশু পালনের ব্যবস্থা বড় শিথিল হইয়াছে।

মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার তারিখ—সিনেট সভা স্থির করিয়াছেন, আগামী ২৩এ জুলাই হইতে বর্তমান বর্ষের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

বর্ত্তমানবর্ষের পরীক্ষার্থীদিগকে ইতঃপূর্ব্বে দুইবার পরীক্ষা মন্দির দর্শন করিতে হইয়াছে। আশা করি তৃতীয়বারের পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

সংবাদপত্রের দশা।—ইংলণ্ডের বোর্ড অব ট্রেড রাজ্যরক্ষা আইন অনুসারে প্রচার করিয়াছেন যে, এক্ষণে আর কোন নূতন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে পারিবে না। [illegible]নিবন্ধন ইংলণ্ডের প্রায় সকল সংবাদ পত্রের মূল্য বাড়িয়াছে, এবং আকার খর্ব্ব হইয়াছে। এক্ষণে বাণিজ্য সমিতি নূতন সংবাদপত্র প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অবস্থা যেমন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে হয়ত সুপ্রতিষ্ঠ অনেক পত্রিকার অস্তিত্ব রক্ষা করাই দুরূহ হইবে।

যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা।

একজন ফরাসী লেখক দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধে এত বন্দুক, এত তরবারি, এত কামান মানুষ মারিবার জন্য আবিষ্কার হয়। কিন্তু আয়োজনের তুলনায় মৃত্যু সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কম হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুসিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে শতকরা ১৭ জন মাত্র সৈন্য হত হয়।

নেপোলিয়নের সময় যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ১৬ জন। এবং ক্রিমিয়ান যুদ্ধে খুব উচ্চ শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও শতকরা ১৪ জনের অধিক হত হয় নাই।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধে খুব ভাল কামান ও বন্দুক থাকা স্বত্বেও শতকরা ৭ জন মাত্র মরিয়াছিল। ফ্রান্স এবং প্রুসিয়ান যুদ্ধে শতকরা ৪ জন মাত্র মরিয়াছিল। মানুষের মানুষ মারিবার যত নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে, ভগবান মৃত্যুর সংখ্যাও তেমনি কম করিয়া আনিতেছেন। হিন্দুর ধারণা, "হরি রাখে ত মারে কে ?"

জাপানে তাঁতের ব্যবসায়।

এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতবর্ষ হইতে সূত্র ও বস্ত্র ক্রয় করিয়া জাপানীদিগকে লজ্জা নিবারণ করিতে হইত। সে সময়ে জাপানই বোম্বায়ের কাপড়ের কল সমূহের

প্রধান খরিদ্দার ছিল। কিন্তু সে দিন এখন আর নাই। এখন জাপান আমাদের বস্ত্র যোগাইয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বেও জাপানীরা ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী হইতে তাঁত এবং বয়ন শিল্প সংক্রান্ত অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করিত। এখন আর জাপানীরা তাহা করে না। এখন তাহারা তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছে এবং নিজেদের দেশের সমস্ত অভাব মিটাইয়া লইয়া কিছু কিছু বিদেশে চালান দিতেছে। যুদ্ধের দরুণ ইউরোপ হইতে তাঁত আমদানি বন্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষ ও চীনের কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে জাপান হইতে তাঁত কিনিতে হইতেছে।

জাপানে এখন অনেকগুলি কটন মিল বা তুলার (অর্থাৎ সূতা ও কাপড়ের) কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কলে প্রথমে ইউরোপ হইতে তাঁত ও সরঞ্জাম আনাইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। ক্রমে জাপানীরা অল্প অল্প করিয়া এই সকল জিনিস নিজেরাই তৈয়ার করিয়া লইতে থাকে এবং কিছু কিছু আমদানীও করিতে থাকে। যুদ্ধ উপলক্ষে ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ দেশেই সাধারণ শিল্প দ্রব্য আর বেশী তৈয়ার হইতেছে না; শিল্পের কারখানা সমূহে এখন প্রধানতঃ অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে। বৃটীশ-রাজ্যের সহিত মিত্রতার খাতিরে জাপান যদিও জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু চীনদেশে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পর হইতে জাপান নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, এবং সুবর্ণ যোগের সদ্ব্যবহার করিয়া শিল্পোন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই জাপান কিরূপ বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, একমাত্র তাঁত ও কাপড়ের কলের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার কারখানা হইতেই তাহা কতকটা বুঝা যাইবে।

সার-সংগ্রহ।

—:*:—

গৃহস্থালী।

আজ কাল যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা, মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে বোধ হয় সমাজে মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থাই সকলরূপে স্বচ্ছল ছিল, আর তখন সকলে মনের শান্তিতে কাটাইতেও পারিয়াছেন। আজ কাল কিন্তু সেই সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়। দশের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে হইবে; সমাজের চাল চলন বজায় রাখিতে হইবে। সমাজের চালচলন অন্য রকম হইয়াছে,—সমাজে ফেসন প্রবেশ করিয়াছে। সমাজ অর্থে এখন কেবল ফাঁকা আদব কায়দা ও কতকগুলি ফেসনের সমষ্টি। হাতে পয়সা নাই, ঘরে খাবার নাই; কিন্তু ফেসন মাফিক চলা চাই, এটা যে কেবল পুরুষের পক্ষে সত্য এমত নহে স্ত্রী সমাজে এটা বরং আরও বেশী সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে গৃহলক্ষ্মীগণ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেন। সাংসারিক কাজকর্ম্মে সারাদিন অতিবাহিত করিতেন। এই সকল কাজের মধ্যে, বোধ হয় প্রধানই ছিল, গৃহপালিত পশুর সেবা, সন্তান পালন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথীর সেবা, ধান্যাদি খাদ্য শস্যের আহরণ ও সংরক্ষণ, ধান ভাঙ্গিয়া চাউল তৈয়ারী করা, কলাই ভাঙ্গিয়া দাউল প্রস্তুত করা, রন্ধন পরিবেশন করা। সাঁজে সকালে স্ত্রীলোকগণের এক মুহূর্ত্ত কর্ম্মের বিরাম থাকিত না। মধ্যাহ্নে বা বৈকালে বা অন্য অবসর সময় সাংসারিক, গৃহস্থালীর কত খুটিনাটি কাজ করিতে হইত তাহার গণনা হয় না,—জিনিষ পত্রের খোঁজ লওয়া, যেখানে যেটি থাকিবে রাখিয়া দেওয়া, বালাপোষখানা ছিঁড়ে গেছে তাহাতে একটা তালি দেওয়া, বালিশটার ওয়াড় নাই তাহার সেলাই করা, ছেলে মেয়ের জন্য কাঁথা সেলাই করা ইত্যাদি কত কাজই গৃহলক্ষ্মীগণ করিতেন, কত হিসাব দিব। আজকাল, নানা ফেসনের সৃজনী উঠিয়াছে, আমরা বাবু হইয়াছি, গৃহলক্ষ্মীগণ বিলাসিনী হইয়াছেন, এখন আর তাই গৃহলক্ষ্মীগণ কাঁথা সেলাই করেন না আর করিতেও চাহেন না। পাচকে রন্ধন করিতেছে, তবু তাঁহারা অবসর পান না, মূল্যবান্ সময়, ঘুমে ও বাজে গল্প গুজবেই কাটাইয়া দেন, যেই সময়ে নাকি সামান্য, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে সংসারের অনেক উপকার হয়; এই দুর্দ্দিনে ভ্রাতা, পিতা, স্বামী প্রভৃতি অনেক পয়সা ইচ্ছা করিলেই বাঁচাইতে পারেন কিন্তু আমাদের শিক্ষার এতই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে, এত কষ্টে সংসার চালাইতেছি, তবু চিন্তা করি না বা চেষ্টা করি না যাহাতে সংসারের দু পয়সা বাঁচিতে পারে তাহার কেমন করে ব্যবস্থা করিব।

আজ আমি যাহা বলিব তাহা অতি সহজসাধ্য কাজ, যাহা নাকি আমাদের গৃহের কুললক্ষ্মীগণ অনায়াসেই শিখিতে পারেন; আর উহা শিক্ষা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণের বৃথা অর্থনাশ বাঁচাইতেও পারেন। এই বিষয়টী অন্য কিছুই নহে, সহজ কাজ—আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জামা কাপড় সেলাই করা।

আমরা অধিক মাত্রায় জামা কাপড় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি এবং তাহাতে আমাদের অতি মাত্রায় ব্যয় হয়। অনেক দিন হইতে আমার মনে হইতেছিল, কিরূপে আমরা সংসারের একটা বড় খরচ কমাইতে পারি, তাহার কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিনা? এতদিনের পর আমি এই উপসংহারে পৌঁছিয়াছি যে যদি আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ আমাদের কার্য্যের সাহায্য করেন (যাহাতে

কতকগুলা বৃথা খরচের হাত হইতে নিজ পরিশ্রম দ্বারা আমাদিগকে বাঁচাইতে পারেন এইরূপ হয়) তবে আমাদের অনেক ব্যয় বাহুল্য কমিয়া যাইতে পারে। আজ কালকার খরচের মধ্যে পোষাক একটা সর্ব্ব প্রধান। খাওয়া অপেক্ষা অধিক খরচ হয় বলিলে ভুল হয় না। আমরা এমন সামান্য জামার জন্য, দরজির নিকট যাই, যাহা নাকি সামান্য চেষ্টায় একটী ১০।১২ বৎসরের বালিকায় তৈয়ার করিতে পারে, যেমন, বালিসের ওয়াড় পর্দ্দা, মশারি, ছেলেদের সর্ব্বরকম আটপৌরে জামা, মেয়েদের সেমিজ। এই সকল জিনিষ বোধ হয় প্রতি পরিবারেই মেয়েদিগকে সামান্য শিক্ষা দিলেই নিজেরা উহা তৈয়ার করিতে পারেন। ভেবে দেখুন, এই সমুদয় সামান্য সামান্য জিনিষের জন্য, প্রতি ভদ্র পরিবারের বাৎসরিক কত টাকা দরজির দেনা মিটাইতে হয়।

যাহাতে এই সমুদয় নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলা, অতি সামান্য লেখাপড়া জানিলেও বই দেখিয়া একটু চেষ্টা ও অভ্যাস করিলে শিখিতে পারেন তাহার জন্য, যতদূর আমার সাধ্য সহজ সেলাই শিক্ষা প্রথমভাগ নামে একখানা বই লিখিয়াছি। উহা সাধ্যমত সরল ভাষাতেই লিখিতে চেষ্টা করেছি, ইহার বিষয়গুলি ধারাবাহিকরূপে শিক্ষা করিলে গৃহ-ব্যবহার্য্য সমুদয় আবশ্যকীয় জামা কাপড় সেলাই শিক্ষা একরূপ সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা শিক্ষা করিবার আশা করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি, সময়মত কৃষকেই বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল, স্থানাভাববশতঃ এবার ইহা হইতে অধিক অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

আপনাদের মধ্যে যে কেহ সেলাই সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, উহা আমি আমার সাধ্যমত উত্তর দিতে ত্রুটী করিব না। মধ্যবিত্ত সমাজে ইহার পুন বিস্তার হউক, ইহাই আমার আন্তরিক অভিপ্রায়।

আমার ঠিকানা—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক ফাল্গুন ১৩২২।

আমরা আশা করি যোগেন্দ্র বাবু "কৃষকে" সেলাই সম্বন্ধে উপদেশ দানে জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। কাঃ সঃ

— —

EXPERT'S ADVICEs.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

"Blessed is the peace maker, not the conqueror" বিবাদীদিগের মধ্যে যিনি শান্তি স্থাপন করিয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী এবং জয়ী।

If you can not heal the wound, do not tear it' যে ক্ষত আরোগ্য করিতে জানে না, তাহার ক্ষত ছিঁড়িবারও আবশ্যক নাই। সকল সমাজেই এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা সামাজিক ক্ষত আরোগ্য করিতে জানে না অথচ সেই ক্ষত ছিঁড়িয়া নাড়াচাড়া করিয়া সাংঘাতিক ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া আরও অনিষ্ট করিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ বায়ুই উৎকৃষ্ট ঔষধ, ঔষধ সেবন করিয়া শরীর সুস্থ রাখিতে পারিবে না।

The best Physic is fresh and pure air, বিজ্ঞানে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পতনের পূর্ব্বেই মানবের অহঙ্কার মানবের অধঃপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ, জগত বহুবার এ দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়াও শিক্ষা করে না। অতি দর্পে হতা লঙ্কা, "Pride goes before a fall" জগতে কিছুরই অহঙ্কার চলে না এইটী মূলক অক্ষরে হৃদয়ে লিখিয়া রাখিলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

অহরহই কেবল নিজের দীনতার কথা ভাবিও না, শেষে দীনতাই তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, মানুষ যাহা ভাবে তাহার তাহাই ঘটে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" ক্রমাগত দুঃখের কথা ভাবিলে দুঃখের রাজত্ব সংস্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "Do not be always thinking powerly, accept your condition with cheer" যখন যেমন অবস্থা তাহাই সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়া চলিতে হয়। যে নাবিক সমুদ্রের সানুকুল প্রতিকুল উভয় বায়ুতেই জাহাজ চালাইয়া যাইতে পারে, সেই প্রকৃত নাবিক।

স্ত্রীর সতীত্ব এবং পুরুষের কথা এই দুইটী সভ্য সমাজের স্তম্ভস্বরূপ; যে সমাজের এই দুইটী স্তম্ভ ক্ষীণ হইয়া যায়, সে সমাজের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কথার ঠিক এবং স্ত্রীলোকের পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করিতে হয়, ইহা শিক্ষার বিষয় নহে। সুতরাং যথেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করিয়া সংযমী হইতেই হইবে।

২৭।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

৩০শে মে পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

[illegible]

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, [illegible]

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষ[illegible]

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. [illegible]
৫ম সংখ্যা।	MAY 1917.	মে ১৯১৭।	No. [illegible]

NOTES OF INTEREST.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য তথ্য।

—:o:—

ইস্পাতের পাত।—কাহারও ঘরে আধ বা সিকি ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাত মজুত থাকিলে ১০ই জুনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে।

ভারতীয় সৈন্যের প্রশংসা—সংপ্রতি জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান গোলন্দাজ ভারতীয় সৈন্যদলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন;—ভারতীয় সৈন্তগণ অত্যুৎকৃষ্ট, তাহারা কিছুতেই ভীত হয় না, ভীষণ যুদ্ধের সময়েও তাহারা বীরত্ব গর্ব্বে যুদ্ধ করিতে থাকে। আমরা অশ্বারোহণে বিশেষ পটু নহি, তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে এমন অনায়াসে বিচরণ করে যে, মনে হয়, যেন তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে কুচ করিতেছে। লিল হইতে আরাস পর্যন্ত সর্ব্বত্রই অচিরে তাহাদের বীরত্ব কাহিনী শুনিতে পাওয়া যাইবে।

সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর পরিণাম।—রুষিয়ার পদচ্যুত সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীকে পেট্রোগাডের সন্নিকটবর্ত্তী জারস্কো সেলো প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। স্বামী স্ত্রী একই প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু প্রাসাদ এখন কারাগারে পরিণত হইয়াছে। বহু সংখ্যক প্রহরী অস্ত্র সজ্জিত হইয়া দিন রাত্রি পাহারা দিতেছে। কারাধ্যক্ষের সম্মুখে ব্যতীত অন্য কোন সময়ে রুষিয়ার অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী সম্রাট স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতেও পারেন না। উভয়কে পৃথক মহলে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইয়াছে। সম্রাটের বাসের জন্য ৩টি কক্ষ দেওয়া হইয়াছে, প্রত্যেক কক্ষ পাহারা দিবার জন্য সৈন্ত নিযুক্ত আছে। তাঁহাদিগকে এতদিন নানাপ্রকার [illegible] সামগ্রী দেওয়া হইত, সম্প্রতি খাদ্যদ্রব্যে[illegible] সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে। সম্রাটের [illegible] ভৃত্য অতি সংগোপনে তাঁহাদের পত্র [illegible] পাঠাইয়া দিয়াছিল, এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ[illegible] তাঁহাদের আহারের পরিমাণ কমাইয়া [illegible] হইয়াছে। শুনা যায়, কোটসেবু নামক [illegible] ব্যক্তি সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর পত্র [illegible] লইয়া যাইত। একখানি পত্র প্রহরীরা [illegible] করিয়া পেট্রোগ্রাডের প্রধান সেনাপতি [illegible]রল কর্ণিলফের হস্তে প্রদান করেন। [illegible] সেবু ধৃত হইয়াছে। রুষিয়ার প্রা[illegible] কেরেনস্কি গোপনে পত্র প্রেরণের অপ[illegible] সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর খাদ্য দ্রব্যের সংখ্যা কম[illegible] দিয়াছেন।

সম্রাট ও তাঁহার পত্নীর প্রাণ হইতে[illegible] লাভের আশা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। [illegible] রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের খাদ্যের পরিমাণ [illegible]

[illegible] আসিয়াছিল, সম্রাট [illegible] করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কথা [illegible]। কিন্তু সম্রাজ্ঞী দণ্ডের [illegible] [illegible] উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

ঢাকায় লোহার খনি।—ঢাকা জেলার [illegible] রায়পুরা থানায় যে সকল [illegible] মাটি দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে [illegible] খনির চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

[illegible] ষ্টেশন হইতে নৌকায় চড়িয়া [illegible]নদী দিয়া [illegible] ঘণ্টা গেলে উলুসার গ্রাম পাওয়া যায়। উলুসায়ার ৬ মাইল দক্ষিণে লোহাতি গ্রাম। এই স্থানে বল্মীকের মত ঢিপি দেখা যায়, লোকে ইহাকে দরগা বলিয়া সম্মান করে। বাস্তবিক উহা উইএর ঢিপি নহে, পৃথিবীর বক্ষ লৌহ বহির্গত হইয়া বল্মী-কের আকার ধারণ করিয়াছে। লোহাডিনাম হইতেও বুঝা যায় ঐ স্থানে যে লোহার খনি আছে, লোকে তাহা জানিত। আবুল ফজল আইন আকবরীতে ঢাকার লোহার খনির উল্লেখ করিয়াছিলেন। মোগল শাসনকালে ঢাকার লোহা প্রসিদ্ধ ছিল। অনেকে অনু-মান করেন, লোহাডি হইতে প্রায় ২০ মাইল দীর্ঘ স্থানে ভূগর্ভে লোহার খনি আছে। শীঘ্র ইহার অনুসন্ধান করুন।

সবমেরিণ ধ্বংসের উপায়।—সবমেরিণ ৬০ ঘণ্টার বেশী জলগর্ভে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। সবমেরিণে যে বায়ু থাকে, তাহা ৬০ ঘণ্টার মধ্যে ফুরাইয়া যায়, সুতরাং নূতন বায়ু-সংগ্রহের জন্য জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে হয়। নতুবা সবমেরিনের সমস্ত লোক নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যায়। সব মেরিণ ১৫০ মাইলের বেশী একডুবে যাইতে পারে না। কারণ যে তাড়িত বলে সবমেরিণ চলে, ১৫০ মাইল যাইতেই তাহা নিঃশেষ হয়। নূতন তাড়িত সংগ্রহের জন্য সবমেরিণ ভাসিয়া উঠে এবং তখন জলের উপর যে যন্ত্র বলে চালিত হয়, সেই যন্ত্রের ঘর্ষণে তাড়িত উৎপন্ন হইতে থাকে। তাহা এক আধারে সঞ্চয় করিয়া সবমেরিণ আবার ডুব দেয়। সবমেরিণ জলের তলায় ঘণ্টায় ৮।১০ মাইলের বেশী যাইতে পারে না। যখন কোন জাহাজ ডুবাইতে যায়, তখন তাহার বীক্ষণ যন্ত্র জলের উপর দৃষ্ট হয়। বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা জাহাজের অবস্থিতি স্থান নির্ণয় করিয়া টরপিডো নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সুতরাং জাহাজ ডুবাইবার সময় সব মেরিণ কোথায় আছে, তাহা বীক্ষণ যন্ত্র দেখিয়া নির্ণয় করা যায়। সবমেরিণ বায়ু বা তাড়িত সংগ্রহের জন্যও মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতে বাধ্য হয়। তাই আমেরিকা সমুদ্রের সর্ব্বত্র কামান সজ্জিত শত শত জাহাজ রাখিয়া সবমেরিণ ধ্বংস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। লোহার জাহাজ শীঘ্র তৈয়ার করা যায় না, তাই কাঠের জাহাজ তাড়াতাড়ি নির্ম্মাণ করা হইতেছে। প্রশ্ন এই, জাহাজ তৈয়ার হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ কি শেষ হইবে না?

ব্রিটিশের বাণিজ্য তরী।—লণ্ডনে লর্ড সভায় সংপ্রতি লর্ড কার্জ্জন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—১৯১৪ সালের জুন মাসে অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের সময় গ্রেট ব্রিটন ও উপনিবেশ সমূ-হের ১০০ টনের উর্দ্ধ ১০১২ খান জাহাজ ছিল। অপর সকল রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৬ সালের শেষ ভাগে পৃথিবীর অপর সকল রাজ্য সমূহের ১৩৭৪৯ খানা জাহাজ ছিল। আমাদের জাহাজের সংখ্যা ইহার শত-করা ৭৫।

১৯১৪ সালে আমাদিগের ১৬ শত টনের উর্দ্ধ জাহাজ ছিল ৩৯০০ খান। এই সংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর জাহাজের অর্দ্ধেকের বেশি। ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে আমাদের জাহাজ সংখ্যা ৩৫০০ হইয়াছে। এই ক্ষতি-পূরণের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে।

একটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ।—ফরিদপুর জিলায় একটি অত্যাশ্চর্য্য খেজুর গাছ আছে। প্রত্যূষে বৃক্ষটি পত্রবিস্তার পূর্ব্বক সরলভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সন্ধ্যাসমাগমে ইহার মস্তক অবনত হইয়া ভূমিস্পর্শ করে। এই নৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যহ ঘটে।

ইহাকে দৈবব্যাপার মনে করিয়া জনসাধা-রণ বৃক্ষমূলে পূজা দিতেছে এবং বৃক্ষের মালীক এতদ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছে।

এই অসামান্য ব্যাপারের কারণ নির্ণয়ার্থ অধ্যাপক সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যন্ত্র-পাতি সহ, দুইবার লোক পাঠাইয়াছেন। পরীক্ষার দ্বারা অতি চমৎকার ফললাভ করা গিয়াছে, উদ্ভিদ তত্ত্ব সম্বন্ধে বসু মহাশয় যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। বসু ইনিষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত পত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বাহির হইবে।

জাল স্বামী।

(১)

সামান্য একখানি কাপড়ের দোকান, তাহাও আবার রসময় চক্রবর্ত্তীর নিজস্ব নহে, হরিচরণ রায়ের সহিত ভাগে। উহার আয় এত অধিক নহে যে, রসময় তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটী চালাইয়া মহামায়ার নিত্য নূতন আবদার যোগাইয়া উঠিতে পারেন। আজ গহনা, কাল পার্শী, বেনারসী সাটী, পরশ্ব সাটীন মখমলের বডি, এই প্রকার প্রত্যহ একটা না একটা ফরমাস আছেই আছে। রসময় যদি আজ্ঞা মাত্র বাপেন্দ্র সুপুত্র হইয়া

উহার জোগাড় যোগাইতে না পারেন, তাহা হইলে আর বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না, মহামায়ার কোন্দলের নাড়ীটা এত কর কর করিয়া উঠে যে, মুখ আর থামে না, সুরও নামে না, একাষ্ট খাটীখানি এমন গরম ক'রিয়া তুলেন যে, কাক চিল বসিতে পারে না। সাংসারিক অশান্তি রসময়কে এতই ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তিনি ধৈর্য্যের সীমা হারাইয়াছেন, কোথাও পলাইতে পারিলেই তাঁহার হাড়ে বাতাস লাগে।

মহামায়ার মায়ায় পড়িয়া রসময় দোকানের তহবিল হইতে সময়ে সময়ে এত টাকা লইয়াছেন যে, আর কিছুদিন এই ভাবে চলিলে তাঁহার অংশের মূলধন সমস্তই উঠিয়া আসিবে, দোকানখানি হরিচরণের নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইবে। অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয় হইলেও হরিচরণ তাহাই চাহেন, কারণ এই সময়ে দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতেছিল, রসময়কে অংশ দিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। এইজন্য রসময় যখন যে টাকা চাহিতেন, হরিচরণ বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহাকে তাহাই লইতে দিতেন। রসময় যে নিজের অবস্থা বুঝিতেন না, এমন নহে, কিন্তু কলহ ও অশান্তির ভয়ে তাঁহাকে মহামায়ার প্রয়োজনে যত টাকা দোকান হইতে লইতেই হইত।

এক দিন এক প্রতিবেশিনী মহামায়ার নিকট এক ছড়া চিক বিক্রয় করিতে আসিল। উহার গঠন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া মহামায়া প্রলুব্ধ হইলেন, উহা বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। নিকটস্থ একজন স্বর্ণকার উহার মূল্য ১৫০ টাকা ধার্য্য করিয়া দিল। রসময় দোকান হইতে বাটী আসিলে মূল্য দিবেন বলিয়া মহামায়া চিক রাখিলেন। বেলা একটার সময় রসময় আহার করিতে আসিয়া মহামায়ার গলায় চিক দেখিলেন এবং উহা কাহার, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহামায়া বলিলেন, কেমন সুন্দর চিক দেখ, আর কত সুলভ! কেবল সোনার দরে পাইয়াছি, তাহা হইতেও ভরি প্রতি ২॥ টাকা বাদ দিয়া মোট ১৫০ টাকা মূল্য ধার্য্য হইয়াছে। মেয়েদের মোক্তদার বড় টাকার প্রয়োজন, তাই এত সস্তায় দিয়াছে—আজই কিন্তু টাকাটা দিতে হইবে।" কুক্ষণে রসময় গৃহিণীর প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তত বেলায় দোকান হইতে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়াছেন, তখনও স্নানাহার হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মেজাজ ঠিক ছিল না। তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিন্ন দোকান হইতে আর একটী পয়সাও লইবেন না, মহামায়ার বিলাসিতার জন্য তিনি কি ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবেন?

আর যায় কোথা! বোলতার চাকে ঢিল পড়িল, চরকী বাজীতে আগুন দেওয়া হইল! মহামায়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলে রসময়ের মাথাটাও গরম হইয়া উঠিল—স্বামী স্ত্রীতে সেই নিদাঘের তৃতীয় প্রহরে শূন্য উদরে বেশ এক পালা কোন্দল হইয়া গেল। মহামায়ার আদেশে ঝি একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ডাকিয়া আনিল। ঘুমন্ত পুত্রকে তুলিয়া খুকীকে ক্রোড়ে লইয়া মহামায়া গাড়ীতে যাইয়া বসিলেন, গাড়ী তাঁহার পিত্রালয়ের দিকে চলিয়া গেল। এ প্রকার ঘটনা বিরল ছিল না, কিন্তু রসময়ের অনুরোধে ও ঝির সাধ্য সাধনায় অন্য দিন কর্ণপাত করিতেন, আজ কেহ কিছু বলিল না, মহামায়াও গমনে ক্ষান্ত হইলেন না—ঝিরও আর অশান্তি ভাল লাগিতেছিল না। সে দিন আর রসময়ের আহার হইল না, উনানের ভাত উনানেই জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল। তিনি চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া ছাতাটী খুলিতে খুলিতে বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঝি ফলাহার করিয়া সদর দরজায় খিল দিয়া অকন পাতিয়া শুইয়া নিদ্রাদেবীর শরণ লইল।

(২)

মলিন বেশে, রুক্ষ কেশে, শুষ্ক মুখে বেলা চারিটার সময় রসময় দোকানে আসিয়া বলিলেন, "হরি দাদা! আমাকে গোটা দশ টাকা দাও—এই আমার শেষ টাকা চাওয়া; আর কোন দিন চাহিতে আসিব না; বাকী কিছু পাওনা হইবে, গোপালকে দিও, আমি আজই কাশী যাইব, এখানে আর একদিনও থাকিব না।" হরিচরণ তাঁহাকে অতিশয় কাতর ও রোদনোন্মুখ দেখিয়া এ কথা বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া মহামায়ার সহিত বিবাদের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইলেন। তিনি তখনই লোহার সিন্দুক খুলিয়া ১৫০ টাকার নোট বাহির করিয়া রসময়কে দিতে গেলেন, কিন্তু রসময় উহা লইলেন না। হরিচরণ অনেক বুঝাইলেন এবং রাগ করিয়া কাশী যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু রসময় কিছুতেই বাগ মানিলেন না, তাঁহার সঙ্কল্প অটল রহিল। হরিচরণ মুখে যতই দুঃখ প্রকাশ করুন না, এই আকস্মিক ঘটনায় কিন্তু মনে মনে বড় আনন্দিত হইলেন—তিনি যাহা চাহিতেছিলেন, ভগবান তাহা মিলাইয়া দিলেন। রসময়ের আহার নাই শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের হাত বাক্স হইতে পয়সা বাহির করিয়া জলখাবার আনাইয়া তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত খাওয়াইলেন।

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে রসময় বাটীতে আসিলেন এবং কয়েকখানা বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী একটা ছোট ট্রাঙ্কে পুরিলেন এবং একটা ছোট খাট বিছানার পাটরী বাঁধিলেন। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায় যাবেন?" রসময় বলিলেন, তিন চারি দিনের জন্য আমাকে একবার ঢাকায় যাইতে হইবে, দোকানে একখানিও ঢাকাই কাপড় নাই,

সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, হাজার দুই টাকার ঢাকাই কাপড় এই সময়ে আনিলে দ্বিগুণ লাভের সম্ভাবনা। ঘরে চাল দাল সবই আছে তুমি রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইও, আর এই টাকাটী লও, বাজার খরচ করিও; খুব সাবধানে থাকিও। যদি ইহার মধ্যে গোপালের মা আসেন ভালই; না আসেন ডাকিতে যাইও না—গোয়াল শূন্য থাকে সেও ভাল।" ঝিকে যেমন বুঝাইলেন, বুড়া মানুষ তেমনই বুঝিল। সন্ধ্যার পরে মুটের মাথায় ট্রাঙ্ক ও বিছানার গাঁটরী চাপাইয়া রসময় "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া বাটী ত্যাগ করিলেন।

দুই দিন, চারি দিন, আট দিন গেল, রসময় ঢাকা হইতে ফিরিলেন না দেখিয়া ঝি মহামায়ার পিত্রালয়ে যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। মহামায়ার তখন রাগ পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি অনুতাপে জর্জ্জরিত হইতেছিলেন, রসময়ের বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য ঢাকায় যাওয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল না—তাঁহার মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। নবম দিবসে পুত্র কন্যা লইয়া মহামায়া নিজ বাটীতে আসিলেন এবং রসময়ের সংবাদ জানিয়া আসিবার জন্য ঝির সহিত গোপালকে হরিচরণের নিকট পাঠাইলেন। ঝি ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, রসময় কাশী গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ঠিকানা দেন নাই। মহামায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া একেবারে যেন মাটীর সহিত মিশিয়া গেলেন।

এক মাস, দুই মাস, তিন, মাস এমনই করিয়া দিন যাইতে লাগিল। প্রত্যহ মহামায়া রসময়ের প্রত্যাগমনের আশা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না—অনুতাপে মহামায়া পুড়িতে লাগিলেন। প্রথম কয়েক মাস সংসার খরচের জন্য হরিচরণ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎপরে তাহাও বন্ধ করিলেন। মহামায়া শুনিলেন, কাপড়ের দোকানে অনেক লোকসান হওয়াতে উহা উঠিয়া গিয়াছে এবং হরিচরণ ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে আর কোন মুখে অর্থ সাহায্য চাহিবেন? এখন মনের জ্বালার উপর পেটের জ্বালা মহামহায়াকে আক্রমণ করিল। তাঁহার হস্তে নগদ যাহা ছিল, তাহা খাইয়া ফেলিলেন, তৎপরে অলঙ্কারগুলি পোদ্দারের দোকানে গেল, তৎপরে তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রয় যোগ্য যাহা ছিল. সমস্তই পেটের দায়ে বিক্রীত হইয়া গেল। অবশেষে মহামায়া বাটীখানি ভাড়া দিয়া একখানি খোলার ঘরে উঠিয়া গেলেন,বাটীর সামান্য ভাড়া হইতে অতি কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন—চক্ষের জলের সহিত শয্যাত্যাগ করিতেন, চক্ষের জলের সহিত শয্যার আশ্রয় পাইতেন।

রসময়ের কাশী গমনের পর হইতে হরিচরণ দোকানের দুই প্রস্থ খাতা খুলিলেন, এক প্রস্থে লাভ, ইহাই প্রকৃত, অন্য প্রস্থে লোকসান, ইহা অপ্রকৃত। যখন জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইল; তখন দোকান তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার শ্যালকের সহিত পাটের কারবার আরম্ভ করিলেন। পাটের কারবারে বিলক্ষণ লাভ, নতুবা বাঙ্গালার বুদ্ধিমান কৃষকগণ ধানের চাষ তুলিয়া দিয়া জমিতে পাট বুনিবে কেন?

(৩)

কাশীধামে রসময় এক কাশীবাসী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বাটীতে খোরাকী দিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নী নহেন, একজন নিকট আত্মীয় বিধবা। ব্রাহ্মণ বিপত্নীক হইলে তাঁহাকে লইয়া নিন্দার ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছেন। এখানে তাঁহারা স্বামী স্ত্রীর মতই বাস করেন। কাশী ধামে এ প্রকার কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছেন, তাহার সংখ্যা করে কে? যাহা হউক, ইহা এক প্রকার মন্দের ভাল। ব্রাহ্মণীর হাতে খাইতে রসময়ের আপত্তি ছিল না—তিনি নিতান্ত গোঁড়া হিন্দু নহেন বুঝি? কিন্তু তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিতেন, দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু রাখিতেন, দেব দেবী দর্শনে ও পূজাহ্নিকেও তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। এমন অবস্থাতেও, যখন পুঁজি ফুরাইয়া গেল, তখন তাঁহাকে এক মাড়য়ারীর কাঠের গোলায় চাকরী লইতে হইল। দেশের সহিত তাঁহার আর কোন সংস্রব নাই, পুত্র কন্যার জন্য মন কাঁদিলেও মাহামায়ার অত্যাচারের ভয়ে হৃদয়ে পাথর চাপা দিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন; কাহাকেও একখানি পত্র লিখিলেন না, তাঁহাকেও কেহই লিখিল না। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, তাহাতে কোন ব্যতিক্রম হইল না

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের শিল্প।

—:•:—

নৈসর্গিক সম্পদে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের হিতার্থে এই দেশের শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা হইলে ভারতবর্ষ হইতে দুর্ভিক্ষকে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে কেবল ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য বাড়িবে তাহা নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও অর্থ বলে বলী হইয়া উঠিবে।

মিঃ ম্যাকলিয়ড লণ্ডন বাণিজ্য সমিতির পূর্ব্ব ভারতীয় বিভাগের সভাপতি। সংপ্রতি তিনি সাম্রাজ্য সভার ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে এক ভোজ দিয়াছিলেন। সেই ভোজে সার এস, সি, সিংহ বলিয়াছেন,—"অপর সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের যে সকল সমস্যা রহিয়াছে, ধীরভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তাহাদের আলোচনা করিয়া-

ছেন ; সংপ্রতি যে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সমস্ত সঙ্কট দূর হইবে। ভারতে ব্রিটিশের প্রাধান্ত থাকিবে, উহাতে সন্দেহ নাই, রাজভক্ত ভারতবাসী সাম্রাজ্যের অংশ হইয়াই থাকিতে চাহে। অর্থ বিষয়ে ভারতবাসী স্বায়ত্ত শাসন পাইতে চাহেন, ভারতবর্ষের উপর যে ভার অর্পণ করা হয়, তাহা ন্যায়ানুমোদিত হউক, ইহাই তাহাদের অভিপ্রেত। যে দেশের নিসর্গ-সম্পদ এবং শক্তি যেমন, সাম্রাজ্য রক্ষণে সেই দেশের তেমন সহায়তা করা উচিত। সাম্রাজ্যের অন্য সকল প্রদেশ যেন আপনাদের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উপকরণরাজি লুণ্ঠন করেন না। ভারতবর্ষের উপকরণ দ্বারা যাহাতে উক্ত দেশের হিতসাধিত হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা হইলে উহাতে সাম্রাজ্যেরই উপকার হইবে।"

ভারত সচিব বলেন, "ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন দ্বারা ভারতবর্ষ ও ব্রিটন উভয়েরই উপকার হইবে। ব্রিটন যদি ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতিতে কাতরতা প্রকাশ করেন উহা তাহার পক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতা হইবে। কেবল শিল্পের জন্য নহে, রাজনৈতিক কারণেও ভারতবর্ষীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ভারতের সমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্য ব্রিটন ও ভারতবর্ষের যথাশক্তি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হইবে না, সেই সকল ব্রিটন দেশজাত জিনিষ যাহাতে সেখানে অধিক পরিমাণ বিক্রয় হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সঞ্জিবনী।

সর্পদংশনের মহৌষধ।

—:০:—

কাঁথির অনতি দূরবর্ত্তী বালুকাময় স্থানে ২।৩ বিঘা করিয়া প্রায় প্রত্যেকের বাদাম বৃক্ষের বাগান আছে। ফলগুলি সুপক হইয়াছে ও হইতেছে। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেক সময় হইতে না হইতে ফলগুলি শেষ হইয়া যাইবে। এই সুপক বাদাম ফলের রস এক আধ পোয়া প্রত্যেক ব্যক্তির বাড়ীতে থাকা বিশেষ আবশ্যক। তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প দংশন করিলে উহার রস এক ছটাকের অধিক আন্দাজ রোগীকে পান করাইতে পারিলে সেই মুহূর্ত্তে ভগবানের কৃপায় রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। যাহাদের বাগান আছে তাহারা সুপক বাদাম ফলকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া রস বাহির করতঃ ২।১ কলসী রাখিয়া থাকে। কিছুদিন ঐ রস থাকিলে গুড় হইয়া যায়। সেই গুড় দেশের অধিকাংশ লোকে আহার করিয়া থাকে। যদি কাহারও ঐ রস সংগ্রহ ইচ্ছা থাকে, আর তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন যদি কাঁথি মহকুমায় চাকরী উপলক্ষে আসিয়া থাকেন : তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা (অথবা আমার নিকট হইতে) সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। এই সময় অতীত হইলে আর পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িবে। আমি কোন স্বার্থ সাধনের জন্য বলি নাই। লোকের মঙ্গলার্থে এবং সাধারণ লোকের জ্ঞাতার্থে অথবা সর্ব্বত্র প্রচারার্থে জানাইতেছি। বিনা মূল্যে সুপক বাদাম ফল এদেশে পাওয়া যায় ; তবে ২।৩ মাইল হইতে মজুর দ্বারা সুপক বাদাম ফল সংগ্রহ করিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লইতে হয়। এখন হাটে বাজারেও সুপক বাদাম ফল বিক্রয় হইয়া থাকে। পয়সার ৫।৭ গণ্ডা করিয়া বিক্রয় হয়। মেঃ হিঃ।

সংসারযাত্রায় শঙ্কট।

—:০:—

চাউল, ডাউল, লবণ, ঘৃত, তৈল এসকলের মূল্য যুদ্ধের অজুহাতে ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; প্রত্যেক গৃহস্থ তাহা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছেন।

পরিধেয় বিলাতি আমদানী বস্ত্রের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ১ জোড়া পাঁচ হাতি ছেলেদের কাপড় যাহা দ্বারে দ্বারে ফেরিওয়ালাগণ টাকায় ৩খানা বিক্রয় করিয়া বেড়াইত, সেই কাপড়ের ১ জোড়ার মূল্য ১০, [illegible] দাঁড়াইয়াছে। পূর্ণ বয়স্কের কাপড় ১ জোড়া এখন আর ৩৷৵০ হইতে ৪৲ টাকার কম পাওয়া যাইতেছে না। দোকানদারগণ বলিতেছে, মূল্য আরও বৃদ্ধি হইবে।

তেঁতুল ৫১৫ হইতে কখন এক আনার উপর হইতে দেখি নাই ; কিন্তু গত বর্ষে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হওয়ার জন্য তেঁতুল এ বৎসর।০ চারি আনা সেরে দাঁড়াইয়াছে। চিনি দুর্ম্মূল্য, গুড় টাকায় পাই বাপা /৩ সের মাত্র। কাগজ কালী সমস্তই অগ্নিমূল্যে বাজারে বিক্রয় হইতেছে ; এ সকল পরিত্যাগ করিলেও বস্ত্রের মহার্ঘ্যতাতেই বাঙ্গালীকে এবার শঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে এবং হইবে।

এদেশ এই দারুণ দুর্দ্দিনে প্রকৃতই অন্তঃসার শূন্য হইতে চলিয়াছে, দেশের কাপড়ের কলগুলি সূতার অভাবেই হয়ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু কার্য্য করিতেছিল, এখন তাহা বন্ধ হইতে চলিল। এদেশের লোক জগতের বাজারে ক্রেতা, কখনও দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া বিক্রেতার স্থান অধিকার করিতে পারে না। নানান দিকে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি হেতু সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার প্রতিকারের উপায় কি ? বস্ত্রের জন্য এদেশে পুনরায় তুলার চাষ এবং চরকার প্রচলন না হইলে এদেশের লোককে আচ্ছাদনের জন্য অতি কঠোর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। মুসলমান মহিলাগণ এবং সাঁওতালগণ এখনও এদেশের জোলাদের প্রস্তুত কাপড় পরিধান করিয়া থাকে। হিন্দু বাঙ্গালীগণ মোটা কাপড় পরিতে অনভ্যস্ত হইয়াছে ; কিন্তু গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতাবস্থায় এইরূপ কাপড়ের

[illegible] চিরকালস্থায়ী অনু- [illegible] সংক্ষেপ হইতে পারে। [illegible] হিন্দুর সংসারে কেমন কাপড় [illegible] কি না বলিতে পারি না। বিলাতী [illegible] কাপড় অপেক্ষা [illegible] অপেক্ষাকৃত [illegible]। [illegible] বিলাতি কাপড়ের ন্যায় দেশী [illegible] মূল্যের সমানই হইতে [illegible] দেশী তাঁতে বোনা কাপড় [illegible] চলিত কিন্তু পরিত্যক্ত সে সূতাও [illegible] হইতে আমদানী হইয়া থাকে। যদি [illegible] সূত্র এদেশে পাইতে দুর্ম্মূল্য এবং [illegible] হইয়া উঠে, তাহা হইলেই সঙ্কট হইয়া [illegible]। এই জন্য এদেশে কার্পাস এবং চরকার পূর্ব্ব প্রচলন হইলে অভাবের দারুণ উৎপীড়নে, লজ্জা নিবারণের জন্য কেহ আর [illegible] এবং মোটা বস্ত্রের বিচার করিতে যাইবে না। সেইজন্য কার্পাস চাষের জন্য বঙ্গবাসীর যত্নবান হওয়া আবশ্যকীয় হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালীরই এই বস্ত্র সঙ্কট উপস্থিত হইবে। কারণ বাঙ্গালী ব্যতীত অন্যান্য দেশে অন্যান্য উপায়ে অর্থাৎ পায়জামা, কুর্ত্তা দ্বারা লজ্জা নিবারণ হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গালার ধুতি এবং সাড়ী ব্যতীত লজ্জা নিবারণের উপায় নাই। ইহা ব্যতীত মাট্‌কা প্রভৃতির বস্ত্রও বিলাতি আমদানী সূতার মুখাপেক্ষী নহে, তাহা এদেশেই উৎপন্ন হয় এবং এদেশের তাঁতেই বোনা হইয়া থাকে; এই শ্রেণীর বস্ত্র স্থায়ী এবং সহজে নষ্ট হয় না। যাহা হউক, লজ্জা নিবারণের জন্য বাঙ্গলাদেশকে [illegible] হইতে হইয়াছে। নচেৎ কাপড়ের ব্যয়েই [illegible] করিবে। পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত জামার কাপড়ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। একটা ছেলেদের জামা এখন আর ৸৹ হইতে এক টাকা, [illegible] হইতেছে না। দেশী মাট্‌কা [illegible] প্রভৃতি কাপড়ের মূল্য অধিক হইলেও [illegible] পোষাইয়া যাইবে। জানি না কত দিনে পৃথিবীতে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়া গবর্ণমেন্টের এই বিষয় একটা নিষ্পত্তি হইবে। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অনেক সংসারেই ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে, মানসিক শান্তি বিচলিত হইতেছে। বলিতে কি বহু বহু সংসারে হাহাকারের রোল উঠিয়াছে।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

To powder glass.

কাচকে চূর্ণ করিবার সহজ উপায়।

হামাল দিস্তার দ্বারা গ্লাস বা কাচ চূর্ণ করা অনেক সময় বিপদ-জনক, চূর্ণ কাচ চক্ষের মধ্যে বা হাতে ফুটিয়া যাইলে সাংঘাতিক অবস্থা দাঁড়াইতে পারে। গত বারে আমরা শিরিষ কাগজে কাচ চূর্ণ দিবার কথা বলিয়াছিলাম। এই কাচকে কেমন করিয়া অতি সহজেই চূর্ণ করা যায়, তাহার উপায় বলিতেছি। প্রথমতঃ কাচখণ্ডকে একটা চুলার মধ্যে দিয়া যখন আগুনের মত লাল হইয়া উঠিবে, সেই সময় চুলা হইতে উঠাইয়া শীতল জলে ফেলিয়া দিবা মাত্রই কাচ সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হইয়া যাইবে। তাহার পর জল হইতে ছাঁকিয়া শুষ্ক করিয়া বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিয়া তাহার দ্বারা শিরিস কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এটা সহজ উপায়, জানিয়া রাখা ভাল।

How to write on glass.

কাচ এবং পোর্সিলেনের উপর স্থায়ীভাবে লিখিবার কালী প্রস্তুত প্রণালী।

ময়দা, অ্যামোনিয়া, হাইড্রেট্ এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একত্র সমপরিমাণে মিশাইয়া তাহার সহিত গম্ অ্যাকাসিয়া কিঞ্চিৎ দিয়া একটু পুরু (thick) করিয়া কলম দ্বারা কাচের উপর লিখিলে সেই লেখা স্থায়ী হইয়া যায়, সহজে উঠে না। পরীক্ষা করা উচিত।

Faber নামক একটা কোম্পানী গ্লাসের উপর লিখিবার এক প্রকার পেন্‌সিল প্রস্তুত করিতেন, তাহার দ্বারা কাচ এবং পোর্সিলেনের উপর লিখিতে পারা যাইত, নিম্নে তাহার প্রস্তুত-প্রণালী দেওয়া গেল।

কাল পেন্সিল (Black)

Lamp black বা ভূষা	১০ ভাগ।
সাদা মোম	৪০ ভাগ।
Tallow বা চর্ব্বি	১০ ভাগ।

একত্র অগ্নির উত্তাপে গালাইয়া জমিলে পর পেন্‌সিলের আকারে পাকাইয়া লইতে হইবে।

ঐ শ্বেতবর্ণের (White)

White lead	40 parts,
শ্বেত মোম (White wax)	20 parts.
Tallow	10 „

Blue বা নীলবর্ণ।

Berlin blue	10 parts.
Wax	20 „
Tallow	10 parts.

Yellow (হরিদ্রা বর্ণ)

Chrome yellow	10 parts.
Wax	20 „
Tallow	10 parts.

প্রস্তুত প্রক্রিয়া কাল রঙের মত। উপরোক্ত পেন্‌সিল দ্বারা কাচের উপর লিখিতে হইলে আর একটী কাজ করিতে হয়। কাচের উপর একটা কোটিং করিয়া লইলে ভাল হয়।

তাহার উপায় প্রণালী White and brown sugar শ্বেত এবং পীতবর্ণের চিনিকে জলে গুলিয়া পাতলা সরবতের মতন করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাতে একটু রেক্টিফায়েড স্পিরিট মিশাইয়া গ্লাসখানাকে একটু উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে উপরোক্ত সলুইশনটাকে স্পঞ্জ দ্বারা এক কোট লাগাইয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যাইবে। এই যে জমী হইল, ইহার উপর অতি অনায়াসে পেনসিল বা কলম দ্বারা যাহা ইচ্ছা লেখা যাইতে পারে।

LIQUID GLUE.

তরল শিরিস।

হেসচ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক সায়েন্টিফিক আমেরিকান্ পত্রে উপরোক্ত উৎকৃষ্ট প্রকার শিরিস প্রস্তুতের এক প্রক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই শিরিস দ্বারা কাষ্ঠ এবং লৌহ জুড়িলে সহজে খুলিবার সম্ভাবনা থাকে না।

Clear gelatine	১০০ ভাগ।
Cabinet maker's glue বা কাষ্ঠের মিস্ত্রিরা যে শিরিশ ব্যবহার করেন তাহারই	১০০ ভাগ
আল্কোহল	২৫ ভাগ
Alum বা ফট্‌কিরি চূর্ণ	২ ভাগ

উপরোক্ত সমস্ত গুলিকে ২০০ ভাগ Acitic acid (২০ পারসেন্ট) এর সহিত মিশাইয়া গরমজলের ভাপরার (Water bath) এ উত্তপ্ত করিতে হইবে। এই শিরিস লিকুইড্ বা তরল হইবে এবং ইহা দ্বারা লৌহপাতও কাষ্ঠের সহিত জুড়িলে সহজে খুলিবে না।

English Machanic.

এই শিরিস সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রক্রিয়া সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। কাগজের দুর্মূল্যতার জন্য বহু বিষয়ের আলোচনার আর সুবিধা নাই, সেই জন্য পাঠকগণ আমাদিগকে যেন ক্ষমা করেন। সংবাদ এবং মাসিক পত্র পরিচালকগণের যে ঘোর সঙ্কট কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছেন।

BEST HAIR WASH.

কেশ ধাবন।

ইহা দ্বারা কেশ বৃদ্ধি হয়, এই আরক দ্বারা কেশ ধৌত করিলে কেশমূল দৃঢ় হয়। "The following hair-wash is recommended to strengthen and improve the growth of hairs."

(*Erasmus Wilson's*)

Eaude cologne (strongest)	8 oz.
Tincture Cantharides	I Fluid ounce
Oil Lavender (Eng.)	half fl. ounce
Oil Rosemerry	Do

এই গুলি একত্রে মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট হেয়ার ওয়াশ প্রস্তুত হইবে। ইহার সহিত অর্দ্ধ ড্রাম অয়েল অরিগেনম্ (Oil Origanum) মিশ্রিত করিলে আরও সুন্দর হইবে। কেহ কেহ বলেন, অয়েল লাভেণ্ডারের পরিবর্ত্তে উপরোক্ত দ্রব্য দেওয়া যায়; কিন্তু তাহা করিলে সৌরভ কম হইয়া পড়ে সুতরাং ওয়েল লাভেণ্ডার পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

A safe hair dressing.

উৎকৃষ্ট নিরাপদ কেশ তৈল।

উৎকৃষ্ট কোচিন নারিকেল তৈল	১২ আঃ
রেড়ির তৈল (রিফাইন করা)	৩ পাউণ্ড

প্রথমে নারিকেল তৈলকে গলাইয়া তাহাতে রেড়ির তৈল দিয়া খুব জোরে আলোড়ন করিয়া মিশাইতে হইবে। যখন সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইবে, তখন ইহার সহিত Strong Alcohol খুব কড়া সুরাসার ৪ পাইন্ট মিশাইলে উৎকৃষ্ট কেশ বিন্যাসের আরক প্রস্তুত হইবে, ইহাতে রোজমেরি কয়েক ফোঁটা দিয়া সামান্য সৌরভযুক্ত করিলেও ক্ষতি নাই।

বলা বাহুল্য যে, নারিকেল এবং রেড়ির তৈল উভয়েই কেশের পক্ষে উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া ভারত মহিলাগণ আজীবন ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ রক্ষা করিতে পারিতেন। আজ কাল সৌখীন নামের নানা প্রকার তৈল ব্যবহারে যুবতীর মস্তকেও পক্ক কেশ তুলিতে লোক রাখিতে হইতেছে। আজ এই পর্য্যন্তই রহিল।

ব্যবসায় এবং বঙ্গ সাহিত্য।

—:০:—

ব্যবসায়ী হইলেই যে ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হইতেই হইবে, এমন কথা বহু উপন্যাস এবং গল্প লেখকের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বহু ব্যবসায়ী পরহিতার্থে এমন সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন যে, অব্যবসায়ী তথা কথিত বহু ধার্ম্মিক অপেক্ষা তাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, এমন দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায় হইতে আমাদের বহু বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বড় বড় সৎ কাজ করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত চক্ষু ফিরাইলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী লেখক কদাচিত তাহার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণপান্তী, মতিলাল শীল, সাগর দত্ত, তারক প্রামাণিক প্রভৃতি মহাত্মাগণ ব্যবসায় বাণিজ্যেই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া পরহিতার্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা কাহার নিকট অবিদিত?

ব্যবসায়ীর প্রচুর অর্থ দ্বারায় জগতের এত

মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার সুযোগ, তাহা তত্ত্বজ্ঞ কল্পিত ধার্ম্মিকের স্বপ্নেরও অগোচর। জগতের সর্ব্ব দেশেই মহাজনের অর্থেই বড় বড় লোকহিতকর কার্য্য সমূহ সমাধান হইয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ীকে ঘৃণা করা কোনক্রমেই ধর্ম্ম সঙ্গত হইতেই পারে না। বাঙ্গালী বহুকাল দাসত্ববৃত্তি করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্মান করিতে বিস্মৃত হইয়াছে, সেইজন্য দাসত্বের গল্প, দাসত্বের অধিক দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর লেখায় মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুরটা বদলাইয়া একটু অনুসন্ধান করিয়া এদেশে যে সকল ব্যবসায়ী স্বনামধন্য হইয়া পরহিতার্থে তাঁহাদের অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের জীবনীর বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচুর স্থান আমরা দেখিতে চাহি। আমরা সেই আদর্শ আমাদের সন্তানসন্ততিকে দেখাইয়া মানুষ করিতে চাহি। "Examples are better than precept".

প্রত্যক্ষ সৎ দৃষ্টান্ত দেখাইলে দেশের অসৎ পন্থাবলম্বী বহু ব্যবসায়ীর চরিত্র গঠিত হইবে, দেশ তাহা দ্বারা মহা উপকৃত হইবে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এখন বাঙ্গালীকেও যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, এখন যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যে শুদ্ধনায়ক নায়িকার প্রেমের প্রবাহ না তুলিয়া বীর কাহিনী শুনাইলে এখন বাঙ্গালীর ছেলের সেইরূপ সাহিত্য দ্বারা লুপ্ত বীরত্ব জাগরিত হওয়ায় সুযোগ হইবে, সেইরূপ সৎ ব্যবসায়ীর পর হিতকর কাহিনী দ্বারা অসৎ ব্যবসায়ীর লুপ্ত প্রায় নীতিজ্ঞান পূর্ণ জাগরিত হইবে। এদেশ ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষির উন্নতি ব্যতীত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। অর্থের অভাবেই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে সেই অর্থের স্বাচ্ছল্য না হইলে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না।

অভাবী দরিদ্রগণই স্বভাবত কাপুরুষ হইয়া থাকে। সেই দরিদ্রতা মোচন শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষতা ব্যতীত সম্ভবে না। অর্থের অভাবেই মানুষ সহানুভূতিশূন্য হইয়া পড়ে, পরোপকার প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়, কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকাইতেই পারে না। এই অর্থ শিল্প এবং ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোনরূপেই প্রচুর পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

আমরা অব্যবসায়ী জাতি, সেই জন্য আমাদের সাহিত্যে ব্যবসায়ীর আলোচনার জন্য স্থান দিতেও শিক্ষা করি নাই। ব্যবসায়ী হইলেই যে ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হয়, এ ধারণা হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলা উচিত, কারণ এই ধারণা ভ্রান্ত।

দেশের সৎব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহারা সৎকার্য্য দ্বারা দেশের মহৎ উপকার করিতে পারেন ইহা অসম্ভব নহে। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন ব্যবসায়ীগণের চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থান পাইলে বাস্তবিক বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অতি আবশ্যকীয় শূন্য স্থান পূর্ণ হইবে।

সমাজ ব্যবসায়ী দ্বারা বিবিধ প্রকারে উপকৃত হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যবসায়ীর সম্মান যে এদেশে বৃদ্ধি হওয়ার আবশ্যক আছে এবং সাধারণের ব্যবসায়ীকে সম্মান করিতে শিক্ষা করিবারও উদ্দেশ্য আছে, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। এদেশের সাহিত্যে সৎব্যবসায়ীর সৎ দৃষ্টান্ত দেখাইবার আবশ্যক হইয়াছে, কেন না এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এদেশের বহু যুবক স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এমন সময়ে প্রেমের উপন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মীর আদর্শ বঙ্গ সাহিত্যে স্থান পাইবার আবশ্যক আছে।

ব্যবসায়ী অলস হইতে পারে না। ব্যবসায়ী ধর্ম্মপক্ষেই চলিতে চাহে, কিন্তু খরিদদারগণ জিনিষের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে, ব্যবসায়ীকে ধর্ম্মপথ হইতে টানিয়া অসৎ পথেই দাঁড় করান হয়। অনেক অশিক্ষিত ব্যবসায়ীও চতুরতার আশ্রয় লইয়া থাকে, যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষেই সৎপন্থাবলম্বন করিতে শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর অসৎ পথ অবলম্বনের বোধ হয় কোন আবশ্যকই হইত না। এই দর কসাকসি ব্যাপারটা যে উভয় পক্ষের অপ্রিয়, ইহা অনেকেই বুঝিয়াছেন, সেই জন্য শিক্ষিত ব্যবসায়ী একদরে বেচিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং অধিকাংশ ক্রেতাও এখন দর কসাকসি করা ভুলিয়া যাইতেছেন। সুতরাং ক্রমে অসৎ ব্যবসায়ীও সৎপথে দাঁড়াইতেছেন।

টর্ফ্ ক্লবের লটারী।—কলিকাতা টর্ফ্ ক্লবের লটারী বা স্ফূর্ত্তি খেলা এক দফা শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম তিনটি বাজী বেশ মোটা রকমের। প্রথম বাজীর মূল্য ২,৯৩,১০০ দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার এক শত টাকা; দ্বিতীয় বাজীর মূল্য ১,৪৬,৫,৫০ এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা এবং তৃতীয় বাজীর মূল্য ৭৩,২৭৫ তিয়াত্তর হাজার দুইশত পঁচাত্তর টাকা। প্রথম বাজী যিনি জিতিয়াছেন, তাঁহার টিকিটের নম্বর ১১৫৯; সাঙ্কেতিক নাম,—এইচ এস আর। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, ইঁহার পুরা নাম, শ্রীযুক্ত হরশঙ্কর রায়। ইনি ঢাকা-তেওতা গ্রামের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় মহাশয়ের ভ্রাতা। দ্বিতীয় বাজী জিতিয়াছেন, মোকামার কোন রেল-কর্ম্মচারীর পত্নী মিসেস্ মোলী। তৃতীয় বাজী জিতিয়াছেন, কলিকাতার মিসেস্ পি ও ব্রাউন। যাহা হউক, স্ফূর্ত্তি খেলিয়া যে একজন বাঙ্গালী জমিদার প্রায় তিন লক্ষ টাকা পাইলেন ইহাই মন্দের ভাল।

RECORDS OF THRIFT.

সঞ্চয়ের দৃষ্টান্ত।

—•—

সঞ্চয়ী না হইলে মানুষ অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না। মিতব্যয়ীতা অভ্যাসের বিষয়, সাধনার ন্যায় ইহা সম্বন্ধে অভ্যাস করিতে হয়। অতি অল্প আয় হইতেও মানুষ কেমন করিয়া বার্দ্ধক্য বয়সের জন্য কিছু রাখিয়া শেষ জীবনটা সুখে কাটাইতে পারে, নিম্নে তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। এদেশে আমরা নিজেরাই বালকবালিকাকে অধুনা নানা প্রকার বিলাসিতার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া ঘোর অপব্যয়ী করিয়া তুলি, সেইজন্য ভবিষ্য জীবনে তাহারা যথেচ্ছাচারী এবং অপব্যয়ী হইয়া দাঁড়ায় এবং সমস্ত সংসারই অন্তঃসার শূন্য হইয়া ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়ে।

ইংলণ্ডে ন্যাসনাল থ্রিপট্ সোসাইটী অর্থাৎ জাতীয় মিতব্যয়ীতা সমাজ নামক একটী সোসাইটী বা সভা আছে। একবার সেই সভা হইতে যথাক্রমে ১৫ পাউণ্ড ১০ পাউণ্ড এবং ৫ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয় যে যে প্রথম ৩ ব্যক্তি অতি সামান্য আয় হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধক সঞ্চয় এবং আয় দেখাইতে পারিবে, তাহাদিগকে উপরোক্ত পুরস্কারগুলি যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইবে। ত্রিশ বর্ষ পরে উপরোক্ত সভা দেখিলেন যে, অনেকেই ঐ পুরস্কার পাইবার আশায় সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে, তাহার মধ্যে তিন জন উপরোক্ত পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছিল। (১) একজন রেলওয়ে কুলি, বয়স ৫৯ বৎসর। সে কখনও সপ্তাহে ৩০ শিলিংএর বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, এই ক্ষুদ্র আয় দ্বারা তাহার স্ত্রী এবং ৪টী সন্তান প্রতিপালন করিয়া যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা হইতে ১০০ পাউণ্ড (১৫০০ টাকা) একবার চুরি হইয়া যাইলেও ৩০ বৎসরে সমস্ত ব্যয় বাদে ১৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২২৫০ টাকার সম্পত্তি এবং ১৫০ পাউণ্ড ১৪ শিলিং নগদ জমাইতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত জনৈক দোকানদার, তাহার বয়স ৫০ বৎসর, যখন তাহার বয়স ১৮, তখন তাহার বিবাহ হয়, তখন সে সপ্তাহে ১৫ শিলিংএর উপর উপার্জ্জন করিতে পারিত না। যাহা হউক সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহারই মধ্য হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া একটী দোকান করিয়াছিল এবং প্রত্যহ ২০ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। তাহার ১৪টী সন্তান এবং স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিয়াও ঐ ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে সে ১৭৩২ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ টাকা হিসাবে পাউণ্ড ধরিয়া ৩৫৯৮০ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল, ইহা ভিন্ন তাহার দোকানে উক্ত সময়ে ১৮০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৭০০০ টাকার মাল মজুত ছিল। এদেশে এমন সঞ্চয়ী, এমন মিতব্যয়ী ব্যবসায়ীর সংখ্যা অতি বিরল নহে কি? কঠোর পরিশ্রমশীলতা মিতব্যয়িতার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত বলুন দেখি? তাহার পর কত দাস দাসী তাহাদের অতি ক্ষুদ্র আয় হইতে কেহ ২০০০ কেহ ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত জমাইতে পারিয়া উপরোক্ত পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছিল। এদেশের লোককে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিবার তেমন কোন সভা সমিতিও নাই। সৌভাগ্যক্রমে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট পোষ্টাফিসে সেভিংসব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তবু অনেকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে মানুষ বড় হইয়া থাকে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা সন্তানসন্ততিকে সেই অতি মূল্যবান শিক্ষা দিই না। তৎপরিবর্ত্তে নানা প্রকার বিলাসিতায় তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া ঘোর সর্ব্বনাশ করিতেছি। ৫ বৎসর বয়স হইতে ছেলেকে নানা প্রকারে সুসজ্জিত করি, সে কোন কঠোরতায় অভ্যস্ত হইতে পারে না, তাহার পর উপার্জ্জনের বয়সে সে আর তাহার লম্বা হাত, তাহার বিলাসিতা সংযত করিতে পারিবে কেন? সেকালে বিদ্যার্থীকে অতি সংযমী হইয়া গুরুগৃহে কঠোর পরিশ্রম করিয়া সর্ব্ব বিষয়েই শিক্ষিত হইতে হইত। বিলাসিতা স্বপ্নেও ভাবিতে পাইত না, কাজেই মিতব্যয়ী হইয়া সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা কৃষিবৃত্তি দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া কত সৎকার্য্য দ্বারা অমরত্ব লাভে সমর্থ হইত। আজ কাল অনেক বিলাসী বাঙ্গালী সারাজীবনেও ১০০০ টাকা একত্রে দেখিতে পায় না। ইহা কম পরিতাপের কথা নহে; কিন্তু প্রতিকারের উপায় নাই।

HOMŒOPATHIC NOTES.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

—•—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সিপিয়ার পুরুষের লক্ষণ।

পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, Gleet গনোরিয়ার পর গ্লিট হইলে প্রাতঃকালে সামান্য স্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে সিপিয়ার লক্ষণ।

সিপিয়ায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের লক্ষণ যেন তাহার জননদ্বার দ্বারা ভিতরের সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া বসে। জরায়ুতে তীক্ষ্ণ খাম্‌চান বেদনা, জরায়ুর কাঠিন্য এবং মনে করে যেন তাহা বড় হইয়াছে।

সিপিয়ার রজঃ।

প্রায় সব প্রকারের মিশ্রণ, তাহাতে শোণিত এবং লিউকোরিয়ার স্রাবও দেখা যায়, Almost any combination. যদিও বিলম্বিত এবং পরিমাণে অল্প, তথাপি সচরাচর দেখা যায়। কখন শীঘ্র, কখন পরিমাণে অল্প বা কখনও বিলম্বে এবং পরিমাণে প্রচুর এমনও দেখা যায়। এমন স্থলে সিপিয়া প্রয়োগে মহৎ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

সিপিয়ার কাশী।

সিপিয়ার কাশী যেন পাকস্থলী বা উদর মধ্য হইতে উঠিতেছে বোধ হয়। গয়ের লবণাক্ত, এপিগাষ্ট্রীয়মে খোঁচা দেওয়ার মত বেদনা বোধ। শুপাথ্য কাশী, বমন ও তৎসহ পিত্ত বমন এবং বক্ষে কাশিবার সময় বেদনা। সে বেদনা চাপ দিলে উপশম হয়।

স্নায়ুশূলে (Scitica) সিপিয়া।

বসিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, আসন হইতে উঠিলে, বেদনা বৃদ্ধি, গুরুপরিশ্রমে বৃদ্ধি, আবার সময়ে সময়ে পরিশ্রমে লাঘব। যেন ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা, রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া শান্তি পাইবার আশায় বেড়াইতে যায়।

সিপিয়ার চর্ম্মোদ্‌ভেদ।

ERUPTIONS.

জলপূর্ণ ঘামাচীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ গাল এবং চিবুকের চতুর্দ্দিকে উঠিয়া থাকে, দাদ, হরিৎবর্ণের নানা প্রকার বিন্দু বিন্দু চিহ্ন, Liver spots on abdomen and chest. উদর এবং বক্ষোপরে নানা প্রকার চিহ্ন। দদ্রু রোগে সিপিয়ার দ্বারা বেশ উপকার হইতে দেখা যায়। দদ্রু রোগে টেলুরিয়মও মন্দ নহে তবে টেলুরিয়মের দদ্রু হইতে যে স্রাব নির্গত হয়, তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে।

সিপিয়া এবং মিউরেক্স পর্‌পুরা।

মিউরেক্স পর্‌পুরাও সিপিয়া বংশীয়, মিউরেক্স পর্‌পুরার পেল্‌ভিসে অতিশয় চাপ বোধ, যেন কিছু ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। প্রস্রাব, রজ সমস্ত স্রাবই প্রচুর, মিউরেক্স পর্‌পুরায় প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, কিন্তু সিপিয়ার সেইটীর অভাব। তদ্ভিন্ন সমস্ত লক্ষণে সিপিয়ার সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়।

S. P. C.

মহিম বাবুর মুষ্টীযোগ সংগ্রহ

দন্ত ক্ষত।

দাঁতের গোঁড়ায় ক্ষত হইলে যষ্টি মধু গোলমরিচ এবং কন্টকারী সমভাগে লইয়া জলে গরম করিয়া সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে মাড়ী ক্ষত আরোগ্য হয়।

(রামগতি সরকার)

সাধারণ ক্ষতের মলম।

গাওয়া ঘৃত	৵৹ ছটাক
রজন গুড়া	৫ পয়সার
সাদা ধুনা	ঐ
মোম্	১০ পয়সার

ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া ক্রমান্বয়ে সাদা ধুনা-চূর্ণ, মোম এবং রজন দিলে যখন গলিয়া যাইবে, তখন ইহাকে জ্বাল হইতে নামাইয়া একটা কাষ্ঠের ঘোটন দ্বারা ঘুটিতে থাকিবে। তাহার পর শীতল হইলে লিণ্ট্ বা ন্যাকড়ায় করিয়া ক্ষতের মুখে লাগাইয়া দিবে, অতি অল্প সময়েই ক্ষত সারিয়া যাইবে।

কালোমেল ব্যবহারবশতঃ দন্ত ক্ষতের জন্য কর্পূর ভস্ম প্রণালী।

১খানা পিতলের সরার উপর ১খণ্ড কর্পূর স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটী বাটী চাপা দিয়া তাহার নিম্নে প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে তাহাতে কর্পূর ভস্ম হইয়া বাটীর উপরে উঠিবে। ঐ কপূর ক্ষতে ব্যবহার্য্য এবং প্র থাকে যে কালোমলে বা মারকুরীর ক্ষত ভিন্নও অপর সর্ব্ব প্রকার নূন গহ্বর ক্ষতেও ইহা উপকারী।

পদ্ম—চাঁদসী

স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের মুষ্টিযোগ

কচি কাঁইবীচি সমেৎ তেঁতুল চারার শিকড় ৩।৪টা গোল মরিচ সহিত বাঁটিয়া গঙ্গাজল দিয়া স্নানান্তে একবার মাত্র সেব্য।

ডাঃ আশুনাথ।

শুক্র বৃদ্ধির মহৌষধ।

পুরাতন শিমুল মূলের রস ২। সওয়া দুই তোলা মাত্রায় চিনির সহিত সেবন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

হাঁপানীর ঔষধ।

পুরাতন ঝিঙ্গার বীজের ৩।৪টী বীজের শাঁস দুগ্ধে ভিজাইয়া সেই দুগ্ধ খাইলে হাঁপানী ভাল হয়।

রক্ত আমাশয়।

আল্‌কুচী পাতার রস দুইকাণে এবং নাভীতে দিয়া ঐ পাতার ছিব্‌ড়া চিবাইয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

বিপিন বৈরাগ্য।

ক্ষীরুই মূল ১টা এবং শ্বেত চন্দন একত্র ঘষিয়া সেবন করাইলে রক্ত আমাশয় আরোগ্য হয়।

কুক্‌সিমার পাতার রস ১ তোলা আন্দাজ খাইলেও রক্ত আমাশয় আরোগ্য হয়। আমরুলের রস অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ ২।৩ দিবস খাওয়াইলেও রক্ত আমাশয় ভাল হইয়া থাকে।

ডাঃ আশুতোষ নাথ।

গৃহিনী ও রক্ত আমাশয়।

কুড়চী	/২।
কেঁচলার মূল	২০ রতি
জায়ফল	১০ রতি
মৌরী	১০ রতি
দারুচিনি	১০ রতি

/৪ সের জলে কুড়চী সিদ্ধ করিয়া শেষ এক সের থাকিতে সেই জলে বাকী দ্রব্যগুলি বাঁটিয়া বড়ী করিতে হইবে, সেই বটীকা প্রাতে ও বৈকালে এক একটী জল দিয়া খাইলে গৃহিনী এবং রক্ত আমাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

গোঁড়া লেবু যাহাকে জামির বলে, তাহার ১ তোলা আন্দাজ রসে চিনি দিলে যখন ফুড় কুড়ি থামিয়া যায়, তখন সেবন করিলে রক্ত ও সাদা আমাশয় ভাল হইবে।

পুরাতন বাতের তৈল।

কটু তৈল বা কাট তৈল	৪ ভাগ
স্পিরিট	১ ভাগ
শুঁট গুড়া	১ ভাগ
পুরাতন ঘৃত	১ ভাগ
তারপিন্	১ ভাগ
কর্পূর	১ ভাগ

একত্র মিশাইয়া মালিস করিলে বাত বেদনা সারিয়া যায়।

আনন্দ ডাক্তার।

সর্পাঘাতের ঔষধ।

তেলাকুচার পাতার রস মাথার তালু এবং ক্ষতস্থানে দেওয়া এবং সেবন করা।

মুক্তাঝুড়ির শিকড় ২।টা গোল মরিচের সহিত বাঁটিয়া খাওয়াইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। ঐ শিকড় তাম্র মাসের অমাবস্যা নিশি কি সংক্রান্তি নিশি কিম্বা শনি মঙ্গলবারে নিশিতে তুলিয়া রাখিবে। এ শিকড় একখণ্ড মাদুলীর মধ্যে পুরিয়া ধারণ করিলে সর্পাঘাত হয় না।

(ক্রমশঃ)

Household infomations.

গার্হস্থ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়।

ছানা প্রস্তুত প্রণালী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ছানার গুণের কথা আগে বলি। ছানা স্নিগ্ধকারক। শীতল, অম্ল মধুর রস, ছানা নিদ্রাকারক, বায়ুনাশক কিন্তু গুরুপাক।

অতিশয় মোটা স্ত্রী পুরুষের মেদ বৃদ্ধি নিবারণের জন্ম কয়েক দিন অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ ছানার জল খাওয়াইলে শরীর হাল্কা হইয়া যায়, এই তথ্য কোন পাশ্চাত্য চিকিৎসা পুস্তকে পাঠ করিয়া আমি স্বয়ং আমাদের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয়ে আগতঃ একটী ধীবর রমণীকে দিয়া আশাতীত সুফল লাভে সমর্থ হইয়াছিলাম, এই অসম্ভব মেদ বৃদ্ধির জন্ম রমণী হাঁপাইতে থাকিত, সে উপসর্গ এবং শ্বাস কষ্ট নিবারিত হইয়াছিল।

ছানার সম্বন্ধে অন্ত অন্য কোনরূপ কথা তুলিবার জন্ম এ প্রসঙ্গের অবতারণা করি নাই। কেমন করিয়া গৃহে উৎকৃষ্ট ছানা প্রস্তুত করিয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সামান্য পরিশ্রমে সংসার সুখের করিতে পারেন, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ছানার জল না হইলে ছানা হয় না। দধি প্রস্তুতে যেমন দধীর দম্বল আবশ্যক, ছানা প্রস্তুত করিতে তেমনি ছানার জল আবশ্যক, ইহাকেও দম্বল বলে। ইহা ২।৩ দিনের বাসি হইলে আরও ভাল হইবে। দুগ্ধ বিশুদ্ধ ও নির্জ্জলা আবশ্যক।

দুগ্ধকে জ্বালে চড়াইয়া অপেক্ষাকৃত ঘন করিতে হইবে, ছানা ভাল হইবে। একটা হাঁড়ি বা মালসা আবশ্যক, তাহার মুখে ঢিলে করিয়া একখানা কাপড় বাঁধ, তাহাতে ছানার জলে ছিটাইয়া দাও। এই বস্ত্র যেন হাড়ী বা মালসার তলস্পর্শ করিয়া থাকে এবং হাড়ীর ভিতর একটা থলিয়ার মত হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাপড় হাড়ীর ভিতর ঝুলিয়া আছে তাহাতে ছানার জল বা দম্বল ছিটাইয়া দাও, তাহার পর পুনরায় দুগ্ধ দাও, তাহার পর পুনরায় ছানার জল পরে দুগ্ধ এইরূপ করিলেই দেখিবে, দুগ্ধ জমিয়া গিয়াছে, তাহার পর কাপড়খানিকে ছানা সমেৎ পুটলার মত বাঁধিয়া শীতল জলে ডুবাইয়া রাখ। ইহার পর জল হইতে উঠাইলেই জল ঝড়িয়া যাইলেই দেখিবে, সমস্ত ছানাটা তাল পাকাইয়া আছে! এই ছানা দ্বারা সন্দেশ প্রস্তুত করিলেই হইল। ইহাই উৎকৃষ্ট ছানা। সময় সময় দুগ্ধে গোমূত্র পড়িয়া ছানা করার মত হয়, ইহা দুগ্ধের বিকৃত অবস্থা। ইহা না খাওয়াই ভাল, তাহা দ্বারা পীড়া হইতে পারে। বাজারের ছানাতে নানা অপরিস্কৃত পুকুরের জল থাকে, নানা প্রকার সংক্রামক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। খাইতে হইলে এইরূপ করাই ভাল।

MANGO.

আম্র।

শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, যে মেদিনীপুরে রামানুচর হনুমান হত্যার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, বহু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর প্রতিবাদ সত্বেও কতক গুলি শিক্ষিত ব্যক্তি 'বান্দর মারা' আনাইয়া এই ভীষণ হনুমান হত্যায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় সেথানকার হনুমান বংশ নির্ব্বংশ করিয়া তুলিয়াছেন। এই হনুমানেই নাকি লঙ্কা হইতে ভারতে আম্রের ন্যায় সুস্বাদু ফলের বীজ ছুঁড়িয়া দিয়াছিল, তাই এদেশবাসী আম খাইয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

মানবের কৃতজ্ঞতা অদ্ভুত রকমের, গাভী দুগ্ধ প্রদানে গৃহস্থের এবং তাহার নবজাত শিশুকে স্বীয় বৎসকে বঞ্চিত করিয়া মানুষ করিয়া দেয় কিন্তু সেই গাভী শস্যক্ষেত্রের

নিকট দিয়া যাইলেও তাহাকে খোঁয়াড়ে পুরিয়া দেওয়া হয়। হনুমান বেচারা সেই ত্রেতাযুগে ভারতে রসাল আনিয়াছিল, সে কথা ত মনে না থাকিবারই কথা। তাহাদের রসাল তাহারা খাইতে যায়, সেটা তাহাদের বান্দুরে বুদ্ধিতে দোষ বলিয়া বুঝিতে পারে না। সেইজন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, সভ্য মানব সমাজের এরূপ ধৃষ্টতা অসহনীয়। দেশ পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে এমন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে যে, এদেশে যে পিতামাতার কঠোর ত্যাগ স্বীকারের গুণে সন্তান জগতে মানুষ বলিয়া গণ্য হয়, সেই পিতামাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার অপমানজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এত করিয়াও বাঙ্গালীর দৈন্য দুঃখ ঘুচে না। হিন্দুস্থানী মারোয়াড়ীগণ গরুকে ক্লেশ দেন না, বরং দেবতার ন্যায় সেবা করেন, রক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয়ও করেন কিন্তু তাহাদের লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া আজ জগৎ স্তম্ভিত। শিক্ষায় আমাদিগকে টোঙ্গর করিয়া তুলিয়াছে, সেই জন্য অতি ঘৃণিত স্বার্থ লইয়া আমরা মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিই।

বর্দ্ধমান মহাধিরাজের উদ্যানাদিতে পরিশোভিত, সেখানে বানর মারিবার হুকুম নাই, তাহারা রাজপ্রাসাদের উদ্যান সমূহে অহরহ বিরাজ করিতেছে। যাক, কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি এই আম্র হইতে গৃহস্থ যে অনেকগুলি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। সুপক্ক আম্রের সদ্ব্যবহার একটা শিশুকেও শিখাইতে হইবে না; কিন্তু কাঁচা এবং অর্দ্ধ পক্ক এবং পক্ক আম্র হইতে সেকালের গৃহিণীগণ যে নানা প্রকার চাটনী, কাসুন্দী, মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন, সে সকল আধুনিক বিলাসিনী গৃহিণীগণের অনেকেই জ্ঞাত নহেন, সেইজন্য এই বিষয়গুলির পুনরাবতরণা করা মন্দ নহে।

আমরা দুঃখী মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর লোক একটু পরিশ্রম করিয়া ঘরে সেইগুলি প্রস্তুত করিতে যদি গৃহিণীগণকে শিক্ষা দিই, তাহাতে বহু অর্থও বাঁচিয়া যায়, অথচ স্বাস্থ্যকর দ্রব্যগুলি প্রস্তুত হইয়া ঘরে সর্ব্বদাই মজুত থাকে। বাঙ্গালীর সংসারকে বিশুদ্ধ সুখ স্বচ্ছন্দতায় পরিপূর্ণ করিতে হইলে সহধর্ম্মিণীকে সেই সেকালের আচার পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিতে হইবে, তবে সংসার সুখের হইবে।

যাক্ পাকা আম হইতে আমসত্ত্ব প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করা কঠিন কার্য্য নহে, নদীয়া জেলায় প্রচুর আম্র জন্মে। সেখানকার মহিলাগণ নিজেরা এত সুন্দর আমসত্ত্ব প্রস্তুত করেন যে, তেমন আমসত্ত্ব মূল্য দিলেও বাজারে পাওয়া যায় না।

বাজারে যে সকল নানা স্থানের আমসত্ত্ব আইসে, তাহা যেখানে প্রস্তুত হয় সেখানে মুসলমান স্ত্রী পুরুষ পায়ে করিয়া চটকাইয়া তাহার কাই বাহির করিয়া চাটাই ও মাদুরে দিয়া শুষ্ক করিয়া থাকে, সেই আমসত্ত্ব প্রস্তুত দেখিলে জন্মে আর আমসত্ত্ব খাইবার প্রবৃত্তিই থাকে না। ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন কথাই চলে না। বাজারে কাসুন্দী কুলের আচারে কাকবিষ্ঠাও স্থান পাইয়া থাকে। গৃহলক্ষ্মীগণ অপটু, তাই সেই সকল কুৎসিত দ্রব্যও বেশ চলিয়া যাইতেছে।

আমসত্ত্ব প্রস্তুত।

ঘরে আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিতে হইলে সুপক্ক আম্রগুলিকে চট কাইয়া তাহার সত্ত্ব বাহির করিয়া লইয়া পাথরের থালাতে প্রথমতঃ একটু তৈল বুলাইয়া সেই সত্ত্ব সমান ভাবে তাহাতে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে হয় এবং রৌদ্রে স্থাপন করিতে হয়। যখন একটু আঁটিয়া আইসে তখন পুনরায় উপর্য্যুপরি আমের কাই উহার উপর দিয়া যখন যথেষ্ট পুরু হইয়া উঠে তখন নিয়মভাবে শুষ্ক হইলেই পাথর হইতে উঠাইয়া লইতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত আমসত্ত্ব বহু দিন স্থায়ী হয়, কারণ ইহার মধ্যে জলীয় অংশ আদৌ না থাকায় পচিয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিলে ত কথাই নাই, পোকাও লাগিতে পায় না।

আমসত্ত্ব কদাচ ধাতু পাত্রে হওয়া উচিত নহে, তাহাতে কলঙ্ক উঠিয়া বিস্বাদ হইবে। প্রস্তরের দ্রব্যের উপরেই পাতা উচিত। এই আমের রসকে ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া প্রস্তরের বাটীতে করিয়া ছাঁচে ছাঁচে ঢালা উচিত, হস্ত দ্বারা বেশী নাড়াচাড়া করিলেও বিস্বাদ হইয়া যায় এবং আমসত্ত্ব ভাল হয় না। যাঁহারা এইরূপ আমসত্ত্ব প্রস্তুত করেন, তাঁহাদের ঘরে পাথরের এবং মাটীর প্রস্তুত পোড়ান নানা প্রকার লেখা ফল ফুল অঙ্কিত ছাঁচ থাকে, সেই ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করায় আমসত্ত্বগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। আমসত্ত্বের আম একগাছেরই হওয়া চাই। সুমিষ্ট আমই প্রশস্ত।

Mango Jelly.

আমের জেলি।

ইহা প্রস্তুতের পদ্ধতি ঠিক গোয়াভা জেলি বা পেয়ারার আচার প্রস্তুতের মত। আমগুলিকে খোলাশূন্য করিয়া আঁটী বাদ দিয়া মোরব্বা প্রস্তুতের ন্যায় ঈষৎ চুণ মিশ্রিত জলে যথেষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এমন সিদ্ধ করিতে হইবে, যেন অঙ্গুলী দ্বারা সামান্য চাপে গলিয়া যায়।

তাহার পর একটা দেশী গামছাকে একটা পর্ম্মিলেনের পাত্রের মুখে শক্ত করিয়া বান্ধিয়া ইহার উপর মর্দ্দন করিলে ঠিক তাল মাড়ীর ন্যায় আমের কাইটা পাত্রের মধ্যে পড়িবে। এইরূপে আমের মাড়ী প্রস্তুত হইলে তাহার

উপর ঢাকা দিয়া অন্যত্র রাখিয়া দাও। তাহার পর একটা পাত্রকে উনানে চড়াইয়া তাহাতে ঐ আমের মাড়ী এবং চিনি দিয়া পাক করিয়া লইতে হইবে। যদি আমের মাড়ী গাঢ় হয়, তাহা হইলে সামান্য জল দ্বারা চিনিটাকে গুলিয়া উহাতে ঢালিয়া দিয়া পাক করিতে হইবে। যখন দেখিবে, সমস্ত ফেনা মরিয়া গিয়া কেবল ঈষৎ ধুম উত্থিত হইতেছে, তখনই ইহার পাক ঠিক হইয়াছে, তখন উহাকে নামাইয়া একটু শীতল হইলে একটা লেবুর রস, একটু গোলাপ জলের ছিটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে, উহা বেশ আটা আটার মত হইবে। শীতল হইলেই মুখ চওড়া বোতলে যতদূর সম্ভব বায়ুরোধ (Airtight) করিয়া রাখিয়া দিবে, যখন আবশ্যক, কাচের চামচে দ্বারা বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতা দ্বারা তুলিয়া লইবে। শিশি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। আবার কেহ কেহ একটু কড়া পাকে পাক করিয়া প্রশস্ত প্রস্তরের পাত্রে সমানভাবে আমসত্বের ন্যায় ঢালিয়া দেন, যখন জমিয়া যায়, তখন পাটালী কাটার মত ছোট ছোট পাতলা বরফীর আকারে কাটিয়াও শিশির মধ্যে রাখিয়া থাকেন, অথবা একতার চিনির রসের উপর ফেলিয়া রাখেন।

এক সের ওজনের সুমিষ্ট আমের মাড়ীতে ১ পোয়া চিনি বা তদপেক্ষা কম দেওয়া চলে। টকো আম হইলে তাহাতে অধিক চিনির আবশ্যক হয়। যখন চিনিতে পাক হয়, তখন টক বা মিষ্ট আমে বড় পার্থক্য থাকে না। তবে বেশ সদ্‌গন্ধযুক্ত উৎকৃষ্ট আমই ব্যবহার করা উচিত। আগামী বারে আমের অন্যান্য নানা প্রকার চাটনীর কথা বলিব।

আলোক নির্ব্বাণের আদেশ।

ভারতরক্ষা আইনের সংশোধনরূপে সম্প্রতি এই আইনের আট ধারার পর এক নূতন বিধান সংযোজিত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এইরূপ,—উপযুক্ত সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ বা তৎকর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন ব্যক্তি জনসাধারণের নির্ব্বিঘ্নতার অথবা ভারতরক্ষার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের তাবৎ আলোক অথবা কোন বিশেষ আলোক নির্ব্বাণ করিয়া বা মন্দীভূত করিয়া দিবার আদেশ দিতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ প্রাপ্তির পর এইরূপ আলোক নির্ব্বাণ বা মন্দীভূত করিয়া না দিলে, এই বিধানভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে হইবে।

মিঃ তায়েবজির অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ।

সেদিন সুরাটের জজ মিঃ মহসীন তায়েবজি সমুদ্রে স্নানকালে এক বিপন্ন বালককে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া স্বয়ং জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

যে ঘাটে তিনি স্নান করিতেছিলেন, তথায় আরও ৪টি বালক তখন স্নান করিতেছিল। তরঙ্গাঘাতে উহাদের একটি বালক বহুদূরে ভাসিয়া যায়। বালক সাহায্যার্থ চীৎকার করিতে থাকে, অপর এক বালক তাহার সাহায্যার্থ গমন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়েই বিপন্ন হয়। উক্ত বিপন্ন বালকদ্বয়ের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ উন্মত্তভাবে মিঃ তায়েবজিকে ধরিয়া ফেলে। ইহার ফলে বালক রক্ষা পাইল, কিন্তু মিঃ তায়েবজি স্খলিত-পদ হইয়া তরঙ্গাঘাতে দূরে নীত হইলেন। তিনি সন্তরণে দক্ষ ছিলেন, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে ক্লান্ত হইলেন। এই অবস্থায় বালকগণ সমস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অনেক লোকের সমাগম হইল। মিঃ মহসীন তায়েবজীর ভ্রাতা ফৈজি, শ্যালক আব্বাস, ডাক্তার লোকমণি এবং বহু সন্তরণপটু ব্যক্তি সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহার সন্ধান করিল, কিন্তু তরঙ্গ তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, কেহই তাহার কিনারা করিতে পারে নাই।

মিঃ তায়েবজি ৫১ বৎসর বয়সে এইরূপে গৌরবময় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তিনি সুবিখ্যাত বিচারপতি বদরুদ্দীন তায়েবজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ! ইহার স্বর্গীয় আত্মার জলন্ত স্মৃতি রক্ষা হওয়া উচিত।

MEDICAL VALUE OF APPLES.

আপেলের গুণ।

ইংরাজী আপেলকে আমাদের দেশের আতাফল বলিয়া যেন কাহারও ভ্রম না জন্মে, আমাদের দেশের আতাফলকে ইংরাজীতে Custard apple কষ্টার্ড আপেল বলে। যে আপেল রোগীদিগকে দেওয়া হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন এবং চিনেন। বিলাতের Dietetic and Hygenic Gazette নামক পত্রে প্রকাশিত হয় যে, অন্যান্য ফল অপেক্ষা আপেলে অধিক পরিমানে ফসফরাস (Phosphorous) বিদ্যমান আছে। এই ফসফরাস মস্তিষ্কের এবং মেরুদণ্ডের স্নায়ু সমূহের অতি আবশ্যকীয় পোষন যোগ্য সামগ্রী সমূহের পুষ্টিসাধনোপযোগী পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দেয়।

যাঁহারা কোন পরিশ্রম না করিয়া অহরহ গৃহে থাকিয়া কার্য্য করেন, আপেলের অম্লরস তাহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকারী, যাহাদের যকৃত বিকৃত, আপেলের এই অম্লরস (Acid) তাহাদের লিভার হইতে দূষিত পদার্থ সমূহ নিঃসৃত হইবার সহায়তা করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিয়া থাকে।

যদি যকৃত হইতে সেই সকল পদার্থ নিঃসৃত

না হইতে পারে, তাহাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়া যেন উদ্যোগহীন স্ফুর্ত্তিহীন করিয়া তুলে। ক্রমে অজীর্ণ (কাঁওল) প্রভৃতি উৎকট পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। যাহাদের যকৃতের দোষ, তাহাদের পক্ষে আপেল ঔষধ অপেক্ষাও হিতকর। আপেল, কুল, পিয়ারা প্রভৃতি ফল যদি চিনি সংযোগে ব্যবহার না করা হয়, তাহা হইলে পাকস্থলীতে অম্ল উৎপন্ন হইতে পারে না। ঐ সকল ফলে যে উদ্ভিজ্জ-লবণ এবং রস বিদ্যমান থাকে,তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া কার্ব্বনেটের সৃষ্টি করে, সুতরাং তাহা দ্বারা অম্ল গুণ নষ্ট করিয়া দেয়. এইজন্য আপেল রোগীকে দেওয়া যায়। উৎকৃষ্ট সুপক্ক আপেল পাকস্থলীতে অতি সহজে পরিপাকের একটী উৎকৃষ্ট সামগ্রী, ইহা হজম হইতে মাত্র ৩৫ মিনিট সময় লাগে।

Medical Brief, May 1911.

AGRICUTURAL NOTES.

কৃষি-তথ্য।

—:০:—

কলার ময়দা।

অতিশয় পুষ্টিকর এবং উদরাময় রোগীর পক্ষে অতিশয় হিতকর, একথা "কাজের লোকে" বিস্তারিত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কলার ময়দা অল্প কাঁচা বা কচি কলায় ভাল হয় না। পাকা কাঁটালে, চাঁপা বিশেষতঃ ডহরে কলাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া জাঁতায় পিষিয়া লইলে উৎকৃষ্ট কলার ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আফ্রিকায় প্রচুর কলা উৎপন্ন হয়, এবং সেখানকার ময়দা ইয়োরোপের লোক সাদরে আমদানী করিয়া লইয়া যায়। কারণ ইয়োরোপীয়গণ কদলীর গুণ মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন। এদেশের ইয়োরোপীয়গণও প্রচুর কদলী ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কদলী মাংস অপেক্ষাও পুষ্টিকর, ১৯১১ সালের "কাজের লোকে" ইহার গুণের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকগণ পাঠ করিতে পারেন।

হাড়ের গুড়া।

শাক্ সবজীর বাগানে হাড়ের গুড়া ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত, কারণ সহজে পচিয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্য্যকারী হইয়া উঠে, হাড়ের গুড়া জমীতে দিলে পচিয়া যখন মাটীর সহিত মিশ্রিত হয়, তখনই ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

তরমুজ বড় করিবার উপায়।

তরমুজের চাস দোঁয়াস মাটীতে করিতে হয়। জমিকে প্রথমে কোদাল দিয়া কোপাইয়া তাহার পর লাঙ্গল দিতে হয়, তাহার পর গোময় সার বা খোলের সার দিয়া পুনরায় চাস দিয়া বীজ বপন করিতে হয়।

পাঁচ হাত করিয়া দূরে দুইটি বীজ বপন করিয়া যাইতে হয় এবং অল্প মাটী চাপা দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে সামান্য জল সেচন করিতে হয়, অন্য কোন পাট করিতে হয় না। তরমুজের বীজ মাঘ মাসের শেষেই রোপন করা উচিত। তরমুজ জন্মিলে যখন একটু বড় হয়, তখন এই তরমুজের বোঁটাকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটু চিরিয়া একখণ্ড পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রের একমুখ ঐ চেরা বোঁটার মধ্যে এবং অপর একমুখ একটা জলপূর্ণ বোতলের মধ্যে সংযোগ করিয়া দিতে হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জল বোঁটার দ্বারা শোষিত হইয়া তরমুজের আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে যখন বোতল খালি হইতে থাকে, পুনরায় জল দিয়া দিতে হয়। এইরূপে সে তরমুজ সাধারণ আকারের তরমুজ অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। ঐ বস্ত্রখণ্ড লম্বায় ৩।৪ ইঞ্চি হইলেই যথেষ্ট। একটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যে, যদি ঐরূপে ১০।১৫ দিনের অধিক জল শোষণ করান হয় তাহা হইলে তরমুজের আস্বাদ পান্‌সে হয়, সুতরাং ১০।১৫ দিনের অধিক জল শোষণ করান উচিত নহে। এই পদ্ধতি পরীক্ষিত, করিয়া দেখিতে পারেন।

BUSINESS HINTS.

কাজের সঙ্কেৎ।

"Free Sample"

বা বিনামুল্যের নমুনা।

—•—

কোন অভিজ্ঞ আমেরিকান ব্যবসায়ী বলিয়াছেন "People do not value what they receive without payment" কোন লোকই যাহা কিছু বিনা মুল্যে পায়, তাহার মূল্য বোধ করে না, তাহা অতি তাচ্ছিল্যতার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। সেইজন্য নমুনার অন্ততঃ একটা যত ক্ষুদ্রই হউক, মূল্য ধার্য্য হওয়া উচিত। তবে নমুনা যাহাকে দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার মনোযোগ আকর্ষিত হয়, সে তাহা রাখে, ক্রমে তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং যেমনই হউক, সেই নমুনায় একটা মূল্য নির্দ্ধারণ হইলে সেই নমুনা দ্বারা কার্য্য হইবে, ইহা বিস্মৃত হইবে না।

নমুনা দেওয়া একটী উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন পন্থা, নমুনার জিনিষ হইলেও সেইজন্য তাহার লেবেল, ছাপা, নাম, চিত্তাকর্ষক হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা দ্বারা বহুলোকের গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা এবং হইয়াও থাকে।

Advertising Points.

The matter of circulation is receiving less and less attention. The advertiser does not care what a paper's circulation amounts to, so as he gets the genuine inquiries. The figures he wants are the ones which indicate the cost per inquiry, and these figures have far less to do with the aggregate circulation than most men imagine.—*Agricultural Advertising.*

The first thing for an ad to do is to tell the facts about an article or a business. The manner in which the ad is displayed, or the design that is to illustrate it, is a secondary consideration. A pretty or odd design is not always good advertising and it may be very bad advertising if its use obscures or detracts in any form the real business of the ad.—*Printer's Ink.*

Perseverance is the price of success.

No effort is wasted which builds business for the future.

If advertising is well done, it pays—if it pays, it's well done.

Look to the past experiences for pointers on making the future yield profits.

Going after business is like going after anything else. The more judgment displayed in the going the more satisfactory will be the results.

An ostrich, when in danger, buries its head in the sand. The ostrich brings to mind some merchants. When business is dulel they drop out of the advertising columns. After the danger is over, they don't realize it as soon as the man who keeps himself before the public all the time.

Many a business man has spent a lot of good money in good advertising and lost all the benefit of it, because he had n't the gumption to follow up the results obtaind.—*American Investments.*

An advertisement must have vitality in the same manner as a living being. No one knows what it is that makes the difference between a corpse and an animate body, but everybody recognizes that something is lacking in the one case that is present in the other. Many advertisenents seem perfect in idea, language, and mechanical construction, and yet lack the vital spark that attracts; others, imprefect in all the details mentioned, possess a magnetism that appeals to readers. To inject this quality into one's announcements is the great desideratum in advertising.—*Business.*

THE LAW IS A QUIRE THING.

Says the Missouri World : Two fellows were arrested, for peddling pins without a license. By selling the pins they could earn enough to keep body and soul together, but they couldn't procure a license because they didn't have the price. If they begged, they would have been arrested. If they resorted to stealing, they would have met the same fate, and if they did not work, they would be arrested for vagrancy. The judge gave them an order to leave town. The highways are too muddy to walk on, if they walk on the railway track, they will be arrested for trespass; if they steal a ride, the railroad company will have them arrested; if they stay here, they will be sent to jail, and if they go somewhere else, they will be unable to keep out of jail. There is something wrong.—*Indeed*!

Wise Sayings.

The higher vision poisons all meaner choice—George Elliot.

By nature we nearly resemble

one another, conditions separate us very far—Confucious.

The upper classes are well off and therefore don't want reform of any kind.—Wilfred Lawson.

The greatest of all calamities is the contentment, that sits down at peace with a remediable evil.—Wm. Smith.

Capital is kept in existence from age to age, not big preservation, but by perpetual reproduction.—John Stuart Mill.

The progress of the world is not made by converting the older generation, but by educating the younger.—B. Kidd.

———

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এখনও লইব, পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে না।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | New Series. JUNE 1917. | নব পর্য্যায়। জুন ১৯১৭। | Vol. XI No. 6.

EXPERT'S ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

"It is not always the wiseman who is prosperous. Success makes a fool look smart—some times."

জ্ঞানী লোকই সকল সময়ে সৌভাগ্যশালী হয় এমন নহে, সৌভাগ্যও নির্ব্বোধকে জ্ঞানীর মত দেখায়, এমনও অনেক সময় হয়।

বড় লোক এবং ধনী লোকে পার্থক্য আছে, অনেক সময় লোকে পার্থক্য করিতে পারে না। যাহার হৃদয় বড়, স্বার্থপরতা-শূন্য, উদার, নীতিবান, তোষামদে যাহারা সন্তোষলাভ করে না, এইরূপ মনুষ্যত্ব-ব্যঞ্জক গুণে বিভূষিত লোকের ধন না থাকিলেও প্রকৃত বড়লোক। আর ধনীর ধন আছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই; ঘোর স্বার্থপর, তোষামোদ ব্যতীত সন্তুষ্ট হয় না, পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, নররূপী পিশাচ। পার্থক্য এইমাত্র। কিন্তু ধনী এবং বড়লোক যাহারা একত্রে, তাহারাই ধন্য, জগতে তাহাদের নাম অমর।

অভাব, অসময় না হইলে বন্ধু বুঝিতে পারিবে না, The proof of friendship is in the days of adversity"

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।"

মো-সাহেবী করিতে পারিলে অনেকের বন্ধু হইতে পারা যায়। আধুনিক বন্ধুর প্রতিশব্দই মো-সাহেব বা চাটুকার। তুমি বড় লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া বল আমি অমুক মহাশয়ের বন্ধু—কিন্তু একদিন একটু স্পষ্টবাদীতার পরিচয় দিও দেখি, বন্ধুত্বের খেই ছিঁড়িয়া যাইবে। যদি গরীব হও, বরং গরীবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া শান্তি পাইবে।

কোন ইংরাজ বহুদর্শী বলিয়াছেন যে, বড় লোক হইবার সুপ্রশস্ত রাজপথ—সুদ, সুদের সুদ, দ্বিগুণ সুদের সুদ। বড় সুদখোর বড় ধনী। যে যত বেশী শোষণ করিতে পারিবে, সেই বড়লোক হইবে। "The true and royal road to fortune is interest upon interest, compound double interest.

শত্রুর হিংসা করাই তাহার নিজস্ব দণ্ড। —সে দণ্ড বিচারকের বিচারের পূর্ব্ব হইতেই সে ভোগ করে।

প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করিতে না জানিলে নীচত্বই প্রকাশ পায়,—হইলেই বা প্রতিদ্বন্দ্বী

—শক্র। তাহার গুণের প্রশংসা করিলে নিজের মহত্ব দ্বারা জগৎকে অনেক শিক্ষাও দেওয়া হয় এবং নিজেরও গৌরব বাড়ে।

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন, "Friend ! ask the gods neither for riches, beauty nor for strength, but let one prayer be for contentment" বন্ধু! ভগবানের নিকট কখন ধন, রূপ, শক্তির জন্য প্রার্থনা করিও না, কেবল একমাত্র "সন্তোষ বা তৃপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে পার। ধন, রূপ, বল এ সকলের আকাঙ্ক্ষা চির অতৃপ্ত—চির অসীম, কিন্তু যদি ভগবানের আশীর্ব্বাদে অল্পেই পরিতৃপ্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে সকলেতেই সন্তোষলাভ হইয়া যায়।

হিন্দুর নিষ্কাম উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই সন্তোষের অভাবেই জগতে কত অশান্তি—রক্তপাত, ভ্রাতৃবিরোধ,—মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পিশাচ! এই অনিত্য অসার দ্রব্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে নাই। যাহার হৃদয়ে সন্তোষের অধিষ্ঠান, সে ক্ষুদ্র দরিদ্র হইলেও রাজাধিরাজ।

Never do evil whatever good may come there by ? for that would be serving the devil, that God might serve thee" তোমার তাহাতে যতই উপকার হউক, কদাচ কাহারও অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজের হিতসাধন করিও না। তাহা সয়তানের উপাসনা মাত্র, কিন্তু সৎপথে থাকিলে পরমেশ্বর সেই মঙ্গল সাধন করিতেন। কথাটী সুন্দর, কিন্তু মানব সয়তানের দাস, ঐশী শক্তিতে সহজে তাহার বিশ্বাস হয় না। এই রোগেই ত ঘোড়া মরে।

"It is equally criminal in the governor and governed to violate laws. Chinees maxim. আইনের অপব্যবহার করা শাসক এবং শাসিত উভয়ের পক্ষেই সমান অপরাধজনক, ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত।

ধন-বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা।

টাকায় বা ধনে যাহাকে পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহাই ধন বিজ্ঞানের ভিত্তি। দেশের স্বাস্থ্য, সম্পদ আদি দ্বারা এই ভিত্তি প্রথিত হইয়াছে। দেশবাসীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে ধন বৃদ্ধি হয়, অতএব স্বাস্থ্য ধন বিজ্ঞানের অন্তর্গত। কাঁচা মাল টাকায় পরিণত হয়, অতএব কাঁচা মাল ধন-বিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য। এমন কি শিক্ষা দ্বারাও ধন অর্জ্জিত হয়, কাঁচা মাল কিরূপে ধনে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় তাহাও বোধগম্য হয়, অতএব শিক্ষাও ধন বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এই জন্য যে দেশে যত শিক্ষিতের বাস, সেই দেশ তত পরিমাণে ধনবান।

মোটামুটি আমরা দেশের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যকেই ধন-বিজ্ঞানের অন্তর্গত মনে করি। ভূমি, খনি, জলপ্রপাতাদি প্রাকৃতিক শক্তি, সুপ্রশস্ত পথ ও নদাদি লইয়া দেশের সম্পত্তির পরিমাণ করা হয়। যে দেশের ভূমি উর্ব্বরা, যে দেশে খনিজ সম্পত্তি অধিক, যে দেশে দেশজাত বা বিদেশজাত কাঁচা মালকে ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভারে পরিণত করিবার উপযোগী জলপ্রপাতাদি প্রাকৃতিক শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে দেশে এক স্থানের মাল অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য নদাদি স্বাভাবিক সুগম পথ রহিয়াছে, সেই দেশ ধনবান।

বঙ্গের খনিজ সম্পত্তি অল্প নহে। লৌহ পারদ, অভ্র, পাথুরিয়া কয়লাদির খনি, বঙ্গে অপ্রচুর নহে। বঙ্গের ভূমির ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি পৃথিবীর অন্যত্র বিরল, বঙ্গের অরণ্য-জাত দ্রব্য সম্ভার এখনও প্রায় অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বঙ্গের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদ নদীর সংখ্যাধিক্য অন্য কোন দেশের সহিত তুলনীয় নহে। বঙ্গ সমতল বটে, তথাপি ইহার ছোট ছোট পাহাড়ের বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তর হইতে মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য শত শত জিনিষ উৎপাদিত হইতে পারে। বঙ্গ রত্নগর্ভা, জগদ্ধাত্রী; এ কথা অতিরঞ্জিত নহে, দেশের অবস্থার অভিজ্ঞগণ মাত্রেই ইহা অবগত আছেন।

তবে বাঙ্গালী দরিদ্র কেন? কেন বাঙ্গালী দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভূমি উর্ব্বরা, তথাপি কেন শত শত কৃষক বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে,তথাপি একদিন পেট ভরিয়া খাওয়া কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারে না? কেন বাঙ্গালীর অঙ্গে বস্ত্র নাই, উদরে অন্ন নাই?

বাঙ্গালীর এই যে দুরবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, অল্প বিস্তর বাঙ্গালী বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভব নহে। তবে মোটামুটি বাঙ্গালীর ব্যবসা, বাঙ্গালীর কারখানা, বাঙ্গালীর ধন বিজ্ঞানে জ্ঞান কতদূর প্রসারিত ছিল, তাহার বিচার করিতে যাইলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া, এক একটী ক্ষুদ্র গৃহস্থে সীমাবদ্ধ হইয়া ব্যবসা ও কারবার চালাইত। এইরূপে ব্যবসা পরিচালিত হইত বলিয়াই একান্নবর্ত্তী পরিবার সৃজিত হইয়াছিল এবং এইজন্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে দায়ভাগ সম্বন্ধীয় আইন-কানুন এত কঠোর। গৃহস্থের প্রত্যেক ব্যক্তি

—কি স্ত্রী কি পুরুষ—অর্থ উপার্জ্জনের যন্ত্রস্বরূপ বিবেচিত হইত, এবং একই ব্যবসায়ে জাতিগত হউক বা অন্যরূপ হউক—সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিত। এইরূপে বিশাল শিল্পীসঙ্ঘ প্রস্তুত হইত। শত শত কামারের লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যসম্ভার, শত শত তন্তুবায়ের বস্ত্র, শত শত কৃষকের কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী একত্রিত হইয়া বিরাট আকার ধারণ করিত। কিন্তু সকলে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কারবার খাড়া করিত না। এই অপরূপ ধন-বিজ্ঞানের প্রভাবে ধন এক কোণে সঞ্চিত হইত না, মজুরের রক্তে কারবারী ক্রোড়পতি হইতে পাইত না, দেশের অর্থ প্রত্যেক গৃহস্থের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সমান সমান ভাবে চারাইয়া পড়িত। বাঙ্গালী পুরুষানুক্রমে এইরূপে ব্যবসা চালাইয়া আসিয়াছিল, বাঙ্গালী ব্যবসায়ীস্বভাব এইরূপেই কার্য্য করিত।

এই অদ্ভুত ব্যবসায় পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল, ইংরাজ ব্যবসায়ীর আগমনে। আমাদের স্বভাব, আমাদের কর্ম্ম-চাঞ্চল্য, আমাদের পারিবারিক রীতিনীতি, আমাদের ব্যবসায় প্রবৃত্তি ইংরাজের ঠিক বিপরীত। আমরা চাই একান্নবর্ত্তী পরিবার, ইংরাজ চায় পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্ব; আমরা চাই এক এক জনে কাজ করিতে, ইংরাজ চায় সকলে মিলিয়া কাজ করিতে; আমরা চাই ধন ছড়াইয়া থাকুক, ইংরাজ চায় ধন এক স্থানে সঞ্চিত হউক; আমরা চাই রাজশক্তি, ইংরাজ চায় প্রজা শক্তি। ইহার কোন্ ভাবটি মন্দ তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হয়ত দুইই ভাল এবং ধন-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া তাহারা কিছুতেই একমত হইতে পারে না।

ইংরাজ শক্তিশালী রাজা হইয়া তাহাদের প্রভাব বাঙ্গালীর সর্ব্ববিষয়ে চালাইতে লাগিল, ফলে বাঙ্গালীর ব্যবসায় চুরমার হইয়া গেল। এই বিষম গোলযোগে বাঙ্গালী স্তম্ভিত হইল, অর্থ ছড়াইয়া থাকায় সহসা একত্রিত হইল না, আবার একত্রিত করিবার পন্থা না জানা থাকায় এবং একত্রিত করিয়া কিরূপে কার্য্য সমাধা করিতে হয়, তাহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায় তাহারা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া পড়িল। ক্রমে বাণিজ্য ও কারবার বিলুপ্ত হইল। যাহা একটু আধটু অবশিষ্ট রহিল, ইংরাজ ব্যবসায়ী তাহা জোর করিয়া ধ্বংশ করিয়া দিল। তখনও ইংরাজ রাজা হইয়া বাঙ্গলা শাসন করিতে আরম্ভ করে নাই, অথচ ইংরাজ ব্যবসায়ীর অপ্রতিহত প্রতাপ ও প্রভাব, অতএব স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর ব্যবসা ধ্বংস হওয়া অনিবার্য্য। বাঙ্গালীর ব্যবসা ও কারখানা এইরূপে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইল। ইহাই বাঙ্গালীর ব্যবসায় ও কারবারের সংক্ষিপ্ত সার ইতিহাস।

বাঙ্গালী ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া দেখিল, সাহেব নীলকুঠি স্থাপন করিতেছে দেশের লোক খাটিয়া এবং না খাইতে পাইয়া নিজের জমীতে নীল বুনিয়া মরিতেছে, কিন্তু সাহেব বড় লোক হইতেছে; সাহেব চা চাষ করিল, খাটিল দেশীয় লোক, পয়সা পাইল ইংরাজ; সাহেব কাগজের কারখানা খুলিল, খাটিল কুলি, অর্থ পাইল ইংরাজ। বাঙ্গালী নিজের ব্যবসায় প্রবৃত্তি ভুলিল, ধন-বিজ্ঞানের কিরূপ জাতীয় ব্যবহার ছিল, তাহা ভুলিল, কেবল দেখিল যে, ইংরেজ কোম্পানী কেমন পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। সে ইংরাজের মত হইতে পারিল না, অথচ নিজের ব্যবসা প্রবৃত্তিও নষ্ট করিল।

যখন ঠিক এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে বিদেশ হইতে রাশি রাশি মাল আসিয়া বাজার পূর্ণ করিল, এবং অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে বিদেশী বণিক অতি সুলভে সেই সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে লাগিল। বাঙ্গালী আর না ভাবিয়া না চিন্তিয়া, স্বীয় ব্যবসা ছাড়িয়া বিদেশীর নিকট হইতে জিনিষ পত্র কিনিতে লাগিল এবং সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল। বাঙ্গালীর ব্যবসা একবারে ধ্বংশ ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কিন্তু তাদের যোগাড় হয় কেমন করিয়া? কাজেই ধোবা, নাপিত, কামার, কুমার, তেলী, তামলী, তাঁতি চাকরী অন্বেষণ করিতে লাগিল। এইরূপে বাঙ্গালী চাকরী একমাত্র উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করিল। বাঙ্গালী দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল, বাঙ্গালী মরিল। অতএব বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালীর ধন-বিজ্ঞান চাকরীতে নিবদ্ধ। বাঙ্গালী জানে, তাহাকে পয়সা উপায় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে কিন্তু দেশের খনি খাত খুঁড়িয়া পরদেশী যে প্রচুর লাভবান হইতেছে, তাহা সে দেখিতে পাইতেছে না, দেখিবার উপযোগী শিক্ষাও পাইতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষ বা দেশের জননায়কগণ কেহই সেরূপ শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টাও করিতেছেন না।

কিন্তু দেশের এই দুরবস্থা কি বিদুরিত হইতে পারে না? যে বঙ্গদেশের পণ্য এক সময়ে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইত, যে দেশের মাঝী, মাল্লা মির্জ্জা সওদাগর ইত্যাদি উপাধি হইতে প্রাচীন নৌ-বাণিজ্য-ইতিহাস এখনও সূচিত হইতেছে, যাহার কার্পাস পণ্য এসিয়া বাবিলোন, ইজিপট, প্রভৃতি দেশের অভিজাতবর্গ আনন্দে অঙ্গে ধারণ করিতেন, যে দেশের প্রাচীন নীল এখনও ইজিপ্সীয়ান মাম্মির অঙ্গাবরণীতে প্রলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, * তাহার দুরবস্থা দূর অতি সহজেই

* Indigo, which is peculiarly an Indian Product, has been detcted by the microscope in the cloths of Egyptian mumies. N. P. Gandhi—Jn. of the Indo-Japanese Assn., No. 13.

হইতে পারে। কিন্তু কে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছে? ইংলণ্ডের বর্তমান বাণিজ্য-নীতি ভারতের পক্ষে সুখকর ও শুভকর নহে। ইংরাজ, চায়, ভারত শুধু কাঁচা মাল সরবরাহ করিবে এবং তদ্দ্বারা উৎপন্ন ব্যবহার্য্য পণ্য ভারত দ্বিগুণ মূল্যে পুনঃ ক্রয় করিবে। সুখের বিষয় এ ব্যবস্থার অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সেদিন ভারতসচীব চেম্বারলেন বলিয়াছেন—"She (India) must not remain a mere hewer of wood and drawer of water." বড় দুঃখের বিষয়, এত দিন ভারত ইংলণ্ডের জন্য কাঠ কাটিয়া ও জল বহন করিয়া দাসীপনা করিয়া আসিয়াছে। এত দিনে ভারত-সচীব সে দাসীত্ব ঘুচাইবেন বলিয়া আশা দিতেছেন।

আমরা প্রথমেই দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালী জানে না, বড় বড় কারবার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, প্রাচীনতা হইতে একবারে অভিনব বাণিজ্য রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে শিক্ষা দিয়া এ রাজ্যের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বঙ্গে কারিকর জাতি শিক্ষা আদৌ পায় না। তাহারা শিক্ষা পাইয়া যাহাতে বিদেশের বৈজ্ঞানিক প্রথায় স্বদেশে কারবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, যাহাতে তাহারা শ্রমের বিভাগ করিয়া ধনাগমের পন্থা সুলভ করিতে পারে, যাহাতে কঠিন লৌহ শৃঙ্খলের ন্যায় সামাজিক বন্ধনের দায় হইতে মুক্ত হইয়া বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারে, যাহাতে প্রাচীন অসম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত অভিনব যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিক্ষা পায়, তাহার বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে।

এই দুঃখ দারিদ্র দূর করিবার প্রধান উপায় দেশে শিক্ষার বিস্তার। কোটী কোটী বঙ্গ সন্তানের মধ্যে শতকরা ২।৩ জন মাত্র শিক্ষিত—ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তৎপরে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যদি দেশের কারিকরগণ সামান্য সামান্য যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করিতে না পারে, তাহা হইলে কেমন করিয়া দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে? একটা উদাহরণ দিলেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের দেশে কাচের কারখানা একাধিকবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহার কাঁচা মাল ভারতে অতিশয় প্রচুর। কিন্তু তথাপি এরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। অনেকে বলেন যে, উপযুক্ত প্রদেশে এবং স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কারবার স্থায়ী হইতেছে না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু সুদক্ষ শিল্পীর অভাবে মূল হইতেই কারবার কম্পিত হয়। জনৈক পার্শী কিছুদিন পূর্ব্বে একটী কাচের কারখানা স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাঁচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যেককে বাৎসরিক ৪,০০০৲ টাকা মাহিয়ানা দিয়া ৪জন অষ্ট্রীয়ান কারিকর আনায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সমস্ত বিদেশের কারিকর আনায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে এই সমস্ত বিদেশের কারিকর ভারতবাসীকে কাজ শিখাইবে। কিন্তু বিদেশিগণ তাহাতে রাজী হইল না, তাহারা আরও অধিক মাহিয়ানা চাহিল, অবশেষে কারখানা ছাড়িয়া দিল। এই যে টাটার লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে কাজ করিতেছে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারগণ, তাহারা প্রচুর বেতন পাইতেছে। কিন্তু এই কারখানা ভারতবাসীর, ইহাতে ভারতের মূলধন খাটিতেছে। এইরূপ শত শত উদাহরণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, সুদক্ষ শিল্পীর অভাবে ভারতের কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান অনার্য্য বলিয়া নিন্দিত হইত, কিন্তু কি ঐশ্বর্য্যে কি শক্তিতে তাহারা এক্ষণে এসিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জাতি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে জাপানের শিল্পোন্নতি অভ্যুদ্ভুত, সে বিষয়ে ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু জাপানের সহিত আমাদের কোনও বিষয়েই তুলনা হইতে পারে পারে না। তথাপি এ কথা ঠিক যে, আমরাও ইচ্ছা করিলে বাণিজ্যে অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম, আমরা আরও অর্থশালী, অতএব শক্তিশালী জাতি হইতে পারিতাম। প্রতিবৎসর আমাদের দেশ হইতে অনেকগুলি ছাত্র বিদেশে শিল্প শিক্ষার্থ গমন করেন, কিন্তু তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া চাকরী খুঁজিয়া বেড়ান কেন? প্রথমতঃ মূলধনের অভাব। এই মূলধনের অভাবে তাঁহাদের শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ইহার জন্য দেশের ধনাঢ্য এবং জমিদারগণ মূলতঃ দায়ী। পরস্পরের সহিত মামলা-মোকদ্দমায়, বিলাসে, অথবা অপ্রয়োজনীয় খেতাব ক্রয় করিবার জন্য ব্যয়ে তাঁহারা এরূপ ঋণদায় গ্রস্ত, যে তাঁহারা কোন ক্রমেই অর্থ দ্বারা এই সমস্ত শিক্ষিতগণকে সাহায্য করিতে সক্ষম হন না। তদুপরি জমিদারগণের শিক্ষার একান্ত অভাব। বঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ও ধনাঢ্য অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত, তাঁহারা কিছুতেই দেশের দুর্দ্দশার দিকে চাহিতে চান না, দেখাইয়া দিলেও বুঝিতে পারেন না, নিজের বিলাস-ব্যসনে বা খামখেয়ালিতে সর্ব্বদা মসগুল। তা ছাড়া যাঁহারা শিল্প শিক্ষা করিয়া আসেন, তাহাদের শিক্ষার অনেক দোষও ত্রুটি থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষিতকে লইয়া ২।১ জন জমিদার কারবার স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই সমস্ত যুবক বিদেশে কেবল কাজকর্ম্ম শিখিয়া আসেন। কিন্তু কি করিয়া প্রথমে কারখানা স্থাপন করিতে হয়, কি

করিয়া কারখানার চারিদিকে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়, কিরূপে সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিতে হয়, কিরূপে অপচয় নিবারণ করিতে হয়, কেমন করিয়া বিক্রেয় পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে হয়, কেমন করিয়া বাজার অধিকার করিয়া বসিতে হয়, এক কথায় কি করিয়া কারবার ফলাও করিয়া, কারবার হইতে লাভ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আসেন না। এই জন্য তাঁহারা কারবার চালাইতে পারেন না। যিনি অর্থ দিয়া আনুকূল্য করেন, তাঁহার লোকশান হয়; তাহা দেখিয়া শিক্ষিত ও বাস্তবিক কারবার প্রতিষ্ঠার অভিলাষী জমিদারও কাজে লাগিতে সাহস করেন না। যাহাতে যুবকগণ এই সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞান লাভ করিয়া ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজ কর্ম্ম চালাইবার ব্যবস্থা শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, তাহার জন্য এই শিক্ষার কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল নেলসনের ন্যায় এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—"Bengal expects that every Bengali will do his duty" অতঃপর আমি ভারতের ঐশ্বর্য্য কিরূপে অপচিত হইতেছে, তাহার দুই একটি উদাহরণ দিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) আমরা প্রতি বৎসর এত লবণ উৎপাদন করিতে পারি যে, আমরা খাইয়াও লক্ষ লক্ষ টাকার লবণ বিদেশে চালান দিতে পারি, কিন্তু আমরা প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ টাকার লবণ বিদেশ হইতে ক্রয় করি।

(২) আমাদের মাঠের মাটির অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট এবং ইক্ষু চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী, একসময় ভারতই পৃথিবীর চিনি সরবরাহ করিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিতে পারি না বলিয়া আমাদের ইক্ষু ভাল হয় না, আমরাও প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ৯ কোটি টাকার চিনি আমদানী করি।

(৩) ভারতে লোহার অভাব নাই, অথচ আমরা প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকার লোহা বিদেশ হইতে আনয়ন করি।

(৪) আমরা বিদেশে ১৫ কোটি টাকার কাঁচা চামড়া রপ্তানি করি এবং উহার প্রায় দশ গুণ মূল্যের ট্যানকরা চামড়া আমদানি করি। আরও দুঃখের বিষয়, ট্যান করিবার প্রধান মশলা হরিতকী ভারত হইতেই বিদেশে যায়। এই হরিতকী হইতে কিন্তু আমরা পাই মাত্র ৪৫ লক্ষ টাকা।

(৫) আমাদের দেশে খনিজ বস্তুর অভাব নাই, তাহা হইতে প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার উৎপাদিত হইতে পারে কিন্তু আমরা প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ টাকার রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করি।

(৬) যত প্রকার রং আসে সকলের মশলা ভারতে প্রচুর, এক সময়ে ভারত পৃথিবীর সমগ্র বাজারে রং বিক্রয় করিত। এখন প্রায় দেড় কোটি টাকার রং বিদেশ হইতে চালান আসে।

(৭) কাচের মশলা ভারতে রাশি রাশি অথচ প্রতি বৎসর আমরা এক কোটি বিশ লক্ষ টাকার কাঁচ বিদেশ হইতে আনয়ন করি।

(৮) ভারতে কাগজের মশলা যথেষ্ট বটে, কিন্তু আমরা বিদেশের কাগজেই জ্ঞানচর্চ্চা করি।

(৯) প্রতি বৎসর পাট, তুলা, পশম বিদেশী কাচ মূল্যে লইয়া যায়, কিন্তু আমরা কাঞ্চন মূল্যে তজ্জাত দ্রব্য-সম্ভার তাহাদিগের নিকট হইতে পুনঃ ক্রয় করি।

(১০) আমরা তৈলের বীজ চালান দিই, তাহার পরিবর্ত্তে তৈল ক্রয় করি। ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় তুলা উৎপাদক দেশ। কিন্তু ভারতীয়গণ কাপড় পরিতে পারি না, আর কার্পাস বীজ হইতে তৈল বাহির করিতে জানে না বলিয়া তাহাও বিদেশে চলিয়া যায়। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে এই বীজের রপ্তানি ৩৮ হাজার মণ হইতে ৮১ লক্ষ মণে দাঁড়াইয়াছে। এক তৈল লইয়া কত যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কল নাই, যাহাতে তৈলের আবশ্যক হয় না। ভারত তৈলের মসলা উৎপাদনে পৃথিবীর প্রায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু কেবল মসলাই উৎপাদন করিতেছে, আর তৈলের জন্য পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিতে হইলে হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইতে চাহে। আমাদিগের প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইতেছে, আর বিদেশী আমাদেরই জিনিষ লইয়া অতুল ধনশালী হইতেছে। "Indian Association for the Cultivation of Science" সভায় ১৯১৫ সালের বাৎসরিক অধিবেশনে রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জ্জি বলিয়াছেন—"According to official esitimate about 40 millions of our countrymen live on only one meal a day and half of our Agricultural population do not know from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied."

আমার আর অধিক বক্তব্য নাই। যদি আমরা অতি শীঘ্র দেশের ধন-বিজ্ঞান চর্চ্চায় মন না দিই, যদি আমরা কেবল পরভাগ্যোপজীবিতাকেই ধন-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রীতি বলিয়া এখনও মনে করিতে থাকি, যদি পরপদ লেহন করাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবি, তবে আমাদিগকেও অতি শীঘ্র

অষ্ট্রেলেসিয়ান আদি বহু অনার্য্য জাতির ন্যায় শীঘ্রই ধ্বংস পথে বসিতে হইবে। বিজ্ঞান।

এলুমিনিয়াম্।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে একটি অভিনব ধাতুর গুণ, ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ধাতুটি যে একটী অভিনব ব্যবসায়ে উৎকৃষ্ট উপাদান, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

আজকাল কলিকাতার বাজারে, দুই এক দোকানে, ঈষৎ নীলাভ অথচ শ্বেতবর্ণের এক প্রকার নূতন ধাতুনির্ম্মিত গেলাস, রেকাব প্রভৃতি কয়েক প্রকার সামান্য সামান্য বাসনের আমদানী দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বাসনগুলি যে ধাতুতে গঠিত, তাহাকে এলুমিনিয়াম্ বলে। উহা একটি মিশ্রিত ধাতু। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অতি কম বলিয়া উহা প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা হাল্‌কা; উহা জল অপেক্ষা ২¾ গুণ মাত্র ভারি, সুতরাং উহা যে অত্যন্ত হাল্‌কা ধাতু, তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। এতাধিক হাল্‌কা বিবেচনায় উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দিহান না হয়েন। উহার আর একটি গুণ এই যে, অম্লভাব সংস্পর্শে উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হন না।

এলুমিনিয়ানামৃ ধাতু দ্বারা আমাদের দেশের গৃহস্থালী সংক্রান্ত ব্যবহারোপযোগী বহুবিধ সুন্দর সুন্দর বাসন প্রস্তুত হইতে পারে এবং সেই সকল বাসন বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশে এলুমিনিয়ম্ ধাতুর কারখানা দেখা যায় না। যদি কোন উদ্যোগী ব্যক্তি, আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহ পূর্ব্বক যন্ত্রের সাহায্যে, বাঙ্গলা দেশীয় গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী এলুমিনিয়ামের বাসন প্রস্তুত করতঃ ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তিনি যে প্রকৃত লাভবান হইতে পারেন, তদপক্ষে সন্দেহ নাই।

গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী বাসন ব্যতীত উহা দ্বারা এমন অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, যাহা মিউনিসিপ্যালিটী, ডাক্তারখানা ও সৈনিকদলের মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে, এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য এত কম যে, গরীব লোকেও তন্নির্ম্মিত বাসন সহজে ক্রয় করিতে পারে।

মান্দ্রাজ নগরে এলুমিনিয়াম্ ধাতুদ্বারা বাসন প্রস্তুতের একটি কারখানা আছে। উক্ত কারখানা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথমে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয়ের একাংশরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। পরে উহা ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম্ কোম্পানীর হস্তে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী অল্প সময়ের মধ্যেই কারবারের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। মান্দ্রাজে ক্রমেই এলুমিনিয়াম্ গঠিত বাসনের আদর বাড়িতেছে। এজন্য বৎসর বৎসর অধিকতর মালের কাট্‌তি হইতেছে।

মান্দ্রাজের কারখানার এলুমিনিয়াম্ ধাতু নির্ম্মিত বাসনেও কাট্‌তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে হারে উহার কাট্‌তি বাড়িতেছে, তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে, অল্পকাল মধ্যে উহা একটি প্রধান ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এক মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয় হইতেই প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হইয়াছে এবং বিয়াল্লিশ লক্ষ যাট হাজার পাউণ্ডেরও অধিক মূল্যের এলুমিনিয়াম্ ইংলণ্ড হইতে মান্দ্রাজে আনীত হইয়াছে।

ক্রমশঃ মালের কাট্‌তি বেশী হইতেছে বলিয়া যে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। মূল্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কয়েক বৎসরের মধ্যে উহার মূল্য প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমিয়া গিয়াছে। কোন ধাতুর মূল্যের ন্যূনতার সহিত তন্ময় দ্রব্যেরও মূল্য যে কম হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং দ্রব্যের মূল্য যত কম হইবে, তাহার কাট্‌তিও তত বাড়িবে, ইহাও নিশ্চয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এলুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত বাসনের বহুল কাট্‌তি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একপোয়া ওজনের এলুমিনিয়াম্ দ্বারা একটি পরিমাণ গেলাস প্রস্তুত করিতে ধাতুর মূল্য ও মজুরি সহ ।৵০ আনার বেশী পড়ে না। উক্তরূপ একটি গেলাসের বর্ত্তমান বাজার দর ৸৵০ আনার কম নহে।

বাঙ্গালা দেশে একটী কারখানা খুলিয়া যদি এলুমিনিয়ামের বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করান যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে উক্ত ধাতু নির্ম্মিত যে সমস্ত বাসন বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বাসন প্রস্তুত করাইয়া প্রচলিত দরের অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে।

অধুনা এলুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত যে সমস্ত দ্রব্য বাজারে দেখা যায়, তাহার সংখ্যা অল্প হইলেও তাহা নির্ভেজাল ধাতু দ্বারা প্রস্তুত। লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ধাতুর সহিত উক্ত ধাতু মিশ্রিত করিলে নানাবিধ মিশ্র ধাতু তৈয়ারী হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা মানব সমাজের আবশ্যকীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

বাঙ্গালার বস্ত্র শঙ্কট।

—:০:—

বাঙ্গালার কুটীর শিল্প একেবারেই নষ্ট হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সাংঘাতিক সংগ্রামে সমস্ত দ্রব্যেরই ভয়ানক মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তন্মধ্যে বস্ত্রের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্য গৃহস্থ মাত্রকেই বড় বেশী চিন্তিত হইতে হইয়াছে। এদেশে সূতা প্রস্তুত হয় না। তাঁতের কাপড় এবং কলের কাপড় সমস্তই বিলাতের আমদানী সূতায় প্রস্তুত হইত, সেই সূতার এবং বস্ত্রের আমদানীর অভাবেই কাপড়ের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং দোকানদারগণও এই অজুহাতে তাহাদের যতদূর সাধ্য, মূল্য বৃদ্ধি করিয়া এই নিতান্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যের উপর লাভ করিতেছে।

এ সমস্তই এদেশের কুটীর শিল্প এবং তন্তুবায়গণের অন্ন নারার বিষম ফল। বস্ত্রের এই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধির জন্য মধ্যবৃত্ত লোকের অতিশয় ব্যয়ভার বৃদ্ধি হইয়া ইতিমধ্যেই অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, গরীব লোকের ত কথাই নাই। আমাদের দেশের কার্পাসের চাষ যদি একেবারে তুলিয়া না দেওয়া হইত, যদি আজ চরকার চলন থাকিত, তাহা হইলে মোটা কাপড় পরিয়াও লোকে লজ্জা নিবারণে সক্ষম হইত। গরীব লোকের দুর্মূল্যের জন্য পেটের ভাত হওয়াই কষ্টসাধ্য হইয়াছে, অনেকের দুবেলা অন্ন জুটে না, এমন অবস্থায় একখানি কাপড় ১৸৹ দিয়াও আজ আর পাওয়া যাইতেছে না। একটা গৃহস্থের ৮।১০ জন লোকের অন্ততঃ ৪খানা করিয়া কাপড় কিনিতে হইলেও ৩০।৪০ টাকা লাগিয়া যায়, গরীব শ্রমজীবি সম্প্রদায় যাহারা দুটী অন্নের সংস্থান করিতে পারে না, তাহারা কেমন করিয়া কাপড়ের জন্য ৪০৲ টাকা ব্যয় করিতে সক্ষম হইতে পারে? বড় শঙ্কট কালই উপস্থিত হইয়াছে। যখন কার্পাসের চাষ হইত, তখন আমরা দেখিয়াছি, ঘরে চরকায় সুতা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ বিছানার সাজ সরঞ্জাম, নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়াও সুতা এবং তুলা বিক্রয় করিত। এই সকল কাপড় মোটা হউক, কিন্তু স্থায়ী ছিল। বিলাতি কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহু তাঁত ত উঠিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের নিজেদের দোষেও এই কুটির শিল্প যে লোপ পাইয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। শঙ্কটে না পড়িলে মানবের শিক্ষা হয় না। এই দুর্দ্দিনে পল্লীবাসীর শিক্ষা হইলেও মন্দের ভাল হইবে।

মুখের কথায় কুটীর শিল্পের উন্নতি হইবে না। এ সকল বক্তৃতা খেয়ালের গবেষণায় আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না, আমাদিগকে পুনরায় প্রকৃতই কার্পাসের চাষ করিয়া পুনরায় চরকার প্রচলন করিতে হইবে, আবার দেশের তাঁতিদের উৎসাহিত করিয়া তাঁতের প্রচলন করিতে হইবে, যদি আর বিদেশ হইতে কিছু দিনের জন্য বস্ত্র এবং সূতা না আসে, যদি যুদ্ধাবসান হইতে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে বস্ত্রের অভাবে ধনী ও দরিদ্রের সমান অবস্থা দাঁড়াইবে। বাজারে না পাইলে অর্থে সে অভাব পূর্ণ হইবে না। একখানা গামছাও এমন ৷৹ ৷৴৹ আনার কমে পাওয়া যাইতেছে না। স্বদেশীর সময় যখন দেশের তাঁতের উন্নতির জন্য পল্লীতে পল্লীতে আলোচনা হইতেছিল, সে সময় লোকে তাহা উপেক্ষায় উড়াইয়া দিয়াছিল, তাঁতিরা সে সময় পুনর্জীবিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সহানুভূতির অভাবে তাহারা চিরতরেই তাঁত ছাড়িয়া দিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এখন কি হয়, কাপড় না পাইলে পরিবে কি? এখন যে মোটা সুতার কাপড় পাইলেও কত দুঃখীর সংসারে হাহাকার উঠিত না। যে জাতি ভবিষ্যত ভাবিতে এত অপটু, তাহাদেরও আবার কোন জন্মেও উন্নতি সম্ভব? প্রত্যেক শিক্ষিত পল্লীবাসী পুনরায় গ্রামে গ্রামে কৃষক দিগকে বুঝাইয়া কার্পাসের চাষ করিতে প্রবৃত্ত করুন, প্রত্যেক জমীদার প্রজা দিগকে এজন্য বাধ্য করুন, দেখিবেন, ঘরে ঘরে বস্ত্রের স্বচ্ছলতা হইয়া উঠিবে। তখন এত পরমুখাপেক্ষী হইয়া বস্ত্রের অভাব জন্য এত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। বস্ত্র শঙ্কট আমাদিগকে মোচন করিতেই হইবে। মানুষ একবেলা না খাইয়াও বাঁচিতে পারে, কিন্তু বস্ত্রের অভাবে এক মুহূর্ত্তও আধুনিক সভ্যতার যুগে চলিতে পারে না।

সরকারী-হুকুম।

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশঃ—

"বোর্ড অফ ট্রেডের" নিকট লাইসেন্স না লইয়া কেহ আর গ্রেট্‌ ব্রিটেনে চিঠি পাঠাইতে পারিবেন না। যদি কেহ এই বিধান না মানিয়া স্বেচ্ছায় বিলাতে চিঠি পত্র লিখেন, তাহা হইলে উহা গ্রেট্‌ ব্রিটেনে পৌঁছিবা মাত্র সরকারে বাজেআপ্ত হইবে।" এ বড় বিষম বিধান সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকার বাহাদুরের সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য আরও সবিস্তারে এরূপ বিধানের মহৎ উদ্দেশ্য এবং কোথায় কোনস্থান হইতে কিরূপে এই লাইসেন্স লইতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিৎ বলিয়া মনে হয়, কারণ এ তথ্য যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহারা বিলাতে পত্র লিখিয়া উত্তরের আশায় বসিয়া থাকিবেন, অথচ সরকারে পত্র বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

সিমলাযাত্রীর পত্র।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে আমরা যতই উপরে উঠিতেছি, ততই এক একটী নূতন নূতন পাহাড় আমাদের নয়ন পথে পতিত হইতেছে, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি অপরূপ কৌশল, কে যেন ঠিক একটীর উপরে আর একটি পাহাড় সাজাইয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, আমরা এই অনন্ত পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া বরাবর চলিয়াছি। অতল সাগরের জল যেমন কেহ পরিমান করিতে পারে না; তেমনি এই অসংখ্য পাহাড় মণ্ডলীর কেহ সীমা করিতে পারে না। আমরা এ পর্য্যন্ত ১০৩টী (Tunnel) অর্থাৎ সুড়ঙ্গ পথ এবং ১১টী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়াছি। বেলা ঠিক ১০টার সময় আমাদের গাড়ী সিমলা ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা পিতা পুত্রে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম এবং আমাদের দ্রব্য সামগ্রী লইয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে বিস্তর রিক্সা অর্থাৎ মনুষ্য-যান রহিয়াছে। রিক্সা দ্বিচক্র বিশিষ্ট হইয়া থাকে। দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের বগি গাড়ীর ন্যায়, উহা মনুষ্যের দ্বারা টানিত হয়। আমি তাহাই একখানি ভাড়া করিতে মনস্থ করিলাম। সেই সময় আম্বালার কালীবাড়ীর অধ্যক্ষ উমানাথ বাবুর উপদেশ আমার মনে পড়িল, তিনি বলিয়াছিলেন, সিমলায় প্রথম যাইয়া কালী বাড়ীতে আশ্রয় লইবেন! আমি তাঁহারই উপদেশানুসারে রিক্সাওয়ালাকে কালীবাড়ী যাইতে আদেশ দিলাম। কালীবাড়ী ষ্টেশন হইতে দুই মাইল, ভাড়া ১৲ টাকা ধার্য্য হইল। আমরা রিক্সায় উঠিয়া বসিলাম, চারি জন কুলী রিক্সা টানিতে লাগিল। দুইজন সম্মুখে এবং দুই জন পশ্চাদ্ভাগে। তাহার কারণ এখানকার পথ সমতল নহে। কোথাও উপরে উঠিতে হইবে, এবং কোথাও নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে; সেই জন্য চারিজন লোক ভিন্ন রিক্সা চলে না। যাহা হউক, আমরা সেই রিক্সায় চড়িয়া নিম্ন উপর করিতে করিতে প্রায় এক মাইল উপরে আসিয়া, একেবারে সেই কালী বাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। তখন একজন গৈরিক বসনধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিশিষ্ট পুরুষ আসিয়া আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং কোথা হইতে আসিতেছেন, আসিবার উদ্দেশ্য কি, এবং এই বালকটীই বা কে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম মহাশয়, সে অনেক কথা, একটু পরে সমস্তই বলিব। যিনি আমাদের সহিত কথা কহিতেছেন, ইনিই বোধ হয় এই কালীবাড়ীর পুরোহিত, এবং কথার ভাবে বেশ বুঝা গেল যে, ইনি আমাদের দেশীয় বাঙ্গালী।

আমরা প্রথমে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই মাতা আদ্যাশক্তি দর্শন করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। অতঃপর সেই পুরোহিত মহাশয় প্রদত্ত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আমার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সমস্তই তাঁহার সমীপে বর্ণনা করিলাম। তিনি আমার এই আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, এ সংসার দুঃখের আগার, এখানে সুখের লেশমাত্রও নাই, এই শোক-দুঃখময় জগতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। যাহা হউক এই, অপরিণত বয়স্ক বালক সঙ্গে লইয়া এরূপ দূরদেশে যাত্রা করা আপনার খুবই অন্যায় কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমি বলিলাম, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উপায় কি! বাঙ্গালী বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসার স্থল। এই অনাথ বালকটীর মঙ্গলামঙ্গলের ভার মহাশয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তিনি এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন, আমি একজন দীন ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার সাধ্য কি, সকলই তাঁহার ইচ্ছা। অতঃপর তিনি মহারাজ, মহারাজ, বলিয়া ডাকিলেন, কিছুক্ষণ পরে রন্ধনশালা হইতে এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, "গরমপানী লেয়াও" ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট গরম জল আনিয়া হাজির করিল। পুরোহিত মহাশয় আমাদিগকে সেই জলে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা তাহাই করিলাম, অতঃপর আমি মনে করিতে লাগিলাম, এদেশের পাচক ব্রাহ্মণ কি 'মহারাজ' উপাধি লাভ করিয়াছে; বোধ হয়, সেইজন্য এখানে উহাদিগকে, মহারাজ, বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে সেই মহারাজ উপাধি ধারী আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের আহার প্রস্তুতের কথা জ্ঞাপন করিল এবং পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং আমাদিগকে লইয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদিগকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইলেন। আমরা আহারাদি সমাপনান্তর তাহার সহিত নানা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমশঃ

জাল স্বামী।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেদার ঘাটের নিকটে রামরূপ চৌধুরি নামে এক সম্পন্ন ব্যক্তির বহুদিনের বাস। একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রামরূপ, তাহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হরপ্রসাদ এবং দুইজন প্রতিবেশী পূজার দালানে বসিয়া

গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে আকাশ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি আসিল। রসময় কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই বাটীর বৈঠকখানার বারান্দার আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে কেহই দেখিলেন না। রামরূপ ও প্রতিবেশীগণ বৃষ্টির সময় বসিয়া বসিয়া কেবল তামাক পুড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিল বটে, কিন্তু একেবারে থামিল না। কোঁচার কাপড় মাথায় দিয়া প্রতিবেশীদ্বয় নিজ নিজ স্থানে যাইবার জন্ত উঠিলেন। অঙ্গন পার হইয়া দ্বারের দিকে যাইবার জন্ত বৈঠকখানার বারন্দা অতিক্রম করিবার সময় তাঁহারা রসময়কে দেখিতে পাইলেন। একজন বলিলেন, "কে হে বাপু তুমি?" রসময় বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি নিকটেই থাকি, বৃষ্টির জন্ত এখানে একটু আশ্রয় লইয়াছি।" ইত্যবসরে দ্বিতীয় প্রতিবেশী রসময়কে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে হে রসময় না?" রসময় বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" তিনি মনে করিলেন যে, নিকটে থাকেন বলিয়া প্রতিবেশীদ্বয় তাঁহাকে চিনেন—তিনি কিন্তু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। দালান হইতে রামরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে হে শিবু?" শিবু বলিলেন, "ওহে রাম! তোমার স্বরূপ ঠাকুর দাদার জামাই এসেছে।" অন্ত প্রতিবেশী বলিলেন; "তাই ত চাটুর্য্যেই ত। এতদিন কোথায় ছিলে হে? একেবারে যে গোটা সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিয়াছ দেখ্‌চি। রসময় আবার কোন কথারই উত্তর দিতে পারিলেন না।

রামরূপ ও হরপ্রসাদ রসময়ের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে দালানে লইয়া বসাইলেন। প্রতিবেশীদ্বয়ের আর বাড়ী যাওয়া হইল না। রামরূপ বলিলেন, ছি বাবা! এমন করিয়া কি বিবাগী হইয়া যাইতে হয়? স্বামী স্ত্রীর বিবাদ কয় দিন থাকে? মেয়েটাকে কি এমন করিয়া গুরুদণ্ড দিতে হয়? নিজেও বোধ হয় সুখী হও নাই, অনেক কষ্ট পাইয়াছ।" রসময় স্বপ্ন দেখিতেছেন কি না, বুঝিতে পারিলেন না। হরপ্রসাদ বলিলেন, "শ্যালা ঠিক সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, একেবারে রূপানন্দ স্বামী হইয়া আসিয়াছে, দেখেছ বিশু দাদা"? বিশু বলিলেন, "সন্ন্যাসী সাজ, আর যাই কর, চেহারা কিন্তু একটুও বদ্‌লাইতে পার নাই—কপালে সেই কাটা দাগ দেখেছ রামু খুড়া"? রামরূপ বলিলেন, "ছয় বৎসরে আর কত বদলাইবে?" রসময় আজ ছয় বৎসর কাশীবাস করিতেছেন। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার যেন কেমন ধাঁধা লাগিয়া গেল। শিবু বলিলেন, "হরিয়া বেটা কোথায় গেল, জামাই বাবুকে তামাক দিত।" রামরূপ বলিলেন, "আমি পাঠাইয়া দিতেছি, আর বাড়ীতেও খবরটা দিয়া আসি।" রামরূপ চলিয়া গেলেন—বাটীর ভিতর হইতে শঙ্খধ্বনি হইল। হরিয়া আসিয়া তামাক দিল, কিন্তু রসময় তামাক খাইলেন না। বিশু বলিলেন, "আজও তামাক ধর নাই? সাবেক চাল যে কিছুই ছাড় নাই।" হরপ্রসাদ বলিলেন, "হাঁ হে চাটুর্য্যে! তবে কি গাঁজা ধরেছ নাকি? তাহা না হইলে আর সন্ন্যাসী কিসের?" শিবু বলিলেন, "টানিয়া দেখ ত পরচুলা কি না।" "বেশ বলিয়াছ" বলিয়া হরপ্রসাদ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারিলেন না।

রামরূপ আসিয়া বলিলেন, চল বাবাজী! বাটীর ভিতর চল, ছয় বৎসর পরে মেয়েরা তোমাকে দেখিবার জন্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছে। রসময় যেন বাজীকরের মোহ কাটাইয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন, "মহাশয়েরা বড় ভুল করিতেছেন, আমি আপনাদের জামাই রসময় নহি, আমার নাম রসময় চক্রবর্ত্তী পিতার নাম ৺রামজয় চক্রবর্ত্তী।" হরপ্রসাদ বলিলেন, "চাটুর্য্যে থেকে চক্রবর্ত্তী হইয়া আর লাভ কি? বসু থেকে বাসু, রায় থেকে রায়ান কি সন্ন্যাস থেকে সাম্যুয়েল হইলে বরং সাহেব হইতে পারিতে।" রামরূপ বলিলেন, "বাবাজী! আর যা ইচ্ছা বল, বেয়াই মহাশয়ের নামটা আর মিথ্যা বলিও না।" শিবু বলিলেন, "আর কেন বাবা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছ? যখন ধরা পড়িয়াছ, তখন আর তোমাকে ছাড়িতেছি না। যাও বাটীর ভিতর যাও।" বিশু বলিলেন, "বুঝিতেছ না, ওটা আদর বাড়ান হইতেছে।" রসময় বার বার করিয়া বলিলেন যে, তিনি জামাই রসময় নহেন, তাঁহাদিগের ভ্রম হইয়াছে। দেবতার নাম লইয়া শপথও করিলেন, কিন্তু সে কথা কেহই কর্ণে তুলিলেন না। এক প্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে বাটীর ভিতর লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু পবিত্র অন্তঃপুরের সীমায় পদার্পণ করিতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

(৪)

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র হরপ্রসাদের জননী কাঁদিতে কাঁদিতে রসময়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বাবা! এমনই করিয়া কি ভুলিয়া থাকিতে হয়? যাহা হউক, বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় আমি যে হারান রত্ন পুনরায় পাইলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।" রসময় বলিলেন, "মা! আপনিও ভুল করিলেন! আপনি যে আপনার জামাতাকে চিনেন না, ইহা বড় আশ্চর্য্য। আমার বিশ্বাস ছিল, পুরুষের চক্ষু অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চক্ষু অধিক প্রখর। আমাকে ভাল করিয়া দেখুন, আমি আপনার জামাতা নহি। আমাকে বিদায় দিন, আমাকে জামাতা বলিয়া গৃহে স্থান দিয়া কেন কলঙ্কের ভাগী হইবেন?" হরপ্রসাদের জননী বলিলেন, "বাবা! মিথ্যা বলিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ? আমি কি এমনই

ভ্রান্ত যে, ছয় বৎসরে তোমাকে ভুলিয়া গেলাম ?"

অন্যান্য পুর মহিলাগণ তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন এবং সকলেই এক বাক্যে রসময়কে জামাতা বলিয়া স্থির করিলেন এবং যাঁহার যেমন সম্বন্ধ, তিনি তদনুসারে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। রসময়ের কথা কেহই কানে তুলিলেন না, শ্যালিকা ও শ্যালক জায়াগণ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিলেন—সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, পুনরায় পলায়ন করিবার জন্য রসময় অন্য ব্যক্তি সাজিতেছেন। তাঁহার সহিত প্রকৃত জামাতার আকৃতির এতই সাদৃশ্য যে, সকলেই ভুল করিলেন। রসময় কাতর হইয়া কর যোড়ে বিদায় চাহিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ছাড়িলেন না, এমন কি বহির্ব্বাটীতেও আর যাইতে দিলেন না। রসময় কলঙ্কের ভয় দেখাইলেন, জাতি নাশের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু সকলেই বলিলেন যে, যাহা হয় হইবে, তাঁহারা কিছুতেই তাহাকে ছাড়িলেন না। যখন কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না, তখন অগত্যা তাঁহাকে স্রোতে ভাসিতে হইল—অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হউক! এমন বিপদে তিনি আর কখন পড়েন নাই।

জামাই আদরে, বিশেষতঃ ছয় বৎসর পরে হারানিধি পাইলে যে প্রকার যত্নে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, সেই রূপেই রসময়কে জলযোগ করান হইল। তৎপরে নৈশ ভোজনের ব্যবস্থাও তদনুরূপ হইল। রসময় তখনও কাহাকেও বুঝাইতে পারিলেন না যে, তিনি জামাতা রসময় নহেন। দ্বিতলের এক সজ্জিত কক্ষে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হইল, শ্যালক ও শ্যালকজায়াগণ তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন ও উপবেশন করাইলেন। রসময় তখনও বলিলেন যে, এ রহস্যের এই খানেই সমাপ্তি হউক, আর অধিক গড়াইলে তাঁহাদিগের কলঙ্কের শেষ থাকিবে না। এক জন শ্যালিকা বলিলেন, "দাঁড়াও, জয়দুর্গাকে ডাকিয়া আনিতেছি, পার ত তাহাকে বলিও যে, তুমি রসময় নহ।" সর্ব্বনাশ! জয়দুর্গা অবশ্য হরপ্রসাদের ভগ্নী, রসময়ের মনে মনে প্রমাদ গনিলেন।

হরপ্রসাদের সেই ভগ্নী যাইয়া এক সুবেশা সালঙ্কারা, সুন্দরী যুবতীকে রসময়ের শয়ন কক্ষে আনিয়া হাজির করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে, "চাটুর্য্যে মশাই কিছুতেই আপনাকে চাটুর্য্যে মশাই বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না, এই এক পাগলামী! তুমি যেন পাগলামীতে ভুলিও না। আজ যদি ইহাকে রসময় নহে বলিয়া ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে এ জীবনে আর দেখা পাইবে না। "কথাটা রসময়ের কর্ণে গেল। জয়দুর্গা বলিলেন, কাজ কি দিদি! উনি যখন অন্য লোক সাজিতেছেন, তখন ধরিয়া বাঁধিয়া তোমাদের ভগ্নীপতি করা কেন? ছেড়ে দাও আমি যেমন ছিলাম, তেমনই থাকিব।" রসময় বুঝিলেন, স্বামী বিরহে জয়দুর্গার প্রাণে কি যাতনা। হায়! তিনি যদি প্রকৃত চাটুর্য্যে হইতেন! "যা আর অভিমানে কাজ নাই" বলিয়া দিদি জয়দুর্গাকে গৃহে প্রবিষ্ট করিয়া অন্যান্য পুরমহিলার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

জয়দুর্গা গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং রসময় যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তাহার নিকটে যাইয়া গলায় অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ট হইয়া রসময়কে প্রণাম করিলেন। "ত্বরায় স্বামীর সহিত সম্মিলিতা ও পুত্রবতী হও" মনে মনে রসময় এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিলেন না পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে কোন বিষয়ে আলাপ করা তাঁহার কোষ্টীতে লিখে নাই। রসময়কে নির্ব্বাক দেখিয়া জয়দুর্গার নারী হৃদয়ের অভিমান ও আত্ম মর্য্যাদা উথলিয়া উল তিনি ও বিনা বাক্য ব্যয়ে পালঙ্কে যাইয়া শয়ন করিলেন এবং শয্যার এক পার্শ্বে সেই শ্রাবণের গরমে ব্রীড়া সঙ্কুচীতা নব বধূর ন্যায় আপাদ মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিতা রহিলেন। বোধ হয়, তিনি মনে করিলেন ত্বরায় রসময় তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কথা আরম্ভ করিবেন। কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল, বালিস ভিজিল, তথাপি রসময় ভিজিলেন না। রসময় গৃহের বাহিরে যাইবেন মনে করিয়া দ্বার খুলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, উহা বাহির হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি আবার চেয়ারে যাইয়া বসিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, গৃহস্থেরা স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া না জানি কি বিপদেই তাঁহাকে ফেলিবেন। কাশীতে কাহারও কাহারও নানা প্রকারে নানা বিপদের কথা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। শ্রীমতী জয়দুর্গা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, রসময় বিপদ পাতের আশঙ্কায় সতর্কতা সহকারে চেয়ারে বসিয়াই রহিলেন। যাঁহারা ছয় বৎসর পরে স্বামী স্ত্রীর প্রথম আলাপ শুনিবার জন্য গৃহের বাহিরে উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা উভয়কে নির্ব্বাক দেখিয়া নৈরাশ্যের সহিত স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিতে গেলেন।

অনেক ক্ষণ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, মেঘ শূন্য আকাশে সূর্য্য উঠিয়াছে, এমন সময়ে জয়দুর্গার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন বাটীর সকলে জাগরিত হইয়াছেন এবং দ্বারের শৃঙ্খল খোলা হইয়াছে। রসময়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সহসা উহা ভাঙ্গিয়া গেল।

(৫)

শয্যাত্যাগ করিয়া জয়দুর্গা নির্ণিমেষ নয়নে রসময়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

বস্ত্রাঞ্চলে—কালসর্প দর্শনকারীর ন্যায় শিহরিয়া উঠিয়া তিনি ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেলেন। তথায় পুরমহিলাগণ একত্রিত হইয়া জয়দুর্গাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া রসময় গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন এবং পুরমহিলাদিগের নিকট দিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। তাঁহারা রসময়কে দেখিয়া পরস্পর অর্থপূর্ণ নির্ব্বাক দৃষ্টি বিনিময় করিলেন; বহির্ব্বাটীতে চা পান করিবার মজলিস্ বসিয়াছে, রামরূপ, হরপ্রসাদ, বিশু, শিবু ও আর একটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, তাঁহার নাম দয়াল। রসময়কে দেখিয়া রামরূপ বলিলেন, "এস বাবাজী! মুখ হাত ধোয়া হইয়াছে?" রসময় বলিলেন, "আজ্ঞা না, যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে স্বস্থানে প্রস্থান করি।" দয়াল বলিলেন, "ইনি কে হে রাম দাদা?"

"দাদার জামাই রসময়, চিনিতে পারিলে না?"

"রসময়! এ আবার কি তামাসা? এর কোন পুরুষেও রসময় নহে।"

শিবু বলিলেন, "তাই ত! এ কি হইল? কাল ত রসময় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, আজ এ কি হইল?" বিশুও ঐ কথাই বলিলেন। দয়াল বলিলেন, লোকটা শুইয়াছিল কোথায়? বাটীর ভিতরে নাকি?" রামরূপ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আর কি বলিব? জাতি গেল—মেয়েটা হয়ত আত্মহত্যা করিবে।" হরপ্রসাদ বলিলেন, "মার শ্যালাকে!" দয়াল বলিলেন, "তোমার নাম কি? কোথায় থাক? কি প্রকারে এখানে আসিলে?"

আমার নাম রসময়, অন্য পরিচয় কল্য সমস্ত দিয়াছি। শিবু বলিলেন, "ঐ নামেই ত গোল করিয়াছে!" কেহ বলিলেন, "আচ্ছা করিয়া প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দাও," "কেহ বলিলেন পুলিশে দাও," কেহ বলিলেন, "গোল করিয়া কাজ নাই, কিল খাইয়া কিল চুরি করাই কর্ত্তব্য।" দয়াল বলিলেন "তুমি কি রকম ভদ্রলোক? একটা মান্য গণ্য ঘরে এই কালিটা দিলে?

"আজ্ঞা, আমি ঠিক ভদ্র লোক, তবে যাঁহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে জামাই বলিয়া ডাকিয়া আনিয়া কুলকামিনীর গৃহে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন, তাঁহারা কি প্রকার ভদ্র লোক, ইহাই বিবেচ্য।"

একজন বলিলেন, "শ্যালা ভদ্র লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া বচন ঝাড়িতেছে দেখ না! কি বল রামু খুড়া, দিই দু'ঘা।" রামরূপ তাঁহাকে বলিলেন, "থাক, আর পচা মাছ ঘাঁটিয়া কাজ নাই।" রসময় বলিলেন, "ইচ্ছা হয়, দু'ঘা দিতে পারেন, কল্যকার ভোজনের দক্ষিণা বলিয়া মনে করিব; কিন্তু আমার কোন অপরাধ নাই, আমি বাটীর প্রত্যেককে বলিয়াছি, আমি জামাই রসময় নহি। সে কথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না, দশচক্রে ভগবান ভূত হইলেন। রামরূপ বলিলেন, "আমরা মস্ত ভুল করিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া, আর আসল হউক কপট হউক, সন্ন্যাসী হইয়া এই সর্ব্বনাশটা করিলে! ইহার যে প্রায়শ্চিত্ত নাই! আর সমাজে যে আমাদের স্থান নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।"

"ধর্ম্মতঃ আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হয় নাই। আপনার ভ্রাতৃপুত্রীও আপনাদিগের ন্যায় ভুল করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার জননীর তুল্য, আমি তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে চেয়ারে বসিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছি, তিনি পালঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন।"

রামরূপ মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। তিনি রসময়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাঁচাইলে বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে বটে এবং আসল সন্ন্যাসীও বটে।" রসময়ের কথাটা সত্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য হরপ্রসাদ বাটীর ভিতরে গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "রসময়ের কোন দোষ নাই, তাঁহার ব্যবহার অভদ্রতা বর্জ্জিতই বটে, কিন্তু আমরা বাটী শুদ্ধ সমস্ত লোকে কি মারাত্মক ভুলই করিয়াছিলাম! মা, কাকী মা, দিদি সকলেই বলিতেছেন, ইহা ভৌতিক কাণ্ড। তাহা না হউক, ইহা যে ইন্দ্রজাল, তাহাতে ভুল নাই।"

রসময়ের বাড়ী কোথায়, কাশীতে থাকিবার উদ্দেশ্য কি, কত দিন দেশ ছাড়া ইত্যাদি অনেক কথা রামরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। রসময় কতক প্রকাশ করিলেন, কতক গোপন করিলেন। এই সময়ে চা পান করিবার জন্য রামরূপের বন্ধুগণ দুই এক জন আসিতে লাগিলেন, দেখিয়া রসময় বিদায় চাহিলেন। রামরূপ বা অন্য কেহ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না।

(৬)

রসময় নিজ বাসায় আসিয়া শুনিলেন যে, গণেশরাম ভগবান দাসের কাঠের গোলা হইতে তাঁহার সন্ধানে লোক আসিয়াছিল, তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য তথায় যাইতে হইবে। এই ছয় বৎসরে তিনি সত্যনিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতা গুণে মহাজনের এত প্রিয় হইয়াছিলেন যে, সামান্য মুহুরী হইতে প্রধান কার্য্যাদক্ষের পদ পাইয়াছিলেন। মনে করিলে রসময় অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া ন্যায্য প্রাপ্য ব্যতিরেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার প্রভু তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার পুত্র রসময়ের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। ভগবান দাস দেশে যাইলে সমস্ত কার্য্যভার রসময়ের উপর ন্যস্ত

ছিল, তাঁহার পুত্র তখন কাশীতে আসেন নাই। এই সময়ে রসময় রেলওয়ে কোম্পানীকে এক লক্ষ শাল স্লিপার যোগাইবার ঠিকা লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু বা প্রভু পুত্রের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করেন নাই। এ কার্য্যে বিলক্ষণ লভ্য হইবে, এই আশাতেই এমন কার্য্য করিয়াছিলেন—প্রভু বা প্রভু পুত্র যে ইহাতে অনুমোদন করিবেন না, এমন সন্দেহ তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। রসময় জঙ্গল হইতে গাছ কাটিবার ও উহা চিরিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এমন সময়ে ভগবান দাসের পুত্র কাশীতে আসিলেন। এই প্রকার ঠিকা লইয়া ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে একবার ভগবান দাস বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন, রসময় তাহা জানিতেন না। প্রভু পুত্র কাশীতে আসিয়া এই ঠিকা লইবার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কথায় কথায় এমন বিবাদ হইল যে, প্রভু পুত্র রসময়কে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কাঠ চিরিয়া স্লিপার যোগাইলে প্রায় এক লক্ষ টাকা লাভ থাকিবে, রসময় এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু পুত্র তাহা না করিয়া প্রত্যেক স্লিপারের জন্য দুই আনা মাত্র লইয়া একজন সাহেবকে উহা যোগাইবার ঠিকা লইলেন। ভগবান দাস কাশীতে আসিলেন এবং পুত্রের কার্য্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রসময়কে ডাকিতে পাঠাইলেন।

আহারান্তে রসময় ভগবান দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার পুত্র রসময়ের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার অদৃষ্ট মন্দ, নতুবা পুত্রের অবিবেচনায় লক্ষাধিক টাকা হারাইব কেন? আপনি যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সেই বন্দোবস্ত বজায় রাখিয়া সাহেব লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক, আপনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না, আপনি আমার লক্ষ্মী।"

রসময় বলিলেন, "কার্য্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকে দুইমাসের বিদায় দিতে হইবে, আমি একবার কলিকাতায় যাইব, ছয় বৎসর পুত্র কন্যাকে দেখি নাই।" ভগবান দাস তাহাতে সম্মত হইলেন, রসময়ও পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। একমাসের মধ্যেই ভগবান দাস সমস্ত হিসাব পত্র দেখিয়া লইলেন এবং রসময়কে বিদায় দিলেন। যে দিন রসময় কলিকাতায় যাইবেন, সেই দিন ভগবান দাস তাঁহাকে একখানি সাড়ে বারহাজার টাকার চেক তাঁহার নামে কাটিয়া দিলেন। রসময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ টাকা কি করিতে হইবে?" ভগবান দাস বলিলেন, "ইহা আপনার টাকা, স্লিপারের ঠিকায় মুনফা হইয়াছে।" "আমি ইহা লইব কেন? আমি আপনার ভৃত্য এবং ঠিকাও আপনার নামে ছিল, সুতরাং ইহা ন্যায়তঃ আপনার প্রাপ্য।"

আমাকে যখন এ জন্য মুলধন খাটাইতে হয় নাই, তখন ইহা আমার নহে। এ টাকা লইয়া আমি ধর্ম্মে পতিত হইতে পারি না, ইহা আপনারই ন্যায্য প্রাপ্য।"

অগত্যা রসময়কে ঐ টাকা লইতে হইল। তাঁহার অদৃষ্টে এক মুহুর্ত্তে এত টাকা উপার্জ্জন ছিল, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। প্রফুল্ল অন্তরে ভগবান দাসের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনুতাপে মহামায়ার স্বভাবে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন আসিল, তিনি এখন শান্ত, সুশীলা মান অভিমান বর্জ্জিতা ও পতিপদ ধ্যান নিরতা নারীদিগের এক জন হইয়া উঠিলেন। পুড়িয়া পুড়িয়া সুবর্ণ বিশুদ্ধ হইল। রসময়ের কাশী যাত্রার পর দীর্ঘ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে; এতাবত কাল মহামায়া কেবল যে মনের আগুণে পুড়িয়াছেন, তাহা নহে, অর্থাভাবও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি দগ্ধ করিয়াছে। ভাল ঘর নাই, বসন ভূষণ নাই, পুত্র কন্যা কোন সামগ্রী পাইবার আবদার ধরিলে তিনি তাহা কিনিয়া দিতে পারেন না, পুত্রের লেখা পড়া শিখিবারও কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণ কাটিতে লাগিল, রসময় ব্যতিরেকে আর দিন যায় না, পুত্র কন্যাকে আর লালন করিতে পারেন না। কিন্তু রসময়ের কোন সংবাদই মিলিল না। তিনিও বাটীর সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং কাশীতে যে সকল বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুত্র কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই, কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বাটী ভাড়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অবশেষে মহামায়া স্থির করিলেন যে, রসময়ের সন্ধানে পুত্র কন্যা লইয়া কাশী যাত্রা করিবেন। কিন্তু সহায় সম্পত্তি হীনা স্ত্রীলোক কোথায় আসিবেন? এমন কেহ আত্মীয় নাই যে, তাঁহাকে আশ্রয় দেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার দূর সম্পর্কীয়া এক পিশির ঠিকানা পাইলেন, তিনি বহু কাল হইতে কাশীবাসিনী, বিবাহের পূর্ব্বে ৮।৯ বৎসর বয়সের সময় মহামায়া তাঁহাকে শেষ দেখিয়াছিলেন।

সেই পিশি পরলোকগত স্বরূপ চৌধুরীর স্ত্রী, হরপ্রসাদের জননী। মহামায়া সন্ধান করিয়া তাঁহার বাটীতে আসিলেন, পিশা মহাশয় অনেক দিন মারা গিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতা রামরূপ এখন সংসারের কর্ত্তা। তাঁহাদিগের অবস্থা ভাল, মহামায়াকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পিশির দুই কন্যা, দুই পুত্র, কন্যাদের নাম জয়কালী ও জয়দুর্গা, পুত্র দিগের নাম হর প্রসাদ ও শিব প্রসাদ

শিব প্রসাদ গোরক্ষপুরে থাকেন, বড় চাকরী করেন। রামরূপের অনেক গুলি পুত্র কন্যা কেহ কাশীতে, কেহ অন্যত্র আছে। পুরস্ত্রীগণ মহামায়ার কাহিনী ও কাশী আসিবার কারণ শুনিলেন এবং তাঁহার দুঃখে অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। জয়দুর্গার অবস্থাও অনেকটা মহামায়ার অনুরূপ বলিয়া উভয়ে অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইল. জয়দুর্গা মহামায়া অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট।

মহামায়ার স্বামী রসময়ের ঠিকানা কেহ জানেন না, তিনি এখনও কাশীতে আছেন কি না, তাহার ও স্থিরতা নাই, তদ্ভিন্ন কেহই তাঁহাকে কোন দিন দেখেন নাই; সুতরাং তাঁহার কোন অনুসন্ধান হইল না। মহামায়া কিন্তু নিজেই তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত দিন তিনি দেব দর্শনের ছলে পথে পথে ও প্রতি দেবালয়ে ঘুরিয়া বেড়ান; আজ কেদার ঘাট, কাল মণিকর্ণিকা, পরশু দশাশ্বমেধ এমনই করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে স্নান করেন; সন্ধ্যাকালে ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে প্রদীপ দিতে আসেন, বাজারে যাইয়া দুই এক পয়সার সামগ্রী ক্রয় করেন, প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে থাকিয়া আরতী দেখেন। তাঁহার পিশি তাঁহার ধর্ম্মে মতি দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট।

জয়দুর্গার বড় কষ্ট, তিনি স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি বিবাগী হইয়া গিয়াছেন, এই বলিয়া সকলেই তাঁহাকে গঞ্জনা দেয়। তিনি কটুভাষিণী, অপ্রিয়বাদিনী বলিয়াই আজ তাঁহার এই যন্ত্রণা, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইলেও তাঁহার মনে সুখ ছিল না, গৃহে বসিয়া দিন রাত্র মনের আগুণে পুড়েন। একটী পুত্র কি কন্যা হয় নাই যে, তাহাকে লইয়া দুই দণ্ড মন স্থির করেন। মহামায়া তাঁহাদিগের বাটীতে আসাতে জয়দুর্গার মন অনেকটা হাল্‌কা হইল, তিনিও অনেক সময় মহামায়ার সহিত কাশীর গলি গলি ঘুরিতে লাগিলেন। তিনিও কি স্বামী খুঁজিয়া বেড়ান? সে কথা অপ্রকাশ থাকিলেও তাঁহাদিগের অধিকাংশ কথো পকথনই যে ঐ সম্বন্ধে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক দিন স্নানান্তে বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে বসিয়া উভয়ে কি কথোপকথন হইতেছিল, তাহা বলিতেছি।

৮

"লোক নিরুদ্দেশ হইলে পুলিশ ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ধরিতে পারেন না।"

"এই ছয় বৎসরের ভিতর এক দিনও আসিল না?"

"কই আর আসিল! হাঁ হাঁ, এক দিন আসিয়াছিল।"

"তবে আবার গেল কেন?"

"সে যে জাল!"

"জাল! জাল স্বামী আবার কি রকম?"

"সে বড় মজার কথা দিদি! শুনবে? এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে এক জন আধা সন্ন্যাসী আমাদের বৈঠকখানার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দালানে কাকা, দাদা, আরও পাড়ার দুই তিন জন পুরুষ মানুষ ছিলেন। লোকটার চেহারা ঠিক তাহার মত, একটুও প্রভেদ নাই, কপালে সেই কাটা দাগটী পর্য্যন্ত আছে। এমন আশ্চর্য্য ভাই কখন দেখি নাই! গলার স্বরও কি ছাই ঠিক তার মত হইতে হয়! বামুন বটে, নামও মিলে গেল।"

"বামুন, কপালে কাটা দাগ নামও চাটুর্য্যের নাম!"

"হাঁ দিদি! কিছু প্রভেদ নাই। পুরুষেরা ত ভুল করলেনেই, মার, কাকীমার, দিদির বউ দিদির সকলেরই ভুল হইল, মায় হরিয়া চাকরটার পর্য্যন্ত।"

"তার পর?"

"তার পর তাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া খাওয়ান দাওয়ান ধূম দেখে কে।"

"আচ্ছা, সে লোকটা চাটুয্যে কিনা, তা কিছু বলিল না?"

"সে বরাবরই বলিয়াছে, সে চক্রবর্ত্তী, আর আমরা ভুল করিতেছি।"

"সে আবার চক্রবর্ত্তী! সকলের মত তুইও ভুল করলি? তুই ও তাহাকে চিনিতে পারিলি না?"

"রাত্রিতে পারি নাই, সকালে চিনিয়া ফেলিয়াছিলাম।"

"এক ঘরে শুইয়াছিলি নাকি?"

"এক ঘরে বটে, তবে এক বিছানায় নয়। লোকটা সমস্ত রাত্রি শোয় নাই, এক খানা চেয়ারে বসিয়াছিল।"

"ধর্ম্ম জ্ঞান আছে! এত যদি ধর্ম্ম জ্ঞান, তবে ঘর থেকে বাহির হইয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল না কেন?"

"উচিত কথা বলিতে হয়, পরিচয় দিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে আসল মনে করিয়া কেহ যাইতে দেয় নাই; আর ঘরে শিকল দেওয়া ছিল, সেই জন্য বাহির হইতে পারে নাই!"

"লোকটার যদি ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত, বল দেখি?"

"ধর্ম্ম আছেন, তিনি সকলের রক্ষা কর্ত্তা।"

"সকলে যখন চাটুর্য্যে নহে বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন তোমার কাকা কি করিলেন?'

"জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই শুনিয়া বড় খুসী হইলেন, আর নিজেদের ভুলের জন্য অপ্রতিভ হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তাহার পর তাহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলেন যে, দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় যাইবে, সেই খানেই নাকি তাহার

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বাড়ী। বাড়ীতে পরিবার, একটী ছেলে, আর একটী মেয়ে আছে। মনের দুঃখে তোমার ভগ্নীপতির মত বিবাগী হইয়া বাটী হইতে চলিয়া আসিয়া এই কাশীতে বাস করিতেছে। দুঃখটা যে কি, তাহা বলিল না। দেশে যাইতে এক দিন মন হয় নাই, কাকা অনেক করিয়া বুঝাইলে তাহার মন হইল।"

"বাড়ীর কেহ ঠিকানা জানে ?"

"কই তাহা ত কেহ জানে না। কেন, তাহার ঠিকানা জানিয়া কি হইবে ?"

"সন্ধান পাইলে তোকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিব।"

"আমার পালা হইয়া গিয়াছে, এই বার তোমার পালা।"

"আমার পালাই বটে, সে কে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিস না ?"

"তিনি কি আমার ভগ্নীপতি নাকি ? এমন জানিলে যে, সে দিন আলাপটা ভাল করিয়া করিয়া রাখিতাম।"

"সে সুযোগ আর হওয়া কঠিন! এই কাশী সহরে তাহাকে কি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব ?"

পশ্চাতে এক ব্যক্তি ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া উক্ত কথোপকথন শুনিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "অবশ্য পারিবে, বাবা বিশ্বনাথের এমনই মাহাত্ম্য যে, তিনি কাহারও আন্তরিক কামনা অপূর্ণ রাখেন না।"

মহামায়া বিস্মিত ও কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন। জয়দুর্গা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন এবং অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বলিলেন, "দিদি! দিদি! ইনিই জান স্বামী।"

"তোর জাল কিন্তু আমার আসল।"

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

২ শীতলা লেন, নারিকেল ডাঙ্গা, হারিসন রোড পোঃ আঃ, কলিকাতা।

HOME INDUSTRIES.

Special for "Businessman"

Rudge.

—:o:—

গহনা পরিষ্কারের জন্য রুজ প্রস্তুত।

স্বর্ণকারগণ গহনা পালিসের জন্য এক প্রকার রুজ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহা দেখিতে লাল চূর্ণ, স্বর্ণ পালিস করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহা দেশীও প্রস্তুত হইয়া বাজারে বেশ লেবেলাদি দিয়া এক এক কৌটা ৵০, ।৵০ বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেকে, কেমন করিয়া এইরূপ প্রস্তুত করিতে হয়, আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নিম্নে সহজ উপায়ে রুজ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া প্রদত্ত হইল।

প্রথমে ১ আউন্স আন্দাজ হিরাকস্ (Sulphet of Iron) খানিকটা জলে দ্রব করিয়া ফেল, ইহা জলে দিলেই সহজে গলিয়া যাইবে।

তারপর অন্য একটী পাত্রে ঐ পরিমাণ অক্জালিক এসিড্ পরিষ্কার জলে গলাইয়া ফেল।

কিন্তু সাবধান হইতে হইবে, কারণ ইহা বিষাক্ত পদার্থ, সুতরাং ইহা হস্ত দ্বারা নাড়া চাড়া করিবে না বা মুখে হাত দিবে না। এখন ঐ উপরোক্ত হিরাকসের জল এবং অক্জালিক এসিডের জল একত্র মিশাইয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলেই জল উপরে থিনাইয়া উঠিবে এবং নীচে ঠিক গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের একটা তলানি পড়িবে। আমাদের ঐ তলানি টুকুই আবশ্যক।

হিরাকসের সহিত অক্জালিক এসিড্ যোগ হইলেই রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য যে অধঃক্ষেপ বা তলানি পড়িল, ইহার নাম (Oxalate of Iron) অক্জালেট অফ আয়রণ। ইহাও বিষাক্ত পদার্থ, এখন আস্তে আস্তে উপরোক্ত জলীয় অংশ ফেলিয়া দিলেই তলানিটা পাওয়া যাইবে। ইহার সহজ উপায় একটা ব্লটীং কাগজের ঠোঙ্গা করিয়া উপরোক্ত সলুইশন মায় তলানি সমেৎ ঢালিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ তলানিটা ব্লটীং কাগজে লাগিয়া থাকিবে, জলটা পড়িয়া যাইবে।

এখন এই ব্লটীং সমেৎ তলানিটা রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিলে যখন উত্তমরূপ শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন একটা মৃত্তিকা পাত্রে বা লোহার হাতায় দিয়া আগুনের উপর ধরিলেই দেখিবে, উহাতে আপনা হইতেই আগুন লাগিয়া পুড়িয়া লাল-বর্ণ চূর্ণে পরিণত হইবে। ইহাই রুজ্। অক্জালিক এসিড্ প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ। শিশিতে ধরে রাখিলে অতি অবশ্যই তাহার গাত্রে বড় অক্ষরে "বিষ" এইরূপ লেবেল দিয়া রাখিবে। ইহাই আইন।

এই রুজ কৌটায় পুরিয়া উত্তম ছাপা লেবেল দিয়া বিক্রয় হয়। বিক্রয়ের স্থান কলিকাতার রাধাবাজারের জুয়েলারির দোকানে দোকানে অথবা প্রত্যেক স্বর্ণকারের দোকানে। বাজারে যে রুজ বিক্রয় হয়, তাহার ডজন ৩৸০ হইতে ৪৲। প্রতি কৌটা ।৵০, ।৵০ আনায় বিক্রয় হয়। এক শ্রেণীর লোক কেবল রুজ প্রস্তুত করিয়াই বিক্রয় করিয়া থাকে।

ব্যবহার বিধি :—

অলঙ্কার কে উত্তমরূপে সাবান জলে পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক করিয়া লইয়া সামান্য একটু রুজ সাময় লেদার বা সাব্রী চামড়ায় লাগাইয়া অলঙ্কারের উপর ঘসিয়া পালিস করিতে হয়। রুজ পালিসের জন্য নানা প্রকার ক্রসও বাজারে পাওয়া যায়।

পাকা দেওয়ালে অশ্বত্থ বট বৃক্ষাদ জন্মিলে তাহা নষ্ট করিবার উপায়।

১। ঐরূপ বৃক্ষ মূলে হিং দিলে বৃক্ষ নষ্ট হয়।

২। Strong Liq. Ammonia কড়া লাইকার অ্যামোনিয়া ঢালিয়া দিলে সমূলে বৃক্ষ মরিয়া যায়।

৩। সায়েনাইড অফ্ পটাস দিলেও বৃক্ষ মরিয়া যায়। ইহা বিষাক্ত।

৪। খুব ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিলেও মরিয়া যাইতে পারে।

৪। ষ্ট্রং কার্ব্বনিক এসিড্ দিলেও গাছ মরিয়া যায়।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা।

—:*:—

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক-চিকিৎসা।

নবম সংস্করণ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং কলিকাতা ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে উক্ত কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ মাত্র, ৫৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তক খানির ছাপা, বাঁধাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। পারিবারিক চিকিৎসা প্রথম সংস্করণ হইতেই যে জনসমাজে আদৃত এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, পুস্তকখানির অসম্ভব কাটতি দেখিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকমাত্রেই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, ১৩০৮ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৫২০০০ পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, ইহা পারিবারিকচিকিৎসা প্রকাশকগণের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। হোমিওপ্যাথির ন্যায় সুচিকিৎসা প্রচারের পক্ষেও পারিবারিক-চিকিৎসা যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আলোচ্য নবম সংস্করণের পুস্তক সর্ব্ববিষয়েই পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত, অষ্টম সংস্করণের পারিবারিক-চিকিৎসার আকারের দ্বিগুণ। অতি সরল ভাষায় প্রত্যেক রোগের বিশদ বর্ণনা, উৎপত্তির কারণ, তাহার উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন, ডাইলিউশন পর্য্যন্ত দিয়া পুস্তকখানি এমন সুন্দর ভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরাও এই পুস্তক সাহায্যে চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে যে কি নাই, আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না, সুবৃহৎ ইংরাজী-হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা গ্রন্থেও যে সমস্ত রোগ এবং চিকিৎসা প্রকরণ আছে, ইহাতেও সেই সমস্ত রোগের চিকিৎসা এমন সরল ভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত যে, পাঠকের রোগ এবং ঔষধ নির্ব্বাচন কালে বিন্দুমাত্র গোলযোগ বা সংশয় উপস্থিত হইবে না। আলোচ্য সংস্করণে বহু টীকা টিপ্পনী, হানিমানোক্ত তরুণ এবং পুরাতন রোগ লক্ষণ, ধাতু দোষত্রয়, তন্নিবারকরন ঔষধাবলী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অনুরাগী, নবশিক্ষার্থী, তাঁহাদের পক্ষে বাস্তবিকই ইহা অপরিহার্য্য। প্রকাশকগণ ঠিকই বলিয়াছেন যে, "পারিবারিক-চিকিৎসায় কলেবর বৃদ্ধি ইহা মেদ বৃদ্ধি নয় প্রকৃত স্বাস্থ্যের পরিচালক।" গ্রন্থখান আদ্যোপান্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতই একখানি অভিনব পুস্তকে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক গৃহেই পারিবারিক চিকিৎসাকে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত দেখিব, এমন আশা করিতে পারি। গার্হস্থ্য চিকিৎসার অন্য বহু পুস্তক আমাদের হস্তে পড়িয়াছে বটে কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসা নবম সংস্করণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অকাল মৃত্যু বিজ্ঞান বা বিনা ঔষধে সকল প্রকার পেটের অসুখ চিকিৎসা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে প্রণীত। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। ৮নং গোলাম শোভান লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকার বহুদেশ পর্য্যটক, খ্যাতনামা কতিপয় সার্কাসের ম্যানেজার থাকিয়া ভারতবর্ষ, বর্ম্মা সিংহল প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণকালেই কোন ঋষিতুল্য মহাত্মার নিকট এই প্রক্রিয়াটী প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিতেছেন। কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উৎকট উদরাময়ও আরোগ্য হয়। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠে আনন্দিত হইয়াছি, এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আরোগ্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া আমাদের বোধ হয় না, কারণ ইহা আমাদের প্রাচীন প্রাণায়ামের এক প্রকার প্রকারান্তর মাত্র। প্রাণায়াম দ্বারা বহু উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয়, আমেরিকান ও অন্যান্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এখন Deep breathingএর পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। পুস্তিকাখানির মূল্য অতি সামান্য, গৃহস্থ মাত্রেরই একখানি গৃহে রাখার ক্ষতি নাই।

ঘোড়ার খররা।

কলিকাতা ১১নং বৃন্দাবন ঘোষের লেন শাঁখারীটোলা হইতে ইন্‌ডাস্ট্রীয়াল ইউনিয়ন্ আমাদিগকে তাঁহাদের নিজ কারখানায় নির্ম্মিত এক খানি ঘোড়ার খর্‌রা পাঠাইয়াছেন যুদ্ধের জন্য এসকল জিনিষ এখন আর বিলাত হইতে না আসায় ঘোড়ার খর্‌রা দুর্লভ এবং দুর্মূল্য হইয়াছিল। ইঁহারা সেই অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার খর্‌রা প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন।

জিনিসটী এত সুন্দর এবং মজবুত হইয়াছে যে, বিলাতি এবং এই দেশী জিনিসটী একত্রে রাখিলে কোন ক্রমেই দেশী বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। বরং ঘোড়ার সহিসগণ বলে যে, ইহা বিলাতি অপেক্ষা খুব ভাল। দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে দেশের লোক, রাজা, মহারাজা তাঁহাদের অশ্বশালায় ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিলেই কারখানার উদ্দেশ্য সফল হইতে বিলম্ব হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ গৃহশিল্পের পক্ষপাতী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের গ্রাহকগণ "কাজের লোকের ফরমূলা" দেখিয়া অনেক সময় আমাদিগকে দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য পত্র লিখেন কিন্তু সময়াভাব ও নানা কারণে আমরা তাহা সরবরাহ করিতে পারিতাম না।

মেঃ পি, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ৫৬ নং নিয়োগী পুকুর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় ফরমুলার সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে সক্ষম। পাঠকগণ অতঃপর কাহারও কিছু আবশ্যক হইলে উপরোক্ত ফারমে পত্র লিখিতে পারেন। ইঁহারা সৎ ব্যবসায়ী। "কাজের লোকে" ইঁহাদের বিজ্ঞাপন দেখুন।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

নানাকথা।

—:০:—

সমর ঋণ।—গত ১৫ই জুন সমর ঋণ গ্রহণের শেষ দিন ছিল। ঐ দিন পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে ১০,৫১,১২,৮০০ টাকা ও বাঙ্গালাদেশ হইতে ১০,৩,৪৯,৪০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মোট ৩০,৮০,৯৭,৫৮৭ টাকা ঋণ সংগ্রহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। এত টাকা ঋণ পাওয়া যাইবে বলিয়া কেহ কল্পনাও করে নাই।

গবর্ণমেণ্টের ঔদাসিন্য।—"কৃষির অন্তরায়" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন ;—

পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জলসেচনকার্য্যের অনুষ্ঠান কেবল মাত্র এক মেদিনীপুর ভিন্ন বাঙ্গালায় আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু গবর্ণমেণ্ট করেন নাই, জলপাইগুড়ি ও বর্দ্ধমানে কিছু আছে বটে, কিন্তু মোটের উপর ১,০৭,০৪৫ একর জমীতে বাঙ্গালা দেশে সরকারী সাহায্যে জলসেচন হইয়া থাকে। নিম্নে তালিকাটি বাঙ্গালার সেচনের বিবরণ দেখাইতেছে—

যে উপায়ে জলসেচন হয়।	একরভূমি।
১। সরকারী কেনাল (পয়ঃপ্রণালী)	১,০৭,০৪৫
২। বেসরকারী কেনাল	১,৬১,৪০২
২। জলাশয়	৯,৯০,২৫৮
৪। কূপ	১৬,৩৮৫
৫। অন্য উপায়	১০,৪৮,৭৩৯

বাঙ্গালায় কৃষিকার্য্যে জল সেচন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসিন্যের সম্যক পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়। সঞ্জী:

মার্কিন শ্রমজীবি সঙ্ঘের সভাপতির উক্তি।—মিঃ গোম্পার্স মার্কিন শ্রমজীবী-সঙ্ঘের সভাপতি। মার্কিন শ্রমজীবিদের প্রতিনিধি হইয়া মিঃ ডানকান্ পেট্রোগ্রোড নগরে গমন করিয়াছেন। মিঃ গোম্পার্স তাহাকে তারযোগে জানাইয়াছেন ; যদি নিমন্ত্রিত হন, তবে আপনি সামাজিক সাম্যবাদীদের সভায় উপস্থিত হইবেন এবং পৃথিবীর সকল রাজ্যের সাম্যবাদী ও ব্যবসায়ীদের মহাসম্মিলন হইতে পারে কিনা তাহা বিচার করিবেন। পৃথিবীর সকল দেশে গণতন্ত্রের মূলনীতি গৃহীত হউক, ইহাই আপনি দৃঢ়তার সহিত বলিবেন। ইহাও জানিবেন যে, প্রত্যেক-দেশের জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে বর্দ্ধিয়া থাকিতে হইবে এবং তাঁহারা আপনাদের দেশের ভাগ্য আপনারাই নিয়মিত করিবেন।

এই নীতির মর্য্যাদা রক্ষার মানসে আমেরিকা যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছেন। আমেরিকার শ্রমজীবিদল ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার শাসন ধ্বংশের নিমিত্ত সংগ্রাম করিবেন এবং পৃথিবীতে যাহাতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহারই জন্য চেষ্টিত হইবেন।

পৃথিবীর সকল দেশে এখন স্বাধীনতার ও মুক্তির মঙ্গলময়ী বাণী ধ্বনিত হইতেছে।

ইউরোপে ও আমেরিকার সাম্যবাদীরা তারস্বরে বলিতেছেন, 'কেহ পররাজ্য অধিকার করিও না ; সর্ব্বত্র প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হউক ; দেশের অধিবাসীরাই দেশশাসন ও দেশের উন্নতি বিধান করিবে, এবিষয়ে পরদেশী হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।' পৃথিবীতে কি নবযুগ আসিতেছে ?

ভারতে বস্ত্রশিল্প।

১৯১৩-১৪ সালে ১,১৬,৩২,৯১,৫৮৮ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সালে ১,২২,০৪,৪২,৫৪৫ কাপড় হইয়াছিল। অতএব আলোচ্য বৎসর ৫,৬১,৫০,৯৫৭ গজ কাপড় অর্থাৎ শতকরা ৫,৬ কম উৎপাদিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পর বৎসরে রপ্তানীর হার কিছু বেশী। ১৯০৮-০৯ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্য্যন্ত কত কাপড় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গিয়াছে তাহার পরিমাণ—

১৯০৮-৯ ... ... ৭,৭৯,৮৮,১৬৪ গজ।
১৯০৯-১০ ... ... ৯,১৮,৩৭,৫৫৮ গজ।
১৯১০-১১ ... ... ৯,৯৭,৮৮,৩১৫ গজ।
১৯১১-১২ ... ... ৮,১৪,২৯,৪১০ গজ।
১৯১২-১৩ ... ... ৮,৬৫,১২,৮১২ গজ।
১৯১৩-১৪ ... ... ৮,১০,৩৬,৭১৬ গজ।

মুষ্টীযোগ।

ভেদ বমনের উদ্ভিজ্জ ঔষধ।

শ্বেত আপাঙের শিকড় ১ একটী ও গোলমরিচ একটী একত্র বাটিয়া ৩ তিনটী বটিকা করিবে। দুই ঘণ্টা অন্তরে ইহা এক একটি করিয়া সেবন করাইবে। প্রথম ভেদের পরেই ইহা সেবন করাইতে পারিলে, রোগের অবস্থা সাংঘাতিক হইতে পারে না। রোগীর বয়সের তারতম্য অনুসারে শিকড় ছোট বড় বিবেচনা করিয়া দিতে হইবে।

উচ্ছেপাতার রসে তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

ইন্দ্রযব ৪ তোলা, ৵১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, এক ছটাক মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তরে এই জল সেবন করাইলে ভেদ ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়।

কচি মূলার ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বিসূচিকা (কলেরা) নিবারিত হয়। ইহা বিসূচীকা রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও জঠরাগ্নির উদ্দীপক।

বেল শুঁঠ বা শুঁটক বেলের ক্বাথ বমন ও বিসূচিকা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কর্পূর ১ রতি, লঙ্কাচূর্ণ ১ রতি, হিং ৷৹ অর্দ্ধ রতি ও অহিফেন ৷৹ অর্দ্ধ রতি, একত্র গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী বটিকা করিবে। প্রত্যেক দাস্তের পরে এইরূপ একটি করিয়া বটিকা লেবুর রসযুক্ত চিনির সরবৎ সহ সেবন করাইলে গুলাউঠা নিবারিত হয়।

অতিরিক্ত ভেদ নিবারণের জন্য আফিং ঘটিত ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগী পিপাসায় কাতর হইলে কর্পূরবাসিত নির্ম্মল সুশীতল জল বিবেচনা পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে প্রদান করিবে।

কাবাবচিনিচূর্ণ ১ তোলা, বটিমধু চূর্ণ ৷৹ তোলা, কজ্জলী ।৹ আনা, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে, তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হইবে। হিকা উপস্থিত হইলে কদলী মূলের রসের নস্য দিবে। রাই সরিষা ঘাড়ে বা পৃষ্ঠ অংশে (মেরুদণ্ডে) প্রলেপ দিলেও হিকা নিবারিত হয়।

মূত্রসঞ্জনার্থ স্থলপদ্মের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে, পাথর কুচির পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়।

কৃষক ১৩২২। শ্রাবণ।

কুলের জেলী।

পাকা কুল গুলি উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইয়া সেগুলি ঢেঁকিতে বা হামানদিস্তায় ফেলিয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। কুলের গুঁড়া সূক্ষ্ম ছাঁকিনিতে ছাঁকিয়া লইলে তাহা হইতে আঁঠি গুলি ও খোসার অংশ বাদ যাইবে। পরিষ্কৃত কুলের গুঁড়া লইয়া চিনির রসে পাক করিলে অতি মুখ রোচক জেলী প্রস্তুত হয়। ইহাতে জিরে ও মেথি ভাজার গুঁড়া প্রভৃতি মিশাইলে জেলী আরও সুস্বাদু হয়। এইরূপ জেলী সাহেব মহলে চড়া দামে বিক্রয় হইতে পারে।

কৃষি সম্বন্ধীয়।

AGRICULTURAL.

The Chilean Nitrate Committee Agricultural Competition.

চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটীর প্রতিযোগিতা।

চিলিয়ান নাইট্রেট এক প্রকার কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বরতাবর্দ্ধক উৎকৃষ্ট সার। "কাজের লোকের" পাঠকগণ "কাজের লোক" পাঠে তাহা বিশেষরূপ অবগত আছেন। এই কমিটীর ভারতীয় প্রতিনিধি, ভারতের কৃষি এবং তাহার উন্নতির উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া আগামী ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৮ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত পূর্ণ একবৎসর সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রবন্ধের যোগ্যতানুসারে ৩০০০৲ টাকা নগদ পুরস্কার প্রদান করিবেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টী পুরস্কার আছে। তাহার মধ্যে ১ম পুরস্কার ১০০০৲ অন্যান্য পুরস্কার ৬০০৲, ৫০০৲, হইতে ১০৲, পর্য্যন্ত আছে। আমাদের পাঠক মাত্রেই এজন্য চেষ্টা করিতে পারেন। "কাজের লোকের" মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। যুদ্ধের সময় অনেকের স্বদেশ গমনের ব্যয় এবং যুদ্ধাবসানে আমোদ আহ্লাদের অথবা কোন কৃষিবিদ্যালয়ে পড়িবার ব্যয় স্বরূপ উপরোক্ত টাকা পাইবার চেষ্টা করায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট সুযোগ সন্দেহ নাই। যাঁহাদের কৃষিকার্য্যে অনুরাগ আছে, যাঁহারা নাইট্রেট সোডা সার-দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে অথবা উদ্যানে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক এবং যাঁহারা লিখিতে এবং পড়িতে সক্ষম, তাঁহারা সকলেই ১ম পুরস্কার লাভের

মত চেষ্টা করিতে পারেন। প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত [illegible] এবং নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

THE CHILEAN NITRATE COMMITTEE AGRICULTURAL COMPETITION.

1st. The Present Conditions of agriculture in India and in your district. (Deal with articles you have read on the subject and furnish Clippings from papers published in India, and finally give your own ideas).

2nd. How can agriculture be improved in India; in your district. (Deal with the principal crops in your district; their relation to other parts of India, if any; and irrigation, manuring, seed selection and implements.)

3rd. Position of Co-operation, Nitrate and other manures, and forestry to agriculture, (Deal with Co-operation in relation to distribution of manures, seeds and implements, etc; Nitrate and other manures and their essentiality to crop production; and forestry, on its relation to availability of manures.)

4th. Results of manurial experiments. (Deal with your own experiment, whether on garden vegetables or field crops; give details of your cultivation; time of planting, manuring, seeds used, irrigation or rainfall, harvesting and yield. Furnish as much of this information as possible in a tabulated form. Have a photograph taken if possible, of your experiment plot, and attach to your paper. Compare the cost of your manures with your other expenditure, and profit; and work out at what cost artificial manures such as Nitrate should be placed in yaur district to become economically profitable. What price did you receive for your crop; and if consumed by your family, how much did it help to reduce your bazaar expenses?)

5th. Summary And Conclusion. (Treat the above subjects in a Concise way to show that you grasp the subjects. State how many times and in how many papers or journals you have seen our Advertisements. Give names and dates of the papers. The last information is to show that you are educated up to reading advertisements.)

RULES:

The essays should not be more than 3000 words in length, or 10 type written foolscap pages; and written only on one side; leaving a margin of at least one inch. If written by hand the writing should be legible. If the competitor writes in the vernacuar, the prper should be translated into English, and both the original and the translation forwarded.

The essay should be signed with "nom de Plume" (an assumed name) and a small envelope should bear the same signature. Your proper name and address should be written on a card, or your visiting card, inserted in the envelope, sealed and attached to your essay. The results of your experiments should be correctly copied as given in your essaay on a separate sheet of paper and signed with your proper name. Two or three known persons should testify on this sheet that the statements made are correct. This sheet should also be inserted in the envelope; to be sealed. The essay should reach Calcutta on or before June 1st, 1918. All expense incurred to be borne by the competitor, except photos sent will be paid for at the rate of annas 4, and 8, depending on the size, and if satisfactory, to those not winning prizes. In addition reasonable quantities of Nitrate of Soda will be paid for by us. If permission has been

obtained, the bills from the manure firms from whom the manure was bought should be sent to us (in triplicate) for payment.

PLEASE NOTE THAT WE CAN NOT SELL OR BUY ANYTHING ; NOR EVEN QUOTE PRICES OF MATERIAL REQUIRED FOR EXPERIMENTS. WE FURTHER DO NOT RECEIVE COMPENSATION IN ANY FORM FROM ANY ONE.

JUDGES ;

The Delegate of the Chilean Nitrate Committee will be one of the Judges ; the 2nd will be an Agricultural officer ; the third a member of a manure firm. As possible of the Agricultural Officers and manure firms throughout India will be asked and two judges will be chosen by ballot.

The names of the competitors will not be known until all the essays have been marked, when the sealed of envelopes will be broken and the owners of the "nom de plumese" stablished, and the results of the experiments furnished in the envelopes will be compared with those in the essay. If permissions are received from the winners their names will be published in papers in which we advertise. Those who can not complete their essays for this competition are always eligible for subsequent competitions. Ladies are also eligible.

The second competition is similar to the first except that the subjects refer only to your distict and not to the whole of India as well as district. In addition, should the competitor not be able to reply to any of the three first subjects any topic on agriculture can be substituted for one of them.

Free literature, list of text books and other information can be obtained free of charge by writing to the Delegate, Chilean Nitrate Committee, 1, Royal Exchange Place, Calcutta.

২৫।২ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা। New Series. JULY 1917. নব পর্য্যায়। জুলাই ১৯১৭। Vol. XI No. 7.

সাময়িকী।

সাহায্য-প্রার্থনা।—কলিকাতা-বেলগাছিয়ার আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের সেক্রেটারী এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস—৯নং বেলগেছিয়া রোড হইতে—এই আফিসের হেড ক্লার্ক আমাদিগকে লিখিয়াছেন,—এই হাসপাতালের রোগিগণের জন্য পঞ্চাশ জোড়া মশারি এবং ত্রিশ জোড়া পিস্ খেরুয়া বিশেষ আবশ্যক; হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার জন্য সাধারণের অনুগ্রহপ্রার্থী। বদান্য ব্যক্তিগণের কৃপায় হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের এই আবেদন অবিলম্বেই সফল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

কৃত্রিম গজদন্ত—মুর্শিদাবাদ কাশীমবাজারের মহারাজ অনারেবল মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই,ই, কলিকাতার নিকট কৃত্রিম গজদন্ত নির্ম্মাণের এক কারখানা খুলিয়াছেন। ইহাতে যশোহরের চিরুণীর কারখানার চিরুণী এবং বোতাম প্রভৃতি তৈয়ার হইবে। পূর্ব্বে এই কৃত্রিম গজদন্তের পাত ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতে আমদানী হইত, কিন্তু যুদ্ধের জন্য এক্ষণে এই আমদানী বন্ধ হইয়াছে। তাই এই কারখানা প্রতিষ্ঠা। এদেশে এরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। মহারাজের এই অনুষ্ঠান নিশ্চিতই বহু প্রশংসনীয়।

ছাত্রদের চুরুট খাওয়া।—শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডাইরেক্টর মহাশয় বাঙ্গালা-দেশের কলেজ, উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সুস্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, ছাত্রদিগের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাস বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাদের এই অভ্যাস যাহাতে দূর হয়, শিক্ষকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি প্রদান করুন।

এইরূপ সার্কুলার জারি হওয়ায় কি ছাত্রগনের লজ্জিত হওয়া উচিত নহে? ধূমপানের অভ্যাস যাহাতে ছাত্রগণের মধ্য হইতে বিদূরিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গদেশের সকল স্থানে ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করুন।

সিটি কলেজ ও সমর ঋণ।—সিটি কলেজের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ১৯ হাজার টাকা সমর ঋণে ন্যস্ত হইয়াছে।

ভারতরক্ষি সেনা।—গত ১৮ই জুন নাগাত সমস্ত ভারতের ১২৭৩ জন যুবা ভারতরক্ষি সেনাদলে যোগদানের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন।

কৃষির উন্নতি।—জুন মাসে সিমলায় কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য এক মন্ত্রণা সভা হইয়াছিল। মন্ত্রণা সভায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জেলায় কৃষি বিদ্যালয় প্রত্যেক প্রদেশে কৃষি কলেজ ও নানাস্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইবে। আমরা অবগত হইলাম, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড কৃষির উন্নতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ডাক জাহাজ ডুবি—গত শনিবার বোম্বাই এর অদূরে "মঙ্গোলিয়া" নামক ডাক জাহাজ জলগর্ভস্থ যন্ত্রের আঘাতে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজে ২৪ এ ও ৩১এ মে তারিখের বিলাতী ডাক আসিতেছিল। কতক চিঠির ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। কতক নাবিক ও আরোহী জলমগ্ন হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে ৪ খানা ডাক জাহাজ নিমগ্ন হইয়াছে। দুইখানা চিঠিপত্র সহ ও দুই খানা পুলিন্দাসহ ডুবিয়াছে। ১৯১৫ সালের ৩০এ ডিসেম্বর "পার্সিয়া" জাহাজ বিলাত হইয়া আসিবার কালে এবং ১৯১৬ সালের ৬ই নবেম্বর আরেবিয়া জাহাজ বিলাতে যাইবার কালে ভূমধ্য সাগরে শত্রু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৯১৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী "মালেকা" জাহাজ ডোভারে এবং আর একখানা জাহাজ গত এপ্রিল মাসে পুলিন্দাসহ বিনষ্ট হইয়াছে।

অভদ্রও ভদ্র হইতে পারে।

এক স্থানে তুর্কিরা এরিওপ্লেনে চড়িয়া আকাশ হইতে ইংরাজ সৈন্য মধ্যে একখানা কাগজ ফেলিয়া দেয়, তাহাতে লেখা ছিল—আপনারা যেখানে যাইতেছেন, সেখানে যাবেন না, তথায় তুর্ক সৈন্যদের স্থিতিকালে ওলাউঠার মড়ক হইয়াছিল, মৃত ব্যক্তিদিগকে কবর দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ পক্ষে প্রথমে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় নাই। মনে হইয়াছিল, তথায় পলায়িত তুর্কদের যুদ্ধের মাল মসলা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বাচাইবার জন্য তুর্করা ঐ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। তাহার পর ইংরাজ সেনারা তথায় গিয়া উপরে কিছুই না পাইয়া মাটী খুঁড়িয়া দেখিল, কেবল মড়া পোতা রহিয়াছে।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় জর্ম্মাণ সেনাপতি এক স্থানে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—আমরা দুঃখিত হইলাম, আপনাদের সৈন্য মধ্যে বসন্ত রোগের ভয়ানক আবির্ভাব হইয়াছে। সুচিকিৎসা করাইবেন, তজ্জন্য আমরা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আর আপনারা যেখানে আছেন, সেখানে চতুর্দ্দিকে জঙ্গলে অনেক সিংহ আছে, রাত্রে রোগীদিগের তাম্বুতে ভাল করিয়া প্রহরীর বন্দোবস্ত করিবেন। সময়

বোম্বাই নগরের আহার্য্য ও গৃহ সামগ্রী প্রদর্শনী।

—:০:—

মহাসমরের পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপের নানা দেশ হইতে যত মালের আমদানী হইত, এখন আর তত হয় না। এতকাল অবাধে যত খুসী মাল বিদেশ হইতে পাওয়া যাইত, সুতরাং বিদেশাগত আহার্য্য ও গৃহস্থালী দ্রব্যের উপর যাহারা নির্ভর করিতেন, তাহাদিগের কোন ভাবনার কারণ ছিল না। এখন ইংলণ্ডই বলিতেছেন, ভারতবর্ষে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করা চলে, তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা হউক।

বিদেশী দ্রব্যের উপর যাঁহারা নির্ভর করিতেন, এমন অনেক ইংরেজ মহিলা ঘরকন্নার দ্রব্যের অভাব প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সির যুদ্ধ রিলিফ সমিতির মহিলা শাখা উক্ত দ্রব্য সমূহের উৎপাদনে উৎসাহ প্রদর্শনের নিমিত্ত এক প্রদর্শনী আয়োজন করিয়াছেন।

উক্ত প্রদর্শনীর দ্বারা মহিলাগণ নিম্নলিখিত পাঁচটী অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিতে চাহেন :—

১। ভারতীয় শিল্প দ্রব্য কোথায় কি উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত হউক।

২। গ্রেটবিটন, ফ্রান্স ও ইটালী হইতে দ্রব্যসামগ্রী আনয়ন করা যতদূর সম্ভব হ্রাস করা হউক।

৩ মাল আমদানী করিতে অনেক জাহাজের প্রয়োজন হয়; আমদানি বন্ধ করিয়া জাহাজ যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত করা হউক।

৪। বিদেশাগত দ্রব্যের উপর, বিশেষতঃ এই যুদ্ধ সময়ে, লোক যাহাতে কম নির্ভর করে, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

৫। যুদ্ধকালে গৃহস্থালীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যে ক্লেশ হইতেছে, উহা লাঘব করা হউক। বোম্বাএর মহিলা সমিতি ভারতবর্ষে সকল প্রদেশ হইতে নানা শিল্পদ্রব্য পাইবেন আশা করেন। তাঁহাদের এই প্রদর্শনী দ্বারা ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা বিদেশী মাল আমদানি হ্রাস করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তখন গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন নিজেরাই বিদেশী দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই সুখের কথা। এই বোম্বাই একজিবিশনে যাঁহারা এদেশীয় দ্রব্যাদি পাঠাইবার বাসনা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারেন।

HONORARY SECRETARY FOR EXHIBITION:—J. E. JACKSON, Esq.

Address.—Women's Branch, Bombay Presidency, War and Relief Fund, Mayo Road, Bombay.

—•—

চয়ন

বঙ্গদেশের আহার্য্য সমস্যা।

(শ্রীযুক্ত শ্রীকালীঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধের সারাংশ।)

—:০:—

বঙ্গদেশ কৃষিজীবি দেশ তাহা সত্য, কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা মিথ্যা সান্ত্বনা ও সুখলাভ করি। বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান ইহার অর্থ এই যে, এই দেশ কৃষিকেই বিশেষভাবে জীবন সংগ্রামে আশ্রয় স্থল করিয়াছে। হাঁ, কৃষিই আমাদের প্রধান সম্পদ্ তাহাতেও সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশ কৃষিতে শ্রেষ্ঠ নহে।

কিন্তু কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, বঙ্গদেশ কৃষি বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এমন কি যে সকল রাজ্য শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে, বঙ্গদেশের কৃষিদ্রব্য ঐসকল দেশের তুলনায় অল্প ও নিকৃষ্ট।

হিসাব।

কথায় কাজ কি; সংখ্যামূলক হিসাব লইয়াই বিচার হউক। বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটী ৬০ লক্ষ ৩০ সহস্রের একটু বেশী। এই দেশে চাষাবাদের যোগ্যভূমি ৯ কোটি ২০ লক্ষ বিঘা। জন প্রতি চাষা ভূমি ২ বিঘা মাত্র। ব্রিটন কৃষি প্রধান দেশ নহে, শিল্প বাণিজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ, সেই দেশেও জনপ্রতি চাষীভূমি ৩॥ বিঘা। জর্ম্মাণী ফ্রান্সেও ইহার অপেক্ষা কম নহে। তাহা হইলে দেখা গেল যে, গ্রেটব্রিটন, জর্ম্মণী, ফ্রান্স প্রভৃতি যে সকল দেশ শিল্প বাণিজ্যকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল দেশের অধিবাসীরা জনকরা ৩ বিঘার উপরে চাষী জমি পাইয়া থাকে কিন্তু যে বঙ্গদেশকে সর্ব্বতোভাবে কৃষিকেই অবলম্বন করিতে হইতেছে, সেই দেশে জন প্রতি চাষী জমি ২ বিঘা মাত্র, অথচ এই দেশের লোকের অন্ন বস্ত্র সংগ্রহের আর কোন উপায় নাই।

অর্থের বিভাগ ও হিসাব।

জমির দিক হইতে বিচার হইয়া গেল, এখন প্রশ্নটাকে টাকার দিক হইতে বিচার করা হউক। বঙ্গদেশে ধান, গম, বার্লি, জোয়ারা, বাজ্রা, সরিষা, ডাল, তামাক, পাট, তুলা প্রভৃতি যে সকল শস্য উৎপন্ন হয়, উহার মূল্য ১৪১॥ কোটি টাকা, ইহার ১২ কোটি টাকা রাজস্ব। বাকী প্রায় ১৩০ কোটি টাকা আমাদের কৃষকগণ পায় ইহা বলা যায় না। জমিদার, তালুকদার উকীল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি এই টাকার উপর ভাগ বসাইয়া থাকেন। তবু ধরা যাউক যে, ৩ কোটি ৬০ লক্ষ কৃষক ঐ টাকা পায়। উহাদের মধ্যে ঐ অর্থ সমান ভাগে বিভক্ত হইলে জনপ্রতি ৪০ টাকা পড়ে।

একজন লোকের বার্ষিক আয় ৪০ টাকা!! এই সংখ্যার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। এই দেশের লোক যেমন দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করে, এমন আর কোন্ দেশের লোক করে? হিসাব করিলে দেখা যাইবে, পরিধানে কাপড় ও উদরের অন্নের জন্য বৎসর অগত্যা ৭০ টাকা না হইলে একজনের চলিতে পারে না। কিন্তু আমাদের কৃষকের সম্বল ৪০ টাকা মাত্র।

কারাগারের কয়েদী।

গবর্ণমেণ্ট কারাগারে ১ জন কয়েদীর জন্য বছর ৪৮ টাকা খরচ করেন, গবর্ণমেণ্ট ইহা অপব্যয় করেন, বোধ করি ইহা কেহ স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বঙ্গদেশের সকল নিরপরাধ কৃষককে ইহা অপেক্ষাও কম টাকায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

চা, নীল ও সিঙ্কোনা।

আমাদের কৃষির মোট আয় হিসাব কালে আমি চা, নীল ও সিঙ্কোনা এই তিন কৃষি বাদ দিয়া হিসাব করিয়াছি। ইহাতে আমার কোন অন্যায় হইয়াছে, আমি তাহা স্বীকার করি না। এই সকল চাষ হইতে যে অর্থ পাওয়া যায়, উহাতে দেশের লোকের কোন অধিকার নাই। কতগুলি চা বাগান দেশী লোকের আছে বটে, কিন্তু উহা ধরিলেও আমি যে হিসাব দিয়াছি, উহাতে ইতর বিশেষ হইবে না।

যত খাদ্য দরকার তাহা পাই না।

একণে খাদ্যের প্রয়োজনের দিক্ হইতে প্রশ্নটী আলোচনা করা যাউক। আমাদের লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষের উপর। জনকরা বৎসর ৭ মণ চাউলের দরকার। ঐ হিসাবে আমাদের প্রয়োজন ৩২ কোটী ২০ লক্ষ মণ চাউল, কিন্তু এই দেশের মোট উৎপন্ন ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ মণ! ইহা হইতে প্রায় ১ কোটি মণ বিদেশে চালান হয়, বিদেশ হইতে যৎকিঞ্চিৎ আইসে, তাহা না ধরিলেও চলে।

আমাদের দরকার ৩২ কোটি ২০ লক্ষ মণ কিন্তু উৎপন্ন ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ মণ তাহারও এক কোটি মণ বিদেশে যায়। সুতরাং জীবন রক্ষার জন্য যত চাউলের দরকার আমরা তাহা অপেক্ষা ৮ কোটী ৪০ লক্ষ মণ চাউল কম পাই। অন্য ভাবে বলা যায়, আমাদের দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক অনাহারে থাকে। অর্থাৎ বঙ্গের প্রায় অর্দ্ধাংশ লোককে চিরকাল অনশন ক্লেশ সহিতে হয়।

আমাদের বক্তব্য।

শ্রীযুক্ত শ্রীকালী ঘোষ মহাশয় সরকারী হিসাব অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশের কৃষির যে যথার্থ অবস্থা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক প্রণিধানযোগ্য। এই দিকে প্রত্যেক বাঙ্গালীর এবং বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হউক। শ্রীকালী বাবু হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যত চাউলের প্রয়োজন, তত চাউল নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পল্লী গ্রামে যথার্থই বহুলোক বৎসরের অনেক দিন ভাত পায় না।

সম্পাদক

উৎসৃষ্ট বৃষ।

—:০:—

মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ্র (বড়-লাট সভার অতিরিক্ত সদস্য) মহোদয় 'বৃষোৎ-সর্গের বৃষে'র প্রতি কুব্যবহার নিবারণকল্পে আইনের এক পাণ্ডুলিপি বড়লাট সভায় পেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার মত চাহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সভার মত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উৎসৃষ্ট বৃষে কাহারও স্বত্ব না থাকিলেও সর্ব্বরক্ষক রাজার ঐ বৃষ রক্ষায় স্বামিত্ব আছে। "রক্ষার্থমথ সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।" (মনু ৭ম ৩) যাহার কেহ রক্ষক নাই, রাজাই তাহার রক্ষক। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

"কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদাংস্তথা।
স্বধর্ম্মচলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি" ॥

(১ম, ৩৬১)

উৎসৃষ্ট বৃষের প্রতি যে সকল আচরণ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, যে ব্যক্তি করিবে, তাহারই অধর্ম্ম; দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেখিলে সেই অধর্ম্ম নির্ণয় করা যায়। মুষ্কমোচন ও হত্যা নিষেধ :—যথা দণ্ডবিধি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

(২য় ২২৯)

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত স্মৃতিসাগরে গোভিলঃ
"বৃষভস্তু সমুৎসৃষ্টং কপিলাং বাপি কামতঃ।
যোজয়িত্বা হলে কুর্য্যাদ্ ব্রতং চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥"

উৎসৃষ্ট বৃষকে হলে যোজিত করিলে তিন চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। হল-যোজন শব্দদ্বারা শকট যোজনও বুঝিতে হইবে। বৃষোৎসর্গ স্থলে 'ন বাহং' বাহন-অর্থাৎ হল বা শকটে যোজনা নিষেধ, শুদ্ধিতত্ত্বে ও প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে উদ্ধৃত কল্পতরু ধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচনে ইহা স্পষ্ট আছে। অতএব এ সকল অধর্ম্ম নিবা-রণ রাজার কর্ত্তব্য। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রক্ষাধিকারের ন্যায় অস্বামিক বৃষের রক্ষাধি-কার রাজার আছে, "রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ"।

স্বচ্ছন্দচারী বৃষের দ্বারা গোজাতির উপ-যুক্ত বংশরক্ষা ও বৃদ্ধি হয়। মনুষ্য রক্ষায় গোবংশ যথেষ্ট সহায়। মানব রক্ষায় যত্নপরায়ণ নরপতির স্বচ্ছন্দচারী বৃষ রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।

উৎসৃষ্ট বৃষের হত্যা নিবারণ, মুষ্কমোচন নিবারণ ও হলশকট যোজনা নিবারণ যে রাজ বিধি দ্বারা হইতে পারে, তাহার উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত করণীয় বলিয়া বিবেচিত।

হাইকোর্টের নজির যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহাও ঐ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছায় তাঁহার নিজ স্বত্ব নাশ ও অন্যের স্বত্ব উৎপত্তি হইতে পারে। এই ইচ্ছা দানও বিক্রয়ের আকারে অভিব্যক্ত হয়। উপেক্ষা স্বরূপ ইচ্ছায় স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব নাশ হয়। এবং উপেক্ষিত বস্তুতে অন্যের ঔপাদানিক স্বত্ব হইতে পারে।

বৃষোৎসর্গ স্থলে উৎসর্গকারী যে ইচ্ছা করিয়া বৃষের প্রতি নিজ স্বামিত্ব বিসর্জ্জন দিতেছেন, সে ইচ্ছা দান, বিক্রয় ও উপেক্ষার আকারের নহে। তাহার মধ্যে একটু চুক্তি আছে। সেই চুক্তি, এই বৃষের উপর আমার যে স্বত্ব ছিল, তাহা ত্যাগ করিতেছি বটে, কিন্তু অপরে যেন ইহা গ্রহণ না করে, তাহা-দের ঔপাদানিক স্বত্ব হওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। সেই বৃষ অন্যে হল শকটাদিতে যোজিত করিতে পারিবে না, এ বৃষসঙ্গিনী উৎসৃষ্ট বৎসতরীর দুগ্ধও পেয় নহে। দাঁড়াইল এই যে, আমার ঐ বৃষ, উৎসৃষ্ট হইলেও অন্যে ইহার অধিকার করিলে আমার আপত্তি থাকিল, সেই আপত্তি করিবার ক্ষমতা স্বত্বের যে টুকু সম্বন্ধ থাকিলে হয়, মাত্র ততটুকু সম্বন্ধ আমার থাকিবে, তাহার অতিরিক্ত কোন সত্ব এই বৃষে আমার নাই। ব্রাহ্মণগণ আপ-নারা এ বিষয়ে সাক্ষী। এই ভাব নিম্নলিখিত বচনে স্পষ্টীকৃত আছে।

"অথ বৃষে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদে।
ব্রাহ্মণানাহ যৎকিঞ্চিন্ময়োৎসৃষ্টস্তু নির্জ্জনে।
তৎ কাশ্চনন্যো ন নয়েন্ন বিভাজ্যং যথাক্রমম্।
ন বাহং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ॥

(কল্পতরুকৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন)

এই বচন শুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'বক্রোক্তিভিঃ' এই অংশ দ্বারা স্পষ্ট বুঝান হইয়াছে যে, এই উৎসর্গের মধ্যে দাতার অভিসন্ধি আছে, সে অভিসন্ধিও স্পষ্ট উল্লিখিত। এই কারণে উৎসৃষ্ট বৃষ কাহারও ক্ষেত্রে শস্য নাশ করিলেও ক্ষেত্রস্বামী ধরিয়া রাখিলে রাজদণ্ড পাইত। কেন না রাজবিধি ছিল :—

"মহোক্ষোৎসৃষ্টপশবঃ সূতিকাগন্তুকাদয়ঃ।
পালো যেষান্তু তে মোচ্যা দৈবরাজপরিপ্লুতঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অঃ ১৬৬)

রথের সঙ্গীতাবলী।

পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, আজ আপনাদিগকে কয়েকটী রথের সঙ্গীত উপহার দিতে বাসনা করিয়াছি। বহুবাজার অঞ্চলে প্রতি-বৎসর রথের সময় অনেক সঙ্গীতের দল বাহির হয়। বালকণ্ঠে আকাশ নিনাদিত করিয়া যখন এই সঙ্গীতগুলি নৃত্য সহকারে গীত হইয়াছিল, তখন দর্শকমণ্ডলী আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন সঙ্গীতে কবিত্বেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন দলে বালকগণ গোপবালক, এবং গোপবালিকা বেশে চূড়াধড়া পরিয়া রাজ পথে বাহির হয়, সে দৃশ্যও মন-মুগ্ধকর।

নিম্নলিখিত সঙ্গীতগুলি ফকির চাঁদ দেস্ লেনস্থ বালকগণ দ্বারা গীত হইয়াছিল। ইহাদের দলে ৩টী পঞ্চম বর্ষীয় শিশু কঠিন তান লয়ে এমন সুন্দর ভাবে নিম্নলিখিত সঙ্গীতগুলি গাহিয়াছিল, যে দর্শক বৃন্দের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। দলস্থ সমস্ত লোকই সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন।

রথ যাত্রা উপলক্ষে।

আষাঢ় ঘন নিঝর বাদলে
নীল যমুনা তীর ত্যজিলে
আজি কেন হরি গোপ গোপী ত্যজি
যাওহে কোথায় চলিয়ে।

কাল বরণ মুরলীধর,
প্রাণবল্লভ পীতাম্বর,
রাধিকা রমণ, জগত জীবন
ব্রজের প্রাণ সমহে।

সারথি অক্রুর এসেছে সাজিয়া,
তবে কি গো সখা যাইবে চলিয়া
তোমারি বিহনে কাঁদে ব্রজধাম
(হরি) কাঁদিছে গো তরুলতা।
ভকত আমরা ডাকিছি কাতরে,
দাঁড়াও সখাহে বারেকের তরে
যেওনা যেওনা, আর কাঁদাও না
দিও নাকো প্রাণে ব্যাথা।

পুনর্যাত্রা উপলক্ষে।

১

কেমন নিঠুর নিরদয় শ্যাম,
শূন্য করিয়া প্রিয় ব্রজধাম।
মথুরা গগন উজল করিয়া,
বিরাজিছ পূর্ণ শশধর॥

২

ব্রজবাসী মোরা তোমার বিহনে,
ছুটিয়া এসেছি মথুরা সদনে।
ফিরে চল হরি প্রিয় বৃন্দাবনে,
আর ত সহেনা তব অবসর॥

৩

তুঁহারি কারণ জীবন ধারণ,
তুঁহারি বিরহে তাই।
তুঁহারি পিরীতি স্মরণ করিতে,
আপনা হারায়ে যাই॥

৪

হৃদি সিংহাসনে করি আরোহণ,
ত্বরা করি চল ওহে প্রাণ ধন।
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করহে,
ব্রজধাম শ্যাম নটবর॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুনর্যাত্রা উপলক্ষে গীত।

গৌড়—তাল ফেরতা।

(১)

মেঘ বরষিছে আঁধার রাতে,
(আজি) আসিবে পিয়া পিছল পথে!
ভীষণ ঘোর ঝটিকা-বাতে
কেমনে মোদের ভবনে!

(২)

উহু! চ'লে গেছে,—সে যে গো কাহিনী,
বিরহ শয়নে মোরা ত জাগিনী,
বাজেনি পরাণে কোন'যে রাগিনী,
শুধু দেখেছি তোমারে স্বপনে।

(৩)

তোমারে লইয়া মোদের সাধনা,
তুমি যে মোদের সকল কামনা,
তোমারি ভিতর সকল বাসনা,
তোমারে ছাড়িব বল কেমনে?

(৪)

খুলেছি হৃদয় এস প্রিয়তম,
রূপের আলোকে আলোকিয়া মন,
পরাণে এস গো অন্তরতম্!
জাগ গো সদা হৃদয় গহনে।

বঙ্গবাণী সম্মিলনী।

শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ দাসের রাজরাজেশ্বরজীউর

রথ-যাত্রা উপলক্ষে সাধনা।

ইমন-কল্যাণ—তাল ফেরতা।

বল শ্যাম কি ব'লে,
ত্যজি ব্রজধাম যাবে আজি চলে,
আরোহিয়া রথে কার ছলে ভুলে,
কি বাসনা-জালে জড়ায়ে অকালে,
না ভাবি' ক্ষণেক, হাসি অবহেলে,
কাঁদালে গোকুলে॥

আমরা সকলে তোমারি আশ্রিত,
স'পিয়াছি দেব দেহ প্রাণ চিত,
তব দরশনে সদা প্রফুল্লিত,
ভুলি পতি-পুত্র বাঁসী নিনাদিলে॥
সরল বিশ্বাসে সাধের সাগরে,
ঝাঁপ দি'ছি শুধু জানিয়া তোমারে।
কামনা কৈবল্য তুমি একাধারে—
পায়ে ধরি হরি, ফেল' না অকূলে॥

হের সখাবৃন্দ পথ আগুলিছে,
নয়ন-সলিলে সিনান করিছে,
উদাস-নয়নে কেহ চেয়ে আছে,
বাক্ নাহি সরে বদন-মণ্ডলে ॥
আগু অবতরি এসে নয়রায়—
সম্বোধ যতনে পালক পিতায়—
রাণী যশোমতী মা বলিয়ে হায়
অচ্ছেদ্য বন্ধনে যারে বেঁধেছিলে।
প্রণয়নী রাধা গোকুল-চন্দ্রমা,
বিগত-চেতনা প'ড়ে ভূমে বামা,
ওহে { সাদরে সম্ভাসি কলঙ্ক কালিমা,
মুছ মুছ শ্যাম যত দোষ ভুলে ॥

কীর্ত্তন মিশ্রিত—তাল ফেরতা।

গোকুল ত্যজিয়ে অকালে হরি,
কোথায় চলেছ আজি রথোপরি ॥
কিবা প্রয়োজনে কার সন্নিধানে।
লভিতে কি ধনে কি বাসনা ধরি ॥
আশৈশব মোরা তোমারে লইয়া,
খেলিয়াছি কত আনন্দে মাতিয়া
নিদয় হইয়া কেমনে ছাড়িয়া।
যেতে চাও সখা বুকে মেরে ছুরি ॥
ভাসি নয়ন-জলে, যাও কেমনে ফেলে,
ভুলিলি কি বলে,বলরে সকলি হায় :—
আমরা যে, তোমার সঙ্গে সতত ফিরি,
জানি না কিবা করি কি আছে আর উপায় ॥
সাধিয়া এ জীবন করিয়াছি অর্পণ
ভেবেছিনু সমাপন যত দুখ ভাই।
তারি কি প্রতিফল দানিলি যাহা ছিল,
অবশেষ এ পোড়া কপালে কানাই ॥
সত্যি কিরে এমনি করে কাঁদিয়ে যাবি ব্রজবাসি
শুন্‌বিনা কারো কথা মুখে বলিস্ ভালবাসি,
নিদর্শন কিছুই নাই, মজেছি মুখের কথায়।
দিলি তাই শেষ দশায় আচ্ছা দাগা কালশশী ॥
দিয়ে আশা একি দশা কানু করিলি,
যত কাল রব বেঁচে—কাঁদিতে রাখিলি ॥
দুখের এ স্মৃতি নিয়া বুকের শোণিত দিয়া—
বাহিরে বহাব দু'ধারায় :—
নিরজনে বসি একা, ভাবিব তোমার কথা
দিবানিশি সকল সময়।
কাঁদালি পিতায়, মাতা যশোদায়,
আবাল বনিতা ব্রজে।
কি রীতি রাখিলি, প্রাণে মেরে গেলি,
না মানিলি লোক-লাজে।
আহা রাধার প্রেমের প্রতিদিন।
ওহে রাধা-রমণ মদন-মোহন!
শুধু দারুণ বিরহ স'হে অহরহ,
বুঝিনা হতাশে নিজ প্রাণনাশে
যমুনায় এসে পশিবে মুরারি ॥

শ্রীজগবন্ধু দাস রচিত।

(চোরবাগান অবৈতনিক বাউল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক)

বাউল-সঙ্গীত।

কোথা যাও ও বংশীধারী সুখের ব্রজধাম পরিহরি
হরি তোমা বিনে দিনে আঁধার হইবে ব্রজপুরী ॥
ওহে মনচোরা হরি, রাধার মন করে চুরি,
রথে চড়ি বংশীধারী, যাও মধুপুরী,
বাঁচিবে না রাইকিশোরী ॥
ঐ দেখ রসময়, হোয়ে পাগলিনী-প্রায়,
আস্‌ছে তোমার প্রাণের রাধা রক্ষা করা দায়,
তুমি কি ব'লে বুঝাবে হরি, পাগলিনী কিশোরী ॥
ধ'রে অষ্টসখী কয়, রাধা সম্মুখে দাঁড়ায়,
রথচক্র-তলে পড়ি' কৃষ্ণপ্রতি কয়—
এসে আরোহণ কর হে হরি,এ দেহ-রথ তোমারি
খেদে দাস নেহারি কয়, ওহে ঋষি মহাশয়,
অক্রূর নাম কে দিয়েছে জিজ্ঞাসি তোমায়,
তুমি মহাক্রূরের শিরোমণি, রাধার ধন কর চুরী ॥

শ্রীদাস নেহারী দাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।
বাঞ্ছারাম অক্রূর দত্তের লেন, কলিকাতা।

MANGO.

আম্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গতবারে আম্র হইতে কি কি করা যাইতে পারে, তাহার কতকটা বলিয়া ছিলাম, এবারেও কিছু বলিতেছি। আম্র হইতে আমস্বত্ব. আমের জেলী. আমের মিষ্ট এবং ঝাল আচার, আমের মোরব্বা, আমের বন্দে প্রভৃতি নানা প্রকার সুমিষ্ট রসনা তৃপ্তিকর দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যতটুকু স্থান পাই তাহাই কিছু অদ্য বলিতেছি।

আমের সরবৎ।

১০।১২টা কাচা আমকে আগুণে একটু ঝল্‌সাইয়া লইয়া তাহার সমস্ত স্বত্বটাকে নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে তাহার পর তাহাকে আমের পরিমাণ অনুসারে এক পোয়া হইতে দেড় পোয়া আন্দাজ চিনি মিশাইয়া যথেষ্ট জল দিয়া তরল করিয়া লইতে হইবে। আস্বাদন ঠিক অম্ল মধুর হইবে। ইহাতে দুই তিন সের বরফের একটা চাং ফেলিয়া রাখিয়া দিলে যথেষ্ট শীতল হইবে। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ গোলাপ জল ও কেওড়াও দিয়া থাকেন। ইহা অতিশয় মুখপ্রিয় সরবৎ হয়।

আমের চাট্‌নী।

খোসা ছাড়ান ১০।১৫ টা আমকে আটী বাদ দিয়া ফালি করিয়া লইতে হইবে এবং জল দিয়া একটা মাটীর পাত্রে ফুটাইয়া খুব সিদ্ধ করিয়া জলটাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহার পর একটা লৌহ কড়ায় সম্বরা, কাল-জিরা এবং মরিচ এবং তৈল দিয়া সিদ্ধ আম্র খণ্ডগুলিকে সাঁতলাইয়া লইয়া ইহাতে আধ সের আন্দাজ চিনি ও জল দিয়া ফুটাইতে হইবে এবং ধরিয়া না যায়, সে জন্য ঘন ঘন নাড়িয়া দিতে হইবে। যখন একটু গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া লইলেই আমের চাট্‌নী হইবে।

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য এখন লইব না পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

আমের বন্দে।

আমের বন্দে বড় মুখ প্রিয় এবং একটা নূতন জিনিস। পল্লীগ্রামবাসীর এত আম, কিন্তু তাঁহারা সামান্ত ব্যয় করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত কথনও প্রয়াস পান না।

আমের বন্দে প্রস্তুত করিতে হইলে উৎকৃষ্ট পাকা আমের রস এক সের উৎকৃষ্ট ছোলার ডাল বাটা ১ পোয়া এবং ছোট এলাচ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা আবশ্যক।

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমে আমের সত্ব এক সের আন্দাজ লইয়া ইহার সহিত ছোলার ডাল বাঁটা বা ছোলার ডালের ব্যাসন এবং ছোট এলাচ চূর্ণ দিয়া একত্রে বেশ করিয়া মিশাইতে হইবে এবং ক্রমাগত ফেনাইতে হইবে। পরে একখানি লোহের কড়াইয়ে /১ সের আন্দাজ ভাল ঘৃত চড়াইয়া যখন ঘিটার ফেনাশূন্ত হইয়া আসিবে, তখন একখানা ঝাঁজরীর উপর উপরোক্ত আমের রস ঢালিয়া দিয়া বন্দে ভাজার প্রক্রিয়ায় ভাজিয়া লইতে থাকিবে এবং ঘৃত হইতে বন্দেগুলি তুলিয়া চিনির রসে ফেলিয়া দিবে। তাহার পর যখন বুঝিবেন যে, বন্দেগুলিতে রস প্রবেশ করিয়াছে, তখন রস হইতে তুলিয়া অন্ত পাত্রে রাখিতে হইবে। এই প্রকারে আমের বন্দে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা বড় মুখ-রোচক, অম্লমধুর।

আমের মোরব্বার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে "কাজের লোকে" মোরব্বা প্রস্তুত প্রণালীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা পুনরোক্তি করিলাম না।

আমের আচার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা হইলেও আমের আচার প্রস্তুত প্রণালী প্রায় সর্ব্ব স্থানের এক প্রকার। এবং তাহার কতক কতক বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

জারক লেবু।

গৃহস্থ মাত্রেরই এই সময় ঘরে কিছু কিছু জারক লেবু প্রস্তুত করাইয়া রাখা ভাল। ইহাও উপকারী এবং মুখরোচক জিনিষ। ২০ টা লেবু উত্তমরূপে ধুইয়া প্রস্তরে ঘসিয়া ইহার উপরের তৈলাক্ত অংশটা একটু নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দুই হস্তের মধ্যে প্রত্যেক লেবুটী মর্দ্দন করিয়া নরম করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর লেবুগুলিকে একবার রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় কাজ—একটী নূতন হাড়িতে উপরোক্ত লেবু গুলি দিয়া ইহাতে প্রত্যেক লেবু প্রতি অন্ততঃ ৵০ আনা ওজনের লবণ দিয়া তাহাতে ১ পুয়া খাটী সরিসার তৈল দিয়া উত্তম রূপে একবারে নাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার পর প্রত্যহ রৌদ্রে দিতে হইবে, যখন লেবুর গাত্র ত্বক উত্তমরূপে নরম হইয়াছে দেখিবে, তখনই জারক লেবু প্রস্তুত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, তৈল ও লবণ দিয়া যখন রৌদ্রে দেওয়া হয়, তখন মধ্যে মধ্যে ২।৪টী লেবুকে কাটিয়া তাহার রসও ঐ হাড়ির মধ্যে দিলে সহজেই জারিয়া যায়। জারক লেবু প্রস্তুত করা ঘরে থাকিলে তাহাও মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হয়, নচেৎ ছাতা পড়িয়া যায়। জারক লেবু পয়সায় ১টা করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে।

বেকার যুবকগণ ইহাদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন। বর্ষা কালে সর্ব্বস্থলেই প্রচুর লেবু জন্মে, এই সময় আরম্ভ করা উচিত।

কেমন করিয়া কারবার জীবিত থাকে ও বড় হয়।

—:০:—

মানব দেহের প্রত্যেক অংশ প্রতি নিয়তই ক্ষয় হইতেছে। কিন্তু প্রতিনিয়তই সেই ক্ষয় প্রাপ্ত দেহতন্তুর পরিবর্ত্তে নূতন তন্তু সংযোজিত হইতেছে, সেইজন্তই আমরা জীবিত থাকি। প্রতিনিয়তই মানব দেহে পরিবর্ত্তন এবং সংযোজন। এই ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়, তখনই আমরা মৃত—সব শেষ হইয়া যায়।

মানব দেহের ন্তায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিবিধ পন্থা ব্যবসারূপ দেহের তন্তুস্বরূপ, অহরহ ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং অভিনব উপায়, নূতনত্ব সংযোজিত না হইলে মানব দেহের ন্তায় কাজ কারবারের ও শেষ হইয়া যায়, ইহাই স্বাভাবিক। ক্ষুদ্র কারবার কেমন করিয়া বড় হয়? যখন কারবারের দ্রব্য সম্ভার সাধারণে জানিতে পারে, যখন কারবারের সংবাদ পৃথিবীর এক নগর হইতে অন্ত নগরে উপনীত হয়, এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে ক্রমে সমগ্র পৃথিবী ছাড়াইয়া যায়, তখন কারবার ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায়, উন্নতি হয়। এই কথা অতি সাধারণ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকেও বুঝিতে পারেন। কিন্তু কি উপায়ে এমন নাম বাহির করা যায়, যাহারারা সমগ্র পৃথিবীর লোকে তাহা জানিতে ও শুনিতে পারে, সেইটীই রহস্ত।

কেহ বলিবেন, দেশে দেশে বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা, কেহ বলিবেন, বড় বড় অট্টালিকা দিতে খুব সদর রাস্তায় কারবার করিলে অবিলম্বে ব্যবসা জন সমাজে প্রচারিত হইতে পারে। উপরোক্ত উপাদান গুলি উপেক্ষার না হইলেও এমন কোন একটা বিশেষ উপায় আছে, যাহা দ্বারা কারবারের স্থায়ীত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ বলেন যে, This strength lies in tremendous aggregation of right methods, thousand of perfected ways of doing things." এমন কোন একটা ঘনীভূত সুশৃঙ্খলতা ও শক্তি সমস্ত সু পরিচালিত কারবারের মধ্যে নিহিত থাকে

যে, সহস্র সহস্র অভিনব উপায় দ্বারা কারবার বড় হইয়া যায়, নিশ্চল থাকিতে পারে না। এইরূপ কারবার, যাহা বেশ কৃতিত্বের সহিত চলিতেছে, তাহার মধ্যে প্রতিনিয়তই অতি সুশৃঙ্খলার সহিত ব্যবসায়ের পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত পন্থার স্থানে নূতন উপায় ও পন্থা সংযোজিত হইয়া কারবারটীকে নব বলে বলীয়ান করিয়া জীবিত রাখিয়াছে বুঝিতে হইবে। অনেক ব্যবসায়ীর তত টাকা, তত মাল থাকিলেও সে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু তাহাতে অহরহ অভিনব শক্তি সংযোজিত হইয়া কারবারের জীবনী শক্তি সঞ্চিত হয় না তাহার পর ক্রমেই কারবার-দেহ দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইহাদ্বারা আমরা কি বুঝিলাম, শুদ্ধ অর্থবল, লোকবল, প্রচুর মাল, এবং প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকাদি দ্বারাও কারবার চলেনা, অহরহ নূতন নূতন সুশৃঙ্খলা এবং পরিবর্ত্তিত পন্থা দ্বারাই কারবার বড় হইয়া থাকে।

এদেশের কোন কারবারের এমন সুশৃঙ্খলা আমরা দেখিতে পাই কি? প্রতি নিয়তই সেজন্ত কেহ মস্তিষ্ক চালনা করিয়া কোন মৌলিক অভিনব পন্থা দ্বারা কারবারের জীবনী শক্তি রক্ষার জন্ত যত্নবান দেখিতে পাই কি? ইহাই আমাদের কারবারের অধঃপতনের মূল। আমরা সেই মামুলী ধরণে, সেই বোস পুরান পন্থা অবলম্বন করিয়াই রাজপথের পথিকের মুখ পানে তাকাইয়া বসিয়া থাকি মাত্র। সুদূর নগরের পর নগরের, গ্রামের পর গ্রামের লোককে আমাদের কারবারের নাম, উদ্দেশ্য জানাইতে জানি না, কাজেই স্থানীয় লোকে কেহ দয়া করিয়া যদি আমাদের দোকানে বা ব্যবসায় স্থলে শুভাগমন করে, তাহা হইলেই আমরা কিছু ক্রয় বিক্রয় করিতে পারি, কিন্তু তদ্বারা ব্যবসায়ের দৈনন্দিন ব্যয় সংকুলান হয় না, পুঁজীতে হাত পড়িয়া যায়, ঋণজালে চারিদিক ঘেরিয়া ফেলে, সুতরাং গণেশ উল্টাইয়া যাইতে বড় অধিক বিলম্ব হয় না।

আধুনিক ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন, নিত্য অভিনব দ্রব্য সংগ্রহ, নিত্য অভিনব উপায়ে লোক চক্ষুতে তাহা ধরিবার ক্ষমতা এই গুলিই প্রকৃষ্ট উপায় এবং তৎসঙ্গে সুশৃঙ্খলা একটা বড় আবশ্যকীয় উপাদান। আমাদের কারবারে এ সমস্ত উপাদানেরই অভাব। আমরা বিজ্ঞাপন দ্বারা আমাদের যে কি আছে, লোকের তাহা কেন আবশ্যক, তাহা বুঝাইতে জানি না, কারবারের কোন সুশৃঙ্খলা নাই, সময়ের মূল্য বুঝি না, আয় ব্যয়ের হিসাব রাখি না, আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইতেও পারি না, লোককেও বুঝিয়া লইতে দিই না। সেই কারণে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, কারবার বড় হওয়াত দূরের কথা।

ব্যবসায় বড় হয়, সুশৃঙ্খলায়, প্রত্যেক বিষয়টীর সুবন্দোবস্তে, অভিনব মৌলিক উপায়ে এবং ক্রেতার সহিত সৎব্যবহারে। এইগুলি যথাযথ করিতে যাইলেই আপনাকে আগে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়, সময়ের মূল্য বুঝিতে শিখিতে হয়, এবং বহুল বিজ্ঞাপন দ্বারা জনসমাজে পরিচিত হইতে হয়। তবে কৃতকার্য্যতা লাভ সম্ভব হইতে পারে। কবে এমন ব্যবসায়ী এদেশে দেখিতে পাইব? বড় দুরাশা। কারণ এদেশের ব্যবসায়ীর এখনও চরিত্র গঠিত হয় নাই, কর্ত্তব্যজ্ঞান হয় নাই, যাঁহারা সুশিক্ষিত বলিয়া বড়াই করিয়া থাকেন, এমন লোকের ব্যবসায়ের নিকট দিয়া যাইলেও ঠকিতে হইতেছে, একবার যাইলে আর জীবনেও যাইতে প্রবৃত্তি হয় না, বড় আপশোষ যে শিক্ষার দ্বারা আমাদের চরিত্রের উন্নতি সাধিত হয় নাই। "A good tradesman is a good gentleman" ইহা যখন এদেশের ব্যবসায়ী বুঝিতে এবং ভাবিতে শিখিবে, তখনই উন্নতি হইবে। ইহার একমাত্র উপায় স্বার্থত্যাগ, চরিত্র গঠনের আন্তরিক প্রয়াস উচ্চতর প্রকৃত সাধনা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান। পরিতাপ, কেহ ব্যবসায়ের এই মূলসূত্র বুঝিতে চাহে না। কোন ইংরাজ অভিজ্ঞ বলিয়াছেন, Every man is the architect of his own fortunes. A good voice and a plausible manner his most useful tools."

প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার সৌভাগ্য সৌধ নির্ম্মানের উৎকৃষ্ট রাজমিস্ত্রি। সৎব্যবহার, এবং সৎবাক্য সেই সৌভাগ্য নির্ম্মানের অতি আবশ্যকীয় যন্ত্র স্বরূপ। এদেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ীর এই অপরিহার্য্য উপাদানেরই অভাব।

সংসার প্রবেশার্থী যুবকের প্রতি কয়েকটী উপদেশ।

—:০:—

প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি গোল্ড স্মিথ প্রথম জীবনে একে একে পাঁচ ছয়টী অর্থোপার্জ্জনের পথে বিচরণ করিয়া একটীতেও নিজের লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে সাহিত্য পথে প্রবেশ করিতেই তথাকার সমৃদ্ধ শালী অধিবাসীরা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময় তিনি প্রচুর অর্থ ও বহু গণ্যমান্য বন্ধু লাভ করেন। তাহারই জীবন সংগ্রামের প্রথম অবস্থায় তিনি ঠেকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে তাহাই অব্যবস্থিত চিত্ত সংসার প্রবেশার্থী যুবকদিগের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের যুবক ভ্রাতৃগণ তাহা অবগত হইলে উপকৃত হইবেন।

বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য না লইয়া যে সমস্ত যুবক সংসারে প্রবেশ করিতে যান, সাধারণতঃ তাহারা প্রথমে যাহা সম্মুখে পান

তাহাই অবলম্বন করেন; কিন্তু স্রোতের তৃণ যেমন লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়,তাহারাও সেইরূপ কিছুদিন বিচরণ করেন। তারপর হয় ত কোন বন্ধুর নিকট উপদেশ লইয়া কিছু দিন সেই পথে চলেন, তাহাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুফল লাভ করিতে পারেন না। তারপর আর এক জনের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আবার নূতন পথে নূতন ভাবে চলেন, এবারও পূর্ব্বের ন্যায় অকৃতকার্য্য হন। এইরূপে বহুবার জীবনের গতিকে অব্যবস্থিত চিত্ততার জন্য পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনের ফলে জীবন দুর্ব্বিসহ বোধ হয় এবং নিজে যে কোন কাজের উপযুক্ত, তাহা নিজের মনও ধারণা করিতে পারে না। এই সময়েই সংসার যে দুঃখময়, তাহার স্পষ্ট ছাপ মনের উপর পতিত হইয়া যায়। দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে বন্ধু বান্ধবের টীটকারী জীবনকে আরও দুঃসহ করিয়া তোলে। এই সময়ই আত্মহত্যার বাসনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়! স্বয়ং নেপোলিয়ন, ক্লাইভ প্রভৃতি বীর পুরুষেরা পর্য্যন্ত জীবনের এই সন্ধিস্থলে আত্মহত্যার আপাত লোভনীয় আহ্বানের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পান নাই। কিন্তু যাঁহারা এই সঙ্কটকালে ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার সহিত জীবনকে পরিচালিত করিয়া কর্ত্তব্যপথে অচঞ্চল থাকেন এবং ভবিষ্যতে সংসার-সংগ্রামে বিজয়ী হন, তাহাদের কাছে জীবনের এই সময়টা একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মত বোধ হয়।

তুমি যে কোন একটা উপজীবিকা গ্রহণ কর; লোকে তোমায় কত বলিবে; তোমার নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা করিবে; তুমি যে এ কাজের উপযুক্ত নও, তাহা প্রমানিত করিতে ছাড়িবে না। কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করিও না; ঐকান্তিক যত্ন, জলন্ত উৎসাহ এবং অবিচলিত সাহসের সহিত অগ্রসর হও, তার পর দেখিবে, তুমি এই কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তখন তোমার মনে শুধু অধ্যবসায়ের কৃতকার্য্যতার জন্য যে আন্তরিক সন্তোষলাভ করিবে তাহা নয়, ইহা যৌবনে তোমার সংসার প্রতিপালনের পরম সহায় হইবে এবং শেষ বয়সে সুখ ও শান্তি পাইবে। যে কোন ব্যবসা শিখিতে সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট। অসাধারণ বুদ্ধি অনেক সময় জীবনের উন্নতির পরিপন্থী স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। জীবনকে একটা দৌড়ের সহিত তুলনা করা যায়। যাহার যত দ্রুত চলিবার ক্ষমতা, তাহার তত পদস্খলনের সম্ভাবনাও অধিক।

একজন লোকের পক্ষে কেবল একটা উপজীবিকার সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া সোজা কথা নয়। অতএব তোমার সামর্থের উপযুক্ত একটী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও। যদি ততোধিক ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হও, তবে কোনটারই উন্নতি করিতে পারিবে না।

একজন বাজীকর ও দরজীতে কথা হইতেছিল; দরজী উদ্বিগ্নচিত্তে বলিল, "আমার ব্যবসা লইয়া আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি; যদি সর্ব্ব সাধারণে পোষাক পরিধান করা একেপরিত্যাগ করে, তবেই আমি মরেছি; আমার অন্য কোন ব্যবসা জানা নাই, যদ্দারা আমি আমার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিব—"

"বটে, তা হ'লে ত তোমার ভারি মুস্কিল," দরজীকে বাধা দিয়া হাস্য বিকসিত মুখে বাজীকর বলিল, "কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার অবস্থা তত শোচনীয় নয়; আমার এক রকম বাজী লোকের পছন্দ না হইলে অন্যান্য শতাধিক বাজী দেখাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিব। যা হোক, ঈশ্বর না করুন, যদি বাস্তবিক তেমন কোন অসুবিধায় পতিত হও, ভাই, অনুগ্রহ করিয়া আমায় স্মরণ করিও,আমি তোমায় সাহায্য করিব।" কিছু দিন পরে, হঠাৎ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; দরজী কোন রকমে জীবন ধারণ করিয়া রহিল, কিন্তু হায়, বাজীকরের সহস্র কৌশল জানা সত্ত্বেও তাহার এক টুক্‌রা রুটীর দাম মিলিত না। সে কত আগুন গিলিয়া লোহাপিণ্ড বমন করিত, কিন্তু কাহারও আর তাহা দেখিবার সখ ছিল না। অবশেষে সে যে দরজীর কাজ ঘৃণা করিত, তাহারই শরণাপন্ন হইয়া কোন রকমে সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেল।

অহংকার ও ঈর্ষার মত অর্থোপার্জ্জনের শত্রু আর নাই। যদি অন্যের প্রতি তোমার ক্রোধ থাকে, তবু যে পর্য্যন্ত তুমি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন না কর, অন্ততঃ সে পর্য্যন্ত তোমার সে ক্রোধ চাপিয়া রাখা উচিৎ। হুলশূন্য কীট দংশনের ন্যায় অর্থ শূন্য মানুষের ক্রোধ কোন ফলোৎপাদন করিতে পারে না। ফলে এই নিস্ফল ক্রোধদ্বারা তোমার নিজের ধ্বংশ তুমি নিজেই আনয়ন করিবে। সম্পদহীন লোকের ক্রোধে কে কবে ভয় পাইয়া থাকে।

যুবকদিগের অর্থোপার্জ্জনের আর একটী অন্তরায় এই যে, তাহারা সকলকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে,প্রত্যেকের অনুরোধ রক্ষা করিতে এবং সব রকম সমাজেই মিশিতে ইচ্ছুক হন। তাহাদের নিজেদের কোন সতন্ত্র লক্ষ্য থাকে না; তরল পদার্থ যেমন যখন যে পাত্রে থাকে, সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে, তাহারাও সেইরূপ সব রকমে সকলকে খুসী করিতে যাইয়া কাহাকেও খুসী করিতে পারেন না। অনেককে সন্তুষ্ট করার একটী প্রধান উপায় শুধু জন কয়েককে সন্তুষ্ট করা।

এ সম্বন্ধে বেশ একটা গল্প আছে। এক জন চিত্রকর জগদ্বিখ্যাত হইবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া একখানি চিত্র অঙ্কিত করিলেন। তারপর জনসাধারণকে

দেখাইবার জন্ত ছবিখানা এক প্রকাশ্যস্থানে রাখিয়া নিম্নে এই কথা লিখিয়া দিলেন যে, ছবির যে অঙ্গে যে দোষ আছে, দর্শকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করেন। চিত্রকর সন্ধ্যা বেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার চিত্রে এমন একটী রেখা নাই,যাহার কেহ না কেহ দোষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহার চিত্র পরীক্ষার আর একটা উপায় অবলম্বন করিলেন। পরদিন ছবিখানি ঠিক সেই স্থানে রাখিয়া দিয়া লিখিয়া রাখিলেন যে, যদি চিত্রে কোনস্থান প্রসংসা যোগ্য থাকে, তবে শুধু তাহাই যেন লিপিবদ্ধ করা হয়। সেদিন তিনি ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন,তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এমন একটী রেখা নাই, যাহার প্রসংসা লিপিবদ্ধ হয় নাই। চিত্রকর ভাবিলেন যে, যদি পৃথিবীর সকলকে সন্তুষ্ট করা দরকার হয়, তবে তার অর্দ্ধেককে সন্তুষ্ট করিলেই বেশ ফল পাওয়া যায়।

তাড়াতাড়ি ধনবান হইবার ইচ্ছা করাও একটা দোষ। খুব ধনবান হইবার আকাঙ্ক্ষা করাই অন্যায়। সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে যে, সংসার অতিভয়ঙ্কর স্থান। ন্যায়ের পথ হইতে একটু বিচ্যুতি ঘটিলেই তার দণ্ড অনিবার্য্য। যে কোন রকমে সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। চাকুরী, ব্যবসা বা শিল্প ইহার যে কোন একটা অবলম্বন করিলেই হয়। সাধুভাবে কোন কাজ করিতে করিতে যদি ধনবৃদ্ধি হয়,তাহাতে ক্ষতি নাই। কি আশ্চর্য্য পৃথিবীর নিয়ম ! যে কোন লোক সৎ ভাবে যে কোন কাজ করুক না কেন তাহাতেই সে ধনবান হইয়া যায়। . চাই লক্ষ্য, চাই একাগ্রতা ! তাহা হইলে তোমাকে ধনের পেছনে দৌড়াইতে হইবে না, সম্পদ আপনা, আপনি তোমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িবে। সাধকের কথায় বলা যায়,

"ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, সন্ধ্যাপূজা সেকি চায় ?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।"

শ্রীগঙ্গাধর দত্ত।
জামাল পুর।

মুক্তাত্মা দর্শন।

—:০:—

(১)

যে দিন সরোজিনীর বিবাহ হইল, সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছিল, সমস্ত রাত্রি ছাড়িল না। কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে যথেষ্ট স্থান ছিল না বলিয়া পাড়ার নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগের আহার সমাপ্ত হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। পরিবেশনের দোষে কেহ সন্দেশ পাইল ত রসগোল্লা পাইল না, কেহ দধি পাইল ত ক্ষীর পাইল না, কাহারও পাতে মাছ পড়ে নাই, কেবল আলু পড়িয়াছিল, কাহারও পাতে যে আম্র পড়িয়াছিল, তাহা এত অল্প যে, মুখে করা যায় না। কন্যাযাত্রী স্ত্রীলোকগণ ঘোষদিগের বড় নিন্দা করিতে করিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নিদ্রিত শিশুকে কক্ষে লইয়া তাহার মস্তক স্বীয় বসনাঞ্চলে আবৃত করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এক জন বলিলেন, "খাওয়ান যেমন তেমন হউক, ঘোষ বুড়া চখের মাথা খাইয়া এমন কার্ত্তিক জামাই করিল কি করিয়া ! "আর এক জন বলিলেন, আহা ! সরোজিনীকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে !" এক রসিকা যুবতী বলিলেন, "সরোজিনীর মানে জান ? পদ্মফুলকে সরোজিনী বলে। ঘোষ বুড়া ত ঠিকই করিয়াছে সরোজিনীকে ভোমরার হাতে দিয়াছে ?"

হর ঘোষের কন্যা সরোজিনী বেশ সুশ্রী; কিন্তু জামাই তেমন হইল না। জামাতা কেদার নাথ একেবারেই দেখিতে ভাল নহে; তবে ছেলেটীর স্বভাব চরিত্র বড় ভাল, কিছু লেখা পড়া জানে, আর বেশ 'দুপয়সা' উপার্জ্জন করে। কেদার মোজঃফরপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের 'মাল বাবু', বেতন ৬০ টাকা, কিন্তু বড় বড় হাকিমগণের অপেক্ষা তাঁহার আয় বড় কম নহে। সরোজিনীর ও অনেক গুণ ছিল, সে শান্ত, লজ্জাশীলা, সংসারের কাজকর্ম্মে পটু, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিমতী, শিল্প কর্ম্মে দক্ষ এবং বেশ লেখাপড়াও জানিত। তাহার লেখা ৪।৫টী পদ্য সময়ে সময়ে মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল,আর যখন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িত, তখন 'সাবিত্রী' নামে একটী রচনা লিখিয়া একবার দশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিল। সরোজিনীর এক বয়স্যা তাহার এত গুণ দেখিয়া কেদার নাথকে একবার বলিয়াছিল যে, "স্থল বিশেষে মুক্তার মালার যে গতি হইয়াছিল, সরোজিনীর যেন তাহা না হয়।" প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় নাই ? কেদারনাথ সরোজিনীর মূল্য বুঝিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। মহাদেবের বরে আপনার গান বন্ধন ও স্ত্রীলোকের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইলেও কেদার নাথ সরোজিনীকে যে প্রকার ভাল বাসিতেন, তেমন বুঝি আর কেহ পারে না। পক্ষান্তরে যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, সরোজিনী কেদারকে ভাল বাসিতে পারিবে না, তাঁহারা দুই তিন বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ সরোজিনী 'সুখের খোলতে সাঁতার" না দিতেই দেখিলেন যে, তাঁহারা বড় ভুল বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, হিন্দু স্ত্রী স্বামীর রূপের ভিখারিণী নহে।

(২)

বিবাহের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কেদার

নাথ কর্ম্ম স্থলে পরিবার লইয়া যাইতে পারিলেন না; তাহার কারণ এই যে, তাঁহার বৃদ্ধা জননীর সেবা করে, সরোজিনী ভিন্ন সংসারে অন্য কেহ তেমন ছিল না, তাঁহার জননীও গঙ্গার দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত ছিলেন না। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ সরোজিনীর বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর, তখন মাতার গঙ্গালাভ হইলে কেদারনাথ কর্ম্মস্থলে পরিবার লইয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি স্থানান্তরে বদলি হইয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার সেই মোজঃফরপুরেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ষ্টেশনের নিকটে সরকারী বাসা ছিল, কেদারনাথ সেইখানে থাকিতেন, ভাড়া দিতে হইত না।

কিছুদিন সপরিবারে বাস করিতে না করিতে সে বৎসর মোজঃফরপুরে অত্যন্ত কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল, অনেক লোক মারা যাইতে লাগিল। ষ্টেশনের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ আপন আপন পরিবার ও সন্তানাদি দেশে পাঠাইয়া দিলেন এবং কেদারনাথকেও পাঠাইতে বলিলেন। সরোজিনীকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য কেদারনাথ আপন কনিষ্ঠ সহোদরকে পত্র লিখিয়া আনাইলেন, কিন্তু সরোজিনী সেই মহামারীর সময়ে স্বামীকে ফেলিয়া আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দেশে যাইতে সম্মত হইল না। কেদারনাথ এক প্রকার জোর করিয়াই সরোজিনীকে দেশে পাঠাইলেন। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজিনী গাড়ীতে উঠে, তখন বলিল, "এখন ত চলিলাম; কিন্তু এ জন্মে আর যে দেখা হইবে, এখন মনে হয় না, মা কালীর মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

(৩)

সরোজিনী দেশে যাইবার পর দশম দিবসে কেদারনাথ তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। উহার মর্ম্ম এই যে, সরোজিনী কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়াছে—অবস্থা ভাল নহে, তোমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, শীঘ্র আসিবে।" টেলিগ্রাম পাইয়া কেদারনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। মোজঃফরপুরের ষ্টেশন মাষ্টার মজুমদার মহাশয় অতি ভদ্রলোক, তাঁহার তুল্য মহাশয় ব্যক্তি বুঝি আর কখন রেলওয়ে চাকরি করেন নাই! কেদারনাথের এই বিপদে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, তাহাকে এক সপ্তাহের বিদায় দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সমাস্তিপুরের হেড আপিসে টেলিগ্রাফ করিলেন এবং কেদারনাথের স্থানে কাজ করিবার জন্য একজন লোক (Relieving hand) পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন—সে লোক যেন অদ্যই ১টার গাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। টেলিগ্রামের কোন উত্তর আসিল না। যথা সময়ে গাড়ী আসিল, তাহাতে কোনও লোক আসিল না। এদিকে কলিকাতা যাইবার গাড়ী ছাড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। কেদারনাথ আবার মজুমদার মহাশয়ের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তিনি আবার টেলিগ্রাফ করিলেন; কিন্তু এবারও কোন উত্তর আসিল না। কলিকাতাগামী গাড়ী আসিয়া পড়িল, তিনি কেদারনাথের মলিন মুখ দেখিয়া বলিলেন, তুমি গাড়ীতে উঠ, আমি তোমাকে বিদায় দিতেছি, যাহা হয়, আমার হইবে।"

কেদারনাথ বাড়ী গেলেন; কিন্তু বড় আশায় নিরাশ হইলেন—সরোজিনীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বাটী পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, অল্পক্ষণ হইল, সৎকার হইয়া গিয়াছে, শ্মশানযাত্রীগণ তাঁহার বাটী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই "হরি বোল" দিয়া প্রত্যাগমন করিল। কেদারনাথ শুনিলেন যে, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া সরোজিনী কেবল তাঁহার নাম করিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছে। কেদারনাথের প্রাণে শেল বিদ্ধ হইল; কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে এক ফোঁটাও জল পড়িল না, মেঘে আকাশ ভরিয়া রহিল, এক ফোঁটাও বারি বর্ষিল না। মানুষ চিরকাল বাঁচে না; কিন্তু কেদারনাথের এই আক্ষেপ যে সরোজিনীকে জোর করিয়া বাটীতে পাঠাইলেন কেন, মৃত্যুকালে একবার জন্মশোধ সাক্ষাৎ হইল না কেন? সরোজিনী মোজঃফরপুর হইতে আসিবার সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল, সে বাঁচিয়া থাকিবে, কেদারনাথ মারা যাইবে—তাহাই হইল না কেন!

(৪)

কেদারনাথ কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন; এক্ষণে তিনি যেন আর পূর্ব্বের কেদারনাথ নহেন—পত্নী-শোকে তাঁহার শরীর এই কয় দিনে এত শীর্ণ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সহজে চিনিতে পারা যায় না। তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তনও সামান্য নহে—তিনি এক্ষণে কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহেন না, সর্ব্বদা এক দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন, লোকালয়ে যান না, তাঁহার চক্ষু দেখিয়া বোধ হয়, রাত্রিতে নিদ্রা যান না। সরকারী কার্য্যেও আর মনঃসংযোগ করিতে পারেন না; যে সকল হিসাব দাখিল করেন, তাহাতে ভুল বাহির হয়, তজ্জন্য অর্থদণ্ড দিতে হয়। এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া মজুমদার মহাশয় স্বয়ং তাঁহার অধিকাংশ কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতে লাগিলেন। তিন চারি মাস এই প্রকারে গত হইল, তথাপি কেদারনাথের শোকাপনোদন হইল না, দিন দিন তাঁহার শরীর ও মনের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল—সরোজিনীর মৃত্যু তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত

করিয়াছিল, তাহার মৃত্যুকালে একবার দেখা হইলে হয়ত এত আঘাত লাগিত না।

মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় কেদারনাথ সবেতনে তিন মাসের বিদায় পাইলেন। সকলেই তাঁহাকে একবার কাশী, গয়া, মথুরা ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিতে বলিলেন; কিন্তু কেদারনাথ কোথাও গেলেন না, সরোজিনী যে বাসায় থাকিত, তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি কোন স্থানে যাইতে পারিলেন না। এই সময়ে কোন কাজ কর্ম্ম না থাকাতে কেদারনাথ কেবল একাকী নির্জ্জন বাগানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন— মোজঃফরপুরে লীচু ও আম্রের বড় বড় বাগানের অভাব নাই।

সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি কেদারনাথের বড় ভক্তি ছিল। কোন স্থানে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, শুনিলেই তিনি তাঁহার নিকট যাইতেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখিতেন যে, তাঁহারা পরমার্থের ধার বড় একটা ধারেন না, কদাচিৎ দুই একটা স্তোত্র মুখস্থ বলিতে পারেন মাত্র। এই সময়ে একটা বড় লীচু বাগানে এক প্রবীন ও তপঃপরায়ণ সন্ন্যাসী আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সহরের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিলেন ও তাঁহার উপদেশ শুনিলেন। সন্ন্যাসী মহাজ্ঞানী, তাঁহাকে যিনি যে শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন এবং কাহারও জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া একদিন মধ্যাহ্নে কেদারনাথ সন্ন্যাসী সন্দর্শনে গেলেন। তখন তিনি একা ছিলেন। কেদারনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বসিতে বলিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কেদারনাথের বড় ভক্তির উদয় হইল; তিনি যে ভণ্ড নহেন, একেবার তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাবা! যাহা পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কেহ কখন পায় নাই, তাহার চিন্তায় দিবারাত্র মগ্ন থাকিয়া কোন ফল নাই, ইহাতে কেবল শরীর ধ্বংস ও মন জড়ভাবাপন্ন হয়।" কেদারনাথ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল; তথাপি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি দিবারাত্র কি চিন্তা করি?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? তুমি দিবারাত্র তোমার পরলোকগতা স্ত্রী সরোজিনীর চিন্তায় নিমগ্ন আছ। তাহার মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছিল, অত্যন্ত অশান্তিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তুমিও তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে তাহাকে দেখিবার জন্য বাটী গিয়াছিলে; কিন্তু তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তুমি বাটী পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইল।"

কেদারনাথ উন্মত্তের ন্যায় সন্ন্যাসীর চরণে লুণ্ঠিত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে উঠাইয়া আপনার সম্মুখে বসাইলেন। কেদারনাথ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "বাবা! আপনি দেবতা, আপনি সকল করিতে পারেন, আপনার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, একবার তাহাকে দেখান, কেবল একবার, দ্বিতীয়বার দেখিতে চাহিব না।" "মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ অসম্ভব" বলিয়া সন্ন্যাসী অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু কেদারনাথ কিছুতেই প্রবুদ্ধ হইলেন না। সন্ন্যাসী বলিলেন, কল্য আসিও, যাহা হয় করিব; এক্ষণে তুমি ষ্টেশনে যাও, এই গাড়ীতে তোমার বড় সাহেব আসিতেছেন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই তোমার বেতন ৮০ টাকা হইবে, ঐ বেতনের একটা পদ খালি হইয়াছে।,'

অগত্যা কেদারনাথ ষ্টেশনে আসিলেন। বস্তুতঃই তাঁহার বড় সাহেব আসিয়াছিলেন। প্রার্থনা করিবা মাত্র তিনি কেদারনাথের পদোন্নতি করিতে সম্মত হইলেন। এই ঘটনায় সন্ন্যাসীর প্রতি কেদারনাথের ভক্তি অচলা হইয়া উঠিল।

পর দিন কেদারনাথ আবার সন্ন্যাসীর নিকটে যাইলেন এবং সরোজিনীকে একবার দেখাইবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য বিস্তর উপদেশ দিলেন; কিন্তু কেদারনাথ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সন্ন্যাসী আবার তাঁহাকে তৎপর দিবস আসিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। এই প্রকারে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল, কেদারনাথ সরোজিনীকে একবার দেখাইবার জন্য প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সন্ন্যাসীর দয়া হইল, তিনি কেদারনাথকে একটী বীজ মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং উহা জপ করিবার প্রণালী ও আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। সে দিন চতুর্দ্দশী, পরদিবস পূর্ণিমা রজনীতে ঐ মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন এবং কেদারনাথকে দ্বিতীয় বার উহার প্রভাবে সরোজিনীর সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

পর দিন মধ্যাহ্নে কেদারনাথ আবার সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কখন ও কোথায় তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

(৫)

আজ পূর্ণিমা। কেদারনাথের মনে আজ বড় আনন্দ, বড় উৎসাহ আজ সরোজিনীকে দেখিবেন! তিনি স্বহস্তে শয়ন গৃহ পরিস্কৃত, করিলেন, গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি গৃহান্তরে রাখিলেন,কেবল একপার্শ্বে খট্টা ও শয্যা রহিল— অন্যত্র উহা রাখিবার স্থান হইল না। সমস্ত গৃহে গঙ্গাজল সিঞ্চন করিলেন (ক্রমশঃ)

(MEDICAL)

Small Industries.

LICORICE LOZENGES.

(কাশী ও স্বর ভঙ্গের জন্য ।)

Lump Sugar	100 parts.
Licorice (যষ্টী মধু)	150 parts.
Powdered Starch	40 parts.
Mucilage to fix.	

একত্রে মিশাইয়া বটিকার মত বা লজেন্সের মত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়।

Camphor Liniment.

ক্যাম্ফর লিনিমেণ্ট ।

কর্পূর	১ আউন্স—(ওজনে)
অলিভ অয়েল	৪ আউন্স (মাপিয়া)

মৃদু অগ্নির উত্তাপে গলাইতে হয়, কর্পূর গলিয়া যাইলে বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়। ইহা আঘাত, এবং বাত, গ্রীষ্মিস্ফীতিতে মালিস করিলে আশু যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

Violet Tooth Powder.

Precipited chalk	6 oz.
Cottle fish bone	3 oz.
Rose Pink (Bright)	2½ oz.
Orris Root	1½.
Indigo (Pure to strike a violet tint)	p. s.
Essence of violet (orris)	1½ fl. Dr.

Make finest powder and strain through musline. This is a good tooth powder often serviceable in foul, and loose, teeth &c.

Vining's Tooth Elixir.

দন্ত পরিষ্কারের আরক ।

(ডাঃ ভাইনিং)

Cinnamon (Crushed)	¼ oz.
Unbleached Jamaica Ginger (Grated)	½ oz.
Cloves (লবঙ্গ)	1 Dr.
Oil Peppermint -	½ Dr.
Hay Saffron	1 Dr.
Oil of Orrange Peel	½ Dr.
Otto of Roses	10 Drops.
Rectified Spirit	½ Dr.

Digest 15 days and decant. Strain through musline. This is an excellent preparation for toothache and foul breath.

S. A. 555

Home Industries.

(গার্হস্থ্য শিল্প)

কৃত্রিম শান পাথর প্রস্তুত প্রণালী ।

ঘরে শান পাথর প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

নদীর বালী—	৩ ভাগ ।
লাক্ষা বীজ (গালা)—	১ ভাগ ।

একত্র অগ্নির উত্তাপে উত্তমরূপে দ্রব করিয়া হস্তদ্বারা গোলাকার চক্রের মত গড়িয়া তাহার মধ্যে একটা লৌহ শলাকা ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা প্রবেশ করাইয়া আঁটিয়া দিতে হয়। এই শান প্রস্তর ঠিকই গোলাকার চাকার মত হওয়া আবশ্যক এবং ঠিক ইহার কেন্দ্রস্থলেই লৌহ শলাকা আঁটিয়া দেওয়া উচিত, নচেৎ এই শান ঘুরিবার সময় গোলযোগ হইয়া পড়ে।

তুঁতে প্রস্তুত প্রণালী ।

ইহাকে ইংরাজীতে সাল্ফেট অফ কপার (Sulphate of Copper.)

গন্ধক দ্রাবক বা সলফিউরিক অ্যাসিড—	২তোলা।
বিশুদ্ধ তামা—	১তোলা।

২টা, লৌহার হাতায় করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইলেই উভয়ে মিশ্রিত হইয়া তুঁতে প্রস্তুত হয়। বর্ণ নীল।

হিরাকশ প্রস্তুত প্রণালী ।

Sulphate of Iron. বা হিরাকশ।

লৌহ চূর্ণ—	১ তোলা।
সলফিউরিক অ্যাসিড্ বিশুদ্ধ—	১ তোলা।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় দ্রব করিলেই হিরাকশ প্রস্তুত হইবে।

পিত্তল কাটিবার সহজ উপায় ।

একটী কাষ্ঠে কিঞ্চিৎ পারা মাখাইয়া পিত্তলের প্লেটের বা জিনিসের উপর টানিয়া যাইতে হয়, তারপর ২ পার্শ্বে চাপ্ দিলেই সহজে দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

(সংগ্রহ)

Boots to Water proof.

জুতাকে বর্ষাকালে ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায়।

জুতার তলায় যদি Gum Copal Varnish গম্ কোপাল ভার্নিস প্রত্যেকবার লাগাইয়া একটু শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার লাগাইয়া যখন ৩।৪ কোটীং দেওয়া হওয়ার পর তলাটা ভার্নিস করা কাষ্ঠের মত দেখাইবে, তখন ইহা ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় ওয়াটার প্রুফ বা জল সহনশীল করিয়া লইলে জুতার তলা বহুদিন স্থায়ী হইবে, এবং আদৌ জল প্রবেশ করিতে পারিবে না।

Homoeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক তথ্য।

—:০:—

রক্ত আমাশয়ের একটী রোগীর বয়স ৩ বৎসর। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় ১৫।১৬ দিন থাকিয়াও কোন উপশম হয় নাই। আমাদের দাতব্য ঔষধালয় হইতে তাহাকে ১ মাত্রা Sulpher 200 দেওয়া হয়। পর দিন রক্ত, আম ও উদরাময় কিছুই দেখা যায় নাই। একমাত্রা সল্‌ফারেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। যে সকল শিশুর চুলকনাদি সহসা লোপ পাইয়া উদরাময়ের উপসর্গ দেখা যায়, সেস্থলে সল্‌ফার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

———

একটী রোগীর বয়স ১৬ বৎসর। জ্বর, বমি, বমনেচ্ছা, অতিশয় মাথার যন্ত্রণা। এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা। ১ মাত্রা ভিরেট্রাম ভেরিডি ৩ দেওয়ায় রোগীর সমস্ত উপসর্গ দূরীভূত হইয়াছিল। যদি কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকিয়া জলবৎ ভেদ হইত, তাহা হইলে ভিরেট্রম আল্‌ব দিতে ইতস্ততঃ করিতাম না।

—

রোগীর বয়স ৫৫ বৎসর। ভগন্দর রোগে ভুগিতে ছিলেন। সাইলেসিয়া ৬ এবং হিপার ৬ দিতে আরম্ভ করি। ইহাতেই রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

"কাজের লোক" দরিদ্র ঔষধালয়।

———

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

১। অসাধ্য কৃমি রোগে—ভেড়ার দুধের মাখন ও খাড়ি লবণ সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মিলাইয়া সূর্য্য-পক্ক করিয়া খাইতে হইবে। প্রত্যেক বারে একছটাক করিয়া প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় খাইলে পেটের মধ্যে বড় কৃমি মরিয়া পড়িয়া যায়।

২। হাঁপানি রোগে—নির্ব্বিন্দের শিকড় চাউলের সহিত চিবাইয়া খাইলে সর্দ্দি উঠিয়া হাঁপানি ভাল হয়।

৩। কাসির ঔষধ—একটী বহেড়ায় গাওয়া ঘি মাখাইয়া গোবরের ঠুলিতে পুরিয়া সিদ্ধ করিয়া সেই বহেড়া খাইলে কাসি ভাল হয়।

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা ছিল, আর লইব না।

৪। বাকস পাতার কুঁড়ি ছেঁচিয়া পাত পোড়া করিয়া তাহার রস এক তোলা মধুর সহিত কয়েক দিন প্রাতে খাইলে উৎকাসি ভাল হয়।

৫। কুকুরে কামড়াইলে—৩টী কুচিলা ভস্ম ও সিকি ভরি ময়ূরের পুচ্ছ ভস্ম একত্র করিয়া দ্বিগুণ মধু দিয়া খাইলে কুকুরে কামড়ান বিষ ভাল হয়।

৬। ঋতু বন্ধ হইলে—মিশ্রির সরবতে পাতি লেবুর রস দিয়া ৩।৪ দিন খাইলে ঋতু হইয়া পেটের ব্যথা সারিয়া যায়।

৭। কৃষ্ণ তুলসীর রস একছটাক পরিমাণে ৬।৭ দিন খাইলে পারার ঘা ভাল হয়।

বঙ্গরত্ন।

সমালোচনা।

—:০:—

ভৈষজ্যমনিমালিকা—যাবতীয় শাস্ত্রীয় পাচন, মুষ্টিযোগ টোট্‌কা ঔষধ গুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং ব্যবহার সরল পদ্যে অনুবাদ। কবিরাজ শ্রীসত্য চরণ সেন গুপ্ত প্রণীত, ১ম খণ্ড মূল্য ৷৵০ মাত্র। আলোচ্য পুস্তক খানি গৃহস্থ মাত্রেরই জন্য অতি আবশ্যকীয় এবং অপরিহার্য্য পুস্তক হইয়াছে। সেকালে এই পাচন এবং মুষ্টিযোগ ঔষধ সেবন করিয়াই অল্পব্যয়ে লোকে দীর্ঘজীবি হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দীনাতিপাত করিতেন। গৃহের আশে পাশে এই সকল ঔষধ অনায়াসলব্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমরা আমাদের তাবৎ দ্রব্যেরই উপর অবিশ্বাস করিতে শিখিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি, বহুব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসায় লোকে ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে, তথাপি স্বদেশলব্ধ, [illegible] ঔষধে আমাদের বিশ্বাস নাই। আলোচ্য গ্রন্থে সেই ঋষিগণের ব্যবহৃত পাচন এবং মুষ্টিযোগের মূল শ্লোক এবং তাহার অনুবাদ এমন সরল ছড়ার আকারে প্রদত্ত হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরাও ইহা দ্বারা চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা প্রত্যেক সংসারে ইহার আদর দেখিলে সুখী হইব। রানাঘাটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

আতঙ্ক নিগ্রহ ডাইরী—১৯১৭ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। কবিরাজ মনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী মহাশয়ের ভারত বিখ্যাত আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয় হইতে প্রকাশিত। দিব্য পকেট সাইজ, বড় বড় অক্ষরে প্রত্যেক দিনের জন্য প্রতি পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই। ডাইরী খানা বিশেষ কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। এই সুন্দর ডাইরী খানি বোম্বের জাম নগরস্থ "আতঙ্ক নিগ্রহ প্রিন্টিং ওয়ার্কসেই" মুদ্রিত। ছাপাখানায় সকল রকম উৎকৃষ্ট ছাপার কার্য্য সুলভে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সাহিত্য পঞ্জিকা ১৩২২ সাল।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ এবং শ্রীযুক্ত রাখাল রায় বি, এ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বাঁকীপুর মুরাদাবাদ, "সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

আলোচ্য সাহিত্য পঞ্জিকাখানি বঙ্গ সাহিত্যিকগণের জন্য একটী অভিনব সামগ্রী। সম্পাদকগণ বলিয়াছেন যে "প্রথমবর্ষে বহু ভ্রম ত্রুটী এবং অসম্পূর্ণতা লইয়া সাহিত্যপঞ্জিকা প্রকাশিত হইল। টিকিট দিয়া পত্র লিখিয়া ও টেলিগ্রাফ করিয়াও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"

বহু বিষয়ে যে ত্রুটী হইয়াছে, তাহা আমরাও দেখিতেছি। আসল কথা অনেক সাহিত্যিক এইরূপ সাহিত্যপঞ্জিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম বর্ষের সাহিত্যপঞ্জিকাতে অন্ততঃ সেই উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করা উচিত ছিল। বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের একটা ইতিহাস রক্ষিত হয়, এ উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কিন্তু একবারেই এই ইতিহাসের সম্পূর্ণতা লাভ সম্ভব নহে, বারম্বার সংশোধিত হইয়া তবে যদি ইহা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। আমাদের আশা, আগামী বর্ষের সাহিত্য পঞ্জিকায় ত্রুটীগুলি সংশোধিত দেখিব। যাহা প্রথম বর্ষেই সংগৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্যই সম্পাদকগণকে বহু ধন্যবাদ দেওয়া যায়, তাঁহারা যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, ইহাতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

Soil Fertility and crop production.

চিলিয়ান নাইট্রেট প্রোপাগাণ্ডা কর্তৃক প্লান্টার্স গেজেট হইতে পূর্ণ মুদ্রিত। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট কাগজে, কলিকাতার প্রসিদ্ধ থাকার স্পিঙ্ক কোং দ্বারা মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানিতে ভারতের কৃষি, এবং বিবিধ প্রকার সারের পরীক্ষা সম্বন্ধে বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য গবেষণা পূর্ণ বিষয় আছে, তাহা কৃষিপ্রিয় শিক্ষিত মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। সমস্ত সারের পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় নাইট্রেট সোডার প্রাধান্য সপ্রমাণ করিয়া "Planters' Gazetteএ" "গবেষণাপূর্ণ যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, চিলিয়ান প্রোপাগাণ্ডা সভা তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। চিলিয়ান প্রোপাগাণ্ডার আফিস, ১নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। যাঁহারা ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণায় প্রতিযোগিতা প্রবন্ধ পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তকে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পাইবেন।

[illegible] ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্।

[illegible] আমরা মেসার্স বসু ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস হইতে তাঁহাদের কারখানার মুদ্রিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা কার্য্যবিবরণী, মূল্য তালিকা এবং কিছু ঔষধ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বসু ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কসে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ঔষধ, চূর্ণ, ভস্ম বটিকাদি ইঞ্জিন সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া অতি সুলভে চিকিৎসক এবং সাধারণকে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। বহু বিচক্ষণ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধারণে এই ঔষধের কারখানা অতি প্রতিষ্ঠার সহিত চলিয়া আসিতেছে, আমরা ইহাদের "হিজুয়াষ্টক চূর্ণ" অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের জন্য ব্যবহার করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইঁহারা কলিকাতা [illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে [illegible] আয়ুর্ব্বেদোক্ত [illegible] ঔষধ [illegible] পাইতে পারেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ কারখানার স্থায়ীত্ব কামনা করি।
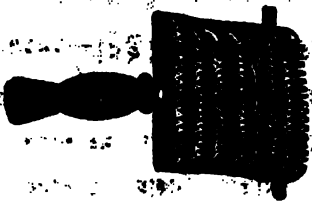
ঘোড়ার খর্‌রা

বিদেশী আমদানী নাই, বিলাত হইতে যন্ত্রাদি আনাইয়া অতি সুন্দররূপে, স্থায়ীভাবে আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমান বিলাতি [illegible] অপেক্ষা মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক। এখন বিলাতি সাধারণ ২৷০ হইতে ৩৷০ টাকা কিন্তু তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমাদের এক খানা ৸৵০। স্বদেশ শিল্পের উৎসাহদানকল্পে প্রত্যেক অবস্থাপন্ন, রাজা, মহারাজা জমীদারগণের ঘোড়াশালার জন্য আমাদিগের খর্‌রা ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। একেবারে অধিক সংখ্যক লইলে পাইকারী দরে দেওয়া যায়। ম্যানেজার—

ইন্‌ডাসট্রিয়াল ইউনিয়ন।

১১নং বৃন্দাবন ঘোষের লেন, সাঁকারীটোলা

কলিকাতা।

ফরমূলা ফরমূলা

"কাজের লোকে" প্রতি সংখ্যায় নানা প্রকার কেশ তৈল, সাবান ও ঔষধাদি প্রস্তুতের ফরমূলা বাহির হইয়া থাকে। আমাদের নিকট ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুতের জন্য নানাপ্রকার উপকরণ ও গন্ধ তৈল (যথা লাভেণ্ডার, বার্গামট, হায়াসিন্থ, নিরোলি, মার্শিথ, প্যাচুলি ইত্যাদি), সকল গন্ধ দ্রব্যাদি (যথা ভ্যানিলিন, কুমেরিন, মাস্ক, টারপিনিয়ল, প্রভৃতি) এসেন্স প্যাক করিবার সাজসরঞ্জাম (যথা শিশি, সিল্ক, রিবন, ক্যাপিং, স্কিন, ইত্যাদি), নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (যথা ল্যানোলিন, সাইট্রিক এসিড, পাইরোগ্যালিক এসিড, কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ, ইত্যাদি সর্ব্বদা পাওয়া যায়। আমরা বিলাত, আমেরিকা, জাপান, জাভা, চীন, হলাণ্ড ও বিভিন্ন দেশ হইতে যে জিনিস যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই জিনিস সেইখান হইতে আনাইয়া থাকি, সেইজন্য আমাদের মুল্য সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এমন কি অধিকাংশ জিনিষই আর কোথাও আমাদের অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা জানি না। নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্যাদির জন্য একমাত্র আমরাই গত মহীশূর প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার) পাইয়াছি।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা :—
"সুগন্ধা", কলিকাতা।

পি, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং,
৫৬নং, নেউগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

২০।২ এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ। ৮ম সংখ্যা। New Series. AUGUST 1917. নব পর্য্যায়। আগষ্ট ১৯১৭। Vol. X No. 8.

বিবেক বাণী।

—:o:—

ভগবানের শত্রু কখন মানুষের বন্ধু হইতে পারে না। যে মানুষকে ভাল বাসে, সে ভগবানেরও বন্ধু।

———

মানবের বিশুদ্ধ যশই তাহার রত্ন ভাণ্ডার। যাহার সে রত্ন ভাণ্ডার নাই, সে ধনশালী হইলে দীনাদপি দীন!

———

নির্ব্বোধের পকেটে স্বর্ণ মুদ্রা পরিপূর্ণ থলিয়া পাপের বোঝা হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু জ্ঞানীর সামান্য অর্থও বহু পূণ্যময় কাজ করিয়া থাকে।

———

শিল্প কুশলতা সৌভাগ্য লক্ষীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। শিল্প উপেক্ষা করিও না।

——

ক্রিশ্চিয়ানগণ বলেন "to do good for evil is Christian perfection" তাই কি? তাহা হইলে ত ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীগণের এখনও সম্পূর্ণতার বহু অভাব।

শ্রীভগবান চৈতন্যদেব যেমন জগাই মাধাইয়ের নিকট প্রহারিত হইয়াও তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দানে হিতসাধন করিয়াছিলেন, তেমন আদর্শ হিন্দু আর কোথায় দেখিবে?

——

জ্ঞানী প্রত্যেক মিনিটের হিসাব রাখেন। যে সময়ের সদ্ব্যবহার জানে না, তাহা দ্বারা সংসারে কিছু হয় ও না।

———

Notes of Interest.

চিরুণী প্রস্তুতের কল।

—:o—

আমেরিকায় লিওমিন্‌ষ্টার নগরের মেসার্স এফ্, এইচ্ কুক এণ্ড কোং চিরুণী প্রস্তুতের একটী অতি সুলভ কল প্রস্তুত করিয়াছেন। একটা ক্ষুদ্র আকারের চিরুণীর কারখানা স্থাপন করিতে ৫।৬ হাজার টাকা মূলধনের আবশ্যক হইতে পারে।

———

হিজলীর বাদাম—হিজলী কাঁথির বাদাম অতি প্রসিদ্ধ। কাঁথির পূর্ব্ব প্রান্তস্থ সমুদ্রতট হইতে পশ্চিমাংশে উড়িষ্যা প্রদেশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিমে সুবিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত বালিআড়ির উপর এই বাদাম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, বাদাম ফলগুলির প্রতি এখানকার লোকে তেমন আদর যত্ন করে না। এই বাদা-

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য এখন লইব না পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মের রস এখন সর্পদংশনের একটা পরীক্ষিত ঔষধ বলিয়া জানা গিয়াছে। বাদামের বীচি গুলি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য। এখানে উহা অতি সামান্য দরেই বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু বিদেশে উহা বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিলে প্রচুর লাভ হয়। এই বীচি বিদেশে প্রেরণ করাও কোন কষ্টকর নয়। এখানকার কোন উদ্যমশীল ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিতে পারেন। ব্যবসা বাণিজ্যাদির দ্বারা আমাদের স্বাধীন জীবিকার শত শত পথ রহিয়াছে, কিন্তু এক উৎসাহ উদ্যমের অভাবেই কিছুই হইতেছে না।

স্বর্ণ রৌপ্য সম্বন্ধে সরকারী আদেশ— স্বর্ণের মোহর ও গিনি এবং রৌপের টাকা গলাইয়া অনেক সময় লোকে গহনা তৈয়ারী করিত। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা আইনানুসারে এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, গিনি মোহর কি টাকা কেহ ভাঙ্গাইতে বা গলাইতে পারিবে না। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে ভারতরক্ষা আইনানুসারে দণ্ড হইবে। এ বিষয়ে এখন সকলের সতর্ক হওয়া উচিত। অতঃপর কেহ যেন গিনি, মোহর বা টাকা গলাইয়া অলঙ্কারাদি তৈয়ারী না করেন, করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

অতি অবশ্য স্মরণ যোগ্য।

১। জলমগ্ন হইয়া বহু শিশু, বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তোমার চতুর্দ্দিকের পুষ্করিণী কূপাদি থাকিলে বালক ও বৃদ্ধগণের উপর দৃষ্টি রাখিবে, নচেৎ বিপদ হইতে পারে।

২। ঘরে বন্দুক বা সাংঘাতিক অস্ত্রাদি থাকিলে সাবধানে রাখিবে, কখন ভরা বন্দুক রাখিবে না। কখনও কাহাকে বন্দুক তুলিয়া তামাসা করিবে না। বহু বিপদ ঘটিয়াছে।

৩। কদাচ রন্ধনশালায় বা যেখানে কাঠের কয়লা বা গুল্ জ্বালান হইয়াছে, সে স্থানে শয়ন করিও না, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ স্থানে কাজ করার পর বাতাসে বহুক্ষণ বিচরণ করা উচিত। কার্ব্বন গ্যাস দ্বারায় মৃত্যু হইয়া থাকে। শয়ন কক্ষে আলোক জ্বালিয়া ঘুমাইলেও বিপদ আছে।

৪। ঘরে খোলা কেরোসিনের ডিপে রাখিয়া বহু বালক বালিকা কাপড়ে, আগুন ধরাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাবধান।

৫। প্রাতে উঠিয়াই দন্ত মজ্জন ও মুখ প্রক্ষালন করিতে ভুলিবে না, রাত্রের মুখের ময়লা প্রাতে দন্ত মূলে শোষিত হইয়া এবং লালা হইতে এক প্রকার গ্যাস উৎপন্ন হইয়া তাহার দ্বারা দন্ত মূল শিথিল হয় এবং উৎকট স্বাস্থ্য হানিকর উপসর্গ উপস্থিত হইয়া জীবনকে রোগাক্রান্ত করিয়া তুলে।

"What a pleasure it is to pay ones debt !" অপরের দেনা পরিশোধ করার কি অপার আনন্দ। এই কথা Shenstone নামক জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক যখন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ঋণদাতার দৃঢ় বন্ধন হইতে ঋণ পরিশোধ করিয়া মুক্তিলাভ করে, সে আনন্দের সহিত অপর কোন আনন্দের তুলনা হয় না। একথা ভুক্তভোগী না হইলে বুঝান যায় না, যদি ঋণ থাকে, যতশীঘ্র পার, পরিশোধ করিয়া শান্তিলাভ কর, পাপ মুক্ত হও।

ডাক্তার অবারনেথি।

ডাক্তার অবারনেথি অতি সংক্ষেপে কথা, কহিতেন, লোককেও অল্প কথা কহিতে দেখিলে সুখী হইতেন, সৌভাগ্যক্রমে একদিন ডাক্তারের নিকট জনৈক সেইরূপ স্বল্পভাষিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হাত পুড়িয়া গিয়াছিল। নিম্নে তাঁহাদের কথোপকথন প্রবৃত্ত হইল।

মহিলা বলিলেন "দগ্ধ" হইয়াছি।

ডাক্তার। পুলটিস্।

মহিলা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন আসিয়া বলিলেন, অপেক্ষাকৃত ভাল (Better)

ডাঃ। পুলটীসই চালাও (Continue Poltice)

এক সপ্তাহ পরে মহিলা শেষবার আসিল এবং বলিল Wel", your fee "সারিয়া গিয়াছি, মহাশয়ের কি ?"

ডাক্তার এইবার একটু দীর্ঘ কথায় বলিলেন, nothing "কিছুই চাই না, তোমার মত বুদ্ধিমতি স্বল্পভাষিনী মহিলা খুব কম। মহিলা নম্রতা দেখাইয়া প্রস্থান করিল। কোন বাজে কথা নাই।

আগন্তুক বা আমদানী সমুদয় স্বর্ণ লইবার গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা।—ভারত গভর্ণমেণ্ট সিমলা হইতে গত ২৯এ জুন, এক অর্ডিনান্স বা হুকুম নামা বাহির করিয়াছেন, তদনুসারে যাঁহাদের স্বর্ণ বা স্বর্ণ মুদ্রার চালান বিদেশ হইতে আসিতেছে, তাহা তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের নিকট দিতে হইবে, গভর্ণমেণ্ট তাহার মূল্য দিয়া লইতে পারিবেন। সভ্‌রেণ (যাহাকে এদেশে সকলে ভ্রমক্রমে গিনী বলে, গিনীর মূল্য ৷৹ অধিক) ১৫৲ দরে এবং খাঁটী স্বর্ণ ১৲ টাকার ৭,৫৩৩৪৪ গ্রেণ বা ২৩৵/৫ ভরি দরে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে।

কামানের গোলার বিচিত্র কাণ্ড।— কামানের গোলাতে মৃত্যুই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে অন্য নানা বিচিত্র ঘটনাও হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে

গোলায় আওয়াজে কাহারও বাকশক্তি নষ্ট হইয়াছে, আবার কোথাও কাহারও নষ্ট বাকশক্তি উদ্ধার হইয়াছে। কাণের ও চক্ষের শক্তি অনেকের কামানের গোলায় গিয়াছে, আবার কোথাও বা হইয়াছে।

জনৈক ফরাসী কাপ্তেন এক গাছে চড়িয়া শক্রদের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, একটা ৮ ইঞ্চি গোলা তাঁহার গাছের তলায় পড়িয়া ফাটিয়া যায়, তজ্জন্য বায়ু-সংঘাতে ঐ কাপ্তেন গাছ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হন। পরে চৈতন্য লাভের পর আশ্চর্য্য হইয়া দেখেন, তাঁহার গাত্রে বিন্দুমাত্র বস্ত্র নাই, তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আর একজন সৈনিকের কিয়দ্দূরে গোলা পড়িয়া ফাটে ও তাহার বায়ু সংঘাত উহার গাত্রের ওভার কোট খুলিয়া লইয়া যায়। সৈনিক উহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, উহা ঠিক আছে, কিন্তু একটীও বোতাম নাই।

এক ব্যক্তি তাহার শিবিরের সম্মুখে একটা কাষ্ঠের বাক্সের উপর পা ফাঁক করিয়া বসিয়াছিল। একটা গোলা নিকটে পড়িয়া ফাটিল, তাহার এক টুকরা ঐ বাক্সের ভিতর দিয়া শিবিরে প্রবেশ করিল, উপবিষ্ট ব্যক্তিকে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিল না, কিন্তু বাক্সটী চূর্ণ হইয়া গেল এবং শিবিরের ভিতর ৩টী বন্দুক ও অন্যান্য দ্রব্য গুঁড়া হইয়া গেল।

এক ব্যক্তি দুইটী ঘোড়ার মুখের দড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একটা গোলা আসিয়া ফাটিয়া দুই ঘোড়াকে মারিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করিল না। অদ্ভুত রক্ষা বটে!

সময়

CO-OPERATION.

সম-বায়।

—:০:—

কো অপারেশন কাহাকে বলে? "সমবায়" দশজনে একমত হইয়া একই উদ্দেশ্যে পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া যে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করে তাহাকেই সমবায় বা কো-অপারেশন বলা হয়। সমগ্র সভ্য জগতেই বড় বড় অর্থকরী কার্য্য সমূহ এই সমবায় দ্বারা চলিতেছে। সমবায় অর্থাৎ একত্রীভূত অর্থ এবং সামর্থ না হইলে কোন দেশের উন্নতি হয় না। কারণ এক জনের দ্বারা কিছু হয় না, একার মূল্য অতি কম—নগণ্য বলিলেও চলে। একার মূলধন অতি সামান্য। বৃহৎ ব্যবসায়, বৃহৎ কল কারখানা, বৃহৎ লাভের প্রত্যাশা একের মূলধনে অপেক্ষা দশের মূলধন একত্রীভূত করিয়া সহজ সাধ্য হয়। সেইজন্য সভ্যজগত এই "সমবায়" বা "কো-অপারেশন" দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন। একের সর্ব্বস্ব কোন ব্যবসায়ে ন্যস্ত করিলে তাহাতে বিপদ অনেক। ক্ষতি হইলে সর্ব্বস্ব যায়। কিন্তু, হাজার জনের একটাকা যাইলে কোন ব্যক্তি বিশেষের সর্ব্বনাশ হয় না। এই জন্য সমবায়ে বিশ্বাস করিতে হয়, সমবায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাজ বড় করিতে হয়, লভ্যাংশ সকলে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইতে হয়, ক্ষতি পূর্ণ করিতে হয়। একা কাহারও সর্ব্বনাশ হইতে পারে না। যে দিন যে জাতি তাহার ভ্রাতাকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়া পরস্পর হাতে হাত মিলাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে, তখনই সেই জাতির উন্নতির দিন নিকটাগত হয়। সুতরাং সমবায় পন্থা উৎকৃষ্ট।

একের বুদ্ধি অপেক্ষা দশের একত্রীভূত বুদ্ধি অধিক কার্য্যকারী। যদি সৎ উপায় অবলম্বন করিয়া সমবায়ে কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে দেশ অচিরে ধনশালী হইয়া পড়ে। সুতরাং সমবায়ে লোকের আস্থা থাকা উচিত।

একটা কারখানা স্থাপন করিতে ১০ হাজার টাকার আবশ্যক, একা জনেকের একটাকা নাও থাকিতে পারে, থাকিলে সাহসে নাও কুলাইতে পারে, সাহসে কুলাইলেও দক্ষতার অভাবে ক্ষতি হইতে পারে। এই পাঁচ সাত ভাবিয়া একা কেহ কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে চায় না, দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবস্থাও সেই জন্য উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মানুষ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যখন এই সমস্যা ও অসুবিধা বুঝিতে লাগিল, তখনই ভাবিল যে, যদি ১০০ জনে ১০০৲ টাকা করিয়া দিই, তাহা হইলেত সহজ সাধ্য হয়, বড় গায়ে লাগে না। লাভ দশজনে ভাগ করিয়া লইব, তখনই সমবায়ের কথা উঠিল—লোকে কো-অপারেশনের মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিল। সেই অবধি জগতে এই উপায়েই বড় বড় কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এদেশে কো-অপারেশনের উপর লোকের আস্থা জন্মিল না কেন? লোকে এক টাকারও অংশ ক্রয় করিতে চাহে না কেন, মূলধনের অভাবে অসংখ্য সুদক্ষ কারীকর, কোন কাজ করিতে পারিল না কেন? এই সমবায়ের উপর লোকের বিজাতীয় ঘৃণা হইল কেন? দুই দশটী কো অপারেটিভ সমিতি গঠিত হইল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই লোপ পাইল কেন? কোন কোনস্থলে কার্য্য নির্ব্বাহক ডাইরেক্টর সভ্যগণের সততার অভাবে এইরূপ হইল, লোকে কিছু পাইল না, অবিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক। আবার কোন কোন স্থলে ডাইরেক্টর কেবল টাকা দিয়া ডাইরেক্টর হইলেন, ব্যবসায় বাণিজ্যে দক্ষতা না থাকায় কারবারে লাভ হইল না, অংশীদারগণ কিছু পাইল না, সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিয়া গেল। এইজন্য এখন আর কেহ কো-অপারেশন বা সমবায়ে বিশ্বাস করিতে চাহে না। কিন্তু বিদেশীয়গণের সমবায়ে এদেশের কোন অবিশ্বাস নাই এবং সে সকল কারবারের অংশ বহু এদেশীয় লোকে কিনিয়াছে এবং মুনফাও পাইয়া থাকে। সমবায়

যা কো অপারেশন না হইলে দেশের শুভ নাই, কিন্তু কতকগুলি স্বার্থপর শিক্ষিত প্রতারক এদেশের যৌত কারবারের মূলো কুঠারাঘাত করিয়া যে সর্ব্বনাশ ও মহাপাপের কার্য্য করিয়াছে, বোধ হয় সহজেই তাহা লোক-হৃদয় হইতে বিদূরিত করা সুকঠিন।

দেশের যৌথপন্থা ব্যতিত বড় বড় মূলধনের কার্য্য চলিতেই পারে না। এইজন্ত এদেশের টাকায় বরং বিদেশীয় কারবারের অংশ উচ্চদরে বিক্রয় হয়, তাহাতেও লোকে টাকা ভক্ত করে, তথাপি দেশীয় কারবারে কেহ টাকা দেয় না। এই অবিশ্বাস দূর করিতে পারিলে, নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে এদেশের শুভ হইবে, কিন্তু শিক্ষিত লোকের উপর এদেশের সাধারণ লোকের অতিশয় অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইহাই এদেশের সর্ব্বনাশের মূল। কিন্তু ইহার প্রতি-কারের উপায় কি ? সমবায় ব্যতিত গত্যন্তরও নাই।

মুক্তাত্মা দর্শন।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

সন্ন্যাসীর উপদেশ মতে সমস্ত আয়োজন হইল, —ঘৃতের প্রদীপ, ধুপ ধুনা ইত্যাদি দাহ্যমান গন্ধদ্রব্য, কুশাসন, কতকগুলি বিল্বপত্র, নূতন কলম, পূর্ণ অলক্তক নূতন মস্যাধার আর দুই ছড়া বেল ফুলের মালা।

সন্ধ্যা হইলে কেদারনাথ স্নান করিলেন, —আজ তাঁহার উপবাস ; কিন্তু তাহাতে কষ্ট হয় নাই। স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া কেদারনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বার বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন, অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে ধুপধুনা ইত্যাদি নিক্ষেপ করিলেন—ঘর সুগন্ধে ভরিয়া গেল। উত্তরাস্য হইয়া কুশাসনে বসিয়া তিনি সন্ন্যাসী প্রদত্ত বীজমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সাত সহস্র বার মন্ত্র জপ করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। তৎপরে বিল্বপত্র লইয়া সরোজিনীকে চিন্তা করিতেকরিতে অলক্তক দ্বারা সাত সহস্র-বার তাহার নাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন— সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, সাত সহস্র নাম লিখিবার প্রয়োজন না হইতে পারে, সাত সহস্র কেবল ঊর্দ্ধ সংখ্যা। নাম লিখিতে লিখিতে কেদারনাথের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। প্রায় পাঁচ সহস্র নাম লেখা হই-য়াছে, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, সমস্ত কক্ষ অতি শুভ্র আলোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নীলোজ্জ্বল আলোকের তরঙ্গ নাচিয়া বেড়াইতেছে, আর মৃদু স্রোতের মত একটা অনাঘ্রাতপূর্ব্ব সুন্দর সুগন্ধ ছুটিতেছে—তিনি জাগ্রত আছেন; কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু নাম লিখিতে ক্ষান্ত হইলেন না। সহসা কক্ষ প্রাচীরের দিকে চাহিয়া কেদানাথ একটা শুভ্র ছায়া দেখিলেন, ছায়া ক্রমে মনুষ্যাকার ধারণ করিল. মনুষ্যা-কার নারী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। কেদার-নাথের তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না— সে মূর্ত্তি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা সরোজিনীর ! সরোজিনী একণে আরও সুন্দরী হইয়াছে, যৌবন হিল্লোলে তাহার দেহলতা আন্দোলিত হইতেছে, তাহার পরিধানে অতি শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্র, তাহার অঙ্গে তাহার জীবিতাবস্থায় ব্যবহৃত কয়েকখানি অলঙ্কার। সরোজিনী ঈষৎহাস্য করিতে করিতে কেদারনাথের সম্মুখে কক্ষ প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়-মানা হইল।

কেদারনাথ আসন ত্যাগ করিয়া উঠি-লেন, সরোজিনীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাহার নিকটে যাইয়া বাহুপ্রসারণ করিলেন। সরোজিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া সরিয়া গেল— কেদারনাথ যতবার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, সে ততবারই সরিয়া গেল। অবশেষে সরোজিনী সেই গৃহস্থিত পালঙ্কে আসিয়া বসিল, কেদারনাথও তাহার পার্শ্বে বসিলেন, তাহাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া বক্ষে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। তৎপরে কি হইল, তাহা আর তাঁহার মনে রহিল না।

প্রাতঃকালে যখন কেদার নাথের জ্ঞানো-দয় হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে, শয্যায় শয়ান আছেন, এক ছড়া বেল ফুলের মালা তাঁহার গলদেশে রহিয়াছে, আর এক ছড়া দলিতাবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছে। তাঁহার মন বড় প্রফুল্ল,শরীর সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ। সন্ন্যাসীর চরণোদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

(৬)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। কেদার নাথ আর পূর্ব্বের মত সর্ব্বদা অন্য মনস্ক থাকেন না, তাঁহাকে দেখিলে বেশ সুস্থ ও সবল বলিয়া বোধ হয়। একণে তাঁহার ছুটী শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি বেশ মনোযোগ দিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। প্রাতঃকালে কেদারনাথ হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাসায় বসিয়া আছেন, তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "কেদার ! মেলা দেখিতে যাইবে ? আজ রাস পূর্ণিমা, আমরা ঠাকুর বাড়ীতে মেলা দেখিতে যাইতেছি, কল্য হইতে মেলা বসিয়াছে ; এবার শুনিতেছি, মেলার ভারি জাঁক।"

কেদার নাথ বলিলেন, "না ভাই ! আমি যাইতে পারিব না। হাতে বিস্তর কাজ,পারিত রাত্রিতে যাইব।" বন্ধু চলিয়া গেলেন, কিন্তু "আজ রাস পূর্ণিমা" এই কথাটা কেদার

নাথের প্রাণে আঘাত করিল, যেন স্থির সরোবরে কেহ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল যে, সন্ন্যাসী প্রদত্ত বীজ মন্ত্র জপ করিয়া আজ আবার সরোজিনীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি একাধিক বার সাক্ষাতের চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা কেদার নাথের বেশ স্মরণ ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ণিমাতে সরোজিনীর সাক্ষাৎলাভে এমনই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইয়াছিলেন যে, সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর নিষেধ অমান্য করিয়াও তিনি মন্ত্র জপ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন উপবাসী রহিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাজ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কেদারনাথ বাসায় আসিলেন এবং যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল, তাহা সংগ্রহ করিলেন। যথা সময়ে স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। কি সর্ব্বনাশ! বীজমন্ত্র ঠিক স্মরণ হইতেছে না যে! অনেক কষ্টে উহা স্মরণ করিলেন! কিন্তু একটা বর্ণ অকারান্ত কি আকারান্ত, তাহাতে সন্দেহ রহিয়া গেল।

জপ সমাপ্ত হইল, বিল্বপত্রে সরোজিনীর নাম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে প্রদীপ থাকিতেও সমস্ত গৃহ অন্ধকার হইয়া গেল, একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ আসিতে লাগিল। কেদারনাথ তথাপি নিরস্ত হইলেন না, সরোজিনীর নাম লিখিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে এক বিকটাকার, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ বৃদ্ধা স্ত্রীমূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল—সে মূর্ত্তি বিকট হাস্য করিতে করিতে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, সে স্পর্শ কি ভয়ানক শীতল! বরফ তাহার তুলনায় অগ্নির তুল্য উত্তপ্ত! কেদারনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল, তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন।

* * * *

যখন জ্ঞানোদয় হইল, তখন কেদার নাথ দেখিলেন, পাঁচ ছয় জন আত্মীয় বন্ধু দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন; কেহ তাঁহার মস্তকে জল সিঞ্চন করিতেছেন, কেহ ব্যজন করিতেছেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া বন্ধুগণের অনুরোধে কেদার নাথ সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই প্রকার এক জন বন্ধুর মুখে আমরা এই বিবরণ শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যখন দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন গলিত শবের গন্ধের ন্যায় একটা দুর্গন্ধ পাইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরে কেদারনাথ আর কখন মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, তবে ইহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মস্তিষ্ক একটু বিকৃত হইয়াছিল, তাহা জানি।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

২ শীতলা তলা লেন
নারিকেল ডাঙ্গা
কলিকাতা।

ভারতে কৃষিগবেষণা।

—:০:—

ভারতে কৃষিগবেষণা বৃথা। ভারতের কৃষিতে জল প্রধান উপকরণ। জলাভাবে ভারতের কৃষির দুর্গতি সুতরাং জলসেচনের সুব্যবস্থা না হইলে শুদ্ধ ছাপা কাগজে বক্তৃতায়, কমিশনে কোন ফলোদয় নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতির একটা অজুহাত শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ের কৃষিরও জলাভাব হইবে। ওসকল বাজে কথা, ভারতের কৃষক নির্ব্বোধ, অশিক্ষিত হইলেও ওসকল কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। সংবাদপত্রে আমরা সরকারী রিপোর্ট পড়িয়া বুঝি ও লিখি, যে ভারতের বিশাল জমী অনাবাদী পড়িয়া থাকে। থাকিবারই ত কথা, শুকনো ডাঙ্গায় ত আর চাষ হয় না—কাজেই অনাবাদী জমী পড়িয়া থাকে। যেখানে ক্যানেলাদি অল্প স্বল্প আছে, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা দিতে হয় না, ইংলণ্ড বা জাপান যাইয়াও তাহারা কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসে না। কিন্তু তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্যেই এদেশের বহু স্থানের অভাব মোচন হইয়া যায়। কোন কোন প্রদেশ জলাভূমি, বন্যাতেও তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের শস্য জলাভাবেই মরিয়া যায়। তবে এদেশের চাষের গবেষণা করিয়া ফল কি? Irrigationএর ব্যবস্থা কৈ? বক্তৃতায়, কৃষি কমিশনে ২।১০টা কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্র লব্ধ অভিজ্ঞতা ছাপাইয়া কৃষিকার্য্য হইলে ভাবনা কি ছিল—তাহা হইবার নয়, জল চাই, জল সেচনের ব্যবস্থা চাই। কিন্তু সে ব্যবস্থা কে করে। সে ব্যবস্থা ত জন সাধারণের দ্বারা সম্ভব নহে, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এজন্য যত্নবান না হইলে কৃষির উন্নতি সম্ভব নহে।

১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ো লর্ড নেপিয়ারকে লিখিয়া ছিলেন, যে "Agriculture on which every one despends is almost entirely neglected by the Government."

সে বহুকালের কথা। এক্ষণে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কৃষি সম্বন্ধে কিছু কিছু মনোযোগ দিতেছেন সত্য, কিন্তু এদেশের কৃষির উন্নতির যাহা প্রকৃত অভাব, সে বিষয়ে এপর্য্যন্ত

বিশেষ কিছু হয় নাই। এদেশের কৃষির প্রকৃত অতীব জলকষ্ট, সেই জলকষ্ট নিবারণ করিতে না পারিলে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর গবেষণার কোন ফল নাই। তজ্জন্য যাহা কিছু ব্যয় করা হইতেছে, তাহা অনর্থক হইতেছে। অনরেবল্ এফ্, এ, নিকলসন একবার তাই-সন্নের কাউন্সিলে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন "It is only throwing away money to spend a few thousand, here and there and now and then."

সদাশয় গবর্ণমেন্ট যদি আয়ত্তের কৃষির উন্নতিকল্পে ক্যানেলাদিতে অধিক ব্যয় বাহুল্য বলিয়া সহসা হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর না হয়েন, তাহা হইলে গ্রাম্য এবং মাঠের পুষ্করিণী সমূহের সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিলেও বহু হিত সাধিত হইতে পারে।

কারণ তদ্বারা জলাভাবের সময় জল সিঞ্চনের কতকটা সাহায্য হইয়া অনেক শস্য বাঁচিয়া যাইতে পারে, এবং পল্লীগ্রাম সমূহের পানীয় জলের জন্য হাহাকারেরও অনেকটা প্রতিকার হয়। আমরা একথা বহুবার প্রার্থনা করিয়াছি।

এ দেশের শস্যের এবং জমীর উন্নতি হইলে গবর্ণমেন্টেরও বহু উপকার হইবে এবং প্রজাগণকেও অর্দ্ধাশনে ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে না। সেইজন্য আমরা বলি, কৃষিবিভাগ হইতে ফসলের পোকা মারিবার এবং গবর্ণমেন্টের কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্রের ফলাফলের গবেষণা লইয়া কাটাইলে কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না—জলাভাবের প্রতিকারের জন্য যত্নবান হইতে হইবে, তবে কৃষি বিভাগের কর্ত্তব্য শেষ হইবে।

যে স্থানে ক্যানেলাদি আছে, সেখানে শত প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া তাহাদের কৃষিতে লাভ হয়, কিন্তু যেখানে ক্যানেল নাই, সেখানে একটা ফসলই নিরাপদে জন্মাইতে পারে না। ক্রমাগত অজন্মার পর অজন্মায় লোকে কৃষিকার্য্যে বিতশ্রদ্ধ হইয়া বিদেশে সামান্য বেতনে চাকুরীর জন্য বাহির হইয়া পড়ে, সেই চাকুরী দ্বারা সংসার চালাইতে না পারিয়া অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়া থাকে এবং অকাল মৃত্যুর করালগ্রাসে আত্ম সমর্পণ করে। এইরূপে প্রজাক্ষয়ে রাজ্যের কল্যাণ হইতে পারে না, এক একটা গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতেছে। সদাশয় ইংরাজরাজের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই কলঙ্কের কথা। সেইজন্য আমরা কাতরস্বরে এদিকে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে এত চিৎকার করিয়া থাকি। আমাদের জলকষ্ট দূর করিতে হইবে নচেৎ আমাদের কৃষি এবং অবস্থার উন্নতি সম্ভব নহে।

তাহার পর ভারতে প্রজাগণ অধিকাংশই নিরক্ষর, তাহাদিগকে শিক্ষিত না করিলে তাহাদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী বুঝিয়া উঠা নিতান্তই অসম্ভব। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই বিশেষত, পল্লীগ্রামে কৃষকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেইজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা অশেষ হিতকর হইবে।

কৃষির উন্নতি কল্পে এই গুলিই প্রকৃত অভাব। এই সকল অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ও উপায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষিগবেষণায় কোন সুফলের আশা নাই, ইহা সুনিশ্চিত।

মিঃ এনড্রু কার্ণেজী।

মহাত্মা কার্ণেজী বলিয়াছেন যে "When a man is able to read and write, he has laid the foundation of self-development" যখন মানুষ লিখিতে পড়িতে সক্ষম হয়, তখনই তাহার আত্মোন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। অধ্যয়ন যে জীবনের উন্নতির একটী আবশ্যকীয় উপাদান তাহার সন্দেহ নাই সুতরাং যে বয়সেই হউক, অধ্যয়নশীল হওয়ার প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। সেইজন্য মহাত্মা কার্ণেজী সাধারণ পুস্তকালয়ে এবং সৎ সাহিত্যের উৎকর্ষতার জন্য সর্ব্বদাই সাহায্যার্থ মুক্ত হস্ত। তিনি ঐ সকল সাধারণ পুস্তকাগারে সাহায্য করিয়া ভাবিয়া থাকেন যে, তিনি এই অর্থ সাহায্য দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপকার অপেক্ষা আরও উচ্চতম উদ্দেশ্যে সমগ্র জগতের হিতসাধন করিলেন, কারণ মানব শিক্ষিত হইলে, নীতিবান হইলে জগত তাহা দ্বারা উপকৃত হইবে। "Whenever Mr Carnegie endows Libray, he feels that he is doing good to all." সামান্য একটা বস্ত্র বয়নের কারখানায় সামান্য বেতনে কেবল মাকুতে সুতা পরাইয়া স্বীয় অধ্যবসায় গুণে আজ ধনকুবের, কিন্তু প্রচুর ধনরাশী যেমন মানবকে অনেক স্থলেই মনুষ্যত্ব হইতে স্খলিত করিয়া থাকে, মহাত্মা কার্ণেজীকে তাহা করিতে পারে নাই। তিনি আদর্শ মনুষ্যত্বের অবতার বিশেষ—অহরহ জগতের হিতসাধনে নিয়োজিত আছেন, তিনি আজ লোকবন্ধু, সমগ্র জগত আজ তাঁহার নিকট উপকৃত। তিনি বলিয়া থাকেন, "The man always be master, he should keep money in the position of a useful servant, he must never let it be his master and make a miser of him."

মানবের অর্থের দাস হওয়া উচিত নহে, সর্ব্বদাই অর্থকে বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় রক্ষা করা উচিত। কার্ণেজী তাঁহার অর্থ বহুজন হিতকর কার্য্যে খাটাইয়া থাকেন। তিনি বলেন, অর্থশালী লোকের আহার দরিদ্র প্রতিবেশীগণের হিতার্থে অতি অবশ্যই কিছু করা উচিত নচেৎ তাহার ধনের সার্থকতা হয় না।

এদেশে ধনীগণ অধ্যয়নে শ্রদ্ধাবান নহেন, কারণ এদেশের লোকের ধারণা, অধ্যয়ন কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য আবশ্যক। জ্ঞানার্জ্জনের আবশ্যকতা অনেকেই আবশ্যকীয় মনে করেন না। সেইজন্য প্রচুর অর্থবান লোকে বিলাস নিপ্রয়েই বাকী জীবন কাটাইতে ভাল বাসেন। সৎসাহিত্যের জন্যও সাহায্য করেন না, সেইজন্য এদেশে সৎশিক্ষার প্রসার হইতে পার না। লোকসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প। আধুনিক শিক্ষায় এদেশের যে কিছুমাত্র নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় না। এ দেশে মাতৃভাষা অনাদৃত, ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশীয় ভাষাকে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। এদেশের ধনী অর্থের দাস, অর্থ সঞ্চয়রূপ অভ্যাসেরই দাসত্ব করিয়া থাকেন—সে অর্থকে দেশের ও দশের কার্য্যে লাগাইয়া অমরত্ব লাভ করিতে অনভ্যস্ত। কেবল আত্মসুখ ব্যতীত অন্য কিছু বুঝে না। স্বার্থের পূতিগন্ধময় মন্দিরে পরার্থের পবিত্র প্রতিমার স্থান নাই। কারণ পরার্থ সংকীর্ণ হৃদয়ে থাকিতে পারে না। মহাত্মা কার্ণেজীর প্রচুর ধনরাশি বহু পরহিতকর কার্য্যেই ব্যয়িত হয়, এই জন্যই জগতে তিনি ধনী মানী সুখী—তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে।

মহাত্মা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি দীন অবস্থা হইতে শিক্ষিত হইয়া ছিলেন, অর্থও ছিল, তাঁহাপেক্ষা পণ্ডিতও হয়ত এদেশে ছিলেন কিন্তু পরার্থে তাঁহার জীবন নিয়োজিত করিয়া ছিলেন, পরদুঃখে তাহার প্রাণ কান্দিত, পরের শিক্ষার জন্য তিনি জীবন-উৎসর্গীকৃত করিয়া ছিলেন, তাই আজ তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহার কীর্ত্তিগাথা চিরকাল অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থে অপার আনন্দ, যে বুঝে, সে সর্ব্বস্ব পরার্থে দান করিয়া স্বর্গীয় সুখ অর্জ্জন করিয়া ধন্য হয়। যাহারা অর্থের দাসত্ব করে, তাহারা সদ্ব্যয় করিতে পারে না। অর্থ নিজের সুখেও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, অর্থ সঞ্চয় করা তাহাদের অভ্যাস, সে অভ্যাসের দাস, তা সে ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার হৃদয়ের সংকীর্ণতা ঘুচে না। এই স্থানেই তাহার অধঃপতন। পর হিত জনিত আত্মপ্রসাদের সে অধিকারী হইতে পারে না।

সিমলাযাত্রীর পত্র।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নানা প্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল। ইহাঁর কথাবার্ত্তায় বেশ বোধ হইল যে, ইনি অতি শান্ত এবং সরল প্রকৃতির লোক। পরিচয়ে জানা গেল যে, ইহাঁর নিবাস কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আগড়পাড়া গ্রামে। ইহার নাম নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্বে ইহার পিতা এখানকার পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহনের পর ইনিই এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহারই মুখে শুনা গেল যে, পাতিয়ালার মহারাজা এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন; ইহার আয় অতি সামান্য এবং মহারাজারও ইহাতে কিঞ্চিৎ সাহায্য আছে। তাহা ছাড়া এখানকার সমস্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা কিছু কিছু চাঁদা দিয়া এই কালীবাড়ি উত্তমরূপে চালাইতেছেন। এখানে যে কোন আগন্তুক আসিলে দুই দিন বিনা খরচে থাকিতে পারেন। এখানে মধ্যে মধ্যে দুই একজন সাধু সন্ন্যাসীরও আগমন হয়। তিনি আরও বলিলেন, প্রতি রবিবারে এখানে সমস্ত বাঙ্গালী বাবুরা আসিয়া এই কালীবাড়ির হিসাব পত্র দেখেন, এবং সংকীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। অতঃপর নিরঞ্জন বাবু আমাদিগকে সেই নাট্যমন্দিরে একটু বিশ্রাম করিতে বলিয়া স্বয়ং নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আসুন পাঠক, আমরা এই অবকাশে কালীবাড়ির চতুর্দ্দিক একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লই। এই সিমলার এক অতি উচ্চ শিখরে এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে প্রবেশ দ্বার। প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে মাতা সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির, তাহার সম্মুখেই নাটমন্দির, তাহার কিঞ্চিৎ পার্শ্বেই বলিদানের জন্য এক বৃহৎ হাড়িকাট প্রোথিত রহিয়াছে। সোপান অবতরণ করিয়া একটী দরদালান, তাহা বাম পার্শ্বে কয়েকটী কুটীর। এইখানে আগন্তুকগণ বিশ্রাম করিয়া থাকেন। পশ্চিমদিকে রন্ধন শালা, তাহার পার্শ্বেই ভোজনাগার। তাহার পশ্চাৎভাগে স্নানাগার ও পায়খানা। বলা বাহুল্য, পুরোহিত মহাশয়ের জন্য একখানি স্বতন্ত্র কুটীর বন্দোবস্ত আছে। মোটের উপর এ কালীবাড়িটী যেন একটী প্রকৃত শান্তির আলয়। আমরা উপস্থিত এইখানেই রহিলাম, পুরোহিত মহাশয় আমাদিগকে অতি যত্নের সহিত আশ্রয় দিলেন। এইবার এই সিমলায় কিছু পূর্ব্ব ইতিহাস এখানে আবৃত্তি করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

সিমলার পূর্ব্ব ইতিহাস।

এই সিমলা পাহাড় ১৮১৫ সালের পূর্ব্বে নেপালের অন্তঃর্গত ছিল। কেবল সিমলা নয়, নাইনিতাল, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থান সমূহ এই নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮১৫-১৬ সালের যুদ্ধের পর ঐ সকল স্থান ব্রিটিশ ভারতের অধীন হইয়াছে। সিমলা ইংরাজের অধীন হওয়ার পর ১৮১৯ সালে সর্ব্বপ্রথমে তথায় কাচের ঘর নির্ম্মিত হয়—

সে ঘরের ছাউনি ছিল খড়ের। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এখানে পাকাবাড়ী নির্ম্মিত হয়। ১৮৩০ সাল মাত্র ৩০টি পাকাবাড়ী ছিল। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত ১১০০ পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেলদের মধ্যে লর্ড আমহার্ষ্টই প্রথমে সিমলা গমন করিয়াছিলেন। লর্ড লরেন্স ১৮৬৪ সালে সিমলায় ভারত গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীষ্মকালে সিমলায় জনসংখ্যা ছিল ১৫০০ মাত্র। এখন উহার জনসংখ্যা ৩৬০০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীর আয় ছিল ২০০০০ হাজার টাকা, এখন ইহাঁদের আয় ৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পাঠক এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, উপস্থিত এই সিমলা পাহাড়ের অবস্থা কতদূর উন্নত।

কালীবাড়ীতে হরি সংকীর্ত্তন।

অদ্য রবিবার, চতুর্দ্দশী তিথি; আমরা ২ দিন হইল এখানে আসিয়াছি, আজ বেলা ১২টার পর সংকীর্ত্তন হইবে, ইতিপূর্ব্বে পুরোহিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, যে প্রতি রবিবারে এখানে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বাবুর শুভাগমন হয় এবং সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। তাই বুঝি আজ বাঙ্গালী মসীজিবীর দল সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করিয়া একদিন মাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া মা সর্ব্বমঙ্গলার দর্শন মানসে এখানে আগমন করিতেছেন। কারণ বাঙ্গালীরা বেশ জানে যে, এ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মায়ের চরণই একমাত্র শান্তির আলয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা এখানে একজনও বাঙ্গালীর মুখ দর্শন পাই নাই; কিন্তু আজ এই বহু বাঙ্গালীর একত্রে সম্মিলন দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা সাহস ও উৎসাহ হইল। যেখানে এত বাঙ্গালী, সেখানে নিশ্চয়ই আমার একটা উপায় হইবে।

বেলা ২টা বাজিয়াছে—দলে দলে ভক্তবৃন্দের আগমন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে কালীবাড়ী জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর পুরোহিত মহাশয় আমার এই ভ্রমণিষ্টের কথা দুই চারিজন বাবুকে জানাইলেন, এবং আমার সহিত কয়েকজনের আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণে কেহ বা বিদ্রুপচ্ছলে বলিলেন, "এ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ বড়ই কষ্টকর।" কেহ বা আমায় এই ছোট বালক সমভিব্যাহারে এত দূরদেশে প্রবাস যাত্রায় আমার দুর্দ্ধর্ষ সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই আমার এই দুঃখ নিবারণের কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আমি নিরুপায় হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। খোল এবং করতালীর শব্দে আকাশ-মার্গ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কালী-বাড়িতে যেন হরিনামের বন্যা আসিল। সকলেই সেই নামস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। সকলেই হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উচ্চরবে নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমিও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলাম। বলা বাহুল্য, বহু পূর্ব্ব হইতেই এই নাম সংকীর্ত্তনে আমার একটু দক্ষতা ছিল। তাই আজ আমিও এই সকল ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে বিশেষ-রূপে অনুরুদ্ধ হইলাম।

সকলেই আমার সংকীর্ত্তনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। নাম মাহাত্ম্যের এমনি একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তাহা আমি আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার সংগীত যে বিশেষ হৃদয় গ্রাহী এবং আমার কণ্ঠস্বরও যে বিশেষ সুললিত তানলয়পূর্ণ তাহা নহে, তত্রাচ সেই গানের অসাধারণ মাহাত্ম্য গুণে আমি আজ প্রায় ২০০ শত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এখন সকলেই আমার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সংগীত শেষ হইল। ৪।৫ জন লোক আমার নিকট বসিয়া আমায় আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। একজন বলিলেন, আপনার সাহসকে ধন্যবাদ। এই অল্পবয়স্ক বালক সঙ্গে লইয়া আপনি একেবারে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, মোটের উপর এত দূরে যাত্রা করা আপনার খুবই অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। এখানে যতগুলি বাঙ্গালী দেখিতেছেন, সমস্তই চাকুরীজীবী এবং এই চাকুরীর জন্যই এত লোক সুদূর দেশে আগমন করে। তাহা ছাড়া অধিকাংশ লোকই গভর্ণ-মেণ্টের ব্লকে অর্থাৎ বাজালায় বাস করেন, সেখানে বাহিরের লোকের থাকিবার আদেশ নাই। ইহা শুনিয়া আমি একরূপ নিরুপায় হইলাম। কিয়ৎকাল পরে একজন বলিলেন, আপনি যদি চাকুরী স্বীকার করেন, তাহা হইলে একটা উপায় হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

চন্দন।

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ লিখিত—

—:০:—

হিন্দুর নিকট ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। বঙ্গের মুসলমান ও খৃষ্টানগণের নিকট পর্য্যন্ত চন্দন পরিচিত। কিন্তু এরূপ হইলেও অনেকে ইহার জন্মস্থানের পরিচয় অবগত নহেন। পৌরাণিক গল্পে আছে, চন্দন কোন মুনি

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিশেষের হৃদয় শোণিত। এইজন্য ইহা হিন্দুর নিকট পবিত্র এবং নমস্য পদার্থ। পুরাণের গল্পে যাহাদের বিশ্বাস আছে থাকুক, চন্দন কিন্তু দক্ষিণ ভারতের পার্ব্বতীয় উদ্ভিদ্। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে মলয় পর্ব্বতের সানুদেশ ব্যতীত অন্য স্থানে চন্দন জন্মে না। ইহা প্রকৃত নহে। মহীশূর রাজ্যে এবং সিংহলদ্বীপে রক্তচন্দন যথেষ্ট জন্মে। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের দুই মহাপ্রহরী স্বরূপ দুই ঘাটগিরির নিম্নাংশে, বিশেষ পূর্ব্বঘাট-গিরির (মলয় পর্ব্বতের) উপরিস্থ বনে শ্বেতচন্দন যথেষ্ট জন্মে। কবিগণ সেইজন্য দক্ষিণানিল অর্থাৎ মলয় সমীরণ প্রবাহিত হইলে বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতিদেবীর নিঃশ্বাস চন্দন-গন্ধ পরিপূর্ণ!'

চন্দন শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার। উভয় চন্দনই সুগন্ধ। শ্বেত চন্দনের গন্ধই অধিকতর মনোজ্ঞ। ইহার বৃক্ষ প্রায় ২৫ ফিট অর্থাৎ ১৬।১৭ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। চন্দনের একরূপ ফল হয়, ইহা অদ্যাপি মনুষ্যের বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির মতে চন্দনফল পীড়াবিশেষে ব্যবহৃত হয়। চন্দন ঘর্ষণে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই পূজা অর্চ্চনায় এবং রোগে ব্যবহৃত হয়। এই উদ্ভিদের কাষ্ঠের ক্কাথ ও তৈল ঔষধের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

বর্ত্তমানকালের ন্যায় পূর্ব্বে ভারতে এত নানারূপ "এসেন্স" বা গোলাপ আতরের ব্যবহার ছিল না। মানুষ কিন্তু বিলাসিতা কোনও দিন পরিহার করে নাই। পূর্ব্বে চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া ইত্যাদি বিলাসীর প্রিয় বস্তু ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের মধ্য-সময় হইতে ভারতবর্ষে আতর গোলাপের বহুল প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। আর এখন ইউরোপের অবাধ বাণিজ্যে বহু প্রকারের সুগন্ধ দ্রব্য ভারতের আস্তাকুড়কে পর্য্যন্ত গন্ধে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে। চন্দন-তৈলসিক্ত দেহ এবং ঘর্ষিত চন্দন-চর্চ্চিত কান্তি আর্য্য ভারতের পবিত্র সৌরভময় বরবপুর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ আদর্শ। চন্দনের ঔষধীয় ক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদ এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুমোদিত।

ক্রিয়া—রক্তচন্দন প্রাধানত সঙ্কোচক এবং অল্প বলকারক। আগ্নেয় ক্রিয়াও ইহার আছে।

নির্ঘণ্টরত্নাকর বলেন—মলয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী "বেট্ট" নামক পর্ব্বত-সানুদেশ জাত চন্দনের নাম বেট্টচন্দন, ইহার গুণ অতি সঙ্কোচক এবং শীতল; ভারতের বহু বৈদ্যক গ্রন্থে চন্দনের বহুপ্রকার নাম ও গুণভেদ আছে। যথা—কৈরাৎ, বেট্র, সুককড়ি, শম্বরপীলা ইত্যাদি। সাধারণতঃ শ্বেত আর রক্তচন্দনই ঔষধার্থে অধিক ব্যবহার্য্য। তবে বর্ণনার সুবিধার জন্য এবং ভক্তির উদ্রেক জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে সামান্যরূপ গুণভেদে এবং আকারভেদে লিখিত হইল।

রক্তচন্দন—শীতল, গুরু, তিক্তমধুর, তৃষ্ণা নিবারক, বমন নিবারক, জ্বর নাশক, দাহ নিবারক এবং বীর্য্য জনক।

শম্বরচন্দন—শীতল, কষায়, তৃষ্ণা নিবারক এবং চর্ম্ম সংস্কারক।

সককড়ি চন্দন—মূত্রকারক, দাহনাশক এবং সুগন্ধি দায়ক।

পীলাচন্দন—কান্তি কারক, চর্ম্ম সংস্কারক, ক্রিমি নাশক, দাহ নিবারক।

বিভিন্ন ভাষায় ইহার যথেষ্ট নামভেদ আছে যথা—সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দি ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "চন্দনই" সাধারণ নাম। কর্ণাট ভাষায় বেটুগ শ্রীগন্ধ। গুজরাটে সুখণ্ড। ফরাসীতে সংদেল সুফেদ। আরবিতে সন্দেলে অবিয়দ। ইংরাজীতে Sandal wood. ল্যাটিনে Sentelum albam.

চন্দনের মধ্যে আবার সমস্ত চন্দনই যে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে। যাহা ঘর্ষণে সহজ, ভাঙ্গিলে লাল বা শ্বেত, দৃশ্যে শ্বেত এবং লাল। গন্ধে ভরপুর তাহাই উৎকৃষ্ট। মদন পাল নির্ঘণ্টু গ্রন্থমতে সর্ব্বপ্রকার চন্দনই ঔষধার্থে ব্যবহার হয়। ইরাণদেশে এই দ্রব্যের ব্যবহার অত্যধিক। কেননা ইরাণভূমি আদি আর্য্যনিবাস। "ইরাণা নির্জ্জলাদেশা" বলিয়া আদিম আর্য্যদল হিমালয়ের দক্ষিণে আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইরাণীয় ভায়ারা অদ্যাপি পূর্ব্ব পুরুষের সমস্ত ক্রিয়া বিস্মৃত হন নাই। এখনও ইরাণীয় চিকিৎসকমণ্ডলী জরায়ু পীড়ায় চন্দনের ব্যবহার অধিক করিয়া থাকেন। ইহারা এই দ্রব্যকে "অরিয়দ" বলিয়া থাকেন।

আময়িক প্রয়োগ। শিরোরোগ, ব্রণ, কৃমি, বমন, চিত্ররোগ, ঘর্ম্ম, বিবর্ণতা, দাহ, পিত্ত, প্রমেহ, ছুলি, তৃষ্ণা, মুখরোগ ইত্যাদিতে চন্দন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ। ডাক্তারগণ রক্তচন্দন ব্যবহার প্রায়ই করেন না। তাঁহাদের মতে শ্বেত চন্দনই অধিক গুণশালী। এইজন্য তাঁহারা মূত্র প্রণালীর বিকৃতাবস্থায়, নূতন পুরাতন প্রমেহ পীড়ায় White Sandal wood অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। বহু বিলাতি এবং দেশীয় পেটেণ্ট ঔষধে এই দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্বররোগে শীরঃপীড়া উপস্থিত হইলে শ্বেত ও রক্ত যে কোন চন্দনই হউক না, ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ কর্পূর এবং পাকা কলাসহ রক্তচন্দন মাথায় প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। চুলকানি ঘামাছি. ইরিসেপেলাস প্রভৃতি পীড়ায় চন্দন ব্যবহার অনুমোদিত। যখন উৎকট গরম পড়িয়া গাত্রে ঘামাচি উপস্থিত হয়—তখন এই দ্রব্যই সহজ সরল একমাত্র অবলম্বন; শ্বেত চন্দনই এ ক্ষেত্রে প্রধান। দুই প্রহরের

ছাত্রদিগের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য এখন লইব না। পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

আহারের অগ্রে কি পরে চন্দন ঘষিয়া কর্পূর-সহ সর্ব্বগাত্রে মাখিবে। দুই তিনদিন এইরূপ করিয়া মাখিলে ঘামাচি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। প্রমেহ পীড়ায় শ্বেতচন্দনের তৈল মহা উপকারী। ডাক্তার হেণ্ডারসন সাহেবের মতে শ্বেতচন্দন তৈল ১০ ফোঁটা, আর কাবাবচিনির তৈল ২০ ফোঁটা, নাইট্রিক ইথর সহ মিলাইয়া খাইলে নূতন প্রমেহ ব্যাধি প্রায় একদিনে আরোগ্য হয়। আর্য্য ঋষিগণের মতে শ্বেতচন্দনের গুঁড়া ৫ রতি আর পুনর্নবার রস ১ তোলা, দিনে ১ বার করিয়া খাইলে মূত্র প্রণালীর উপদ্রব নিবারিত হয়। সামান্য চক্ষুউঠা পীড়ায় রক্তচন্দন ঘষিয়া চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে বহু উপকার হয়। হিক্কা ব্যাধিতে চন্দন শুকিতে দেওয়া আয়ুর্ব্বেদীয় মত।

উদাহরণ।—একটী জমিদারের গোমস্তা নিতান্ত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে—মফস্বলে তহশিলের কর্ম্ম করিত। তাহার এক সময় সহসা হিক্কা রোগ উপস্থিত হয়। অন্য উপসর্গ বিশেষ কিছু ছিল না। এই স্থানে এক নাপিত কবিরাজী করিত। গোমস্তা মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া রোগের অবস্থা জ্ঞাপন করিলে—প্রামাণিকপ্রবর বাড়ী হইতে চন্দন ঘষিয়া একটী আমের পাতায় করিয়া আনিয়া তাহার অৰ্দ্ধেক খাইতে দিল। বাকি অৰ্দ্ধেক শুকিতে দিল। রোগ আরোগ্য হইলে পুরস্কার স্বরূপ "হিক্কা রোগের ঔষধ" নাম দিয়া গোমস্তা বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিল। বলা বাহুল্য অশিক্ষিত পল্লীতে তাহা তত বেশী দিন টিকিল না। গোমস্তা একদিন আমাকে তাহার স্ত্রীর কলেরা পীড়া চিকিৎসার সময়ে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু বহুস্থলে উহা ব্যবহার করিয়া আমি উপকার পাইয়াছি। আবার গৃহিণীগণের বিশ্বাস যে, চন্দনের বীজের মালা গাঁথিয়া শিশুর গলায় দিলে তাহার শরীর কান্তিযুক্ত হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। পাড়াগাঁয়ে বহু নিম্নশ্রেণীর শিশুর গলায় চন্দন বীজের মালা দেখিয়াছি। মহা নিমের ফল আর চন্দনের ফল একত্রে নাকি ধারণ করিতে হয়। "স্বাস্থ্য সমাচার।"

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:০:—

Tinture of rose.

গোলাপের টিংচার বা আরক।

সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের পাবড়ী সংগ্রহ করিয়া বোতলের মধ্যে রাখ, দেখিও যেন চাপিও না। তাহাতে পাতার পরিমান বুঝিয়া কতকটা স্পিরিট্ অফ্ ওয়াইন (Spirit of wine) ঢালিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও, নাড়াচাড়া করিবার আবশ্যক নাই। ৮।১০ দিন পরে ইহা ব্যবহারোপযোগী হইবে। ইহার গন্ধ অটোডি রোজ অপেক্ষা কিছু কম হইবে বটে, কিন্তু কয়েক ফোঁটা বস্ত্রাদিতে দিলে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভে গৃহ আমোদিত হইবে। এইরূপে প্রস্তুত গোলাপের টিংচার ২।৩ বৎসর সমান সৌরভযুক্ত থাকে।

White Cream For Patent Leatner.

বার্ণিস জুতার জন্য সাদা ক্রীম্।

ইহা এক প্রকার বিলাতি ক্রিম বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশেও ইহা প্রস্তুত করা কঠিন নহে, নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী প্রদত্ত হইল। বার্ণিস্ জুতায় সামান্য একটু অঙ্গুলি দ্বারা লাগাইয়া কোমল বস্ত্র দ্বারা রগড়াইলে নূতনের ন্যায় চাকচিক্যময় হইয়া যায় এবং জুতা ফাটিয়া যায় না।

প্রস্তুত প্রণালী।

ক্যাষ্টাইল সোপ্	২ আঃ
সাদা মোম	১ পাউণ্ড
টার্পিন	১কোয়ার্ট

প্রথমে মোম এবং টার্পিনকে অগ্নির উত্তাপে একত্র গলাইয়া তাহাতে—ফুটন্ত জলে, সাবানটাকে দ্রব করতঃ যোগ করিয়া একত্রে খুব ঘুঁটিতে থাক, দেখিবে কিয়ৎক্ষণ পরে ঘন ক্ষীরের মত হইয়া যাইবে। তারপর শিশিতে পুরিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

SWEET GEM OF EDEN.

ইহা একটী উৎকৃষ্ট এসেন্স, রুমালাদিতে ব্যবহার হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

Extract Jasmine	5 fl. ounce
„ Tuberose	4 „ „
„ Orrange flower	1 „ „
„ Jonquilla	1 „ „
Triple Ext. Rose	1 „ „
Ext Acacia	do do
„ Vanilla	half once
Cinch	¼ Oz.
Oil Bergamot	¼ do

mix, This is a splendid perfume.

TO MAKF ROSE WATER.

Oil of Rose	15 drops.
Carbonate of Magnasia	1 Dram.
Distilled water	1 Pint.

Rub the oil first with carb. Magnasia, then with the water gradually added and filter.

প্রথমে অয়েল রোজকে ম্যাগনেসিয়ার সহিত মিশাইয়া তাহাতে ক্রমে ক্রমে ডিস্টিলট্

ওয়াটার যোগ করিয়া ফিলটারিং ব্লটীং দ্বারা ফিলটার বা ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট গোলাপ জল হইবে। ইহাই কৃত্রিম গোলাপ জল, কিন্তু ইহাকেই অনেক আতরওয়ালা আসল গাজীপুরী গোলাপ বলিয়া বেচিয়া ফেলে।

SYRUP HYPOPHOSPHATE OF LIME.

সিরাপ হাইপোফস্‌ফেট অফ্ লাইম প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় করা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ ৭ আউন্স ফিলটার করা গরম জলে কিঞ্চিৎ কারমাইন দিয়া রং করিয়া লইয়া উহাতে ৩৮৪ গ্রেন হাইপোফস্‌ফেট অফ্ লাইম, ১ড্রাম সাইট্রিক অ্যাসিড এবং ৯ ড্রাম চিনির রস (Simple Syrup) মিশ্রিত করিতে হয়।

ইহা সর্দ্দি কাশীর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সোয়াসা সোনা প্রস্তুত প্রণালী।

তামা	১৭ ভাগ।
দস্তা	৩ ভাগ।

একত্রে গলাইলে ইহা প্রস্তুত হয়।

Cleaning of Brass.

পিত্তল ও পিত্তলের জিনিস পরিষ্কারের উপায়।

আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট যে প্রক্রিয়া তাঁহাদের অস্ত্রাগার প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই প্রক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একটা পাথরের বোতল বা জালায় অর্দ্ধ ভাগ নাইটিক্ অ্যাসিড্ দিয়া অন্য পাত্রে খানিক জল রাখিয়া দিতে হইবে এবং তাহার নিকটেই একটা কাষ্ঠের বাক্সে কতকগুলি কাষ্ঠের করাত গুড়া (Saw dust) রাখিয়া দিতে হইবে। এখন যে জিনিসকে পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহাকে উপরোক্ত অ্যাসিডের জালায় ডুবাইয়াই তৎক্ষণাৎ তুলিয়া জলে ডুবাইয়া তাহাকে ঐ কাষ্ঠের গুড়া দিয়া ঘষিতে হইবে, তখন অতি উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় চাকচিক্য বাহির হইবে।

কিন্তু যদি পিতলের উপর অতিশয় তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে জিনিসটাকে প্রথমে গরম জলে কতকটা সোডা পটাস দিয়া একটা কড়া (Strong solution) সলুইশন করিয়া লইয়া তাহাতে একবার ডুবাইলে সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হইবে তখন পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যাসিডে ডুবাইয়া পালিস করা উচিত।

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

১। কখনও চা বা কাফি টীনের পাত্রে অধিকক্ষণ থাকিতে দিও না—ইহা দ্বারা অনিষ্ট হইবে।

২। খাদ্য সামগ্রী যাহা তোমার সংসারে ব্যবহৃত হয়, তাহার অপচয় করিও না—অনর্থক ফেলিয়া দিও না, তাহার দ্বারা দীন দুঃখীর অভাবমোচন হইতে পারে।

৩। অপব্যয় এবং অপচয়েই সংসার উৎসন্ন যায়। ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না। ক্ষুদ্রে উপেক্ষাই অধঃপতনের কারণ।

৪। প্রত্যেক সপ্তাহে সংসারের খুঁটানাটী মেরামতের দিকে দৃষ্টি রাখিবে, বস্ত্র মেরামত, জিনিস পত্রের মেরামতের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে অচিরেই তাহা নষ্ট হইবে এবং নূতন দ্রব্যের আবশ্যক হইবে।

৫। পিত্তলের পাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া কদাচ রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার করিও না, ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা।

৬। যে গৃহে জানালা দরজায় রং দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কিছুদিন শয়ন করা উচিত নহে। কারণ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বহুলোকের নূতন রং দেওয়া গৃহে শয়ন করিয়া Lead colic বা শীসশূল পীড়া জন্মিয়াছে। অধিকাংশ রংএ সিসাধাতু থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসে তাহা উদরস্থ হইয়া পীড়া হয়।

৭। ঘরে পাতা কার্পেট যতই ঝাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, ততই স্থায়ী হয়।

৮। ছিন্ন বস্ত্রকে কাচাইয়া তুলিয়া রাখিলে বহু আপদ বিপদের সময় উপকারে আসে।

৯। ছুরি, চাকুচিকাময় অস্ত্রশস্ত্র, কাষ্ঠের কয়লা চূর্ণ দিয়া ঘর্ষণ করিলে সুন্দর পালিস হইয়া যায়।

১০। গোল আলু সিদ্ধ দ্বারা হাত ধুইলে শুষ্ক হাত পরিষ্কার হয় না, সাবান প্রভৃতির ন্যায় হাত ফাটে না, শীতকালে গোল আলু সিদ্ধ দ্বারা হাত ধুইলে হাত পায়ের অবস্থা ভাল থাকে।

১১। পরচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ শত্রু বৃদ্ধি হইবে।

১২। পরের ঋণ যত শীঘ্র পার, পরিষ্কার করিবে—ঋণের তুল্য পাপ নাই।

১৩। সময় ও অর্থের অপব্যয় করিও না।

১৪। সমাজ কলুষিত করিও না—ইহা দ্বারা তোমারও ঘোর অনিষ্ট হইবে।

১৫। যাহার তাহার চিরুণী,ব্রুস মস্তকে দিবে না, তাহার মস্তকের চর্ম্মরোগ তোমার মস্তকে ধরিবে। টাকের পোকা এইরূপেই সংক্রামিত হয়।

১৬। পুরাতন তোয়ালে ছেঁড়া, পুরাতন

বিছানার চাদর ঐ সকল দ্বারা লৌহের জিনিস পরিষ্কার করা চলে, কেলিয়া দেওয়া উচিত নয়।

১৭। যাহাদের স্বাস্থ্য খারাপ, তাঁহাদের গোষ্টের বিলাতী বা দেশী উনানে পাক করিয়া খাওয়া অনিষ্টকর। "Where health requires attended to, iron stoves should be avaided".

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা-সভা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভৌমিক গ্রাহক নং ২৪১২।

প্রশ্ন। মহাশয়, সঙ্গীত গাওয়ায় স্বাস্থ্যের ইষ্ট কি অনিষ্ট হয় মনেকরেন ইত্যাদি—

উত্তর। সঙ্গীত দ্বারা অনেক উপকার হয়, বক্ষ যন্ত্রের অনেক দোষ সংশোধিত হয়, তাই বলিয়া অতিরিক্ত যে কিছুই ভাল নহে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ডাক্তার রস একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিকিৎসক বলেন যে, জর্ম্মাণগণ সঙ্গীতপ্রিয় বলিয়া ইহাদের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যা কম, নাই বলিলেও চলে। তিনি বলিয়াছেন, "The Germans are seldom affected with consumption. I believe, is in part occasioned by the strength which their lungs aquired by exercising them in vocal music.

শ্রীবেণীমাধব ঘোষ, বিলাসপুর।

প্রশ্ন। কড়া বা আঁচিল হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর। আমরা একটা পরীক্ষিত উপায় জানিতাম, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

পেঁপের আটা	১২ গ্রেন্
সোহাগা	৫ গ্রেন্
জল	১ ড্রাম বা কিছু অধিক।

এই মিশ্রিত সলুইসন তুলি দ্বারা কড়া ও আঁচিলে লাগাইলে মাংস গলিয়া গিয়া আরোগ্য হয়। কড়া কাটিলে বাড়ে। রেড়ির তৈল মালিস করিলেও যায়। শুষ্ক পেঁপের আটা দিলেও উপকার হয়।

বৈজ্ঞানিক কথোপকথন।

বৃষ্টি।

—:•:—

শিষ্য। বৃষ্টি জিনিসটা কি?

গুরু। বৃষ্টি মেঘজাত বাষ্পরাশি, যখন উপরের উত্তাপ শীতল হয়, তখন গোলাকার ঐ বাষ্প জলকণাকারে, পৃথিবীর উপর পতিত হয়, ইহারই নাম বৃষ্টি।

শিষ্য। বাষ্পের মধ্যে জল কেমন করিয়া থাকে, বাষ্প কেমন করিয়া জন্মে।

গুরু। পৃথিবীস্থ জলরাশি সূর্য্যোত্তাপে বাষ্পাকারে বায়ু রাশির উপরে উঠিয়া যায়। বায়ু তাহার মধ্য হইতে জলীয় অংশ শোষণ করিয়া লয় তাহাই বাষ্পাকারে মেঘরূপে বিরাজ করে। শীতল বায়ু লাগিলেই পুনরায় জলীয় আকারে পৃথিবীতে পতিত হয়। তাহাই বৃষ্টি।

শিষ্য। আচ্ছা মেঘ ছাড়া কি বৃষ্টির উপায় নাই?

গুরু। কখন কখন বিনা মেঘেও সামান্য বৃষ্টি হয়, কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয় না। তবে কখন কখন উত্তপ্ত বায়ু শীতলের মধ্যে যাইয়া পড়িলে জল বিন্দু আকারে পড়িয়া থাকে, মেঘ না থাকিলেও কখন কখন এমন হয়।

শিষ্য। যখন বৃষ্টি হয়, তখন কখনও বড় বড় কখন ছোট ছোট ফোঁটা পড়ে কেন?

গুরু। যে হেতুক মেঘ হইতে যখন জল বিন্দু পড়িতে থাকে, তখন আসিবার পথে ঐ সকল বিন্দু একত্র হইয়া পড়ে, এবং বায়ুস্থিত বাষ্প হইতেও জলীয় অংশ আকর্ষন করিয়া বড় হইয়া থাকে। খুব দূরের এবং উচ্চের মেঘ হইতে বারি বিন্দু আসিবার সময়েই প্রায় এইরূপ হয়, কিন্তু অল্প উচ্চের মেঘের বৃষ্টির বড় ফোঁটা হয় না। যদি জলীয় বায়ু থাকে, এবং যদি খুব উচ্চমেঘ হইতে বারি বিন্দু আসে, তাহা হইলে আসিবার পথে অনেক ক্ষুদ্র বিন্দুকে নিজে অপেক্ষাকৃত বড় বলিয়া আকর্ষণ করিয়া নিজে বড় হইয়া পড়ে।

শিষ্য। বৃষ্টিদ্বারা কৃষি ব্যতিত আমাদের বহু কার্য্য হয়, তাহা আমরা দেখিতেছি, কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যের কোন উপকার হয় কি?

গুরু। নিশ্চয়, বৃষ্টি দ্বারা বায়ু গতিশীল হইয়া উঠে, বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটে এবং পৃথিবীতে মানব দ্বারা পরিত্যক্ত বহু দ্রব্য যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট কর, তাহা ভাষাইয়া দূরে লইয়া যায়, সেইজন্য স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভকর। কিন্তু বৃষ্টির সময় ঠাণ্ডা লাগাইয়া জলে ভিজিয়া যে অসুখ হয়, সেটা আমাদের নিজেদের দোষে, আমরা ঠাণ্ডা লাগাই কেন।

শিষ্য। আচ্ছা সাধারণ সমতল স্থানাপেক্ষা পাহাড় ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হয় কেন?

গুরু। যেহেতু পাহাড় পর্ব্বতে মেঘকে আকর্ষণ করে। মেঘ বাষ্পের সমষ্টি মাত্র, লঘু দ্রব্য, পর্ব্বতের বিশাল দেহে আহত হইয়া সে উপর দিকে উঠিতে থাকে, এবং শীতল বায়ু স্রোতের সংস্পর্শে জলকনায় পরিণত হইয়া নিম্নে পতিত হয়। সেইজন্য সমতল ভূমি অপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশে বৃষ্টি অধিক হইয়া থাকে।

শিষ্য। দিবাপেক্ষা রাত্রে বৃষ্টি অধিক হয় কেন?

গুরু। যেহেতুক, বায়ুর উত্তাপ রাত্রে

করিয়া গিয়া যে উত্তাপে বাষ্প হইতে জল হয়, সেইরূপ উত্তাপবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং বৃষ্টির পরিমাণ দিবাপেক্ষা রাত্রেই অধিক হয়।

শিষ্য। বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের কুঞ্চিত কেশ সোজা হইয়া পড়ে কেন।

গুরু। যে হেতুক কেশের জলীয় অংশ টানিয়া লইবার ক্ষমতা আছে, সেইজন্য স্ত্রীলোকের চুলের গোছ কোমল হইয়া বেণী এলাইয়া পড়ে এবং কুঞ্চন অপেক্ষাকৃত ঋজু ভাব ধারণ করে।

দেশীয় মুষ্টীযোগ।

(মহিম বাবুর সংগৃহীত।

যে সকল ফোড়ার মুখ হয় না, যথা বাঘী, ব্রণ প্রভৃতি তাহার মুখ করিতে হইলে আদা, পান, পেঁয়াজ, বকুলছাল, সোডা, খেঁসারির ডাল সমপরিমাণে লইয়া চোনা অর্থাৎ গোমূত্র দ্বারা বাঁটিয়া যে ঘার মুখ হয় নাই, তাহাতে প্রলেপ দিবেন, তাহা হইলে ক্ষতের মুখ আপনা হইতে হইবে এবং ফাটিয়া পূঁজ বাহির হইবে।

ইহাতেও যদি ক্ষতের মুখ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় উপায়ে নিশ্চয় মুখ হইবে। কলমীর শাকের মূলের অগ্রভাগ ও পান্তা ভাত এই উভয় দ্রব্য একত্রে বাঁটিয়া ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোড়ার মুখ হইবে।

চাঁদসী (পদ্ম)

ক্ষত শুষ্ক করিবার ঔষধ (চাঁদসী)

পাপরী খয়ের	১ তোলা।
শুঁতে	১ তোলা।
চিতি সুপারী	১ তোলা।
সোহাগা	১ তোলা।
চাউল পোড়া	১ তোলা।
ভাজা বালি	১ তোলা।
হিরাকস	১ তোলা।
পুরাতন লোহার গুড়া	১ তোলা।

আপাংএর রসে বাঁটিয়া তৎপরে থুদে কচুর রস দ্বারা, পরে চুণের জলের সহিত বাঁটিয়া শুষ্ক করিয়া গোলাকার বটী প্রস্তুত করিতে হইবে, যখন ব্যবহার করিতে হইবে, তখন লোহার পাত্রে জল দিয়া ঘষিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কাটার ক্ষত মুখ হইতে রক্ত পড়িলে বন্ধ করিবার ঔষধ।

১। দুর্ব্বার রস ১ তোলা। আপাং রস ১ তোলা একত্র মিশাইয়া ক্ষত স্থানে বস্ত্র ভিজাইয়া বান্ধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

২। পোড়া মাটীর প্রলেপ দিলেও রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

সর্প বিষের ঔষধ।

জয়পালের বীজ পাথরের উপর ঘষিয়া উহা দুর্ব্বা ঘাস দ্বারা চক্ষের নীচে একটা দাগ দিবে ও ক্ষত মুখে লাগাইবে তাহা হইলে বিষ নষ্ট হইবে।

রক্ত স্রাব—(Monorrhgia

স্ত্রীলোকের অধিক রক্ত স্রাব হইলে আতা গাছের ছাল উলটা দিকে কাটিয়া জলের সহিত বাঁটিয়া একটী ছোট মটরের মত বটিকা করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হইবে।

রক্ত আমাশয়।

১। সোরা	৫ গ্রেন্
আমড়াগাছের ছালের রস	অর্দ্ধ ছটাক

প্রাতেঃ খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

২। আলকুসী পাতার রস ২ কানের ভিতর এবং নাভীতে দিয়া ঐ পাতার ছিবড়া চিবাইয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

শিরঃ পীড়া।

অপরাজিতার শিকড় কানে বাঁন্ধিয়া রাখিলে যাবতীয় শিরঃপীড়া উপশম হয়।

আধকপালে।

শ্বেত অপরাজিতার মূল বাঁটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে ভাল হইবে।

সার সংগ্রহ।

—:০:—

বাঙলার শাঁখের শাখা।

১৫ শত বৎসর ধরিয়া শাঁখারী ঘরে বসিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষেরই মত দু'মুখো করাতে শঙ্খ কাটিয়া শাঁখার চক্র প্রস্তুত করে। তাহার পর কোন কারীগর তাহাতে নক্সা কাটে; কেহ তাহা পালিশ করে। এইরূপে শাঁখার ব্যবসায়ে অনেক বাঙ্গালীর অন্নের উপায় হয়। প্রতি বৎসর দক্ষিণ মাল্রাজ ও কথিবাড় হইতে দুই হইতে আড়াই লক্ষ টাকার শঙ্খ বাঙ্গালায় আমদানী হয়। আর সেই শঙ্খ হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার শাঁখা প্রস্তুত হইয়া বাঙ্গালার বরবর্ণিনীদিগের বরাঙ্গে শোভা বর্দ্ধিত করে। বাঙ্গালার শাঁখা শিল্প-নৈপুণ্যে এমনই মনোহর হয় যে, তাহা কেবল বাঙ্গালায় নহে ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত ও ব্যবহৃত হয়। এখন ভারতের বাহিরেও বাঙ্গালার শাঁখার আদর হইতেছে। মান্দ্রাজে মৎস্য বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী মিষ্টার জেমস হর্নেল বরোদা দরবারের জন্য শঙ্খের সম্বন্ধে যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়া-

ছেন, য়ুরোপে ও আমেরিকায় শাঁখার আদর হইয়াছে। বিদেশ হইতে যে সব ভ্রমণকারী শীতকালে ভারতভ্রমণে আসিয়া থাকেন—তাঁহারা ভারতের স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া যান। তাঁহাদের জন্য পিত্তলের খেলনা, মীনা করা ফুলদানী, শৃঙ্গের বাক্স প্রভৃতির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। আর তাঁহাদের রুচির অনুরূপ দ্রব্য যোগাইবার জন্য ভারতের শিল্পীরা বৈশিষ্টবর্জ্জিত পণ্য প্রস্তুত করিতেছে। তাঁহারা বাঙ্গালার শাঁখার সৌন্দর্য্যে ও মূল্যাল্পতায় আকৃষ্ট হইয়া শাঁখা খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফ্যাসানের খেয়ালের গতি কেহ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে না। যদি ক্রমে বিদেশিনী বিলাসিনীদিগের বরাঙ্গে বাঙ্গালার শাঁখা শোভা পাওয়াই ফ্যাসান হয়—যদি "গোরা গায়" গোরা শাঁখা সভা-সভাসমিতিতে, রঙ্গালয়ে, নৃত্যশালায় গর্ব্বের বস্তু হয়, তবে এ ব্যবসার প্রসারবৃদ্ধিও অনিবার্য্য।

মিষ্টার হর্ণেল কিন্তু একটা কথা বলিয়াছেন,—সেটা বাঙ্গালীর ভাবিবার বিষয়। তিনি বরোদারাজ্যে শাঁখার ব্যবসা বসাইতে বলিতেছেন। বরোদারাজ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শঙ্খের উৎপত্তিস্থান। তিনি বলেন, কাথিবাড়ের অধিবাসীরা বাঙ্গালায় চালান না দিয়া শাঁখা প্রস্তুত করুক না কেন? বাঙ্গালার শাঁখারীরা সেকেলে যন্ত্রে যেরূপ শাঁখ প্রস্তুত করে, এ কালের কল বসাইয়া সেইরূপ শাঁখা প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হউক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ কালের কলে যে জিনিষ উৎপন্ন হইবে, তাহা সেকেলে যন্ত্রে—বংশপরম্পরাক্রমে শাঁখারীর কাজে অভ্যস্ত শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত শাঁখার মত সুন্দর হইবে না; কলের কাপড়ে তাঁতের কাপড়ের পাড়ের নকল হয়—কিন্তু তাঁতের কাপড়ের মত কলের কাপড় সুন্দর হয় না। কলের পণ্য পণ্যমাত্র, হাতের কাজ শিল্প-সৌন্দর্য্যে সুন্দর। কলে মানুষের বুদ্ধি—আগ্রহ—সৌন্দর্য্যবোধ—সৌন্দর্য্যবিকাশচেষ্টা ত আর সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? শিল্পের সৌন্দর্য্য বুঝিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না; অধিকাংশ লোক সস্তার ভক্ত। নহিলে এ দেশের শালের, কাপড়ের, বাসনের ব্যবসায় দুর্দ্দশা ঘটিত না। কাজেই সস্তা শাঁখার চলতি হইলে বাঙ্গালার একটা পুরাতন শিল্পের সর্ব্বনাশ হওয়া অসম্ভব নহে। হাতের শিল্প—উটজ শিল্প যে অনেক স্থলে কলের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে—তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। জাপানের অনেক শিল্পের সমৃদ্ধিতে ইহার পূর্ণ পরিচয়। ভারতের অনেক শিল্পও উটজ বলিয়াই আজও টিকিয়া আছে। নহিলে কৃষ্ণনগরের পুতুল, আমেদাবাদের বিদরী, ঢাকার শাঁখা, শান্তিপুরের কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেশম, খাগড়ার বাসন, ভাগলপুরের মটকা, ভিজাগাপটমের হাতির দাঁতের জিনিস, কটকের সোণা রূপার তারের কাজ, লক্ষ্ণৌয়ের ছিট, এ সব এত দিনে সার জর্জ্জ বার্ডউডের পুস্তকের পৃষ্ঠায় থাকিয়া স্মৃতিগত হইত। সুতরাং উটজ শিল্পও আবশ্যক উৎসাহ ও উন্নতি পাইলে প্রতিযোগিতাক্ষম হয়। শাঁখার ব্যবসা—বাঙ্গালার একটা অতি পুরাতন ব্যবসা—একটা শিল্প—একটা গৌরবের—একটা দেখিবার ও দেখাইবার জিনিস। তাহাতে নিরন্ন বাঙ্গালীর উপায়ও হয়। সুতরাং যাহাতে তাহার সর্ব্বনাশ না হয়, পরন্তু উন্নতি হয়—বিপজ্জনক শ্রীহীন কাচের চুড়ীর পরিবর্ত্তে আবার দেশে শাঁখার চলন হয়, তাহা করা বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য;—শিল্পের জন্যও কর্ত্তব্য—সৌন্দর্য্যের জন্যও কর্ত্তব্য, আর অন্নের জন্যও কর্ত্তব্য। "বসুমতী"

কৃষি-অবলম্বনে স্বাধীন জীবিকা।

দুই একর জমি হইতে কয়েক মাসে ৮০০ ডলার (৩৪০০৲ শত টাকা) আয়। এক আমেরিকান বালকের বিদ্যোপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। বালকের বয়স ১৭। বৎসর মাত্র। সে বড়ই অধ্যবসায়ী। সে প্রথমে খবরের কাগজ বেচিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে এক টুকরা জমি কিনিল। জমিতে পেঁয়াজ ও অন্যান্য সব্জী চাষ করিয়া কিছু পয়সা জমাইতে পারিল।

তখন তাহার কলেজে পড়িবার মত অর্থ সংগ্রহে বড়ই আগ্রহ জন্মিল। সে সহর হইতে ১০ মাইল দূরে দুই একর জমি পাইল। জমির দাম লাগিল ৫০০ ডলার (১৫০০ শত টাকা)। বালক সেই জমিতে চাষাবাদ আরম্ভ করিল। জমি হইতে বৎসরে একটি ফসল উঠাইলে চলিবে না, তাহাতে সে কত লাভ করিবে? জমি বিলি করিয়া দিলে তাহার লাভ কি হইবে? সে জমিতে যাইয়া তাঁবু খাটাইয়া বাস করিল, সেখানে থাকে, রাঁধে, খায়, আর সারাদিন যতক্ষণ না অন্ধকার হয় কাজ করে। বেশীর জায়গাটায়ই সে পেঁয়াজ রোপণ করিল। কতকটা জায়গায় তরমুজ, খরমুজাদি কিয়ৎপরিমাণ স্থানে আলু ও ভুট্টা চাষ করিল। পেঁয়াজ নিড়াইয়া পাতলা করিয়া দিবার সময় কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ উঠাইয়া বেচিল। তাহাতে তাহার ৬০ ডলার (১৮০৲ টাকা লাভ হইল। সময়ে জমিতে ৯০০ বুসেল পেঁয়াজ জন্মিল। বেশ ভাল পেঁয়াজই জন্মিয়াছিল। বাজারে সেই পেঁয়াজের বেশ আদর হইল। সে ১ বুশেল ১০৲ টাকায় বেচিল। তরমুজ, খরমুজ, আলু, ভুট্টা হইতেও লাভ হইল।

পর বৎসর চাষ করিয়া তাহার কলেজে পড়িবার মত টাকারও অধিক সে পাইল।

উদ্যোগই লক্ষ্য। সহর বাজারের নিকট সজ্জী চাষ করিলে কি হইতে পারে, ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশেও দুই শত বিঘা জমি লইয়া চাষ করিলে যে কোন ব্যক্তি একটা মাঝারি রকম সংসার অনায়াসে প্রতিপালন করিতে পারেন। জমির অধিকাংশই উচ্চ সজ্জী চাষের উপযুক্ত হওয়া চাই। বড় জোর ইহার ভিতর ১৫ বিঘা ধান জমি থাকিবে। ধান জমিতে ধান ছাড়া পাট কিম্বা কড়াই হইতে পারিবে। শস্য চাষ ও ধান এক জমিতে সম্ভব। একা ৪।৫ খানা হাল ৫।৬ জোড়া বলদ না রাখিয়া চাষীদের সঙ্গে লইয় চাষ করিলে আরও সুবিধা হয়। ৩০ বিঘা নিজের চাষের জন্য রাখা হউক, আর বাকী চাষীদের বিলি করা হউক। তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে; তাহাদিগকে সুবীজ যোগাইতে হইবে; ফসল হইতে তাহাদের লওয়া টাকার উপর যৎকিঞ্চিৎ লইয়া ঋণশোধ করিয়া লইতে হইবে; তাহাদের ক্ষেত হইতে সুবীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। হাজা শুকার জন্য কিছু শস্য ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে। এরূপ প্রথায় চাষ করিলে একটী ভদ্র পরিবার ত প্রতিপালিত হইবেই, তৎসঙ্গে ৭।৮টি চাষী পরিবারেরও ভরণপোষণ হইবে এবং চাষাবাদের জন্য কখনও জন মজুরের অভাব হইবে না। এখনকার দিনে পয়সা দিলেও মজুর মিলে না। মজুর সমস্যা সমাধান করার ইহা একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া মনে করা উচিত।

স্ক্রুর মূল্য বৃদ্ধি।

—:০:—

যুদ্ধের জন্য কাগজ, কাপড়ের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে! পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন, এখন একবার স্ক্রুর মূল্যের কথাটা শুনুন। যে নেটেল্ ফোল্ডের স্ক্রু ১ ইঞ্চি পাঁচ আনা, ছয় আনায় বিক্রয় হইত, আজ তাহার মূল্য ১৵০ হইয়াছে, আরও বাড়িবে, প্রতিনিয়তই বাড়িতেছে। আমেরিকান স্ক্রু যাহার আদৌ বাজারে আদর ছিল না, তাহা ১৲ ইঞ্চি দরে বিক্রয় হইতেছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, বাজারে আর এসকল পাওয়া যাইবে না। লৌহ এবং ইস্পাতের জিনিস মাত্রেরই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

এলুই মিনমের জিনিসের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে।

বস্ত্রের অভাবে এদেশের বড় দুর্দ্দশা হইবে, এবার পূজায় সময় অনেক দুঃখী লোকে কাপড়তো কিনিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। অনেক মধ্যবৃত্ত লোককেও কাতর হইতে হইবে, দেশের কার্পাস শিল্প কার্পাস চাষ থাকিলে আজ মোটা কাপড় পরিয়াও মান রক্ষা করা চলিত, পরমুখাপেক্ষিতার ইহাই পরিণাম।

এমন পরিণাম যে এদেশের লোকে ২।৪ বার না দেখিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু কেমন ঘুমন্ত, ঝিমন্ত দশা আমাদের, চৈতন্য হইবার নয়, কখনও হইবেও বলিয়া যেন মনে হয় না। নারায়ণের ইচ্ছা।

চাষের ও বৃষ্টির অবস্থা।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই সুবৃষ্টির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে—সম্ভবতঃ এবারকার কৃষির অবস্থা এখনও আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে! কিন্তু প্রমাদ ঘটে সেই আশ্বিন ও কার্ত্তিকের শেষভাগে; প্রায় অনেক স্থলে জলাভাবে শস্য রক্ষা হয় না। সেই সময় একবার বৃষ্টি হইলেই বাঙ্গালার অনেক স্থলে কৃষি নিরাপদ হয়।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

২৫।২ এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XI.

৯ম সংখ্যা। SEPTEMBER 1917. সেপ্টেম্বর ১৯১৭। No. 9.

কলিকাতা ও সহরতলীসমূহে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৭৩টী ছাপাখানা আছে এবং তথা হইতে ১৭ খানা দৈনিক, ৩ খানা ত্র্যহিক, ৩৭ খানা সাপ্তাহিক ৭ খানা পাক্ষিক, ১৪২ খানা মাসিক এবং ২৫ খানা ত্রৈমাসিক কাগজ বাহির হইয়া থাকে।

তুলার কথা—ইংলণ্ডে তুলার এমন অভাব হইয়াছে যে, মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল সমূহের জন্ত ল্যাঙ্কেশায়ের তুলার বাজার বন্ধ হইয়াছে। যথেষ্ট বিলাতী কাপড় প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা এবার কম। এই সময়ে ভারতের কাপড়ের কলের মালিকেরা দেশী মোটা তুলায় প্রচুর মোটা কাপড় প্রস্তুত করিলে লাভবান হইবেন।

কয়লা না তৈল। বিলাতে সমরপোত সমূহ আজ কাল কয়লার পরিবর্ত্তে তৈলের সাহায্যে চলিতেছে, পাঠকগণ একথা অবগত আছেন। ভারতের রেলপথ সমূহেও কয়লার পরিবর্ত্তে তৈলের ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হইতেছে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছে। সুবিধা দেখিতে পাইলে অন্যান্য রেলপথ অবশ্যই ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে।

ঘৃতে ভেজাল।—ঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রিত করা জুয়াচোর ব্যবসায়ীদিগের অর্থাগমের একটা উপায় হইয়াছে; তাহারা কোন মতে ঐ পাপ কার্য্য হইতে বিরত হয় না। আইনে এমন কোন কঠোর দণ্ড বিধান নাই যে, তাহার ভয়ে উহাদিগের পাপ প্রবৃত্তির দমন হয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মারওয়াড়ী সভা হইতে ঘৃতে ভেজাল নিবারণের চেষ্টা বিশেষভাবে হইতেছে। তাহারা অনেকে ঘৃত আর ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কেবল মারওয়াড়ী সম্প্রদায়ের চেষ্টায় আশানুরূপ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে ঘৃতে গো মহিষ্যাদির সকল পশুর চর্ব্বি মিশ্রিত করা হয়, তাহার ব্যবহারে হিন্দুমাত্রেরই বিরত হওয়া উচিত। ঐরূপ ঘৃত ব্যবহারে মুসলমানদিগেরও ধর্ম্মহানি ঘটিবার সম্ভাবনাও আছে। এ অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমান সকলেই যদি ঘৃতের ব্যবহার পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অর্থলোভী

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ব্যবসায়ীদিগের চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা আছে, নচেৎ নহে। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিন্দু ও মুসলমানগণ কি স্বতের ব্যবহারে বিরত হইতে পারিবেন না?

কৃষিশিক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ—গত ১৮ই জুন শিমলা-শৈলে কৃষি-শিক্ষা কন্‌ফারেন্স (The Agricaltural Education Conference) বসিয়াছিল। ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও রাজস্ব বিভাগের সদস্য সার ক্লড হিল (The Hon'ble Sir Clude Hill, K. C. S. I. C. I. E, I. C. S.) মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—তাঁহার ইচ্ছা, প্রত্যেক জিলায় কৃষি-শিক্ষার জন্য একটী উচ্চ বিভালয় ও বহুসংখ্যক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহাতে এদেশে কৃষিশিক্ষার পথ সুগম হইবে। ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। আমরা সভাপতি মহোদয়ের অভিমতকে সর্ব্বাংশেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, কৃষি বিদ্যালয় খুলিয়া অত্যল্পসংখ্যক ভদ্রসন্তানকে যৎকিঞ্চিৎ কৃষি শিক্ষা দিতে পারিলেও, তাহাতে এদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতির বিশেষ কিছু সহায়তা করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কৃষিশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে স্কুল ও পাঠশালা স্থাপন না করিয়াও মার্কিণের উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের (Grammar Schools) অনুকরণে (এ সম্বন্ধে "কৃষি-সম্পদে" বহুবারই বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।) আমাদের দেশের উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং প্রাথমিক পাঠশালা সমূহে কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারিলেই আশানুরূপ সুফললাভ ঘটিতে পারে। আমাদের কৃষি-প্রাণ-দেশের শিক্ষার্থীমাত্রেরই মোটামুটিভাবে কৃষিশিক্ষা করা সঙ্গত।

প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা রহিলে, এ দেশের সাধারণ কৃষিদিগেরও শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। এ দেশের সাধারণ কৃষকেরা তাহাদের সন্তানদিগের জন্য, ইতিহাস ও গণিত ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে মোটেই রাজি নহে; কারণ, তাহাতে তাহাদের প্রত্যক্ষ ফললাভের অর্থাৎ আর্থিক উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা বড় কম। এই জন্যই এদেশের অশিক্ষিত কৃষকদিগের শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইতে হইলে তাহাদিগকে তাহাদের শিক্ষার ফল সম্যক্ দেখাইয়া দিতে হইবে; অর্থাৎ অল্প বয়স্ক কৃষকসন্তানেরাও, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়াই, শস্যোৎপাদনে কিরূপ তাহাদের সহায়তা করিয়া আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে; তাহা তাহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। যদি, তাহারা শিক্ষার এই উপকারিতার বিষয় সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবে না। এ দেশের দুঃস্থ কৃষকদিগের অধিকাংশই পয়সা ব্যয় করিয়া সন্তানের শিক্ষা দিতে সমর্থ নহে। এমতাবস্থায় শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে না পারিলে, পুত্রের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য ব্যয় করিতে তাহারা সম্মত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কৃষকদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে (১) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, (২) কৃষকদিগকে শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া এবং (৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষায় উপায় নির্দ্ধারণ—প্রথমতঃ এই তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। কৃষকদিগের উন্নতি কল্পে—তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারোদ্দেশ্যে ইহাই আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

সার ক্লড হিল মহোদয়ের প্রস্তাবানুযায়ী প্রত্যেক জেলায় এক একটি করিয়া উচ্চ কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঐ সকল বিদ্যালয়ের পাশকরা ছাত্রেরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। চাকরি জুটিবার প্রলোভন রহিলে, কোনও কৃষি-বিদ্যালয়েই ছাত্রের অভাব হইবে না। এই হিসাবে, আমরা প্রত্যেক জেলায় এক একটি উচ্চ কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষপাতী। কিন্তু ঐরূপ বিদ্যালয়-সংলগ্ন ভূমিতে এক একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা বড় কম। এমতাবস্থায় প্রত্যেক জেলায় এক একটি বিদ্যালয়-সংলগ্ন আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইলে, কৃষি-শিক্ষার পথ সুগম হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কৃঃ সঃ।

জর্ম্মণীর কৃষি

বিভাগের জনৈক ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন, বিগত ৩০ বৎসরে জর্ম্মণীর লোকসংখ্যা ৪,৮০,০০,০০০ হইতে ৬,৭০,০০,০০০ হইয়াছে। কিন্তু চাষীজমির পরিমাণ ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। জর্ম্মণী বর্দ্ধিত ২ কোটী লোকের উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা করিল কিরূপে? কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিয়াই জর্ম্মণী অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মণীতে প্রতি বিঘায় যত শস্য উৎপন্ন হইত, ইংলণ্ডে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ভাগ বেশী হইত। কিন্তু এই ২৫ বৎসরে জর্ম্মণেরা কৃষি-বিজ্ঞানের এমন উন্নতি করিয়াছে যে, এখন সর্ব্বাপেক্ষা বিঘা প্রতি শতকরা ৭০ ভাগ অধিক শস্য উৎপাদন করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, যে সকল জমিতে পূর্ব্বে নিকৃষ্ট শস্য উৎপন্ন হইত, সেই সকল জমির উৎকর্ষসাধন করিয়া তাহাতে মুল্যবান শস্য উৎপাদন করিতেছে। জমি অধিকতর উর্ব্বরা করিয়া ও কৃষির উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া, জর্ম্মণী ২৫ বৎসর

পূর্ব্বে যত শস্য উৎপন্ন করিত, এখন তাহার দ্বিগুণ শস্য উৎপাদন করিতেছে। লোকসংখ্যা দেড়া হইয়াছে বটে, কিন্তু উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে। সুতরাং, জার্ম্মাণীর আহারের জন্য যত শস্য প্রয়োজন, তাহা জর্ম্মাণীতেই জন্মিতেছে। অধিকন্তু, উদ্বৃত্ত আহার্য্য দ্রব্যও অন্য দেশে রপ্তানি করিতে সমর্থ হইতেছে।

জর্ম্মাণী কৃষির এমন উন্নতি করিয়াছে যে, ইংলণ্ডে প্রতি ৩০০ বিঘায় ৬ জন লোক কাজ করে, জর্ম্মণীতে ১৮ জন করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে ৩০০ বিঘার উৎপন্ন শস্যে ৪৫ জন ৫০ জনের আহার যোটে; কিন্তু জর্ম্মণীতে ৭০ হইতে ৭৫ জনের আহারের সামগ্রী সংগ্রহ হয়। কৃষির উন্নতি করাতেই জর্ম্মণী আজও অনাহারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে নাই।

"সঞ্জীবনী।"

বঙ্গবাসী বলিয়াছেন, বিলাতের লোক বাণিজ্য বাণিজ্য করিয়া ক্ষেপিয়া কৃষি প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিল; ইহাতে যে তাহাদের দুরবস্থা একচক্ষু-হরিণের ন্যায় হইয়া আসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ ঐ একচক্ষু হরিণের বোজা চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে। এখন ইংরেজ বুঝিয়াছেন, ব্যবসা বাণিজ্য যাহাই কর, বাঁচিবার জন্য পেটের ভাত ঘরে তৈয়ারী করা চাই। অবাধ বাণিজ্য আর সাগরে একাধিপত্যের অজুহাতে—ঐদিকে অন্ধ হইয়া গেলে আর চলিবে না। তাই এখন বিলাতময় চাষের হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বিলাতের "ফর্টনাইট্‌লী রিভিউ" পত্রে প্রফেসর জে, বি, ফার্থ এবিষয় খুব চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে মূলপ্রতিপাদ্য—ইংরেজ চাষ একেবারে ছাড়িয়া যে খুব পাপ করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এখন হইতেছে; তবে এই প্রায়শ্চিত্তের ফলে ভবিষ্যতে ভাল হইবে। তিনি এই সত্য প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—A nation which wilfully neglects the plough, does so at the peril of its existence." অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি চাষে অবহেলা করে, তাহা হইলে সেজাতির অস্তিত্ব রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। বাণিজ্যপ্রধান ও শীতপ্রধান অনুর্ব্বর ইংলণ্ডে কৃষিসম্বন্ধে যখন এই কথা, তখন আমাদের এই প্রায় বাণিজ্য হীন কৃষিপ্রধান "সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা উর্ব্বর দেশের সম্বন্ধে আর কি কথা আছে? ঐ কৃষি-লক্ষ্মীকে অবহেলা করিয়াই আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি। এমন ঐশ্বর্য্যবান্ ইংলণ্ড যিনি ব্যাণিজ্যের দ্বারা মহালক্ষ্মীমন্ত, তিনি পর্য্যন্ত আজ দায়ে ঠেকিয়া কৃষির আদর বুঝিতেছেন; দায়ে ঠেলা কৃষির—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; আর আমরা—কাহার প্ররোচনায়, কাহার মোহে সেই কৃষি-সম্পদকে অবহেলা করিতেছি?

দোকানদারী।

দোকানদার বা ব্যবসায়ীর উন্নতি অবনতি তাহার নিজের সৃষ্টি। কিন্তু হতাশ, অকৃতকার্য্য ব্যবসায়ী তাহা বলিতে চাহে না, সে বলে যে, অপরে যে ব্যবসায়ে সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হইয়াছে, সে কেবল তাহার প্রকৃতির জন্য—তাহার অদৃষ্ট ভাল, সেই জন্য তাহার ব্যবসায় লাভবান হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া বড় ব্যবসায়ী হইয়াছে, তাহারা বলে যে, বড় কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলাম সেই জন্য পরমেশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।

পাশ্চাত্য এবং আমেরিকান অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখাইয়াছেন যে, Go ahead thinking and acting men win in success. যাহারা খুব বড় একটা আশা লইয়া, তাহাই সফল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যলাভে সফলকাম হয়েন।

প্রত্যেক কামনায় সফল করিবার পশ্চাতে দুইটী অতি অপরিহার্য্য গুণ থাকা আবশ্যক, নচেৎ কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। অধ্যবসায় এবং তীক্ষ্ন বুদ্ধি। যাহার এই দুইটী গুণের অভাব, সে কখন ব্যবসায় বা দোকান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য আমেরিকার অভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন, "Two simple qualification must be behind every success—Energy and intelligence. Men who work and think are the kind who make for progress. Laziness won't trouble to think—stupidity can't".

এ দেশের ব্যবসায়ীর এমন গুণের অভাব। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু সংকল্পিত আকাঙ্ক্ষা সফল করিবার মত চেষ্টা নাই, তেমন তীক্ষ্ন বুদ্ধি, তেমন মৌলিক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিবার মত চিন্তাশীলতা নাই। কাজ করে, অনুকরণ করে, কিন্তু তজ্জন্য কোন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা নাই। যেন কোনরূপে দিনগত পাপক্ষয়। যেন কিছু না করিলে নয়, তাই কিছু করিয়াছে, এমনই ভাবের কাজ করিয়া যাইতে চায় এইজন্য এদেশের ব্যবসায়ীর অবস্থার উন্নতি হয় না।

একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যবসায় সাহস এবং মৌলিক উপায় দ্বারা আমেরিকা এবং ইউরোপের ব্যবসায়ীগণ

যেমন বনিয়াদের হইয়া বসেন, তেমনটী এদেশে দেখা যায় না। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, দেশের দোকানদার মামুলী অর্থাৎ সেকেলে চাল ছাড়িয়া আধুনিক নূতন কোন পন্থা অবলম্বন করিতে চাহে না। প্রায় গড়ে সাধারণ দোকানদার দোকানের চারিদিকে পসরা সাজাইয়া পথিকের মুখপানে তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আধুনিক যে এই পন্থা অপেক্ষা বহু অভিনব পন্থা, যাহা নিত্যই নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহারা তাহার সংবাদও রাখে না এবং তজ্জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করিতে চাহে না। আবার যাহারা একটু শিক্ষিত, তাহারা চাল দুরস্ত রাখিয়া আধুনিক পন্থায় বিজ্ঞাপনাদি দ্বারায় কার্য্য করিতে চাহিলেও বড় বিলাসী, বড় শ্রম কাতর, নিজে হাতে, নিজে ভাবিতে চিন্তিতে নারাজ। লোকজন রাখিয়া মূলধন ন্যস্ত করিয়া কোনরূপে তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদে একটু ধুলা গুড়া না লাগে, এমন কেতা দুরস্ত হইয়া বসিবার জন্য যত ব্যাকুল বা ব্যস্ত বা চিন্তিত, তেমনটী ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা বা চিন্তিতভাব দেখা যায় না।

কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য জগদ্বিখ্যাত ব্যবসায়ী যথা লিপ্টন, হোয়াইটলি, লায়নস প্রভৃতির ব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, একেবারেই মূলধন হীন হইয়া স্বীয় কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা দুর্দ্ধর্ষ সাহস এবং অধ্যবসায় গুণেই অতিক্ষুদ্র ব্যবসায় হইতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জগতে আদর্শ ব্যবসায়ী নামে অভিহিত হইতে পারিয়াছিলেন। এদেশেও স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল, স্বনামধন্য মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ বিলাসশূন্য সদাসিদে অবস্থা হইতেই সিদ্ধকাম হইয়া আজ আসল ও সৎ ব্যবসায়ী নামে পরিচিত হইতে পারিয়াছেন। "Success treads on the heels of every right effort." যেখানে মানুষ কার্য্যে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রকৃত আন্তরিক এবং যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে সেই স্থানেই সিদ্ধ-লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, সাধনায় সিদ্ধিলাভের মত কঠোর চেষ্টা এদেশের দোকানদারের নাই। সেইজন্য গনেশ উল্টাইয়া যায়। এ অদৃষ্টের দোষও নয়, আর সৌভাগ্যের কথা নয়। জগতে অর্থের অভাব নাই, জগতে যে কত ধন তাহার ইয়ত্তাই হইতে পারে না, ঐকান্তিক বাসনা থাকিলে তাহা লাভের জন্য জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারিলেই তুমিও সেই ধনের অংশ পাইতে যে কেন পারিবে না তাহা বুঝিতে পারি না। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যুঝিতে হইলে অসাধারণ মনের বল, অসাধারণ শ্রমশীলতা, মৌলিক গবেষণা, অসাধারণ অধ্যবসায় এবং নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতায় অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইতে পারা যায়। এদেশের দোকানদারগণের সেই সকল গুণ আছে কি? একথা জিজ্ঞাসা করা কি অন্যায়?

কাঃ সং।

এক শিশি আতরের আত্মকাহিনী।

(১)

আগে আমার নাম ছিল মধু; সে অনেক দিনের কথা, যখন একদিন বসন্ত সায়াহ্নের মৃদু বাতাসে আমি ফুলের বুকে শুইয়াছিলাম, রাত্রে চন্দ্রালোক ফুলের অঙ্গ প্লাবিত করিতেছিল, সারা রজনী মৌমাছি ও একটা কাল ভ্রমর আমাকে তাহাদের অন্ধকারময় ভাণ্ডারে জমা করিবার জন্য অনুক্ষণ রবে মিনতি জানাইয়াছিল। তাহার পর বিগত রজনীর ন্যায় আমার সে সুখনিশি প্রভাত হইল। ঠিক সম্পূর্ণ প্রভাতও নয়, বলিতে গেলে মধ্যরাত্রি, আমি একটা পাত্রে আহরিত হইলাম; তাহার পরে কয়েকদিন নানা সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, কখনও তাপ সহিয়া, কখনও শিশিরে সজীব হইয়া আমি রূপান্তরিত হইলাম, তখন আমার যৌবনাবস্থা, নামেরও পরিবর্ত্তন হইল, নূতন নাম হইল "আতর", ভাগ্যে মৌমাছি লইয়া যায় নাই। এ রকম নামের পরিবর্ত্তন সকলেরই হয়, ছেলেবেলায় খোকা, খুড়ো, পুঁটেই, বড় হইলে মনীন্দ্র, প্রভাত, বুড়ী, খাঁদিই বড় হইলে স্বর্ণলতা, বনশোভা।

কয়েকদিন পরে আমাকে নানারূপ খাস খড় জড়াইয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া যেন কোথাও গমনোপযোগী করা হইল, একদিন সকালে আতাউল্লা সাহেব তাঁ'র প্রকাণ্ড ঝোলার মধ্যে ভরিয়া আমাকে পৃষ্ঠে লইল, আমি গাজীপুর পরিত্যাগ করিব; করিমা বিবি দরদর ধারা অশ্রু মুছিয়া স্বামী ও তৎসহ আমাকে বিদায় দিল।

আমরা কলিকাতায় আসিলাম, আহা কি কলিকাতা, বুঝি ইন্দ্রের অমরাবতীর আদর্শে কলিকাতা গঠিত হইয়াছিল। আমি আতাসাহেবের ঝোলাতে থাকিয়া কত বড় লোকের বাড়ীতে গেলাম, সে সব কি সুন্দর বাড়ী, এমন বাড়ী আমাদের গাজীপুরে ছিল না, কত ধনী, তাঁহার হীরকাঙ্গুরী মণ্ডিত অঙ্গুলী দিয়া আমাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, কেহ বা বলিলেন, "এটাও মন্দ নয়।" কেহ বলিলেন, "এরও গন্ধ ভাল ?" কিন্তু বুঝি ঠিক মনের মত হইলাম না, তাই আমি ধনীর মন্দিরে স্থান পাইলাম না।

একদিন শারদীয় প্রভাতে একটী পুরাতন অট্টালিকার দ্বারে আমরা উপস্থিত হইলাম,

এক যুবা পুরুষ আমায় আদর করিয়া তুলিয়া লইলেন, এতদিনের পর আমার ভাগ্য নিরূপিত হইল। সারাদিন একটা টেবিলের উপর একরাশি কাগজের পাশে পড়িয়া রহিলাম, সন্ধ্যার সময় তাঁহার পকেটে বসিয়া তাঁর শ্বশুরবাড়ী গেলাম, রাত্রি ১০টার সময় এক হৃষ্টপুষ্ট, সালঙ্কারা, সুহাসিনী যুবতী লজ্জানত মুখে আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন, তিনি পকেট হইতে আমায় বাহির করিয়া পত্নীর সুগ্ন জলভাত উইকোটা খাওয়াইয়া দিয়া তাঁহার কোমল করতলে আমায় উপহার দিলেন।

তাহার পরে সে যুবতী আমায় বড় খরচ করে নাই, কত আদরে আমায় একটা হাত-বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছিল। দিনের পর দিন যায়, সে যুবক প্রৌঢ় হইয়া স্বর্গে গেলেন, যুবতী বৃদ্ধা হইলেন, বিধবা মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে সব ছোট্ট সন্তানটার জন্ম বড় কাতর হইলেন, প্রত্যহ হিতোপদেশ দিতেন, একদিন নলিনকে ডাকিয়া আমায় তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখিলেই মনে করিও, আমি স্বর্গে বসিয়া তোমার সব কাজ দেখিতেছি, অন্যায় করিলে আর আমায় দেখিতে পাবে না, নয়তো স্বর্গে আবার পুণর্মিলন হবে।" পরদিন বড়বউ ও বড় ছেলেকে ডাকিয়া তাহাদের হাতে নলিনের হাত সঁপিয়া দিয়া বলিলেন, "যেমন কনু, বিনু, তেমনি নলিন তোমাদের হ'ল; আমার বড় আদরের ছেলেকে যেন অযত্ন করো না। প্রতিজ্ঞা কর।'

বউ এক গলা ঘোমটা দিয়া বলিল, "কখনও কি ভিন্নভাব করেছি মা? কনী বিনুর চেয়ে আমি নলিনকে বেশী ভালবাসি।" আর অজয় চক্ষের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বলিল, "মাগো, আমাদের ছেড়ে যেও না! নলিনকে আমরা বুকে করে রাখ্‌ব।"

(২)

মার মৃত্যুর পরে নলিন দেখিল, জগতটা বড় সহজ জায়গা নহে; হঠাৎ যেন পট পরিবর্ত্তনের মত বৌদিদির মেজাজটার একেবারেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে কি এই বার বৎসর ঘুমাইয়াছিল? কই, বউদিদির এভাব তো একদিনও দেখে নাই। কনী স্কুল হইতে আসিয়া কত লুচী সন্দেশ পায়, নলিন লুটা সকালের কড়কড়ে ভাত খায়, খাইতে বসিয়া কনী মাছের মুড়া পায়, নলিন চাকরদের কুচো মাছ একটা পায়! কনীর ভাল ভাল কাপড় জামা আসে, বউদিদি বলেন; নলিনের মত কাপড় ছিঁড়িতে কেউ পারে না, তাই মোটা কাপড় কিনে দিই।" তাই কি সত্য? এসব ছোট কথা অন্যের নজরে পড়ে না, কিন্তু নলিন সব খুটিনাটীগুলি জড় করিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া চক্ষের জল ফেলে।

অজয় পিতৃধনের অংশীদারকে যে স্নেহ-চক্ষে দেখিবে না, তাহাতে তাহার আশ্চর্য্য কি? আদালতে যে সব মোকর্দ্দমা উঠে, তাহার এক সিকি ভাগ ভাই ভাই বিষয় লইয়া মোকর্দ্দমা; অজয় মা'র মৃত্যুর পরে এক বৎসর না যাইতেই স্থির সিদ্ধান্ত করিল, "নলিন বড় বোকা, কুঁড়ে, পড়ায় অমনোযোগী, গুরুজনের অবাধ্য এবং দুষ্ট! সুতরাং মিছে টাকা খরচ করা কেন, স্কুল ছাড়াইয়া ছোট ছেলে-দের বরং দেখিলে কাজ হয়; বুড়া ঝিটা একলা এতগুলো ছেলেকে তো আর দেখিতে পারে না। কাজেও তাহাই হইল।

প্রথম প্রথম নলিন আপন পূর্ব্বাভ্যাস মত কিছুতেই মনে করিতে পারিত না, যে সে এসংসারের কেহ নহে, সেজন্য সে অনেক প্রহার খাইত, অনেক গালি সহিত। ক্রমে যখন বুঝিল, তখন সে মূকবধির ও সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইয়া এই সংসারে অবস্থান করিতে লাগিল।

একদিন কনীর সহিত বিবাদ হইয়াছে, নলিন ঘরে বসিয়া মলিনমুখে কি যেন একটা জিনিস লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতেছিল, কনীর দিদি ইন্দু আসিয়া বলিল, "তোর হাতে কি রে দেখি?" নলিন কাপড়ে লুকাইতে সন্দেহ তো বাড়িবারই কথা, জোর করিয়া হাত ধরিয়া টানিতেই যখন বিচিত্র কাচের শিশিতে আমাকে দেখিল, তখনই চিৎকার করিয়া বলিল, "এ আতর শিশি কোথায় পেলি? এ নিশ্চয় আমারি! বিয়ের পরে কত কি সব পেয়েছি, আমার মনেও নাই, তুই কখন একটা চুরি রেখেছিস্!"

তা'রপরে আমার লইতে কত তুমুল কাণ্ড হইল, বউদিদির অজস্র গালিতে ও অজয়ের দারুণ প্রহারেও বালক আমায় বক্ষচ্যুত করিল না, শেষে অজয় বলিলেন, "যদি ভাল চা'স, তবে চুরি স্বীকার করে, ইন্দুকে আতর ফিরিয়ে দে, নয়তো আমার বাড়ী হ'তে এখনি দূর হয়ে যা'। মা আজ দুবৎসর মারা গিয়ে-ছেন, তিনি তো'কে আতর দিয়েছেন, আর তুই সেই জিনিস যত্ন করে তুলে রেখেছিস, এ একটা কথাই নয়।"

তাহার পরে যখন আকাশে দামিনী চমকাইতেছিল, ও বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতেছিল, বাহিরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, তখন অজয় নলিনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া বাহির করিয়া দিল।

বালক কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে বসিয়া রহিল, আমাকে বাহির করিয়া অজস্র চুম্বন করিল, তখন আমার এত আহ্লাদ হইতেছিল যে যদি আমি সচল হইতাম, তবে দুইহাতে তাহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিতাম। সেদিন আর নলিন বাড়ী যাইতে চেষ্টা করিল না, ধীর বালক করযোড়ে ভগবানের ও মাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া গভীর অন্ধকারে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

তাহার পরে কি হইল, তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, সে রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বিড়ী খাইয়া একটা বড়বাজারে গাঁটকাটা হইল, এরূপ স্থলে তাহাই হয় বটে, কিন্তু পিতামাতার প্রতি যাহার ভক্তি থাকে, ভগবানে যাহার বিশ্বাস থাকে, সে তাহা হয় না। দুঃখ মানবের শিক্ষা, দুঃখ উন্নতির সোপান, কয়টা ধনীসন্তান মানুষ হয়? কিন্তু ধনবানের বাল্যজীবনীতে দুঃখের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। নলিন গাঁটকাটা হয় নাই, মানুষ হইল, পরে বিবৃত আছে।

(৩)

যে বলে ছেলেবেলায় সুবিধা হয় নাই বলিয়া লেখাপড়া করিতে পারিলাম না, আমি বলি, সে তা'র কোন অবস্থা বা ঘটনার দোষ নহে, দোষ তা'র নিজের। কলিকাতা মহানগরীতে শিক্ষার শত সুবিধা রহিয়াছে, অজ্ঞানতাবশতঃ বালকেরা হেলায় সেদিন হারায়, বড় হইয়া যখন কেরানীজীবনে অথবা দরিদ্রতার নিষ্পেষিত হয়, তখন বড় কষ্টানুভব করে, অথচ সে বিবেককে বুঝাইবার জন্ত যাহা হয় একটা বলে! বিবেক মানবের বড় হুঁসি-প্রহরী, যে কোন দুষ্কার্য্য করিতে যাও, বিবেক আগে হৃদয়ে জোরে জোরে ধাক্কা দিবে, তখন তাহাকে যাহা হয়, একটা কিছু কৈফিয়ত না দিলে নয়, তাই যাহা হউক, একটা বলিয়া বুঝাইতে হয়। নলিন কোন ধনীর গৃহে সকালে সন্ধ্যায় কাজ করিত, বিনিময়ে খাইতে পাইত, ফ্রীতে স্কুলে পড়িত, এইরূপে বয়স ও শিক্ষার উন্নতি হইলে সে বাজার সরকারী ছাড়িয়া মাষ্টারী আরম্ভ করিল। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া প্রথমে চাকরী পরে ব্যবসা আরম্ভ করিল। দীনদুঃখী নলিনের আজ ধনমানের সীমা রহিল না।

নলিনের এখন পাঞ্জাবে একটা কারবার হইয়াছে। সেই খানে একখানি সুন্দর বাংলায় নলিন থাকেন। আমি এখন নলিনের সহচর, বিপদে দারিদ্র্যে যে আমায় পরিত্যাগ করে নাই, সম্পদে সুখেও সে আমায় পরিত্যাগ করিল না। লোকে বলে অদৃষ্ট চক্রবৎ ঘুরিতেছে; একবার সুখ, একবার দুঃখ আসিতেছে, বুঝি ইহা শুধু মানুষের জন্ত নহে, বস্তুরও আছে, মানুষের মত সকল পদার্থেরই দশদশা আছে, একদিন আমি নলিনের কাঠের বাক্সে অন্ধকারময় গহ্বরে পুরাতন একটা বাড়ীতে পড়িয়াছিলাম। আর আজ আমার বড়ই সুখ। ফুলবাগানের ধারে বড় বৈঠকখানায় ভাল গ্লাসকেশে, রজত-নির্ম্মিত ডিসের উপর, কার্পাসজাত পুষ্পের মালা গলায় দিয়া, আমি এখন দর্শকের মনোযোগ আকর্ষন করিতেছি, আমার সুখের সীমা নাই।

অজয়ের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার আবার কয়েকটি পোষ্য নলিনের গলায় পড়িয়াছে।

(৪)

একদিন দুপুরবেলা নলিনের মেয়ে লিলি বারাণ্ডায় খেলিতেছে, নলিনের চাপরাশী কি করিতে আসিয়াছিল, সে কয়েকটা ধাপ পার হইয়া লিলিকে বলিল, "দিদিজি! মেরা বাপ্‌ক কান্‌মে বহুত দরদ হুয়া থা, বুডঢা আদমী রাতমে করদম শোনে নেই সক্‌তা! মেহের বানী করকে জেরা দাওয়াই দিজিয়ে!"

লিলি একটা প্রধান ডাক্তারের মত গম্ভীর মুখে রোগের অবস্থা জানিল, পরে খানিক দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল, পচা আতর দিলে কানের পুঁজ সারে, বালিকা চকিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বাবার গ্লাস-কেশে একটা পুরাতন আতর আছে, একটা শিশিতে কয়েকফোটা ঢালিয়া দিয়া বলিল, "ইয়ে বড়া আচ্ছা দাওয়াই হায়, তোমলোক উনকা কান্‌মে রোয়াসে ডাল দেও, আচ্ছা হো যাগা!" কৃতজ্ঞ চাপরাশী বলিল, "বহুত হুজুর আবি আজি ভেজ দেগা!"

আবার আমি গাড়িতে চড়িয়া গাজিপুর চলিলাম, সে কি সুখ, প্রবাস হইতে আগত আমি ট্রেনে বসিয়া দেখিতেছি, যেন শিশু গাছ গুলি মাথা নাড়িয়া আমায় ডাকিতেছে, পুরাতন পথ-ঘাটের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কয়েকটা নূতন বালুকাময় রাস্তা, কয়েকটা নূতন পাথরের বাড়ী আমার অচেনা বোধ হইল।

ক্রমে আমি পোষ্টপিয়নের হাতে আমার ঠিকানায় আসিয়া পৌছিলাম, এযে আমার বড় পরিচিত কুটীর, এযে আমার বড় সাধের জন্মস্থান! তাহা কে জানে, আবার এমন ক'রে ঘরে ফিরে আসবো, মা জন্মভূমি! আবার কি সন্তানকে কোলে তুলে নিলি?

সন্ধ্যাবেলা একটী অপরিচিতা যুবতী' এক বৃদ্ধের কাছে আমায় ঢালিয়া দিল, বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে বলিল, বড়ি আচ্ছা দাওয়াই হ্যায়, হামারা লোথায় ছুট যাতা! একি! এযে আতাউল্লার কণ্ঠস্বর, বার্দ্ধক্য নিবন্ধন আমি চিনিতে পারি নাই, তাঁহার ভ্রূ দাড়ি সব পাকিয়া গিয়াছে। আমি দগ্ধ! আমি ধন্ত! আজ আতাউল্লার কষ্ট নিবারণ করিতে আমি তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বড় দুঃখ যে, আমায় বার্দ্ধক্য নিবন্ধন সাহেব আমায় চিনিল না।

তাহাদের ঘরেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহারা আতরের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছিল, করিমাবিবি এখন নাই, নূতন নূতন অনেকগুলি অচেনা মুখ দেখলেম।

আমার জীবনে আমি অনেক গুলি সৎকার্য্য করিলাম, অনেক অনেক মানুষ জন্মাবধি কেবল অসৎ কর্ম্মই করিয়া যায়, বাক্যে, কার্য্যে, ব্যব-

হায়রে! তাহার তুলনায় আমি ঢের ভাল,
আমার আত্তর জীবন আজ ধন্য!

সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

———

সিমলা যাত্রীর পত্র।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

আমি কোন উপান্তর না দেখিয়া তাহাই স্বীকার করিলাম, অতঃপর তিনি আর একটী ভদ্রলোকের নিকট লইয়া গেলেন, এবং আমার একটী চাকুরী করিয়া দিবার জন্ত তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ইনি ফরেন আফিসের মুদ্রাযন্ত্র বিভাগের বড় বাবু, ইনি এখানে ৩০০ শত টাকা বেতন পান, ঐ আফিসে ইহার বেশ প্রতিপত্তি আছে, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রাধানাথ বসু। আমার এতাদৃশ অবস্থা শুনিয়া এই কায়স্থ কুলোদ্ভব বসু মহাশয়ের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, আপনার কোন কার্য্যে পারদর্শিতা আছে? আমি বলিলাম, ভবদীয় বিভাগের সমস্ত কার্য্যেই আমার বিশেষ দক্ষতা আছে, ইহা শুনিয়া তিনিই বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনি কল্য বেলা ১১টার সময় আমার আফিসে সাক্ষাৎ করিবেন, অদ্যকার মত এইখানেই অবস্থান করুন। আমি এই মহানুভব রাধানাথ বাবুর কথায় আশ্বস্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। অতঃপর সে রাত্রিটীও একরূপে এই মহামায়ার মন্দিরে কাটিয়া গেল।

পরদিবস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলাম। এখানে ৫টার পূর্ব্বেই বেশ ফর্শা হইয়া যায়। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, সূর্য্যোদয় না হইলে ঘরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন না, কারণ এখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা, তাই আমি উঠিয়াছি বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ শয্যোপরি বসিয়া রহিলাম। অতঃপর দেখিলাম, যখন দিবাকর কিরণ জ্যোতিঃ আমাদের ঘরের ছিদ্রপথ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আমি বাহিরে আসিলাম এবং কালীবাড়ির চতুপার্শ্বস্থ পথে একটু ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কালীবাড়ী সিমলার এক অতি উচ্চ শিখরে অবস্থিত এবং এখান হইতে নিম্নস্থান বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়; তাই আমি নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলাম, কিন্তু তখন নিম্নভাগ সমস্তই তুষারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; তখনও তপন রশ্মি তথায় পৌঁছায় নাই। এদিকে যত বেলা হইতে লাগিল, ক্রমশঃ ততই বৃক্ষ লতাদি, পথ মাঠ ও গৃহাদি সমস্তই স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। এখানকার প্রকৃতির শোভা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। আমি এই সকল অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়াছিলাম। আমি যখন কালী বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন পুরোহিত মহাশয় চা পান করিতেছিলেন, আমায় আগমনে তিনি মহারাজকে আর এক কাপ্ চা দিতে আদেশ করিলেন। আমরা চা পান করিয়া মায়ের চণ্ডীমণ্টপে বসিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলাম। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, যাক্ আপনার একটা উপায় হইয়া গেল। যাহা হউক, আপনি প্রতি রবিবারে এখানে আসিতে ভুলিবেন না। আমি বলিলাম, মায়ের শান্তিময় চরণ দর্শন এবং ভবাদৃশ মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ প্রতি রবিবার কেন, প্রত্যহই বাঞ্ছনীয়।

বেলা ১০টা বাজিয়াছে, একটী লোক আসিয়া আমাকে বলিল, "ফরেন আফিসের বড় বাবু আপনাকে আফিসে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন," আমি তৎক্ষণাৎ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু পুরোহিত মহাশয় আহারের জন্ত জেদ করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন আহার না করিয়া যাওয়া হইবে না। অবশেষে তাহাই হইল, লোকটাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি আহারাদি শেষ করিয়া লইলাম। অতঃপর আমার পুত্রটীও আমার সহিত যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। সে আমাকে ছাড়া একদণ্ডও থাকিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের উভয়েরই যাওয়া সাব্যস্ত হইল। আমি প্রথমে মা আনন্দময়ীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুরোহিত মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা পিতাপুত্রে সেই লোকটীর সমভিব্যাহারে ফরেণ আফিসাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথমে কালীবাড়ি হইতে বাহির হইয়া একটী স্বল্প প্রশস্ত রাস্তা ক্রমে নিম্নভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া অপর একটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত রাস্তায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আমরা বরাবর সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি। পথের উভয় পার্শ্বে কোথাও গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা, তদুপরি অসংখ্য পাপদরাজী বিরাজ করিতেছে, কোথাও বা স্বল্প নিম্ন পাহাড়, তদুপরি সাহেবদের গৃহাদি লক্ষিত হইতেছে, আবার কোথাও নানা জাতীয় পুষ্প বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। এইরূপে আমরা প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া বাম দিকে আর একটী ছোট রাস্তায় অবতরণ করিলাম, এ রাস্তাটীও ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা এই রাস্তায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি তোরণ দ্বার পাইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি নানা জাতীয় পাদপরাজী পরিশোভিত প্রকাণ্ড উদ্যান। ইহার মধ্যে মধ্যে এক একটি লতাকুঞ্জ, তাহার চতুপার্শ্বে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়

র উদ্যানটি আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। কোথায় বা কৃত্রিম কোয়ারার ছিদ্রপথ দিয়া সুস্নিগ্ধ বারি নিঃসৃত হইতেছে, ইহাতে যেন উদ্যানের শোভা আরও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এই উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে এক বৃহৎ লোহিত বর্ণের ত্রিতল অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। ইহাই কুরেণু আফিস নামে অভিহিত। ভারত গভর্ণমেণ্টের সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্য এই আফিস দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সেই লোকটী আমাকে বরাবর বড় বাবুর কামরায় লইয়া গেল। তিনি আমায় দেখিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং একখানি দরখাস্ত লিখিতে আদেশ করিলেন। আমি নিতান্ত দীন হীন পথের ভিখারী হইলেও দাসত্ব ব্রতের উপর আমার বরাবরই একটা ঘৃণা ছিল। দাসত্বব্রতাবলম্বী লোক কখন জগতে উন্নতি করিতে পারে না। এই ব্রতে মানুষের অধ্যবসায় নষ্ট করে, কোন নূতন চেষ্টা থাকে না। মনের তেজ কমিয়া যায়, পরোপকার যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা একেবারে ভুলিয়া যায়। এমন একটি শ্রেষ্ঠ জীব প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়া একেবারে অপদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু আমি ঘটনাচক্রে চালিত হইয়া এই সুদূর প্রবাসে আসিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও গোলামী খাতায় নাম লিখিয়াছিলাম। আমি বড় বাবুর কথামত একখানি দরখাস্ত লিখিলাম, তিনি স্বয়ং তাহা লইয়া সাহেবের নিকট মঞ্জুর করাইয়া আনিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া আফিসের ভিতর আসিয়া আমার কার্য্যের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং কয়েকজন আমার সহযোগী কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। আমি রাধানাথ বাবুর এই বদান্যতায় বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি আরও বলিলেন, আপনার পুত্রের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, যখন আপনি আফিসে আসিবেন, তখন আপনার পুত্র আমাদের উপরে মেয়েদের নিকট থাকিবে। আমাদেরও উহার ন্যায় অল্প বয়স্ক কন্যা আছে, তাহারা বাহিরে খেলা করিবে—বেশ থাকিবে কোন চিন্তা নাই। আমি বলিলাম, আপনার এই অসামান্য অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

বেকারের উপায়।

চাকরী আর সহজ লভ্য নহে এমন কি দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এখনও এই চাকরী লাভের প্রত্যাশায় বহু মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবির সন্তানগণও আপনাদের জাত ব্যবসা ছাড়িয়া কলিকাতা প্রভৃতি বড় সহরে আসিতেছে এবং হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ভীষণ সময়ের জন্য সমস্ত কাজ কারবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বহু পুরাতন লোকেরও চাকরী গিয়াছে, নূতন লোকের ত কথাই নাই। কিন্তু তাহারা বারম্বার হতাশ হইলেও চাকরীর লক্ষ্য ভুলিতে পারে নাই। আশা, সময় হইলেই যে কোন একটা চাকরীতেই ঢুকিবে সুতরাং অন্য উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জনের বহু পন্থা দেখাইয়া দিলেও তাহাতে তাহারা বড় শ্রদ্ধা বা কর্ণপাত করে না, ফলে প্রত্যেক পল্লীতে, গ্রামেই এখন বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সংসারকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন। যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহারা চাকরী করিতে আসিবে যদি অদৃষ্ট ভাল হয়, তাহা হইলে ১০।১৫।২০ টাকা, মুরুব্বীর জোর থাকিলে, ঘুঁস ঘুঁস দিতে পারিলে হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি হিসাব করিয়া তাহার আয় ব্যয় দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর খাওয়া দাওয়া পোষাক পরিচ্ছদ ব্যয় সংকুলান করিয়া মাসে পাঁচটি টাকাও বাঁচাইয়া ঘরে পাঠাইতে হয় না। কুড়ি টাকা বেতনের একটী চাকুরে বাবুর ব্যয় ধরিয়া দেখাইতেছি, বাবু যদি মেসেই থাকেন, তাহা হইলে চৌদ্দ পোয়া আন্দাজ একটী বিছানা পাতিবার স্থান এবং খোরাকী বাবদে বর্ত্তমান সময়ে খুব সংক্ষেপে ১৩।১৪ টাকার কমে হয় না। নিজে রাঁধিয়া বাসা ভাড়াদি দিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক পড়ে। তাহার পর ধোবা, নাপিত, সিগারেট বিড়ি, চাকুরে বিশেষ, এই শ্রেণীর চাকুরে বাবুর সাবান চিরুণী ইত্যাদি না হইলে চলিবার উপায় থাকে না। সুতরাং খুব অল্প করিয়া ধরিলেও তজ্জন্য ৩৲ টাকার কমে হয় না। সুতরাং ১৫৲ ১৬৲ টাকা ব্যয় অনিবার্য্য। জলখাবার প্রভৃতি তবু ধরিলাম না, মাসিক ২৲ টাকা এই বাবুদে ধরিলে ২০৲ টাকার বেতনের মোট ১৮৲ টাকাই ত ব্যয় হইয়া যায়। বাকী ২৲ টাকার জন্য বিদেশে আসা। কিন্তু হতভাগ্য দেশের লোকে যদি অতি সামান্য মূলধন লইয়া দেশে জমী জায়গা লইয়া চাষ ও কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায় করে, তাহা হইলে অতি স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যায়। ইহা মুখের কথা নহে, সত্যই তাহাই হইয়া থাকে। এই সকল পন্থা দেখাইয়া আমরা "বেকারের উপায়" নামক একখানি পুস্তকও সাধারণকে দিয়াছিলাম। "কাজের লোকে" প্রত্যেক মাসেই এইরূপ বহু উপায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু কাহারও স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের তেমন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না। এই সকল কারণে প্রত্যেক সংসারেই একের উপার্জ্জনের উপর বেকারের আধিক্যতা হেতু দীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এ দেশের উচ্চাশা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশের সাধারণ শ্রেণীর লোকে কোন রূপে দুটী উদরান্নের সংস্থান করিলেই কৃতার্থ, যে অবস্থায় থাকে, তাহাতেই সন্তুষ্ট—কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কৃষকও প্রেসিডেণ্টের উচ্চাসনে বসিবার আশা রাখে, এবং স্বীয় অধ্যবসায়

এবং সাধনার বলে প্রকৃতই সেই উচ্চাসন লাভ করিয়া থাকে।

অর্থাভাবই আমাদের প্রকৃত রোগ, সংযম মিতব্যয়িতা দ্বারা আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ-বাহুল্য করিতে হইবে. মূলধনের অভাবেই আমাদের কৃষিশিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারে না। শুধু মাত্র সম্ভ্রমের দোহাই দিয়া বেকারের বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বেকারগণকে প্রাণপণে পরমুখাপেক্ষিতা পরিত্যাগ করিয়া বৃথা মান সম্ভ্রমের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজের অন্ন নিজের চেষ্টা করিতে হইবে। দেশেই অল্প ব্যয়ে অল্প মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে আমাদের কল্যাণের ভিত্তি সংস্থাপিত হইবে।

ভেজালে সর্ব্বনাশ।

ভেজালে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দুগ্ধে, তৈলে, মাখনে, চালে, ডালে, মসলায়, চিনিতে যাহাতেই অনুসন্ধান করুন, অর্থলোভী পিশাচগণ ভেঁজাল মিশাইয়া জাতি ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ধনবান হইয়া থাকে। আর অন্যদিকে নিরীহ ব্যক্তিগণ নানা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ধর্ম্মাভাবের অভাবেই এই শ্রেণীর নরপিশাচগণের সুযোগ ঘটিয়াছে। সম্প্রতি এই ঘৃত লইয়া কলিকাতার মারোয়াড়ী এবং হিন্দু মহলে যহা হুলুস্থুল চলিতেছে, ইহা স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়াছি।

কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার ক্রেক ভেজাল খাদ্য, সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছে।

গত বৎসর মিউনিসিপালিটির খাদ্য পরীক্ষক ডাক্তারেরা ১১৬ রকম ঘি পরীক্ষা করিয়াছেন। ৩৫ রকমের ঘি এর মধ্যে শতকরা ১০ হইতে ২০ভাগ; ৫৫ রকম ঘিএর মধ্যে শতকরা ২৬ হইতে ৫০ ভাগ এবং ২৪ রকম ঘিএর মধ্যে শতকরা ৫০ এর বেশী অখাদ্য দ্রব্য ছিল।

মিঠাই প্রভৃতি কি রকম ঘিএ তৈয়ার হয়, তাহা নিম্ন প্রকাশিত তালিকা পাঠ করিয়া জানা যাইবে।

১২১ রকম মিঠাই হইতে যে ঘি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ৪৬ রকম মিঠাইএর ঘিতে শতকরা ১০ হইতে ২৫ ভাগ, ৪৫ রকমে শতকরা ২৬ হইতে ৫০ ভাগ, ৩০ রকমে ৫০ ভাগের বেশী অখাদ্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

কয়েক রকম মিঠাএর ঘৃতে ঘৃতের লেষ মাত্র ছিল না। কেবলই চর্ব্বি ছিল।

১৫০ রকম দুধ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ৯২ রকমে শতকরা ২৫ ভাগ, ৫৩ রকমে ২৬ হইতে ৫০ ভাগ এবং ৫ রকমে ৫০ এর বেশী ভাগ জল। অর্থাৎ দুধে সের প্রতি দেড় ছটাক, চারি ছটাক, আধ সেরের বেশী জল ও অন্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

মিউনিসিপালিটীর নিয়ম এই যে, সের প্রতি দেড় ছটাকের কম ভেজাল থাকিলে, তাহা ভেজাল বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং কলিকাতায় প্রকৃত বিশুদ্ধ দুধ বা ঘি পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

মিউনিসিপালিটী প্রতিমাসে ৫০-৬০ রকম ঘি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ ঘি প্রায়ই পাওয়া যায় না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ঘৃতের মধ্যে জন্তুর চর্ব্বি, ভেসিলিন, চীনাবাদাম, মাটকলাইর তৈল, তিল তৈল, সরিষার তৈল, পোস্তর তৈল, মহুয়া তৈল এবং ঘন কঠিন কেরোসিন মিশ্রিত করা হয়। কেরোসিন মিশ্রিত ঘি কলিকাতার বাজারে সচরাচর বাহির করা হয়। যে রকম কেরোসিন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করা হয়, তাহার নাম পেট্রল জেলি ও প্যারাফিন ওয়াক্স।

সরিষার তৈল বলিয়া যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাতে নানা প্রকার অখাদ্য মিশ্রিত করা হয়। তাহাতে এমন দুর্গন্ধ যে, তদ্বারা যাহা রন্ধন করা যায়, তাহা বিস্বাদ ও অরুচিকর জনক হইয়া থাকে। ঐ তৈল খাইলে গলা ও বুক জ্বালা করে, অথচ এই প্রকার তৈলই কলিকাতায় ঘরে ঘরে চলিতেছে। সরিষার তৈলে শেয়ালকাঁটার তৈল এবং সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর গন্ধহীন কেরোসিন তৈল মিশাইয় সর্ব্বলোকের সর্ব্বনাশ করা হইতেছে।

কলিকাতায় যাহা গরুর দুধ বলিয়া বিক্রি হয়, তাহার অধিকাংশই মহিষীর দুধ। মহিষের দুধে অনেক ননী থাকে, সুতরাং তাহাতে যদি অর্দ্ধেক জল মিশান হয়, তবু ল্যাক্টোমিটার দ্বারা পরীক্ষা করিলেও জল ধরা পড়ে না। মহিষের দুধ ও গরুর দুধে জল মিশান হয়, এতদ্ব্যতীত উহা হইতে মাখন টানিয়া লইয়া কখনও আঁকের চিনি, কখনও বা সটির পালো মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই দুধ খাইলে শিশুদের দেহ পুষ্ট হয় না, এই দুধ খাইলে কাহারও কোন উপকার হয় না, সংস্কারবশতঃ লোকে উহা খায় ও পয়সা নষ্ট করে।

অনেকে মনে করেন, মাখনে অখাদ্য মিশ্রিত করা হয় না। মিউনিসিপাল রসায়নাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মাখনের সহিত প্রচুর জল ও চর্ব্বি মিশান হইয়া থাকে। বাজারে আলিগড়, দানাপুর, বোম্বাই ও আহম্মদাবাদের মাখন টিনের কৌটায় বন্ধ করিয়া বিক্রয় করা হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা এই যে তাহাতে ভেজাল নাই। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, উহা যে প্রকারে প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ঘাটাইল হইতে প্রচুর মাখনের আমদানী হয়, তাহাতেও আলাপুলার দ্রব্য মিশ্রিত থাকে।

আমাদের এখানে যতরূপ খাদ্য ঘি, দুগ্ধ ও মাখন অতি অবিশুদ্ধ সুতরাং আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমে নষ্ট হইতেছে।

বাঙ্গালীরা প্রতিদিন যে মিঠাই খান, তাহা বিষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালী নানা প্রকার ব্যাধিতে জীর্ণ হইতেছে, তবু কাহারও চৈতন্য হইতেছে না। ঘি দিয়া যে সকল মিঠাই তৈয়ারী হয়, তাহা খাওয়াও উচিত নয়, সন্দেশ ও রসগোল্লা সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু ঘিয়ে ভাজা মিঠাই খাওয়া, আর বিষ খাওয়া সমান। তৎপরিবর্তে চিড়া মুড়ি খই খাইবার রীতি প্রচলন করিলে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই রক্ষা হইতে পারে। আমরা কলিকাতার ছাত্রদিগকে এই অনুরোধ করি, তাঁহারা মিঠাই ত্যাগ করিতে দৃঢ় যেন সঙ্কল্প করুন।

ভেজাল ঘি ও প্রায়শ্চিত্ত।

মাড়োয়ারী বেনেরা শূকর চর্ব্বি, বিড়াল কুকুরের চর্ব্বি ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া সকলকে খাওয়াইয়াছে, তাই মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণগণ তিন দিন তিন রাত্রি গঙ্গার ঘাটে উপবাস ও হোম করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন ঘৃত ব্যবসায়ীদের দণ্ড না হইবে, ততদিন জল গ্রহণ করিবেন না। গত রবিবার মাড়োয়ারী পঞ্চায়েৎ অপরাধীদের শাস্তিবিধান করাতে ব্রাহ্মণদের উপবাস ভঙ্গ হইয়াছে।

একটা ঘৃতের দোকানের মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। সেই দোকানের ২ জন অংশীদারকে এক বৎসরের জন্য সমাজচ্যুত করা হইয়াছে এবং গোচারণের মাঠ ক্রয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা দিতে আদেশ করা হইয়াছে। যদি তাঁহারা এই দণ্ড স্বীকার না করে, তবে চিরদিনের জন্য এক ঘরিয়া হইয়া থাকিবে। ঐ দোকানের ম্যানেজারের ৭৫০০ টাকা জরিমানা ও ১ বৎসরের জন্য সমাজচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

আর এক দোকানে পিতা ও পুত্র মনিব উভয়ের ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও ১ বৎসরের জন্য সমাজচ্যুত করিবার আদেশ হইয়াছে। আদেশ অমান্য করিলে যাবজ্জীবনের জন্য সমাজচ্যুত হইয়া থাকিবেন।

একজন ব্রাহ্মণ ঘৃতের ব্যবসা করেন। তাঁহার ১১০০ টাকা জরিমানা ও ২ বৎসরের জন্য সমাজচ্যুতি দণ্ড হইয়াছে। মহেশ্বরী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি চিরদিনের জন্য একঘরে হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ঘৃত ব্যবসায়ীর বিচার হইতেছে।

ভেজাল ঘৃত ব্যবসায়ীদের দণ্ড হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ বাদ্যভাণ্ড করিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন।

ভেজাল ঘৃত ব্যবসায়ীদিগকে কঠোর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য শীঘ্র গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে।

টাকার মূল্য।

টাকার দর এখন কত বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহার হিসাব এদেশের খুব কম লোকেই করিয়া থাকেন। এদেশের প্রায় সকলেই মনে করেন, টাকা ত টাকাই। পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। কিন্তু তাহা নহে। রূপার ভরি পূর্ব্বে ৸৵০ কি ৸৶০ আনা দরে বিকাইত; এখন ষোল আনা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বের টাকার মূল্য আর এখনকার টাকার মূল্য এক নহে। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এদেশের লোকদের পরামর্শ দিতেছেন যে, এই সময়ে পুরাতন রূপার গহনাগুলি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত। এদিকে গবর্ণমেণ্টের তহবিলে কাগজী নোটের পরিমাণ ১০০ এক শত কোটী টাকার উপরে উঠিয়াছে। তাহার সমান মূল্যের টাকা [illegible] তহবিলে মজুত থাকা আবশ্যক, কাজেই নূতন টাকা প্রস্তুতের জন্য টাকশাল খুলিয়া দেওয়া উচিত এবং বিলাতের মুদ্রার তুলনায় ভারতের টাকার দর কিছু চড়াইয়া দেওয়া উচিত। পূর্ব্বের বিনিময়ের হারে টাকার দর ১ শিলিং ৪ পেন্স নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন এক শিলিং ৫ পেন্স করা উচিত, ইত্যাদি নানারূপ আলোচনা বিলাতী ব্যবসায়ী মহলে চলিতেছে। এসব কথা কি, সাধারণ ব্যবসায়ীরাও তাহা বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। অথচ বর্ত্তমান যুগে ধন সম্পত্তি করিতে হইলে অর্থনীতির এই মূলতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক।—জ্যোতিঃ।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য-শিল্প-শিক্ষা।

ডাক্তার রিঙ্গার আফিংখোরদের অহিফেন পরিত্যাগ জন্য যে শারিরিক এবং মানসিক ক্লেশ হয় এবং যে কারণে ইহারা [illegible] পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ দিবসে ডেজার্ট চামচের এক এক চামচ খাইতে ব্যবস্থা করিতে বলেন। যাঁহারা অহিফেন খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহাকে কোন ডাক্তারের অনুমোদিত লইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

Tint Capsicei	4 Dr.
Potash Bromide	4 Dr.
Spt. amon Aromat.	3½ Dr.

Aqua Camphor 6 Oz.

A desert spoonful several times daily as required.

অনুবাদ

টিং ক্যাপসিসি ৪ ড্রাম
লাইকর স্ট্রেমনিয়ম ৩ ড্রাম
স্পিরিট অ্যামন অ্যারোম্যাটিক ৩।০ ড্রাম
কর্পূরের জল ৬ আং

এক ডেজার্ট চামচের এক চামচে দিবসের মধ্যে আবশ্যক মত ৩।৪ বার সেবন করিলে আফিংখোরের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দূর হইয়া আফিং পরিত্যাগ করণেচ্ছুক গণের আফিং পরিত্যাগজনিত কষ্ট দূর হইয়া এই ঘৃণিত অভ্যাস দূর হইবে।

Garden plant food.

উদ্যান বৃক্ষাদির আহার।

(উর্ব্বর শক্তিদায়ক সার)

সলফেট অফ্ অ্যামোনিয়া ১ পাউণ্ড
নাইট্রেট অফ্ পটাস অর্দ্ধ পাউণ্ড
চিনি সিকি পাউণ্ড

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া টীনে পূর্ণ করিয়া বিক্রয়োপযোগী করা যাইতে পারে। ইহা লেবেলাদি দিয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

ব্যবহার বিধি।

১ গ্যালন জলে ১ টি চামচের ১ চামচ মিশাইয়া ২ এক দিবস অন্তর গাছের গোড়ায় ছিটাইয়া দিলে সপ্তাহের মধ্যেই বাগানের গাছগুলির বিশেষ উন্নতি হইবে।

গাছ স্থানান্তরিত করিবার সার।

অনেক সময় গাছ স্থানান্তরিত করিয়া ভিন্ন স্থানে পুতিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু গাছ স্থানান্তরিত করিলে প্রায়ই দেখা যায়, গাছের অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু গাছ তুলিয়া তাহার গোড়ায় যে মাটী শিকড়ের সহিত লাগিয়া থাকে, তাহাতে নিম্নলিখিত পাউডার ছড়াইয়া পুতিয়া দিলে গাছের অধিকতর উন্নতি হইয়া থাকে।

সলফেট অফ্ অ্যামোনিয়া ২ পাউণ্ড
নাইট্রেট্ অফ্ পটাশ ১ পাউণ্ড
খড়ির গুঁড়া অর্দ্ধ পাউণ্ড
ক্লোরাইড অফ্ সোডিয়ম অর্দ্ধ পাউণ্ড
সলফেট অফ্ আয়রণ (হিরাকস) ২ আঃ

উত্তমরূপে একত্র মিশাইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিতে লইতে হইবে। এই পাউডার গাছের শিকড়ে যে মাটী থাকে, তাহাতে ছড়াইয়া স্থানান্তরে পুঁতিলে সে গাছের স্থানান্তরিত করণের জন্য কোন অনিষ্ট হইবে না।

ব্রণনাশক ঔষধ।

ইহা পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করিলে ক্রেতার অভাব হয় না, বিলাতেও এই প্রকার ঔষধের কাটতি ও আদর আছে। যৌবনের সুন্দর মুখ শ্রী নষ্ট করিতে ব্রণের ন্যায় কদর্য্য রোগ আর নাই। নিম্নলিখিত উপায়ে লোশন প্রস্তুত করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযোগী করা যাইতে পারে।

টীং বেঞ্জুইন্ ২ আউন্স
টীং টলু ১ আউন্স
অয়েল রোজমেরি ১ ড্রাম

গোলাপ জল ১ পাইণ্ট ২ আউন্স শিশিতে পুরিয়া রাখিতে হয়। ব্যবহারের সময় মুখ ধুইয়া উত্তমরূপে মুছিয়া মুখে গালে মাখাইয়া ৩।৪ ঘণ্টা পরে মুখ শীতল জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। ২।৩ সপ্তাহ এইরূপ করিলে ব্রণ হয় না এবং মুখশ্রী বৰ্দ্ধিত হয়। ইহার ইংরাজী নাম Fricle Lotion.

EASY TOOTH PASTE

সহজ দন্ত মাজন প্রস্তুত।

চারকোল বা কাষ্ঠের কয়লা সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া আঠার মত করিয়া রাখিতে হয়। ইহা কৌটার মধ্যে রাখিবে এবং অঙ্গুলি দ্বারা দন্তের গোড়ায় লাগাইয়া দন্ত মার্জ্জন করিবে। ইহা দুর্গন্ধ এবং দন্তরোগ নাশক উৎকৃষ্ট মাজন।

অর্থের সদ্ব্যবহার আবশ্যক।

"A fool can make money but it requires a wise man to save."

অর্থ অতি নির্ব্বোধেও উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু সেই অর্থ রক্ষা করিতে অতি বড় জ্ঞানীর আবশ্যক, একজন আমেরিকার ধনকুবের এই সারবান কথাটীর উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক অনেক স্থলে দেখা যায় নিরক্ষর লোকেও প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু তাহার শিক্ষিত সন্তান বিলাস বিভ্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অর্থ বিশেষ বিবেচনার সহিত ব্যয়িত না হইলেই সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। অর্থ সুবিবেচনার সহিত কাজ কারবারে ন্যস্ত না হইলে বৃদ্ধি হইতে পারে না, সেইজন্য খুব ন্যায়বান, সদ্বিবেচকের হস্তে রক্ষিত হইয়াই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এদেশের ধনী কুবেরের সন্তান সন্ততি পিতৃ পিতামহের সঞ্চিত অর্থে কোন মমতাই রাখে না, সে অর্থ যে কত কষ্টে উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা তাহারা ভাবেও না। এদেশের যে অর্থ বিলাসিতা এবং অনাবশ্যকীয় ব্যয়ে খরচ হইয়া যাইতেছে, তাহা দ্বারা কত বৃহৎ অর্থকরী কল কারখানা স্থাপিত হইয়া এ দেশের জাতীয় ধনের প্রাচুর্য্য হইতে পারিত, কিন্তু এদেশের

ধনীগণের প্রকৃতিতে মতি গতি নাই। এই যুদ্ধের সময় এদেশে বহু শিল্পের অভ্যুত্থান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হইল না। কারণ শিল্প বাণিজ্যের প্রতি এদেশের লোকের আসক্তির অভাব। অথচ থিয়েটার নাচ বায়স্কোপের প্রাত্যহিক ব্যয় দেখিলে এদেশের যে অবস্থা ভাল, তাহা কল্পনাতেও আসিতে কোন বিদেশীয়ের প্রবৃত্তি জন্মে না।

সেইজন্য এক সময় অযোধ্যার একজন ডেপুটী কমিশনার অযোধ্যার কোন স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইয়া যখন বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, এবং প্রত্যুত্তরে যখন সমস্ত বালকের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তাহাদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ভাল চাকরী, তখন তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে "So far as food clothing and shelter are concerned, they (Indians) are consumers and not at all producers. A nation of official and lawyers must starve" অর্থাৎ আহার বাসস্থান এবং বস্ত্রাদি সম্বন্ধে ভারতবাসী কেবল অন্য দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের কাটতি করে মাত্র, নিজে কিছুই প্রস্তুত করে না।

যে দেশে চাকরী এবং আইন ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক, তাহাদের দেশ অনাহারেই মরিবে। যে দেশের লোকের শিল্পের প্রতি আসক্তি নাই, কেবল দাসত্বকেই জীবিকা নির্বাহের মুখ্য পন্থা বলিয়া ধারণা আছে, সে দেশের শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে, সুতরাং সে দেশের অর্থাভাব অনিবার্য্য এবং তাহাদের অর্দ্ধাশন বা অনশন ভিন্ন গতি নাই।

তাই বলিতেছিলাম, অর্থ নির্ব্বোধেও উপার্জ্জন করে, করিতে পারে, কিন্তু অর্থের রক্ষা এবং সদ্ব্যবহারের জন্য প্রকৃতই জ্ঞান থাকার আবশ্যক। এদেশের শিক্ষার কেবল বিলাসিতা বাড়িয়াছে, তেমন অর্থনীতির জ্ঞান এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হয় নাই, এই জন্যেই এদেশে প্রচার হইয়াছে এবং এই জন্যেই দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অর্থের অসদ্ব্যবহারে সময়ের অসদ্ব্যবহারে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়াছি, যে আমরা যে কখনও সংযমী হইয়া বিলাস বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মত মহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিব, তাহা মনেই আসে না! কি মোহ ঘোরেই দেশটা পড়িয়াছে!

Household informations.

গার্হস্থ্য-জ্ঞাতব্য কথা।

—:o:—

লেবুর কয়েকটী গুণ।

লেবু লোকে খায়, এবং তাহার গুণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ইহা বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বহু হিতসাধন হইয়া থাকে।

যে সকল রমণীর মুখে মেছেতা এবং ভাঁজ পড়ে মুখের সৌন্দর্য্য ব্রণ ও ক্লেদ পূর্ণ হয়, তাঁহারা যদি ম্যাগ্‌নেসিয়া এবং লেবুর রস একত্রে মিশাইয়া ফেটাইয়া ফেটাইয়া ক্রিমের মত করিয়া মুখে, বাহু লতা এবং গ্রীবা দেশে মাখাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া পরে ধৌত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে মুখের সৌন্দর্য্য এবং মুখের ভাঁজ অবিলম্বে তিরোহিত হইয়া যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দেশের নরনারীগণ স্নানীয় জলে লেবুকে কুচাইয়া ফেলিয়া রাখে এবং স্নানের পূর্ব্বে লেবুর খণ্ডগুলিকে কচ্‌লাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নান করিয়া থাকে, এই জন্য সে দেশের নরনারীর মাংস লোল হয় না এবং মুখশ্রী অক্ষুণ্ণ থাকিয়া বার্দ্ধক্যেও যৌবনের সৌন্দর্য্য বিরাজ করে। লেবুর রসে কালীর দাগ উঠে। দন্তে টারটার নামক এক প্রকার পদার্থ জন্মিয়া দন্তমূল শিথিল করিয়া দেয়। লেবুর রসের এই টারটার নষ্ট করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। ঈষৎ গরম জলে একটু লেবুর রস মিশাইয়া প্রত্যহ মুখ ধৌত করিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, এবং দন্তমূল দৃঢ় হইয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দন্ত রক্ষিত হয়। এত সকল সহজ উপায় থাকিতে লোকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির অহিতকর দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া এবং আমাদের নারীগণকে ব্যবহার করাইয়া কেন যে চিরতরে তাহাদের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, বুঝিতে পারি না। কেবল অনুকরণ করিয়াই দেশটা ধনে প্রাণে মরে।

আপাং বা অপামার্গের একটী বিশেষ গুণ।

১। বৃশ্চিক দংশন করিলে আপাং গাছের কচি পাতা এবং শিকড় একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ১০ মিনিটেই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে।

২। আপাংএর রসে মূলার বীজ বাটিয়া ছুলিতে মাখাইলে ছুলি ভাল হয়।

ডাক্তার ওয়ারিং লিখিয়াছেন যে খুব অগ্রসর অবস্থায় রক্ত আমাশয়ে ডালিমের ছাল উৎকৃষ্ট ঔষধ। দাড়িমের ফলের এবং মূলের ছালই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একথা বহুদিন পূর্ব্বে আমরা আর একবার "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়াছিলাম। নিম্নলিখিত প্রকারে ইহা প্রস্তুত করাইয়া সেবন করিতে হয়। ডালিমের ছাল আন্দাজ ওজনে ২ আউন্স লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত ২ ড্রাম লবঙ্গ চূর্ণ অথবা দারচিনি চূর্ণ ১ পাইট আন্দাজ

জলে ১০।১৫ মিনিট আন্দাজ অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া লইয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। রক্ত আমাশয়ের রোগীকে প্রত্যেক বারে উহার ১।০ আউন্স আন্দাজ দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইলে উপকার হইয়া থাকে। যে সকল রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে, এমন রোগীকে ইহার সহিত ৫ ফোঁটা টীং ওপিয়ম মিশাইয়া সেবন করান যাইতে পারে।

উপরোক্ত ডিকক্‌সনের এক পাইটে ১ ড্রাম ফটকিরি মিশাইয়া গলক্ষতে কুল্লী করিলে গলক্ষত ভাল হয়, ইহার সংকোচক গুণ থাকায়, ক্ষত আরোগ্য হওয়া অবশ্যম্ভাবি যে সকল স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর রোগ আছে, এই জলের পিচকারী তাহাদের পক্ষে মহৎ হিতকর।

ক্রিমি রোগে

ডালিমের ছাল মহৎ উপকার সাধন করিয়া করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়ারিং বলিয়াছেন, যে, পুং জাতীয় ডালিমের ছালই অধিক উপকারী। প্রক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

সদ্যোত্তোলিত ছাল	২ আউন্স
জল	২ পাইট

সিদ্ধ করিয়া যখন ১ পাইট আন্দাজ থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া খালি পেটে ২ আউন্স আন্দাজ সেবন করিতে হইবে। তাহার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ১ আউন্স কাষ্টর অয়েলের জোলাপ দিতে হয়। ১২ ঘণ্টা পরে যাহাকে টেপ ওয়ারম বলে, তাহা বাহির হইয়া পড়িবে। ক্রিমির যে কোন ঔষধ সেবনের পর একটা জোলাপ দেওয়া উচিত, নচেৎ পেটের মধ্যে মৃত ক্রিমি পচিয়া, বিষক্রিয়া করিয়া জীবন সংহার করিতে পারে।

স্বায়ত্ব শাসন কথা।

—:•:—

প্রবীন সহযোগী এডুকেশন গেজেট লিখিতেছেন :—

১। জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী ব্যবস্থা। সামাজিক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে :—"অপর সকল দেশে তত্তদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারী দিগের হইতেই ক্রমশঃ জনসমাজে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তৃত হয়। আমাদের দেশের রাজ কর্ম্মচারীরা বিদেশীয় এবং তাঁহারা কার্য্যাবসানে এদেশে থাকেন না। এই জন্য দেশের অবস্থা এবং রাজকার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে। তজ্জন্য রাজনৈতিক সভা সকলের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। ঐসকল সভায় রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা রাজনৈতিক আলোচনা হইতেই অধিক ফল দর্শিবে। কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। তাহা অবধারণের পূর্ব্বেই এখন তুমুল আন্দোলনের ঢেউ উঠিতে থাকে। * * * রাজনৈতিক বিষয়জ্ঞতা এবং দূরদর্শিতা বর্দ্ধিত হইবে এবং কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে লোকে আর হুজুগে ভুলিবেন না এবং হুজুকে মাতিবেন না।"

২। শ্রীমতি অ্যানি বেশান্ট।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্টকে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিতে নিষেধ করেন নাই। হোমরুল, প্রভৃতি ইউরোপীয় মতের উপর ইউরোপীয় রাজসিক ধরণে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান নিষেধ করিয়াছেন এবং কয়েকটী জেলা ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি যদি ইংলণ্ডে বা মার্কিন দেশে যাইতে চাহেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ কোনরূপ আপত্তি করা হইবে না।

তাঁহার মত আমাদের (।) হোমরুল (স্বরাজ) প্রাপ্তির জন্য পাসিভ রিজিষ্টেন্স (নিশ্চেষ্ট বাধা) অবলম্বন করিতে বলেন। উহা একান্তই বাজে কথা। আয়র্লণ্ড ওয়েলিংটন দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করে। জেনারেল ফ্রেঞ্চকে দিয়া বোয়ার যুদ্ধে এবং জর্ম্মান যুদ্ধেও মুখ রক্ষা করে। আয়র্লণ্ড "হোমরুল" পাইয়াছে ? আমাদের অভাব অভিযোগের পূরণ আমরা নিজেরা করিতে আরম্ভ করিলেই —আমাদের ভিতরে শক্তির উন্মেষ দেখিলেই গুণগ্রাহী দূরদৃষ্টি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সহায়তা করিবেন। শত মৌখিক চীৎকারেও করিবেন না। আমরা স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধে অল্প একটু কার্য করিয়া ছিলাম। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের জন্য একটু দৃঢ়তার আভাব আসিয়াছিল। আমাদের সেই মনুষ্যত্ব টুকুর অবিলম্বেই সমাদর হইয়াছে। কয়েকটী ভাল চাকরী দেশীয়েরা পাইয়াছেন। স্বদেশী 'বন্দে মাতরং, ধ্বনি এখন লাট সাহেবদের মুখে শুনা যাইতেছে। যখন শুধুই মৌখিক চীৎকার বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখন ইংলিশম্যান বন্দে মাতরং শব্দের অপভ্রংশ করিয়া লিখিয়া ছিলেন "বান্দর মাতরং" বা বাঁদরদের মার! [এখন] সে ভাব নাই।

কয়েকটী দেশীয় লোকের পরিচালিত কলেজ দেখিয়া দেশীয় লোকদিগের সেই সক্ষমতায় সম্মাননায় বিশেষ 'যত্ন এবং চেষ্টা' পূর্ব্বক সেগুলিতে সাহায্য গ্রহণ করান হইয়াছে। এখন দেশের লোকেও বুঝিয়াছে যে, তাহারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চালাইতে পারে।

পল্লীর স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চেষ্টা এবং তাঁতের কাপড়ের জন্য পুরা যত্ন আমরা যদি ২৫ বৎসর প্রকৃত পক্ষে করিতে পারি, নিশ্চয়ই সে কার্য্য ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাসের পূর্ণ বিকাশ

হইবে।—ইহা একান্তই স্বাভাবিক। শমিকেরা চেষ্টা করিয়া টাকা খরচ করিয়া কষ্ট পাইয়াও করিতেছি।—"তবে" সত্য সত্যই উহারা প্রয়োজনীয় বোধ করে, ইহাতে সাহায্য না করিলে ভাল দেখায় না। "মা বাপ গবর্ণমেণ্ট" তাহা হইলে বস্তুত কৈ হওয়া চইল—পৃথক অন্ন করিয়া দেওয়ার ধরণে দাড়ায় যে।"—গবর্ণমেণ্ট এই ভাবে দেখিয়াই অবস্থ পুনার মধ্যস্থ (আবিট্রেশন) সভাগুলির প্রকৃত কর্ম্মীদিগকে কৃষকদিগের রক্ষা জন্ত আইন অনুসারে "কনসিলিয়েটর" (মিটমাট-কারী) নিয়োগ করিয়া সরকারী ছাপ দিয়াছেন। তবেই কথা স্থির দাড়াইল যে, আমাদের পল্লীর স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা এবং কুটীর শিল্প প্রয়োজনীয়। তাহাতেই যত্ন করা উচিত। বিলাতী হোমরুলের গতের জন্ত কোনরূপে গবর্ণমেণ্টকে বাধা (রিজিষ্টেন্স) দেওয়া আমাদের অবস্থার উপযোগী বা জাতীয় ধর্ম্মের অনুকূল নহে। আসল ছাড়িয়া মোহ মরীচিকার খেলার জন্ত বিবির এই চেষ্টা বিফল হউক।

লোকে বুঝুক যে, যিনি প্রত্যক্ষ দেবতা পতির চরণ সেবা করেন নাই, তিনি ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ধৈর্য্যের সহিত প্রকৃত কর্ত্তব্য পালনের এবং প্রকৃত নারী শিক্ষার বিরোধী। মোহান্ধ ইংরাজী শিক্ষিতদিগকে গীতা মাহাত্ম্য প্রচার দ্বারা একটু চটকা ভাঙ্গান তাঁহার করণীয় ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে। এইবারে বিবি দেশে গিয়া, পরিত্যক্ত ভগ্নহৃদয় মৃতপতির কবরের নিকট গিয়া অনুতাপ, রোদন এবং পুষ্প দিয়া অর্চ্চনা করিতে থাকুন। ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে নিজের শিল্পপ্রসূত "অবতার" চালাইতে না পারিয়া তিনি যে হোমরুলের কথায় আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যভ্রষ্ট (নিজেদের আসল কাজ নিজের করা) করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে বাধা দিয়া গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উপকার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট থাকাতেই আমরা আভ্যন্তরিক সম্মান পাইতেছি। উহার কার্য্য দেখিয়া, তাহার ইউরোপীয় ধরণটা ছাড়িয়া আমাদের নিজেদের ধরণে অধিকতর পৃথগতাসহ উন্নত হইলে, আমাদের জাতীয় শক্তির উন্মেষ হইবে—ইহাই ধ্রুব সত্য। আমরা ইংরাজ বা আইরিশ হইতে গেলে মারা যাইব। আমাদের স্বপ্রকৃতিস্থ থাকিতে হইবে।"

আমাদের কথা।

আমরা রাজনৈতিক আলোচনায় সতত বিরত থাকি। নিজের অবস্থার উন্নতি নিজে চেষ্টা করিয়া না করিলে অপরের দত্ত উন্নতি যে বেশী দিন ধরিয়া রাখা যায় না, ইহা বড় স্বাভাবিক এবং ধ্রুব সত্য, তাহার ভুল নাই। মুখের কথা কার্য্যে পরিণত না করিয়াই যে আমরা উপেক্ষিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অবস্থারই খাতির। তেমন অবস্থা ত আমাদের হয় নাই। নীতি রীতিতে বলবান হইতে পারিলেই সম্মান ও মূল্য বৃদ্ধি হয়। গবর্ণমেণ্ট এদেশকে অধিকাদন স্বায়ত্ব শাসন না দিয়া থাকিতে পারেন না। সভ্য জগতে তাহা হইলে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা জোর করিয়া আদায়ের চেষ্টায় দেশের শুভফল হইতে পারে না।

রাজার সহিত প্রজাবৃন্দের মনোমালিন্ত দ্বারা আমাদের ন্যায় দীন দুর্ব্বল জাতির ভাল হইতেই পারে না। তাহা অপেক্ষা নিজেরা নিজের দেশের কৃষি, শিল্প, বানিজ্যের উন্নতি করাইত প্রকৃষ্ট পন্থা। দর বাড়িলেই আদর হইবে।

প্লীহার দেশীয় ঔষধ।

ঢাকা আমুনীগোলা নামক স্থান হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র ধর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "আমার কোন আত্মীয়ের নিম্নলিখিত প্লীহার ঔষধ নোটবুকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই ঔষধ দ্বারা অতি পুরাতন এবং দুর্দম্য প্লীহা আরোগ্য হইয়াছে, নিম্নে ইংরাজীটুকুও প্রদত্ত হইল। কেহ পরীক্ষা করিয়া ফলাফল লিখিলে কৃতার্থ হইব।"

রোগী প্রথমেই একমুষ্টি পরিমাণ চাউল এবং মটর ভাজা খাইয়াই পানমরিচ গাছের পাতার রস ১॥ আউন্স এবং ২টী গোলমরিচ চূর্ণ দিয়া পান করিবেন, এই ঔষধ খুব বিরেচক, দাস্ত হইতে থাকে, সেইজন্ত ইহার বিরেচক গুণ কমাইবার জন্ত ২·৪ কুচী কলাগাছের থোড় ঔষধ সেবনের পরে চিবাইয়া খাইলে কমবাহ্যে হইয়া থাকে। এই ঔষধ আর দ্বিতীয়বার সেবন করাইতে হয় না। উপরোক্ত পরিমাণে ঔষধ ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকার উপযোগী। ১৫ বৎসরের অধিক বয়স হইলে উপরোক্ত পরিমাণের দ্বিগুণ দেওয়া যায়। শিশুকে না দেওয়া ভাল। ঔষধ সেবনের দিন হইতে রোগী ১৭ দিবস আর চাল ভাজা খাইতে পাইবে না।

A NATIVE REMEDY FOR SPLEEN.

A country physician prescribes the following as an excellent, easy, and plain remedy for spleen.

"Immediately after the patient has taken a handful of 'Chalbhaja'

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

(fried rice and peas) he shall have to swallow a—mixture composed of the powder of two black peppers and an ounce and a half of the juice of the leaves of Panmaricha, an indegenious plant of India. If he is under fifteen years of age; and double this quantity if above that age. The juice being purgent, it is advisible to chew shortly after a small piece of thor (the spathe of plantain-tree) in order to weaken its purgency. No repetition of the medicine is necessary. The patient is to abstain from fried rice and peas for seventeen days subsequently. The physic admirably cures an old and—invenerate spleen in a very short time."

নানা কথা।

শুনিতেছি নবেম্বর মাস হইতে এক টাকা এবং ২॥০ টাকার নোট এদেশে প্রচলিত হইবে। রৌপ্যের দর বাড়িয়াছে, পূর্ব্বে ১ ভরি রৌপ্য দশ বার-আনায় পাওয়া যাইত, গবর্ণমেণ্ট টাকা প্রস্তুত করিয়া প্রচলিত করায় টাকা প্রতি লাভ থাকিত, বর্ত্তমানে রৌপ্যের দর বাড়িয়াছে এবং রৌপ্যও দুর্লভ। সুতরাং ১৲ টাকা ও আড়াই-টাকার নোট চালাইতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে জনসাধারণের অসুবিধা হইবে না। এখন অনেকে টাকা পয়সা সঙ্গে বহিয়া লইয়া যাইতেও নানাপ্রকার কষ্ট হয়, এই উপায়ে লোকেরও সেকষ্ট দূর হইবে এবং অসুবিধাও হইবে না। অনেকে বলিতেছেন, এদেশে যাহাদের রূপা আছে, এই সময়ে তাঁহারা বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হইবে। পরামর্শ ভাল।

টাকা ও গিনি কোন স্বর্ণকার গলাইলে তাহার দণ্ড হইবে। গৃহস্থ এবং স্বর্ণকারগণ যেন সাবধান হয়েন। একজন স্বর্ণকারের দণ্ড হইয়াছে।

অনেক স্ত্রীলোক অনিদ্রারোগে কষ্ট পান। যাঁহাদের এই রোগ আছে, তাঁহারা ২।৩ আউন্স গরম জল একটু একটু করিয়া পান করিলে এই অনিদ্রা রোগ সারিয়া যায়।

---

৩০ জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা ছিল, আর লইব না।

কৌতুক কণা।

কোন বাদশার আমলে একজন শান্তি রক্ষক কয়েকজন চোর কয়েদীকে হাতকড়ি লাগাইয়া কাজীর নিকট লইয়া যাইতেছিল। একটা নদীর ধারেই জঙ্গল দেখিয়া একটা চোর শৌচাদির জন্য রক্ষকের অনুমতি চাহিল, দুইটা চোরের হাতে এক হাতকড়ি বাঁধা ছিল, সুতরাং একজনের হাত হইতে অপরকে খুলিয়া দিয়া একজন প্রহরীকে তাহার সহিত দিয়া নদীর ধারে পাঠাইয়া দিল, সম্মুখে নদী, হাতুখোর পুলিশ প্রহরী সেইজন্য বিশেষ মনোযোগ দিল না, দস্যু নদীর স্রোতে ঝম্প প্রদান করিয়া অতি শীঘ্র পরপারে পৌঁছিল, কিন্তু রক্ষকের অবহেলায় জুতা খুলিতে খুলিতে চোর জঙ্গল মধ্যে অদৃশ্য হইল। সর্ব্বনাশ! কাজী সাহেব একটা আসামী না পাইলে বলিবেন কি— রুটী মারা যায়। অগত্যা নদীর ধারে কৃষিক্ষেত্রে একজন কৃষক কাজ করিতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ভাই তুই একবার হাতকড়ি পরিয়া ঐ পারে থানায় চল, তাহা হইলে এই চোরটাকে লইয়া যাইবার সুবিধা হইবে, তোর কোন ভয় নাই ফাঁড়ীতে যাইয়াই তোকে ছাড়িয়া দিব এবং বকসিস দিব, কৃষক ইতস্ততঃ করিলে রক্ষক লাল চক্ষুতে স্বীয় অসীম ক্ষমতা জানাইল। নিরীহ কৃষক অগত্যা সম্মত হইল, হাতকড়ি পরিল। ফাঁড়ীতে যাইলে জোর করিয়া রক্ষক দস্যুগণকে হাজতে ঢুকাইয়া দিল, সে কত কাঁদিল আহাজারি করিল, কিন্তু সে কথায় শান্তি রক্ষক কর্ণপাত করিল না। কাজীর নিকট অনুমতিতে তাহারা সমস্ত দস্যু মিলাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পর দিন বিচার। সমস্ত দস্যুর যাবজ্জীবন কারাবাস হইয়া গেল। কিন্তু শান্তির রক্ষকগণের মাথায় বজ্রপাত হয় নাই। নিরক্ষর কৃষকের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, করুণ রোদন আর জগতের কেহ শুনিতে পাইল না।

২৫।২ এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XI
১০ম সংখ্যা।	OCTOBER 1917.	অক্টোবর ১৯১৭।	No. 10.

আমাদের প্রিয় পাঠক, পাঠিকা, পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণের নিকট মহামায়ার শুভাগমন উপলক্ষে এই সংখ্যার সহিত সানুনয়ে কয়েক দিবসের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি। সমস্ত কঠোরতা, সমস্ত অভিভ ঘটনা বিস্মৃত হইয়া আপনারা আনন্দময়ীর আগমনে কয়েক দিন আনন্দ উপভোগ করুন। আবার আগামী নবেম্বর মাসে "কাজের লোক,, বিজয়ার সাদর সম্ভাষন এবং অভিবাদন হৃদয়ে ধারণ করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইবে, অদ্য কয়েক দিনের জন্য আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"কাজের লোক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

—•—

পূজায় এবার বড় কঠিন সমস্যা উপস্থিত, সমস্ত বর্ষ পরে, মহামায়ার আগমনে সকল অবস্থার লোকেই নব বস্ত্র ক্রয় করিয়া লোক লৌকিকতা রক্ষা করিয়া থাকে, কাপড়ের মূল্য এবার দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে, কত দীন, দুঃখী নব বস্ত্র পরিতে পাইবে না, কত মধ্যবৃত্ত লোকের সংসারে বিষাদের মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইবে। বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতার জন্য ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

—•—

এই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি লইয়া কলিকাতায় আন্দোলন ও সভাসমিতি হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদনও হইয়াছিল, কিন্তু কোন সুফল হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট এই মূল্য কমাইবার জন্য হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ হইয়াছেন, ফলে আন্দোলনে বরং বিপরীত ফল দাঁড়াইয়াছে।

—•—

কাপড়ের কাজ মাড়োয়ারিদের হাতে, তাহারা ব্যবসার জন্য এদেশে আসিয়াছে, তাহারা যে যথাসাধ্য লাভ করিয়া দেশে ফিরিবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু আমরা ত এক চক্ষু হরিণের ন্যায় এ কথা এক দিনও ভাবি নাই। আমরা দেশে তুলার চাষ তুলিয়া দিয়াছি, চরকা ভাঙ্গিয়া, স্বদেশের যাবতীয় শিল্প চর্চ্চাকে পদ দলিত করিয়াছি, সে কর্ম্মফল, অপিচ সে পাপের পরিণাম কোথায় যাইবে? আমরা চিরপরপ্রত্যাশী, পরমুখাপেক্ষী জাতি, এরূপ সঙ্কট তো আমাদেরই নিজস্ব। এজন্য আজ নাকে কান্দিলে চলিবে কেন?

কাপড় ও সুতা উভয়ই বিলাত হইতে আইসে, এদেশে তো সে কার্য্য আমরা রাখি নাই। মর্দ্দানীও আমাদিগকে দেখাইতেই হইবে। সে কথা এদেশের ব্যবসায়ীরা বেশ বুঝিয়াছে এবং বুঝে। এইজন্ত তাহারা জানে যে, তাহারা যতই গলা কাটা দর বাড়াক না কেন, বাঙ্গালী মর্দ্দানী দেখাইতে ছাড়িবে না, কাপড় লোককে কিনিতেই হইবে।

কিন্তু গরীবগুলো মারা গেল, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রই তাহারা কিনিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। ৫৲ টাকা জোড়া কাপড় কেনা কি কাচ্চা বাচ্চা লইয়া অর্দ্ধাসনে উপার্জ্জনোক্ষম কৃষককুলের কাজ? কিছুদিন এই অবস্থা থাকিলে কোপিন ভিন্ন উপায় থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট পল্লীতে পল্লীতে অবিলম্বেই এই অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থা দেখিতে পাইবেন।

—০—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" তুলো চরকার প্রচলন, কত ভণ্ডামিই সেই স্বদেশীর সময় দেখিয়াছিলাম। তখন হইতে চেষ্টা করিলে, তুলা, চরকা, সুতা চালাইলে মোটা কাপড় পরিয়া লজ্জা নিবারণের জন্য আজ ভাবিয়া আকুল হইতে হইত না, কিন্তু এদেশের কাণ্ডতো তাল পাতার আগুনের ন্যায়। হঠাৎ উদ্যোগ, হঠাৎ থামিয়া গেল। সে কর্ম্ম ফল, সে বাকসর্ব্বস্বতার পাপের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বেশ হইতেছে! জোলা তাঁতিগণ ঐ আমদানী বিলাতি সুতাতেই কাপড় করিত, ইয়োরোপীয় সাংঘাতিক যুদ্ধের জন্য সুতা এবং কাপড়ও তেমন আমদানী হইতে পারিতেছে না। সেইজন্য দেশী তাঁতের কাপড়ের মূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, হইবার কথা। সুতরাং এখানে যে কাপড় আছে, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ চাপিয়া ধরিয়া লাভ করিতে ছাড়িবে কেন? আমরা নিজে অনাস্থাবান, আমাদের বাহিরে কোঁচায় পত্তন থাকিলেও ভিতরে যে ছুঁচোর কীর্ত্তন, একথা আমরা বুঝিলেও তাহার উপায় এত কালেও কি করিলাম? সুতরাং আমরা যদি উলঙ্গ না থাকিব, তাহা হইলে থাকিবে কে?

—০—

এখন একটা উপায় করিলে সুবিধা হইত। যদি এবার মহামায়ার পূজায় কেহ আদৌ কাপড় না কিনিয়া কোন রূপে পুরাতন বস্ত্র সংস্কার করিয়াও এই পূজায় মরশুমটাকে উপেক্ষা করিতে পারিত, তাহা হইলে এখানকার খুচরা দস্যুবৎ গলাকাটা দোকানদারগণের আক্কেল ঠিক হইতে পারিত। কিন্তু ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, টাকা দিয়া বাহিরে মর্দ্দানী দেখাইয়াই ত আমরা অধঃপাতে গিয়াছি। বোকা, পরমুখাপেক্ষী কেবল আত্ম সুখ পরায়ণ জাতীর চমৎকার দুর্দ্দশা হইতেছে!

কিন্তু কাকের গাব ফল খাওয়ার মত একবার এই আঁটিটী গলা হইতে নামিলে আর মনে থাকিবে না। বচনের আমাদের অভাব নাই। এখন ঘরে ঘরে শুনিতে পাইতেছি, দেশের মোটা কাপড় ভাল ছিল, দেশের তুলার চাষ আবার করা উচিত, আবার চরকা কাটিয়া সুতা এদেশে না করিলেই নয়! তার পর কাল একটু দর সস্তা হইয়া এই সঙ্কট কাটিয়া যাইলেই সেই চিরনিদ্রা—সেই ঘুমঘোর। বাস্তবিক দেশটা কি অধঃপাতেই গিয়াছে। নিজের পন্থা যাহারা নিজে না দেখিতে জানে, তাহাদের দশাই এই।

—০—

ঘৃতের জন্য দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত তো খুবই হইয়া গেল, কিন্তু আমাদের মনে হয়, আসল কিছু হইল না। কেবল চর্ব্বি মিশান ঘৃতেরই দর চড়িল। শুনিতেছি ভেজাল ঘৃতই এখনও প্রায় দশ বিশ কোটি টাকার মজুত, এগুলো কোথায় যাইবে? প্রকৃতই ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে ঘৃত পরীক্ষক, আইন কানুনে এ অত্যাচার প্রশমিত হইবে না। স্বয়ং ধর্ম্ম ত আর বিশুদ্ধ ঘৃত এবং ভেজাল ঘৃত ধরিতে আসেন না। সকল অত্যাচারের জন্যই আইন আছে, দণ্ড আছে, কিন্তু কোন্ অত্যাচারস্রোত প্রশমিত হইয়াছে? ভেজাল কেবল ধর্ম্ম জ্ঞান থাকিলেই নিবারিত হইতে পারে। দেশ ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত, নীতিজ্ঞানপরিশূন্য, দেশ শুদ্ধ মানুষ মারা, দোহাই দিবে কাহার?

সভ্যতার যুগে ধর্ম্মজ্ঞান দাঁড়াইতে পারে না, আমাদের আবার মাকে কান্দা, তাহার আবার মূল্য।

চক্রাকার লুচির পরিবর্ত্তে যদি দেশের সমস্ত লোকগণের চিড়ের ফলার চালাইবার "মরাল করেজ" থাকিত, যদি লোকে এ কবারে ঘৃত—ও বিষ্ণু চর্ব্বির খাবার ছাড়িতে পারিত, তাহা হইলে প্রতারক ব্যবসায়ীগণ জব্দ হইতে পারিত ও প্রতিকার হইতে পারিত। আইনে কি ভেজাল ঘুচে? রূপ চাঁদের পরজার দ্বারা, কাহারও মাথা তুলিবার শক্তি থাকে না। সাহস থাকে তো মরাল করেজ থাকে তো দধি চিড়ের ফলার আরম্ভ কর দেখি, দেশশুদ্ধ বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘি ছাড় দেখি, ঠিকই প্রতিকার হইবে। কাপড় পাই না, বলিয়া যদি দেশ শুদ্ধ কোপিন ধারী হই, তাহা হইলে প্রতিকার হয় বৈকি? যাক্ ও সবই বাজে কথা।

—০—

Curious facts.

বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

ছড়ি (Walking Sticks.)

ইংলণ্ডে বাহির হইতেই অধিকাংশ ছড়ি আমদানী হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে হাত

ছড়ি বৎসরে ৫।৬ লক্ষ আমদানী হইয়া থাকে, ইহার মূল্য বাবদে প্রতি বৎসর ইংলণ্ড প্রায় ২৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ইহা ব্যতীত ছড়ি প্রস্তুতের জন্য অনেক সহস্র বিঘা জমিতে নানাপ্রকার বৃক্ষের চাষ করা হইয়া থাকে, তাহাতেও অভাব পূর্ণ হয় না। ইংলণ্ডের অনুকরণে নানা ফ্যাশনের সৌখিন ছড়ি এদেশের সভ্য নব্য বাবুগণ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। পল্লীবাসীগণ বাঁশের এবং পীচের লাঠী ব্যবহার করেন। কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের বিলাতি ছড়ি না হইলে মন উঠে না। দেশীয় বেত, বাঁশ এবং কাঠ হইতে লাঠি ও ছড়ির কারবার এদেশে ২।৪ টী না আছে তাহা নহে, তবে তাহাদের অন্ন জুটে না। ইহার কারণ, এদেশের স্বদেশী দ্রব্যে অনুরাগের অভাব। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিলেও এদেশের ছড়ি সাদরে বিক্রয় যে না হয়, তাহা নহে। এদেশের কাঠে প্রস্তুত ছড়ি বিলাতি অপেক্ষা সুদৃঢ়। কেবল হতাদরেই এই সকল কারবার মাটী হইয়া আছে। ক্ষুদ্র কার্য্য বলিলে কি হয়, ইহাতে আশু অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে। মানভুম, পুরুলিয়া অঞ্চলে ছড়ি ও লাঠি করিবার অনেক গুলি কারখানা আছে। কটকের শৃঙ্গের ছড়ি অতি সুন্দর, কিন্তু দেশের লোকে তেমন উৎসাহিত না করায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। উদ্যোগী বেকারগণ এইটীকে একটা অর্থকরী কার্য্য বলিয়া অবলম্বন করিতে পারেন। প্রথমে কায়িক পরিশ্রমে ইহা হইতে মূলধন সঞ্চয় করিয়া বড় কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

Curious weather happenings.

অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী।

১৫৬৮ খৃঃ আল্টউরা নামক স্থানের সমস্ত গমের শিষ্ গুলি ঘোর রক্ত হইয়া জন্মিয়াছিল।

১৬৩৪ খৃঃ জর্ম্মণীর ওয়াটেনবার্গ নগরে বালুকা এবং ভস্মরাশি বর্ষণ হইয়াছিল।

১২৫১ সালে কোন খৃষ্টান কুমারী সন্ন্যাসিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তিনি একখানা রুটীকে দ্বিখণ্ড করিবামাত্র তাহা হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইয়াছিল, সে সময়ের বহু বিদ্বান লোকেও তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

১৭৬১ সালে ইউরোপের মরগতী নামক স্থানে কেবল ৩ দিন ধরিয়া রক্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। এদেশেরও অনেক স্থানে রক্ত বৃষ্টি বা লোহিত বৃষ্টির কথা আমরা শুনিয়া থাকি।

১২৮৩ খৃঃ সাইবিরিয়া প্রদেশে আরবাইম রক্তের মত বৃষ্টি হইয়া লাল জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া তাবৎ দেশকে লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়াছিল।

১৮১৫ খৃঃ আয়লণ্ডের টিপারারী নামক প্রদেশে কৃষ্ণবর্ণের চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ বর্ষিত হয়, লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া মলমের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহাতে অদ্ভুত ক্ষত আরোগ্যকারী শক্তি ছিল।

ভগবানের অপূর্ব্ব লীলাই বলুন, আর যাহাই বলুন, বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই সকল ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে অসমর্থ আছেন।

Superstitions of Sailors.

নাবিকগণের কুসংস্কার।

বিলাতের সভ্যতার মধ্যেও কুসংস্কারের আধিপত্য আছে, শুদ্ধ ভারতবাসীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিলে হয় না।

বিলাতী নাবিকগণ জাহাজের উপর শব দেহ দেখিলে অমঙ্গলজনক মনে করে।

জাহাজ যখন ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইলে তাহাদের ধারণা, জাহাজ ডুবিয়া যায়।

যখন জাহাজের মধ্যে ইন্দুরগণ জাহাজ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়, তখন সে জাহাজ নিশ্চয়ই ডুবিবে, ইহাই ধারণা।

জাহাজ ছাড়িবার সময় কেহ যদি ডানদিকে হাঁচে, তাহা হইলে ভয়ানক জলপ্লাবনের সম্ভাবনা, কেহ যদি মাস্তলের কাঠে ছুরির আঘাত করে, অথবা জাহাজে কুকুর হত্যা করে, অথবা কেহ জাহাজে শিস্ দেয়, তাহা হইলে ঝড়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়, অমঙ্গল ঘটে।

জাহাজে বিড়াল দেখিতে নাবিকগণ ভাল বাসে না। কিন্তু জাহাজের বিড়ালকে জলে ফেলিয়া দিলে ঝড় উঠে, ইহাই বদ্ধমূল কুসংস্কার।

ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানের নাবিকগণ যে উপকূলের নিকট একবার জাহাজ ডুবিয়াছিল; কদাচ সেস্থানে অবতরণ করে না। ধারণা, সে জাহাজে যাহারা মারা পড়িয়াছিল, তাহাদের আত্মা ভূত হইয়া আছে, সেখানে যে নামে, তাহাকে সঙ্গে টানিয়া লইবার জন্য জাহাজ ডুবাইয়া দেয়।

আত্মহত্যা রহস্য।

বহু গবেষণায় পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে, আত্মহত্যা বৃহৎ বৃহৎ নগরেই অধিক, পল্লীগ্রামে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে।

ষ্টোয়িকগণ আত্মহত্যার প্রশংসা করিত। রোমানগণ এইটাকে অপরাধজনক মনে করিত না। আত্মহত্যার প্রবৃত্তি শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে যত অধিক, গরীবের এবং মূর্খের মধ্যে বা মধ্যবৃত্তগণের মধ্যে তত নহে।

পুরুষের এবং নারীর আত্মহত্যার প্রকার ভেদও আছে। ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বিষ খাইয়া মরে। ধর্ম্মপাগলগণ

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জলে ডুবিয়া, বিষ খাইয়াও মরে। সর্ব্ব দেশের নারীগণ গলায় দড়ি, জলে ডুবা, বিষ খাওয়া, গলা কাটা এই রকমেই মরিয়া থাকে। এদেশে কেরোসিনের পোড়ার বাহুল্যতা দেখা যাইতেছে, এ আবার একটা নূতন পর্য্যায়। যাহা হউক, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব দেশেই আত্মহত্যা প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, এ বিষয়ে কোন দেশের অনৈক্য নাই। আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া প্রাচীন কালে ধারণা বদ্ধমূল থাকায় আত্মহত্যার ইতিহাস বড় শুনা যাইত না।

—•—

বিবেক বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "কায়-মনোবাক্যে জগদ্ধিতায়" হতে হ'বে। পড়েছ মাতৃদোবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আমি বলি "দরিদ্র দেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞানী কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম্ম জানিবে।

———

তিনি বলেছিলেন, "আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ বার নরকে যাব। "বসন্তবল্লোক হিতং চরন্তঃ" (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করা) ইহাই আমার ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম!"

———

"যদি সব দেহ শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিব পূজা করা বৃথা। লোক দেখানটা ধর্ম্ম নয়, যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাঁহাদেরই কথা শুনেন, প্রার্থনাও সফল হয়। আর যাহারা নিজে অশুদ্ধ স্বভাব হইয়া অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অগতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গ মাত্র। মানস পূজা এবং চিত্ত শুদ্ধিই আসল জিনিস। এইগুলি না থাকিলে বাহ্য পূজার কোন ফল হয় না।"

———

"সকল উপাসনার সার, চিত্তশুদ্ধি, এবং অপরের কল্যাণসাধন করা। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলের মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই প্রকৃত শিব পূজা করেন। আর যে ব্যক্তি প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্ত্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব বোধে সেবা করে, তাহার প্রতি তিনি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিবসাধন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হয়েন।" পর সেবাতেই প্রকৃত ধর্ম্ম, ইহাই বিশ্বপ্রেম। এই প্রেমেই চিত্তশুদ্ধি সম্ভব। তাই ঠিক। তাই বলি বৃথা টিকিদাস বাবাজীর দল গোঁড়ামি করিয়া আর নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ করিও না। তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হও, যদি ঈশ্বরের ন্যায় উদার সমদর্শী না হইতে পার, তবে তোমার ধর্ম্ম ছাই —ভণ্ডামি মাত্র।

———

নূতন ব্যবসায়ীর শিক্ষণীয় বিষয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল চাকরী বা ওকালতী করা, অতি সামান্য সংখ্যক ভদ্র লোক স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক। আজ কাল কোন কোন শিক্ষিত ভদ্র যুবক ব্যবসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহারা ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই ব্যবসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে তাঁহারা পিতৃপুরুষগণের সঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিয়া অথবা ঋণগ্রস্থ হইয়া পুনরায় চাকরীর চেষ্টায় বহির্গত হন।

ওকালতী পাশ করিলেই যেরূপ একেবারেই বড় উকিল হওয়া যায় না, প্রথমে কিছু দিন অভিজ্ঞ প্রাচীন উকিলের নিকট থাকিয়া ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ লেখা পড়া শিখিলেই ব্যবসাদার হওয়া যায় না। ব্যবসাদার হইতে হইলে কোন ভাল ব্যবসায়ীর নিকট থাকিয়া শিক্ষানিবিশি করা উচিত; তাহার পর ব্যবসায়ের রহস্য গুলি উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়া ফিরিওয়ালা না হয় ছোট দোকানদার হইতে কার্য্য আরম্ভ করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ কালকার বি, এল, উপাধিধারী কতিপয় যুবক ও উকিল নিজেকে সবজান্তা মনে করেন, তাঁহারা ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে অপমানিত বোধ করেন। ব্যবসায় সম্বন্ধে আমাদের পাশ্চাত্য ও বণিকগণের নিকট হইতে কার্য্যকুশলতা, তৎপরতা, পরিচ্ছন্নতা, শঠতাহীনতা, অধ্যবসায়, বিশ্বাস, শীলতা, নম্রতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি বৈশ্যোচিত গুণ ব্যবসায়ীর অবশ্য শিক্ষণীয় এবং মাড়ায়ারি প্রভৃতি প্রাচ্য বৈশ্য জাতির নিকট হইতে দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আবমিশ্রতা, আড়ম্বরহীনতা, সরলতা, অসন্দিগ্ধতা, চিন্তা ও অকপটতা প্রভৃতি গুণ শিক্ষনীয়।

আজ কালকার দিনে দুই প্রকার দ্রব্যের। ব্যবসায় এক বিদেশী পণ্য দ্রব্যের ও অপর স্বদেশ জাত দ্রব্য সম্ভারের করিতে পারা যায়।

আমি এক্ষণে English style এ কি প্রকারে ব্যবসা করা উচিত, তাহাই বলিতেছি। নূতন ব্যবসায়ীর এ বিষয় গুলি শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

(১) **Reserve Fund.** যত টাকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার

কিয়দংশ আলাহিদা করিয়া রাখিবে। ইংরাজীতে এই অর্থকে Rerserve Fund কহে। ব্যবসা করিতে হইলে জোয়ার ভাটার ন্যায় উঠ্‌তি পড়্‌তি আছে। দুর্দিনে অর্থাৎ পড়্‌তির সময় এই রক্ষিত অর্থ তোমার বন্ধুরূপে তোমাকে সাহায্য করিবে।

(২) **Furniture.** আসবাব পত্র দোকানের একটা প্রধান অঙ্গ, তবে ভাল আসবাব অপেক্ষা ভাল বিক্রয়ের জিনিষ আবশ্যক, কারণ তোমার আলমারিগুলি যদি সুন্দর হয়, আর উহাতে ভাল জিনিষ যদি না থাকে, তাহা হইলে তোমার দোকানে কেহ আসিবে না। তবে সুবিধা মত সস্তায় সুদৃশ্য ভাল জিনিষ সংগ্রহ করিলে ক্ষতি নাই।

(৩) **দোকান কি প্রকারে সাজান উচিত।** যে কোন কারবারই হউক, শৃঙ্খলাভাবে সাজান দরকার। এক এক রকমের জিনিস এক এক স্থানে রাখিবে। এই স্থানকে ইংরাজীতে Department কহে। যখন কারবার বাড়িবে, তখন প্রত্যেক Department বা বিভাগের বন্দোবস্তের ভার এক একজন আলাহিদা লোকের উপর ন্যস্ত করিবে। এক প্রকার জিনিসের উপর অন্য আর প্রকার জিনিসের গাদা করিয়া রাখিবে না, কারণ তাড়াতাড়ি ও দরকারের সময়ে জিনিস খুজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সম্ভব হয়, বর্ণানুক্রমে জিনিস সাজাইবে। দোকানের মধ্যভাগ বেশ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। ক্রেতাগণের দাঁড়াইবার এবং বসিবার স্থান থাকা উচিত। জিনিষ পত্র এইরূপভাবে সাজাইবে, যাহাতে খরিদ্দার দোকানে আসিলে দাঁড়াইতে বা চলিতে কোন রূপ অসুবিধা ভোগ না করেন।

(৪) **Window display.** সম্মুখের জানালাটা এরূপভাবে সজ্জিত করিবে, যাহাতে পথিক হইতে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। উহাতে বানধাতার আমলের ধূলিধূসরিত পুরাতন বস্তু সমূহ না থাকে। জানালা সাজানর সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া ব্যবসায়ীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং তাহাতেই দর্শক আকৃষ্ট হইবে।

(৫) **মাল সংগ্রহ কিরূপভাবে করা উচিত।** অতি সাবধানে ও দিকে চলা পূর্ব্বক মাল ক্রয় করা আবশ্যক। তোমার খরিদ্দারগণের রুচি অনুসারে মাল ক্রয় করিবে। যদি তোমার দোকান সহরের মধ্যে হয়, যে স্থানে ধনী দরিদ্রসকল প্রকার ব্যক্তির সমাগম হয়, সে স্থানে উহাদের নিত্যাবশ্যকীয় হালক্যাসনের ও চলনসহী বস্তু সমূহ রাখিবে। যে বস্তুর বেশী গ্রাহক, সে সামগ্রী সদা সর্ব্বদা দোকানে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার। আনগাড় মালে (যাহা কখনও কদাচ বিক্রয় হয়) দোকান বোঝাই করিবে না। কোন প্রকার মাল অনেক বেশী করিয়া খরিদ করিবে না। (ইহা মফস্বল বাসীর পক্ষে)। মাল অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে ক্রয় করিবে। কোন প্রকার মাল হয়ত কলিকাতা বাসীর খুব প্রিয়, কিন্তু সে বস্তু তুমি যথায় বিক্রয় করিবে, তথাকার ব্যক্তিদের পছন্দ নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিয়া মাল ক্রয় করিবে। রকম হওয়া উচিত, সংখ্যায় কম হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই; (এসবগুলি খুচরা বিক্রয়কারীর পক্ষে)। কারণ টাকা যত বেশী খাটিবে, লাভ তত বেশী হইবে। টাকা অনেকদিন পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইয়া থাকিলেই লোকসান। অচেনা দোকান হইতে মাল ক্রয় করা অপেক্ষা পরিচিত বিশ্বাসী দোকান হইতে মাল লওয়া ভাল। অপরিচিত দোকানে নিজে দেখিয়া মাল লইলে বেশী ক্ষতি হয় না। কিন্তু বিদেশ হইতে মাল লওয়া উচিত নহে। অপরিচিত দোকানদারকে আগাম টাকা দেওয়া কখন উচিত নহে। এজেণ্টের কথায় উপর নির্ভর করিয়া কোন জিনিষ না দেখিয়া অপরিচিত দোকান হইতে কখনও লইও না।

(৬) **Advertisement.** বিজ্ঞাপনের জন্য মূলধনের কিঞ্চিৎ অর্থ আলাহিদা করিয়া জমা রাখা কর্ত্তব্য। কারণ নূতন ব্যবসায়ীর পক্ষে বিজ্ঞাপনের বিশেষ আবশ্যক বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিজ্ঞাপন যাহা ব্যবসায়ের প্রধান অঙ্গ, তাহার প্রতি আমরা বিশেষ মনোযোগ করি না। বিজ্ঞাপনের জন্য যাহা খরচ করিবে, উহা এরূপভাবে করা উচিত, যাহাতে ভবিষ্যতে সেই টাকা লাভরূপে তোমার নিকট ফেরত আসে। বিজ্ঞাপন (half-Hazard এলোমেলোভাবে করা উচিত নহে। ইহা ক্রমাগত ধৈর্য্যের সহিত দেওয়া কর্ত্তব্য। বিজ্ঞাপন ছোট, মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হওয়ার দরকার। বাজে কথায় সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত নহে। চিত্রাদিসহ বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ উপকার হয়। চিত্রগুলি ভাব-ব্যঞ্জক হওয়া উচিত। বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে এ বিষয়ে পরামর্শ লইয়া কাজ করা উচিত।

শ্রীরাধারমণ সেন।
গোরক্ষপুর।

বিষম ভুল।

—:০:—

(১)

প্রমদার মাতা দশ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা ও ছয় বৎসরের শিশু পুত্র লইয়া পঁচিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর কুলে আর কেহ ছিল না, থাকিবার মধ্যে বিজয় নামে এক সপত্নী পুত্র ছিল, কিন্তু সে যৌবনে পদার্পণ করিতেই অতিশয় অসচ্চরিত্র

হইয়া উঠে বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক বিঘা [illegible] জমির পাঁচ সাত শত মণ ধান্য বাটীতে [illegible] প্রমদার মাতার এক খানি খড়ের আর কাঁঠাল ও অন্যান্য বৃক্ষের বাগান এবং [illegible] মাছে মৎস্য পরিপূর্ণ একটা বড় পুষ্করিণী ছিল। পাড়ার লোকে সুযোগ পাইলেই বাগানের ফল, পুষ্করিণীর মাছ চুরি করিত। কখন দাস দাসী [illegible] প্রমদার মাতা তাহাদিগকে গালি দিতেন। এজন্য তাঁহার সহিত কাহারও সদ্ভাব ছিল না। অশিক্ষিত পল্লীবাসীগণ প্রতিবেশীর বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া অভিভাবক দিগকে বিব্রত করিবার যে একটা উপায়, তাঁহারা তাহাই আশ্রয় করিল। ইহাতে বেশ ফল হইল। কোন ক্রিয়া কর্মে কেহ আর তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করে না, আর প্রমদার বিবাহ হয় না, বড় সম্বন্ধ আসে, সবই ভাঙ্গিয়া যায়। দারুণ বিপদে পড়িয়া প্রমদার মাতা কলিকাতায় ছুটিলেন এবং বহু কষ্টে ও অর্থ ব্যয়ে যদুনাথ মুখোপাধ্যায় নামক ত্রিংশতি বর্ষ বয়স্ক এক বিপত্নীকের সহিত চতুর্দশ বৎসর বয়স্কা প্রমদার বিবাহ দিলেন।

সে বৎসর শীতের অবসানে কলিকাতায় ভীষণ মূর্তিতে প্লেগ দেখা দিল এবং বিস্তর লোক মারা পড়িল। বিবাহের কয়েকদিন পরে যে দিন প্রমদার মাতা নিজ বাটীতে আসিবেন, সেইদিন প্রমদার ভ্রাতার বড় জ্বর হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, তাহার প্লেগ হইয়াছে। বালকের রীতিমত চিকিৎসা হইল, কিন্তু সে বাঁচিল না। পুত্রশোকাতুরা জননীকে অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না, কাল ব্যাধি তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে পুত্রের সঙ্গিনী করিয়া দিল। প্রমদাকে লইয়া যদুনাথ শ্বশুরালয়ে আসিলেন। তখন আর প্রতিবেশীগণ শত্রুতাচরণ করিল না, বরং তাহাদিগের সাহায্যে [illegible] সম্পত্তি [illegible]। [illegible] পিতার [illegible] প্রমদা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল। যদুনাথ প্রতিবেশীগণের সাহায্যে বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া সস্ত্রীক বাটী গমন করিলেন। বিষ্ণু বিমাতার শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। সেই সময় কেহ তাহাকে বলিয়াছিল যে, পিতার উইলে এমন একটি কথা আছে যে, বিষ্ণু সচ্চরিত্র হইলে সমস্ত সম্পত্তির চারি আনা অংশ পাইবে। স্বর্গগত পিতার উপর অভিমান করিয়া অথবা চরিত্র সংশোধন করিতে পারিবে না বলিয়া সে উহা দাবী করিল না।

(২)

যদুনাথের বাটী কলিকাতার নিকট গঙ্গার ধারে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে। সেখানে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের একটী ছোট ষ্টেশন আছে। তিনি কলিকাতার একটা সওদাগরি আপিসে ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরী করেন। তাঁহাকে প্রত্যুষ হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয় বলিয়া প্রত্যহ বাটী হইতে যাতায়াত করিতে পারেন না, সেইখানেই বাসা করিয়া থাকেন, শনিবারে শনিবারে বাটী আসেন। সংসারে তাঁহার মোটে দুইটী প্রাণী, এক বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, আর প্রমদা। যদুনাথের বাটীখানি দ্বিতল। নিম্নতলে ও উপর তলে দুইটী করিয়া চারিটী ঘর ছিল। উপরের দুটী ঘরে যদুনাথ শয়ন করেন, অন্য ঘরে তাঁহার দিদি থাকেন। সিঁড়ির ঘরের পার্শ্বে একটী ছোট কুঠারী আছে, উহা ঠাকুর ঘর। ইহা ব্যতীত সদরে ও অন্দরে দুইখানি চালা ঘর আছে। বাটীর পশ্চাতে পুষ্করিণী সহিত ছোট একখানি আম কাঁঠালের বাগান, একটা আমের ডাল যদুনাথের শয়ন গৃহের জানালায় আসিয়া পড়িয়াছে।

যেমন এক একটী বৎসর যাইতে লাগিল, প্রমদার বয়সও তেমনই চৌদ্দর পর পনর, পনরর পর ষোল এই হিসাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ইহাতে কোন ব্যতিক্রম হইল না। যৌবন সমাগমে প্রমদা "মুহা মরি" বেশ সুন্দরী হইয়া উঠিল। প্রমদার গুণও অনেক ছিল, সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিত, প্রতিবেশিনীগণকে ভক্তি, স্নেহ, যাহাকে যেমন করিতে হয়, তাহাকে তেমনই করিত। পুরুষের কথা দূরে থাক, তাহার বয়ঃজ্যেষ্ঠাগণও কদাচিত তাহার মুখ দেখিতে পাইত। গঙ্গাস্নান বা অন্য কোন কারণে ঘাটে পথে বাহির হইলে ঘোমটা দিয়া জড়সড় হইয়া লজ্জাবতী লতাটীর মত যাওয়া আসা করিত। গ্রামের সকলেই প্রমদার সুখ্যাতি করিত, যদুনাথের বুক আনন্দে ফুলিয়া উঠিত। কয়েক বৎসর তাহার গার্হস্থ্য জীবন পরম সুখে কাটিল।

(৩)

শ্বশুরের সম্পত্তি পাওয়াতে যদুনাথের আর অর্থাভাব নাই। তাঁহার দিদির হাতে কিছু অর্থ জমিয়া গেল। পতিপুত্রহীনা বয়স্কা বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার অর্থ সঞ্চয় হইলে তীর্থ দর্শনের অভিলাষটা বলবতী হয়। দিদিরও তাহাই হইল। যদুনাথ ছুটী পাইয়া দিদি ও স্ত্রীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, যুবতী স্ত্রীকে বাটীতে একাকিনী রাখিয়া যাইতে পারিলেন না।

নানা তীর্থদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন কালে কয়েক দিন কাশী বাস করিবার অভিপ্রায়ে সকলে আবার তথায় আসিলেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট অগস্ত্য কুণ্ডে বাসা লইলেন। গঙ্গাস্নান করিতে ও দেব দেবী দর্শন করিবার জন্য দূরে যাইতে হইলে সকলে একত্রে যাইতেন, নতুবা যাহার যখন ইচ্ছা তিনি তখনই বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি একাই দর্শন

করিয়া আসিতেন। পবিত্র তীর্থ স্থানে স্ত্রীলোকের একাকী বা অন্য স্ত্রীলোকের সহিত এ মন্দির সে মন্দির করিয়া বেড়ান বিরল নহে। (ক্রমশঃ)

বেনারসের সহযোগী "মহামণ্ডল ম্যাগাজীন" গত আগষ্ট সংখ্যায় "কাজের লোক" সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

Kajerlok,—We are quite confident that there is a very large demand for such kind of periodical as "Kajerlok" or "Businessman" which would be a great help to our young men, who are about to enter worldly life, to show them in what direction they can employ their talents to the best advantage as well as to all business-like men to indicate to them the state of the various industries and the development of all kinds of trade. The editor Mr. Chatterjee has in fact laid the public under deep obligation by bringing out such a useful and valuable Publication. The get up of the magazine from start to finish is as good as one could desire. Annual subscription Rs. 2-8 as. To be had of the Manager, "Kajerlok" Office, 17 Akoor Dutta's Lane, Bowbazar, Calcutta.

মোকর্দ্দমায় দেশ দেউলিয়া!

—:০:—

মোকর্দ্দমায় দেশের কেমন দুরবস্থা হইতেছে, পাঠকগণ একবার দেখুন। গবর্ণমেণ্ট ষ্টাটিষ্টিক ডিপার্টমেণ্ট হইতে প্রকাশ যত বড় দেওয়ানী মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা দেশের লোকের কত টাকা উড়িয়া গিয়াছে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তারপর ফৌজদারী মোকর্দ্দমা নানারকমের মামলা কাণ্ড যে কত আছে। সে সকলের ত হিসাবই নাই। ১৯১৫ সালে ইংরাজাধিকৃত ভারতে মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছিল, ২২২৬০০০, টাকা খরচ হইয়াছে ৪৭৩৩১৭০০০ টাকা অর্থাৎ সাতচল্লিশ কোটী তেত্রিশ লক্ষ সতের হাজার টাকা। ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে মোকর্দ্দমার সংখ্যা ছিল, ১৮০৪০০০ আঠার লক্ষ চার হাজার। খরচ ৩৬৭৪৫৩০০৻৹ ছত্রিশ কোটী চৌয়াত্তর লক্ষ তিপান্ন হাজার। বাঃ বাঃ এই দশ বৎসরে উচ্ছন্ন যাইবার রাস্তা যথেষ্টই পরিসর হইয়াছে সন্দেহ নাই। আরও ভাল খবর আছে শুনুন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী এবং মান্দ্রাজী ভায়ারা অধিক মামলাবাজ। প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক উপরোক্ত মোকর্দ্দমার অর্দ্ধেক চালাইয়া ফকীর হইয়াছে কিন্তু যুক্ত প্রদেশের সমস্ত লোক সংখ্যায় এক পঞ্চাংশ লোক ২১৩০০০ মাত্র মোকর্দ্দমা করিয়াছে, অর্থাৎ যত মোকর্দ্দমা সমস্ত ইংরাজাধিকৃত ভারতে হইয়াছে, তাহার দশমাংশ। ইহারা বাঙ্গলা প্রভৃতির মত এ কাজটায় উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। সমস্ত লোক সংখ্যার হাজার করা হিসাবে ১৯১৫ সালে মারওয়ার, দিল্লী, কুর্গ, মান্দ্রাজ বাঙ্গলায় মোকর্দ্দমার সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। তুলনায়, উড়িষ্যা যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে মোকর্দ্দমার সংখ্যা কম বটে। ষ্টেটসম্যান হইতে আমার নিম্নে ইংরাজী অংশটুকু তুলিয়া দিলাম:

STATISTICS OF LAWSUITS.

"IT appears from a statement compiled in the Department of statistics, that the number and value of suits instituted in the Civil Court of British India during the year 1915 were 2,226, 000 and Rs. 47,33.17000, as against 1,804,000 and Rs. 36,74,53,000, resctively, ten years ago. It is interesting to note that the provinces of Bengal and Madras, having about one third of the population of British India, were responsible for more than half the number (over one billion) of total suits instituted in British India, while the United provinces, with nearly one fifth of the total population, had only 213,000 suits or less than one tenth of the total suits in British India. The ratio of suits per thousand of population instituted in the Civil Court of each province during 1915 shows that Ajmer-merwara Delhi, Coorg, Bengal, and Madras are the most litigious, and the United provinces, Biher and Orissa the less litigious provinces in British Indi a"

এরূপ হারে মোকর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াই দেশ দেউলিয়া হইয়া উঠিবে। ইহাতে আর দেশের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের উন্নতির আশা করা বাতুলতা। যতই আইন ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই মোকর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই

তো গেল, গবর্ণমেণ্টের কোর্টের হিসাব। তাহার পর উকিল, পেয়াদা, টাকার খরচ এত অধিক যে, আসল মোকর্দ্দমা বাবদে যে টাকা ব্যয় হয়, তাহাও উপযোক্ত, ন্যায্য কোর্টের ব্যয় অপেক্ষা দশগুণ বেশী, তথাপি কম নহে। সুতরাং প্রজা রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বেই গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বিচার প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, নচেৎ সর্ব্বনাশ হইবে। বিচার ব্যয়ে দেশের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। প্রজাকে রক্ষা করিতে পঞ্চায়েতি বিচার ভিন্ন অন্য উপায়ান্তর নাই। আর দেশের লোকের চৈতন্য হইবে কি? সামান্য ৩ হাত স্থানের জন্য মোকর্দ্দমা করিতে আমার দেশের কোটী কোটি টাকা যে উড়িয়া যায়, ইহা কেবল জেদের বশে বইত নয়। এই মোকর্দ্দমা যে কোন সংসারে ঢুকিয়াছে, সে সংসারকে ছারখার করিয়া তুলিয়াছে। অর্থব্যয়ে, দুশ্চিন্তায়, জর্জ্জরিত হইয়া সন্তান সন্ততির সর্ব্বনাশ করিয়া এদেশের লোকে অতি শোচনীয় মৃত্যুর ক্রোড়ে নিঃশব্দে শায়িত হয়, অথচ গ্রাম্য দশজনের কথা মানিয়া চলিলে অতি সহজেই মিটু মাটু হইয়া যায়। এ দেশটার অষ্টাঙ্গে রোগ, ঔষধ কোথায় দিবে? একমাত্র ঔষধ "ধর্ম্মজ্ঞান" কোথায় যে গলদ, কোথায় যে অন্যায়, তাহা মামলাবাজগণ নিজেরাই জানে। সেকালে ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, লোকে অন্যায় অধর্ম্মকে সাক্ষাৎ যমের মত দেখিত এবং সেইরূপেই শিক্ষিত ছিল। এইজন্য বিনা বিচারেই অধর্ম্মের অন্যায়ের দমন হইত। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে স্বধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম আবার একটা কথা; লোকে ইহা বলিতে ও ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহারই ফল হাতে হাতে ফলিতেছে। কর্ম্মফল যাইবে কোথায়? দেশে যাহাতে নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা নাই। অন্ধ বিশ্বাসবিশিষ্ট হইয়া থাকা ভাল। যদি রণক্ষেত্রে মরিলে স্বর্গে যাইবার অন্ধ বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে কেহ অর্থের জন্য কাঁচা মাথা দিতে যাইত কি? ধর্ম্ম ও অন্ধ বিশ্বাস এটা থাকা ভাল, নচেৎ সংসার চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা এই অন্ধ বিশ্বাস ঘুচাইতে বড় ব্যস্ত। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। অচিরেই ইহার প্রতিকারের উপায় চাই, নচেৎ কাহারও মঙ্গল নাই। রাজা প্রজার কল্যাণের উপরেই নিরাপদ এবং সুখী। প্রজাকে সুখে রাখিলে সকল রাজ্যই নিরাপদ। প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতা এখনকার বিচার ব্যয়েই নষ্ট হইতেছে। সেই জন্য অগ্রেই গ্রাম্য পঞ্চায়েত বিচারের প্রচলন অবশ্যক, নচেৎ অতি ঘোর অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কৃষি তথ্য।

DEPARTMENT OF AGRICUDTURE BENGAL.

LEAFLET NO. 2 OF 1917.

INDRASAIL PADDY.

1.—On the Germination of Indrasail Paddy.

A number of complaints have been received from cultivators about the low germination of Indrasail paddy. This was surprising as the seed was tasted and found good before despatch by the office of the Economic Botanist, an investigation was, therefore, made to find out the cause of the complaints. It is found that the seed-coat of Indrasail paddy is comparatively thin, hence at the time of sprouting more care is necessary than with most other kinds. It should not be sprouted in closed vessels, but in gunny bags which allow the free passage of air, and also drain off the water thoroughly. It does not require long immersion in water; seven to eight hours are quite sufficient for this purpose. After thorough sprouting, the seed should be shown in a puddled seed-bed in order to ensure satisfactory results. this method has always given excellent results on the Dacca Farm and will doubtless do so elsewhere.

2.—HOW TO KEEP PURE SUPPLY OF SEED.

Indrasail is a heavier yielding paddy than other kinds, it is therefore to the interest of the cultivators who grow Indrasail that it should not be mixed with other kinds as the yield of grain would thereby be reduced.

2

It is easy to distinguish the ear of Indrasail from other kinds and it is suggested that before harvesting the crop, the cultivator should first select enough ears of pure Indrasail for his seed requirements in the next year. In this way he will ensure a pure crop of Indrasail and therefore a heavier yield of grain.

R. S. FINLOW,
for Economie Botanist, Dacca,
Bengal.

আবাহন।

—:•:—

এস—জননী এস— বর্ষপরে এস মা আমাদের এস; তোমার শত সহস্র নাম—নামের কত বিশেষণ, কত মাহাত্ম্য, তোমাকে মা—মা বলিয়া ডাকাই বেশ—তাই বলি জননী—আমাদের দুঃখের সংসারে তিন দিনের জন্য থাকিয়া আনন্দ শান্তি বারি বর্ষণ কর। আমরা তোমার বড় দুঃখী সন্তান—আমরা সকল জ্বালা ভুলিয়া—মা মা রবে ডাকিয়া মাত্র তিনটী দিন তোমার ঐ দেব দুর্লভ রাতুল চরণে অশ্রুসিক্ত দুটী বিল্বপত্র আর রক্তজবা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মানব জনম সার্থক করিব। আমরা মনেমনেই পূজা করিয়া হৃদয়ের কথা নীরবে তোমার চরণে জ্ঞাপন করিব। তোমাতে প্রাণপণ অনুরক্তি না দেখিলে তুমি প্রসন্ন হইবার নও। আমাদের সে ভক্তি, সে অনুরক্তি কিছুই নাই মা। আমরা পূজা করি লোক দেখাইতে ও নাম কিনিতে, আমাদের ভক্তি নাই,—অনুরক্তি নাই, সাধনাও নাই। তোমাকে নিজগুণে আমাদিগকে মানুষ করিয়া লইতে হইবে। আমরা অলস, স্বধর্ম্মত্যাগী, নিষ্কর্ম্মা, বাচাল, প্রতারক, শঠ, স্বার্থপর, বিলাসী অর্থাৎ এক কথায় হতভাগ্য হইলে যাহা হইবার, তাহাই হইয়া পড়িয়াছি। মা! একদিন সাধক তোমার পূজা সমাপন করিয়া প্রার্থনা করিত বটে :—

"রূপং দেহি, ধনং দেহি, ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে," সেস্তবে যাহারা তোমায় সন্তুষ্ট করিত, তাহারা ছিল কর্ম্মী—কঠোর কর্ম্মের সাধক। তখন তুমিও কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দিতে। তাহাদের সংসার ধনধান্যে পূর্ণ হইত, নরনারী পরম ভক্তিভাবে তোমার গান করিত। এখন যদি তোমার নিকট কিছু প্রার্থনায় থাকে তবে জননী—আগে আমাদি'কে প্রকৃত কর্ম্মী কর, আমাদের যেন আলস্য, [illegible] ছাড়িয়া প্রকৃত কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি, আমাদের এইটুকুই প্রকৃত অভাব। তুমি প্রকৃত কর্ম্মীকে চিরদিনই দয়া করিয়াছ, যে উদ্যোগী, সে তোমার সাধনা না করিয়া শত্রুতা করিলেও, বিধর্ম্মী হইলেও তুমি তাহাকেই তোমার দুর্লভ করুণা-সুধা দানে অমরত্ব দিয়াছ—এ প্রমাণের অভাব নাই। মুখে মা মা করিয়া শতজন্ম পৃথিবী কাঁপাইলেও তুমি যে কাহারও নও, একথা কে না জানে মা? আমরা আর এখন সে মত সন্তান নাই—মায়া, মোহ, অবিশ্বাস, অভক্তি এই সমস্ত ব্যাধিতে মৃতপ্রায়। তুমি সেই চিরদিন আসিতেছ, আর আমরাও মোহমদে, নিদ্রিতের স্বপ্নজ প্রলাপের ন্যায় মা—মা রবে চিরদিনই ডাকিতেছি, কিন্তু সে ডাকের জোর নাই—সে ডাকের টান নাই—সে ডাকের জীবনীশক্তিই নাই, তাই তোমার সন্তান হইয়াও আমাদের চিরদুঃখ, অনশনে শোক রোগে জর্জ্জরিত। আমরা নিজের কর্ম্মদোষে নিজেরাই মরিয়াছি, তোমার দোষ নাই। আমাদি'কে প্রকৃতস্থ কর, ভক্তি দাও, হৃদয়ে তোমার প্রকৃত মহিমা ধারণের বল ও দৃঢ়তা দাও, স্বধর্ম্মে আস্থাবান কর। হিংসা, দ্বেষ, দূরীভূত, করিয়া আমাদের হৃদয় পবিত্র কর, যেন জননী প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। এই আমাদের প্রার্থনা।

লাভজনক কৃষিকার্য্য।

সিন্দুরিয়া গাছ।

Mallotus Phillipineuris.

সিন্দুরিয়া গাছ এদেশের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ফল সিন্দুরের বর্ণযুক্ত। গাছের দ্বারা একরূপ লাল রং প্রস্তুত হয়। সিংহলে ও ফিলিপাইন দ্বীপে ইহার চাষ হইতেছে। সিংহল ও ফিলি-[illegible] সিন্দুরিয়া গাছ হইতেই [illegible] করিয়া, [illegible] তাহার রং নানা দেশে রপ্তানি করিয়াছেন। আমাদের দেশে, সিন্দুরিয়া গাছ বাগানের [illegible] হইয়া থাকে। উহার ফলের [illegible] কোন কাজই হয় না। সিন্দুরিয়া গাছ [illegible] রং প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে পারিলে, ধনাগমের একটা নূতন পথ হইবে।

নারিকেল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

সিংহলে বিঘাপ্রতি পঁচিশটীর অধিক নারিকেল গাছ রোপিত হয় না। দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলে নারিকেল গাছ রোপণ করিবার ৭।৮ বৎসর পরেই, উহা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে; এবং তৎপর, ক্রমশঃই ফলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। দশ বৎসরের পর গাছ 'ভরিয়া' (প্রচুর পরিমাণে) নারিকেল জন্মে এবং ক্রমাগত প্রায় ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল প্রসব করে। সাধারণতঃ, সিংহলের নারিকেল গাছে সংবৎসর মধ্যে ৪০ হইতে এক শতটি পর্য্যন্ত নারিকেল ধরে। গড়ে প্রতি গাছ হইতে প্রায় ৪৫টী করিয়া নারিকেল পাওয়া যায়। প্রত্যেক বৎসর গাছ হইতে প্রায় ৫।৬ বার নারিকেল সংগ্রহ করা হয়। খুব ঘন করিয়া নারিকেল গাছ রোপণ করিলে সে ফলন কম হয়, এবং ফলের আকৃতি ক্ষুদ্র হইয়া যায়,—ইহা সিংহলবাসীরা বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সুতরাং, এক্ষণে তাহারা আর প্রতি বিঘায় পঁচিশটীর অধিক নারিকেল গাছ রোপণ করেনা।

সিংহল, জাভা, সিঙ্গাপুর, পিনাং, ম্যাকেসার, মলাক্কা, ম্যানিলা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে অত্যধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মে; এবং এই সকল স্থান হইতেই প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া যায়।

সাধারণতঃ ফিলিপাইন দ্বীপ হইতেই অত্যধিক পরিমাণে নারিকেল ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি ইউরোপের নানা স্থানে এবং আমেরিকায় রপ্তানী হইয়া থাকে। খুব ঘন করিয়া নারিকেল গাছ রোপণ করিলে যে ফলন কম হয়, ইহা ফিলিপাইন দ্বীপবাসী কৃষকেরাও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্বীপবাসীরাও ঘন রোপণের পক্ষপাতী নহে।

কাদামাটীতে কিম্বা স্যাঁৎসেঁতে জমিতে নারিকেল গাছ যথোচিতভাবে বর্দ্ধিত হয় না। শিম্বীধারী গাছ নারিকেল গাছের সারির মধ্যে পুতিয়া রাখিলে, উহা পচিয়া সারের কাজ করে, এবং উহাতে জমিও রসাল থাকে।

নারিকেলের পাতাশূন্য ডাঁটা বহু পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া, উহা নারিকেলের সারির মধ্যে মাটির নীচে পুতিয়া রাখিলেও সার দেওয়ার কাজ চলে। নারিকেল গাছের গোড়ায় পচা পানা, ঘাস কিংবা মাছ সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নারিকেলের মালার ছাই, নারিকেলের ছোব্ড়া এবং পচা পাতা প্রভৃতি নারিকেল গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

নারিকেল গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিক হইতে যে বহুসংখ্যক শিকড় বহির্গত হয়, ঐ সকল শিকড় মৃত্তিকার অধিক নিম্নে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং অনাবৃষ্টির সময় অথবা আবশ্যকমত নারিকেল গাছের গোড়ায় জলসেচন করা কর্ত্তব্য।

নারিকেল চারা রোপণ করিবার পর, ক্রমাগত ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত, উহা ছাতাধরা-রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। কোনও গাছে এই রোগের উপদ্রব ঘটিলেই, উহা কাটিয়া আনিয়া পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইহাতে রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে না।

মোমচীনা বা গাছমোম—এই গাছের বীজ হইতে একপ্রকার ঘন চর্ব্বির ন্যায় নির্য্যাস বাহির *হয়। ইহা হুবহু মধুচক্রের মোমের ন্যায়। এই নির্য্যাস দ্বারা মোমের কার্য্য সাধিত হয়। আমাদের দেশের ন্যায় চীন ও জাপান দেশে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তির সম্মুখে চর্ব্বিরবাতি জ্বালান নিষিদ্ধ। এইজন্য, উক্ত উভয় স্থানেই, দেবালয়সমূহে মোমচীনা বা গাছমোমে (Sapium Sebiferum বা Vegetable Tallow) প্রস্তুত বাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছমোমের জন্মস্থান চীনদেশ বলিয়াই, ইহা মোমচীনা নামে অভিহিত হয়। চীন ও জাপান দেশেই প্রচুর পরিমাণে মোমচীনার চাস হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, কোচিন-চীন, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকাতেও জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশে পঞ্জাবের নানাস্থানে, ছোটনাগপুরে, কুমায়ুনের গাড়োয়াল নামকস্থানে, এবং কাংড়া অধিত্যকায় এই গাছ অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মোমচীনার গাছগুলি পরিষ্কার ও পিচ্ছিল এবং ৩০ফুট বা ততোধিক পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে; গাছের ত্বক শ্বেতাভ ধূসর বর্ণ—পাতাগুলি সবুজ। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে মোমচীনাগাছে ফুল ফুটিয়া থাকে। ইহার বীজগুলি ডিম্বাকৃতি, গাঢ় চর্ব্বির মত পদার্থে আবৃত এবং উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। মোমচীনার গাছ বীজ হইতে যেরূপ জন্মে, সেইরূপ উহার ডাল কাটিয়া বসাইলেও, স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই ডাল কাটিয়া তাহা অন্যত্র রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই সরস ভূমিতে মোমচীনা গাছ জন্মে। নদীর তীর ও নালা খালের উচ্চ পাহাড়, এই গাছ লাগাইবার প্রশস্ত স্থান। পলিমৃত্তিকায়, ফুলের বাগানে এবং পর্ব্বতাদির সানুদেশেও ইহা বেশ জন্মে। এই গাছ বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। চীনদেশে বহুশতবৎসরের অতি প্রাচীন গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছ যেস্থানে জন্মে, সেই স্থান অতি রমণীয় হয়। মোমচীনাগাছের বাহ্যিকসৌন্দর্য্য, বস্তুতঃই, চিত্তাকর্ষক। ইহার বীজ হইতে চর্ব্বির মত পদার্থ ব্যতীত আর একপ্রকার তৈল বাহির হয়। এই তৈল প্রদীপে জ্বালান হয় এবং ছাতির কাপড় পালিশ করিবার জন্য যে বার্ণিস প্রস্তুত হয়, তাহাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোমচীনা বীজে প্রস্তুত মোম কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। মৌমাছির মোম অতিশয় দুর্ম্মূল্য বলিয়া, মোম ব্যবসায়ীগণ মোমের সহিত মোমচীনার বীজনির্গত-মোম মিশ্রিত করিয়া থাকে। ইহার চাষও বিশেষ লাভজনক। লাভের তুলনায় শ্রম ও অর্থব্যয় অতি সামান্য। চৈতন্য আশারীতে সময় সময় মোমচীনাগাছ পাওয়া যায়।

সাবুই ঘাসের কারবার—সাবুই-ঘাসে এক প্রকার কাগজের মণ্ড (paper pulp) প্রস্তুত হয়। সুতরাং, সাবুইঘাসের ব্যবসায় লাভজনক; সম্প্রতি ত্রিহুতে সাবুই-ঘাসের ব্যবসায়ে, কাশীর জনৈক ধনশালী ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বেতিয়া মহকুমায় রামনগরে ও মঙ্গলপুরে দুইটী হস্ত পরিচালিত যন্ত্র বা হাত কল (Hand press) স্থাপিত করিয়াছেন। এই কলে, সাবুইঘাস বস্তাবন্দী হইয়া, কলিকাতার কাগজওয়ালাদের কারখানায় রেলযোগে প্রেরিত হয়। গতবার্ষিক বঙ্গীয় শাসনবিবরণীতে সাবুইঘাস সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—এই ঘাস নেপালের আভ্যন্তরিণপ্রদেশে ও সুমেষার (Sumesar) পর্ব্বতশ্রেণীতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সাবুই-ঘাসের কাট্তি (demand) বেশী; বিশে-

বস্তুতঃ, ত্রিহুতের উত্তরাংশে অবস্থিত পর্ব্বতের পাদদেশে সাবুইঘাসের উৎপত্তির উপযোগী; সম্ভবতঃ ইহার ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ হইবে।

কৃঃ সঃ

মজলিস্।

—:০:—

মক্কেল এবং উকিল।

উকিল মক্কেলের কাকুতি মিনতি শুনে বল্‌লেন আচ্ছা, যাতে তোমার মোকদ্দমার সুবিচার হয়, তার চেষ্টা করবো।

মক্কেল। আজ্ঞে সেকি কথা, আমি আপনাকে সুবিচারের জন্য ভাড়া করি নাই যা'তে মোকদ্দমার জিত্‌তে পারি, সেইজন্য ভাড়া করেছি। "ন্যায় বিচার" আর "মোকদ্দমায় জেতা" অনেক তফাৎ।

পকেট অনাবশ্যক।

একটা দরজীর দোকানে এক সাজা বাঙ্গালী সাহেব ধারে কাপড় চোপড় লইতেন, এদিকে চাল দুরন্ত কিন্তু দোকানের দেনা শোধ করিতে পারিত না, সাহেব সাজ্‌লেই খানসামা, বাবুর্জ্জী অন্ততঃ হার্ট ব্রাদারের ভাড়া গাড়ী, সাবান এসেন্স, হ্যাট, কোট, পোষাক পরিচ্ছদ চাই। দরজী টাকা চাহিতে যাইলে তাহাকে কাকুতি মিনতি করিয়া ফিরাইয়া দিতেন এবং হাটা হাটী করাইতেন। একবার দরজীকে সাহেব একটা পেণ্টলুন প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলেন, দরজী পেণ্টুলেনের পকেট রাখে নাই। সাহেব চটিয়া লাল, বল্লেন তুমি পকেট একটাও রাখ নাই, এর মানে কি? দরজী—"আজ্ঞে মানে হচ্ছে, এতদিন আপনার সঙ্গে কাজ করে এইটুকু বুঝেছি যে, আপনার পকেটে রাখিবার কিছু থাকে না, সুতরাং অনাবশ্যক বলেই একটীও পকেট রাখি নাই। যার টাকা কড়ি আছে তাদেরই ঐরূপ পকেটের দরকার।"

রাসায়নিক এবং বন্ধু।

বন্ধু গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রাসায়নিক চিৎকার করে বলে উঠ্‌লেন, এই এসেছেন আর ভাবনা নাই। দেখুন, একটা বড় মুস্কিলে পড়েছি, এই বলেই প্রোফেসর একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা সাদা পদার্থ বাহির করে বল্লেন, দেখুন সারাদিন নানা প্রকার জিনিষ আমাকে চাক্‌তে হয়, সেইজন্য মুখ এত খারাপ হয়ে গেছে, এখন আর কোন জিনিসের স্বাদ ঠিক কর্ত্তে পারি না, আপনি এসেছেন বড় ভাল হয়েছে, এ বিষয়ে আমাকে একটু সাহায্য করবেন কি? একটু মুখে ফেলে এর আস্বাদ কেমন বল্‌তে পারেন? বন্ধু বল্লেন 'নিশ্চয়ই'।

এই বলেই একটু মুখে ফেলে দিলেন।

প্রোফেসর—কেমন বুঝ্‌লেন?

বন্ধু—কোন স্বাদই নাই, হাঁ এখন একটু তিতো বোধ হচ্চে।

প্রোফেসর—এইবার ঠিক হয়েছে, তিতো পরেই বোধ হয় বন্ধু। বন্ধু—এটা কি জিনিস?

প্রোফে। এটা কি জানেন, ঘোড়ার বিষ, এই দেশের কতকগুলো লোক এই বিষ দিয়ে ঘোড়া গরু মারে, তাই আপনাকে দিয়ে পরীক্ষা করালেম, মানুষের তত অনিষ্টকর নয়।

বন্ধু। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া)—তুমি প্রোফেসর না গাধা—যার গরু, ঘোড়া, মানুষ পৃথক বুঝবার শক্তি নাই, সে আবার প্রোফেসর?

প্রোফেঃ। আরে তুমি গরু ও নও, ঘোড়াও নও।

বন্ধু থু থু করিতে করিতে অন্য ডাক্তারের নিকট দৌড়িতে আরম্ভ করিল। প্রোফেসর চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটীতে লাগিল—বন্ধু! বন্ধু। তুমি গরু নও, গরু নও, এখন ঠিক বুঝিয়াছি, নচেৎ তুমি এতক্ষণ মরিয়া যাইতে—

A preacher unable to persuade a rich man to become a christian wrote the word "God" on a piece of paper, "Do you see that"? said he.

"Yes" he then covered it (God) with a peice of gold. "Do you see it now" The effect was striking.

Cork-screw have sunk, more people than cork jackets will ever save.

Sir Henery Wooten defined an ambasader to be 'A man sent to tell lies for the good of his country'.

Dispepsia is reward of guilty stomach.

A lewyer and a doctor are equal to one highwayman—your money or your life."

একটা মাতাল বারবার মাতলামীর জন্য পুলিস কোর্টে জরিমানা দিতে আস্‌তো। এক

গিয়ে সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বল্লে,—হুজুর। আমার সঙ্গে একটু কম দম করে সারা বছরের জরিমানার একটা বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়, কারণ আমি যখন আদালতের চিরকেলে মক্কেল, তখন একটু দরের সুবিধা দেওয়া উচিত।

রোগ নির্ণয়।

এক ডাক্তার একজন রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করে বল্লেন—দেখুন আপনার ঔষধের তত আবশ্যক নাই, আপনি সকালে বিকালে প্রত্যহ ২ মাইল হাঁটলেই শরীর সেরে যাবে, পরিশ্রমের অভাবেই আপনার অসুখ।

রোগী—বেশ ঠাউরেছেন যা হোক, এদিকে যে আমি মেলরনার! ১০ বৎসর আমি দিন ৪ মাইল করে হাঁট ছি। রোগী তৎপরতার সহিত সেথান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রিশ্চিয়ানদের একটা গির্জ্জার ভিতর সারি সারি অনেক চেয়ার দেখিয়া একজন অরশু পাড়া গেঁয়ে লোক সেটাকে একটা থিয়েটর কি নাচ ঘর ভেবে নিয়ে দ্বারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—মশয়—মশয় এহানে ঢুকতে টিহিট কত?

ক্রিশ্চিয়ান ভদ্রলোক বল্লেন, এখানে ঢুকতে টিকিট লাগে না, ইহা ধর্ম্মমন্দির,এখানে বিনামূল্যে মুক্তির উপদেশ দেওয়া হয়।

পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক। কি কন্? এত সুন্দর ঘর, বিনা মূল্যেও লোহে মুক্তি লইতে আসে না। ঐ হেনেইতো গলদ কর্চ্চেন কর্ত্তা।

সমালোচনা।

—:০:—

ত্যাগ—শ্রীনরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এবং চণ্ডীতলা পোঃ জেলা হুগলী গরলগাছা গ্রাম হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন বসন্ত দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ॥/০ বাদ্ধান ৸০ আনা। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শ্মশান ও মৃত্যু, গুরু এবং শিষ্য, বিবিধ চিন্তা, এবং কয়েকটী ত্যাগী মহাত্মার আদর্শ ত্যাগের বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহ হইতে বহু সংস্কৃত শ্লোক, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রভৃতি দ্বারা ত্যাগের কলেবর পরিপুষ্ট করা হইয়াছে। 'ত্যাগ' একখানি ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ উপাদেয় পুস্তক। 'ত্যাগে' গ্রন্থকারের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং বহু বিষয়ের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি হিন্দুগৃহে"ত্যাগের"প্রচার দেখিলে আমরা সুখী হইব। গ্রন্থকারের "সাধক ও সাধনা" পুস্তক পাঠে আমরা যেমন সুখী হইতে পারিয়াছিলাম "ত্যাগ" পাঠ করিয়া সেইরূপই আনন্দিত হইলাম। হিন্দুর গৃহে এইরূপ পুস্তকের যতই প্রচার হইবে, ততই মঙ্গল।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

TO PRESERVE INK.

দোয়াতের লিখিবার কালী রক্ষার উপায়।

১। দোয়াতে অনেক সময় কালী জমিয়া যায়, ইহা নিবারণের উপায়:—কালীর দোয়াতে কয়েক ফোঁটা oil of cloves অয়েল অফ্ ক্লোভস বা লবঙ্গের তৈল মিশ্রিত করিলে কালী জমিবে না। কয়েক ফোঁটা Kreosote ক্রিয়োজোট দিলেও জমিবে না, অথচ কালীর গন্ধ ভাল হইবে।

২। সামান্ত পরিমাণ সালিসিলিক এসিড্ অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণ, কালিতে দিলে, খোলা বোতলের কালীও জমিবে না। ইহা দেওয়া সর্ব্বাংশেই ভাল। তীব্র গন্ধ কার্ব্বলিক এসিড, বিষাক্ত Bichloride of mercury বাইক্লোরাইড অফ্ মার্কারী প্রভৃতি অনিষ্টকর দ্রব্য সমূহ কালীর এই জমাট বাঁধা নিবারণের জন্য অনেক কালীওয়ালা ব্যবহার করেন। তাহা দ্বারা কালী জমে না এবং গঁদ ও কালী পচিলে বা Fermented হইতে পারে না বটে, কিন্তু বিষাক্ত। সালিসিলিক এসিড্ প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং পচন নিবারক।

৩। কালীর বোতলে ২।৩ টা লবঙ্গ ফেলিয়া দিলে সে কালী প্রায় ২০ বৎসর অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে।

(সান্টিয়েফিক আমেরিকা)

Red and Carmine ink.

লাল এবং কারমাইন কালী

প্রস্তুত প্রণালী।

Genuine Carmine ink is made by placing 15 to 20 gr. Carmine in 3 ounces of water and then to add so much strong lipuid of Amonia drop by drop, till all the Carmine is disolved; then add 20 Grains powdered Gum Arabic. If you want cheaper ink,then substitute Drop-lake for the Carmine, but it is not so beautiful.

আসল কারমাইন কালী করিতে হইলে ১৫।২০ গ্রেন কারমাইন রং ডাক্তারখানা হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া ৩ আউন্স জলে তাহাকে ঢালিয়া দাও, তাহার পর ইহাতে খুব কড়া লাইকার আমোনিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলিতে থাক, যখন সমস্ত কারমাইনটা গলিয়া যাইবে, তখন ইহার সহিত ২০ গ্রেণ ভাল আরবী গঁদের সূক্ষ্মচূর্ণ

ফেলিয়া রাখিয়া দাও, যখন গঁদ গলিয়া উহার সহিত মিশ্রিত হইবে, তখন উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ কালী হইবে। ইহা মূল্যবান্ কালী। যদি সুলভ করিতে হয়, তাহা হইলে 'ড্রপ্ লেক' নামক একটা জিনিস আছে, তাহা কারমাইন অপেক্ষা সুলভ, তাহা ব্যবহার করিতে পার; কিন্তু এই কালী কারমাইনের লাল কালী অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে নিকৃষ্ট জিনিস।

লাল কালী।

(অন্য প্রকার পদ্ধতি)

Brazil wood	2 oz.
Muriate of Tin	½ Dr.
Gum Arabic (White & finely powdered	1 Dr.

Boil down in 32 ounces of water to one half and stain.

ব্রাজিল কাষ্ঠচূর্ণ	২ আঃ
মিউরিয়েট অফ্ টীন	অৰ্দ্ধ ড্রাম
সাদা আরবী গঁদ চূর্ণ	১ ড্রাম

৩২ আউন্স জলে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া অৰ্দ্ধেক পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইলে উত্তম কালী হইবে।

অন্যপ্রকার।

ব্রাজিল কাষ্ঠচূর্ণ	৪ আঃ
ভিনিগার	৩ পাইট

অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া যখন দেড় পাইট আন্দাজ থাকিবে, তখন নামাইয়া ইহাতে ৩ আউন্স ফট্‌কিরি চূর্ণ দিলেও উৎকৃষ্ট লাল কালী হইবে।

TAR-SOAP.

আল্‌কাতরার সাবান।

আল্‌কাতরা	১ ভাগ
লাইকার পটাস	২ ভাগ
সাবান (চাঁচিয়া)	২ ভাগ

এই সমস্তগুলিকে একত্রে ঘুটিয়া এক প্রকার কোল্‌টার সাবান হইবে। ইহা সোরাইসিস্ এবং কুষ্ঠরোগীর উপকারী। ইহার গুণ উত্তেজক।

MEDICATED COAL-TAR SOAP.

ডাক্তারী কোলটার সাবান।

নারিকেল তৈল	২০ পাউণ্ড
চর্ব্বি	২০ পাঃ
জুনিপার টার	৫ পাঃ
সোডা লেই (৪০° B)	১৫ পাঃ

গলাইয়া সাবান প্রস্তুত হইবে। তারপর ছাঁপে ঢালিয়া বাক্‌সে রাখিতে হইবে। কোল-টার সাবান খোস পাচড়া ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে।

TOOTH ELIXIRS.

বিবিধপ্রকার দন্তধাবনের ঔষধ।

এই সকল দন্তধাবন যখন দন্তশূলের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন যন্ত্রণাযুক্ত দন্তমূলে ১ ফোঁটা মাত্র তুলার দ্বারা লাগাইলে উপশম হইবে। যখন দন্তমাড়ীর ক্ষতাদির জন্য ব্যবহার করিতে হয়, তখন অঙ্গুলি দ্বারা বা তুলার দ্বারা শুদ্ধ ঔষধ দন্তে লাগাইতে হয়, ঔষধের কিয়ৎ পরিমাণ এবং তাহার সহিত ৩।৪ ৫ গুণ জল মিশাইয়া কুল্লী করিলে মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত এবং ক্ষত আরোগ্য হয়। মুখে সুগন্ধ করিবার জন্য ঐ প্রকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কয়েকটী উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ এলিক্‌জিরের ফরমুলা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার যে কোনটীকে পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করিলেও বহু অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। "কাজের লোককে" মাত্র বার্ষিক ২।৹ টাকা দিয়া উপার্জ্জনের অসংখ্য উপায় দেখিতে পান, কিন্তু মন্দভাগ্য বাঙ্গালাদেশের কেহ কিছু করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করেন না। মাত্র একটী ফরমুলা দ্বারাই অনেক কর্ম্মী বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং অনেক করি-য়াও থাকেন। পাশ্চাত্য দেশে এরূপ কাগজের বড় বেশী আদর, এদেশ ঘুমন্ত; পড়ে কে? পড়াই কাহাকে?

দারুচিনি চূর্ণ	দেড় ড্রাম
লবঙ্গ চূর্ণ	দেড় ড্রাম
যষ্টিমধু চূর্ণ	দেড় ড্রাম
ভ্যানিলা	অৰ্দ্ধ ড্রাম
কর্পূর	১৫ গ্রেন্
চিনি (Lump Suger Dry and hard)	দেড় আঃ

এইগুলিকে উত্তমরূপে খলে পিশিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে এবং একটা বোতলে ছাঁকিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যোগ কর।

টীংচার পেলিটোরি তরল	২ আঃ
প্রুফ স্পিরিট অথবা ফ্রেঞ্চ ব্রাণ্ডী খুব কড়া	অৰ্দ্ধ পাইট

বোতলের ঐ পাউডারের সহিত দিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া ১০ দিন রাখিয়া দাও, মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিতে হইবে। দশ দিবস পরে ফিল্‌টারিং ব্লটীং দিয়া ফিল্‌টার করিয়া পরিষ্কার শিশিতে পূর্ণ করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হইবে।

এই সকল মাল মসলা মেসার্স পি, মিত্র এণ্ড কোংর নিকট পাওয়া যাইতে পারে। "কাজের লোকে" ইহাদের বিজ্ঞাপন আছে।

Huspeni's Tooth Tincture.

অরিস রুট চুর্ণ (মোটা)	২ আউন্স
লবঙ্গ চুর্ণ (মোটা)	১।৹ আউন্স
অ্যাম্বার গ্রিস	৫ গ্রেন্
৯০ পার্সেণ্ট অ্যাল্‌কোহল . .	আধ পাইট

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ১৬ দিবস বোতলে পূরিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিতে হইবে। ইহা দ্বারা মুখ ধুইতে হইলে গরম জলে কিঞ্চিৎ ঢালিয়া কুলী করিলে দন্ত দৃঢ় হয়, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ইহা উৎকৃষ্ট জিনিস।

ডাক্তার কার্কলাণ্ডের দন্তধাবন।

Tinct Myrrh	১ ভাগ
জল	২ আঃ
গঁদের জল	১॥ আউন্স

যে দন্ত নড়ে, গোড়া স্পঞ্জের ন্যায় আল্‌গা, মাড়ীর ক্ষতাদিতে ইহা হিতকর।

এবার স্থানাভাব, পূজার পরেও পুনরায় আরও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পূজার সময়ের কর্ত্তব্য।

কত দেশ বিদেশ হইতে মহামায়ার পূজার জন্য দেশাগমন করিতেছ। ভগবতী আনন্দে রাখুন; কিন্তু শুদ্ধ নিজের বিলাসিতা এবং বাবুয়ানা দেখাইবার জন্য অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী আসা আমাদের এখন সাজে না। কখনই সাজে না। সে কালের মহাত্মাগণ দেশে আসিয়া দীন দুঃখীদের সংবাদ লইতেন, তাহাদের আনন্দের জন্য বস্ত্রাদি দান করিতেন, দীন দুঃখীকে আপনার কোলে টানিয়া লইয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেন, গ্রাম্য দলাদলি, গ্রাম্য অভাব অভিযোগ শুনিতেন এবং মিটাইয়া দিয়া আসিতেন। আনন্দময়ীর আনন্দে কাহারও নিরানন্দ রাখিতেন না। দুঃখীর দুঃখ দূর করিলে আনন্দময়ীর কৃপা লাভ করা যায়। নিজের ধর্ম্মে আস্থাবান হও, নিজের দেশকে কদর করিতে শিক্ষা কর। নচেৎ তোমার মূল্যবান্ বস্ত্র, মূল্যবান্ জুতা পোষাকে তোমারই আনন্দ হইতে পারে, তাহা মনুষ্যত্বব্যঞ্জক নহে। লোকের সহিত তোমার মনুষ্যত্বের সম্পর্ক, তাহা না থাকিলে লোকে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া থাকে।

দীনের সেবাই প্রকৃত ধর্ম্ম। নাই বা তুমি জপতপ করিতে পারিলে, তথাপি দীনের সেবাতেই সর্ব্ব দেবতা তুষ্ট হইবেন। যিনি দীন জননী, তিনি দীনকে উপেক্ষা করিতে দেখিতে ভাল বাসেন না। তোমার জন্মভূমির প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হও, তাহার দুঃখ দৈন্য দূর কর, তোমার যশোভাতিতে দীগন্ত পূর্ণ হইবে। তুমি সাজা বাবু হইও না। মহৎ কার্য্য দ্বারা অমরত্ব লাভ কর, নিশ্চয়ই খুব বড় বাবু হইবে। শুধু স্বার্থ জ্ঞানে পোষাক পরিচ্ছদে যে আনন্দ আজ পাইতেছ, তাহা অপেক্ষা পরার্থে অতুল আনন্দ পাইবে। সেকালের লোকে অসার বিলাসিতায় অর্থ মজাইত না, ক্ষুদ্র আয় হইতেই ধর্ম্ম প্রাণ হইয়া মহৎ কার্য্য সকল করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। নিতান্ত আত্ম সুখে মজিয়া গাবাপোড়া হইয়া মরাটা ভাল নয়, কিছু নিজের নাম ও কীর্ত্তি রাখিয়া না যাইলে জীবনের সার্থকতা হয় না। বেমালুম মরিয়া যাওয়া যায়, দুদিন পরে নামও কেউ করে না, এ অন্যায় কথা। মরিতে হইবেই, কিন্তু মানুষের মত মরিতে হয়। নাম রাখিয়া যাইতে পারিলেই অমরত্ব লাভ হয়। ভাল কাজ, ভাল কীর্ত্তিতেই সেই অমরত্ব লাভ করা যায়। পূজায় দেশে যাইয়া দীনের সেবা কর, তাহা হইলেই তোমার পূজা সার্থক, জীবন সার্থক হইবে। গ্রাম্য বিবাদ মিটাইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া আইস। দেখ কে কোথায় খাইতে পায় নাই, বস্ত্র পায় নাই, কোন অভাগিনীর শিশু নব বস্ত্র না পাইয়া কান্দিতেছে. তাহাকে সাদরে ক্রোড়ে উঠাইয়া চুম্বন কর; যদি সাধ্য হয়, তাহাকে বস্ত্র দাও আনন্দময়ী তোমার প্রতি তুষ্ট হইবেন, তোমার একটী ক্ষুদ্র কার্য্যে নাম দীগন্তব্যাপী হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি অমর। ভগবান্ করুন, তোমার সৎকার্য্যে মতি হউক। বহুত উড়াইয়া নিজের জন্য বহুত করিয়াছ, তৃপ্তি পাইয়াছ কি? কিন্তু আজ একবার পরসেবা করিয়া দেখ দেখি, তুমি তৃপ্ত হইবে, কেন বল দেখি, তিনি দীনজননী দীনের সেবাতেই তাঁহার সেবা, ইহার নাম পূজা, এই পূজা করিয়া ধন্য হও হিন্দুর পূজাদির ইহাই কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য যে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া ছার নিজের সুখে বিশ্ব ভুলিয়া যায়, সে মনুষ্য হীন —নরাকারে অন্য জীব।

আর্য্য শিক্ষায় এই আত্মসংযমতাই প্রথম এবং শেষ পাঠ ছিল। এত যে পূজা জপতপ সব ঐ আত্মসংযমের জন্য। হায় হায়! আমরা কুশিক্ষায় ঐ আত্মসংযমতা হারাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি, এ আত্মসুখের লালসা কে শিক্ষা দিল? যে দেশেই আত্ম সুখলালসা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই স্থানেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে। আবার সেই আর্য্য শিক্ষার অনুবর্ত্তী হও, মনুষ্যত্বের উৎকর্ষতা সাধন কর, দেখিবে, দেশের আর দুঃখ নাই দেশ স্বর্গে পরিণত হইয়াছে।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

২৫।২ এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ। New Series নব পর্য্যায়। Vol. XI

১১শ সংখ্যা। NOVEMBER 1917. নভেম্বর ১৯১৭। No. 11.

আমাদের প্রিয় পাঠক, গ্রাহকগণকে আমরা একমাস অবকাশের পর বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি; আশা করি, সকলেই কুশলে আছেন।

আবার আমরা বর্ষপরে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য-পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হইলাম, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হই।

এবার বঙ্গের সর্ব্বত্রই শস্যের অবস্থা সন্তোষজনক; কোন কোন স্থলে জলপ্লাবন এবং বন্যায় ক্ষতি হইলেও মোটের উপর শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ।

অপর সমস্ত দ্রব্যেরই অগ্নিমূল্য হইয়াছে। লোকের দৈনিক ব্যয়ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। বস্ত্রের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু সদাশয় গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকারই করিতে অগ্রসর হইলেন না।

সে দিন 'ষ্টেট্সম্যান' পত্রে জনৈক কাপড়ের কলের অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছেন, কাপড় যে মাড়োয়ারীগণ ধরিয়া রাখিয়াছে এবং তজ্জন্যই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নহে। বস্তুতঃ তুলার অভাবেই সূতা এবং লৌহাদির অভাবে মাকু ও কাপড়ের কলের অন্যান্য সরঞ্জামাদির অত্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় একজোড়া কাপড়ের পড়তাই ৫৲ টাকা পড়িতেছে। সুতরাং কাপড়ের মূল্য বর্ত্তমান সময়ের মূল্য অপেক্ষাও আরও বৃদ্ধি হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। তবেই যদি সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ১ জোড়া কাপড়ের মূল্য ৬৷৷০, ৭৲ এইরূপ দাঁড়ায়, তাহা হইলে দেশের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় কি? শুনা যায়, যুদ্ধেই বহু তুলা ভস্মসাৎ হইতেছে। এ কাল সমরে সমগ্র পৃথিবী যায় যায়। জানি না, কত দিনে এই পাপ সংগ্রামের নিবৃত্তি হইবে। যুদ্ধ আশু মিটিবার কোন আশাই ত জগতের কেহ দিতে পারিতেছেন না। লীলাময়ের লীলা, মানবের বুদ্ধির অতীত।

৯ই নবেম্বর,—মহামতি মিঃ মণ্টেগু ভারতে শুভাগমন করিয়া ইতি মধ্যেই তিনি আবেদন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবাসী স্বায়ত্ব-শাশন লাভের জন্য ব্যাকুল; বোধ হয়, বিধাতা এবার সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন, তাই ব্রিটিশ মন্ত্রী সমাজের ন্যায় বুদ্ধি উদ্ভাবিত হইয়াছে। ভগবানের প্রেরণাতেই মহামতি মণ্টেগু ভারতের ষ্টেট্

সেক্রেটারী মহোদয় ভারতে শুভাগমন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা যে সর্ব্বান্তঃকরণে সরলভাবে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা করি, ইহাই তিনি জানিতে চাহেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্ত প্রদেশ শত শত সভা-সমিতি জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমরা স্বায়ত্ত-শাসন চাও কি না, সকলেই স্বায়ত্ত-শাসন চাহে, সেইজন্য সকলেই মিঃ মণ্টেগুর নিকট প্রার্থনা করিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ যেন স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন।

স্বায়ত্ত শাসনের প্রয়োজন।—কেহ কি এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন যে, সার ভেলেণ্টাইন চিরল ও সার জেমস মেষ্টন ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পোষকতা করিবেন? অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। সার ভেলেণ্টাইন টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন, ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে বলিয়া আশা করিতেছে; সুতরাং তাহাদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, উহা তাহাদিগকে দেওয়াই উচিত। সার জেমস্ মেষ্টন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় বলিয়াছেন, স্বায়ত্ত-শাসনের ফল ভাল হইবে কি না জানি না, কিন্তু ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা না করিলে গত্যন্তর নাই।

ভারতের সমস্ত চিন্তাশীল লোক স্বায়ত্ত-শাসন চাহিতেছেন, ইংলণ্ডও বুঝিয়াছেন, স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা না করিলে ব্রিটিস সাম্রাজ্য জগতে প্রকৃত শক্তিশালী হইতে পারিবে না। সুতরাং ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অতি শুভ প্রস্তাব।—বালক যুবকদের ধুমপান নিবারণের জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে। আগামী মঙ্গলবারের ব্যবস্থাপক সভায় ইহা উপস্থিত করা হইবে। আইনের মর্ম্ম এই যে, কেহ যদি ২১ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালক বা যুবকের নিকট সিগারেট, বিড়ি সিগার, পাইপ বা সিগারেট পেপার বিক্রয় করে বা তাহাকে দেয়, তাহার প্রথম অপরাধের জন্য ২৫৲ টাকা ও দ্বিতীয় ও পরবর্ত্তী অপরাধের জন্য ৫০৲ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইবে। ২১ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি যদি রাজপথে বা প্রকাশ্য স্থানে সিগারেট প্রভৃতি সেবন করে, তবে পুলিস, আবকারী কর্ম্মচারী, দেশের পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার কর্ম্মচারী এবং গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কোন কর্ম্মচারী তাহা কাড়িয়া লইতে পারিবেন এবং ধৃতকারী কর্ম্মচারীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ঐ সকল সিগারেট প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই হইবে ঐ আইন যদি বিধিবদ্ধ হয়, তবে উহা আপাততঃ কলিকাতায় প্রচলিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অন্যত্রও উহা প্রচলিত করিতে পারিবেন।

মিঃ এ, সুরওয়ার্দ্দি ঐ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে উহা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে।

আমাদের বিবেচনায় পাণ্ডুলিপির একটু পরিবর্ত্তন করা উচিত। পুলিস প্রভৃতির উপর ধরার ভার দিলে যুবকদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অতএব শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপরই ঐ ভার দেওয়া উচিত। কেবল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের নয়, কিন্তু বেসরকারী শিক্ষকদের উপরও ঐ ভার দেওয়া উচিত।

আমরা আশা করি, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ পরিবর্ত্তিত আকারে আইন খানি অবশ্য বিধিবদ্ধ করিবেন। ধূমপানে যুবকদের নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি হইয়া থাকে। তাহা নিবারণ করিবার জন্য আমেরিকা, ব্রিটিস উপনিবেশ ইংলণ্ড ভারতের কোন কোন সামন্ত রাজ্যে ঐরূপ এক আইন প্রণীত হইয়াছে। পঞ্জাবেও ঐরূপ এক আইন উপস্থিত করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, বঙ্গদেশেও অবিলম্বে ঐরূপ এক আইন প্রণীত হইবে।

বাধ্যতামূলক বালিকা শিক্ষা।—মহীশূর গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তারকল্পে বহু ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংপ্রতি আমরা এই সংবাদ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, মহীশূর ও বাঙ্গালোর এই দুই নগরের ৭ হইতে ১০ বছরের বালিকাদের উপরে ১৯১৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা আইন বলবৎ হইবে।

মহীশূর শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের সকল প্রদেশের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন।

জেলার বোর্ডে বে-সরকারী সভাপতি।

—:০:—

পাঠকগণ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বায়ত্তশাসন এই দুইটি কথা প্রায়ই সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকেন। ভারতবাসী ঐ দুইটি লাভ করিবার জন্য বহু বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সমুদয় সভ্য ও সভাপতি ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান করদাতাগণ নির্ব্বাচণ করিবেন, এবং স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে যথা বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ তত্তৎবাসী লোকের দ্বারা শাসন; এই অধিকার পাইবার জন্য ভারতবাসী দাবী করিতেছে।

বাঙ্গলা দেশের প্রায় সমস্ত মিউনিসিপালিটির সভাপতি মিউনিসিপাল কমিশনরেরাই নির্ব্বাচন করেন; কিন্তু জেলাবোর্ডসমূহে প্রকৃত পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগেরই প্রভুত্ব অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে। যে দিন সার এস, পি, সিংহ বাঙ্গলা দেশের মন্ত্রিপদ লাভ করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই দিনই আমরা বুঝিয়াছি, জেলাসমূহের কর্ত্তৃত্ব বহুদিন ম্যাজিষ্ট্রেটদের হাতে থাকিতে পারিবে না।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের আশা নিষ্ফল হয় নাই। গত ৫ই নবেম্বর অর্থাৎ যে দিন ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার পরদিনই বাঙ্গালাগবর্ণমেণ্ট এই ঘোষণা করিয়াছেন, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান, যশোহর বাকরগঞ্জ জেলাবোর্ডে বেসরকারী সভ্য নিযুক্ত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এতৎ সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলাবোর্ডে বর্ত্তমান সভাপতির কার্য্য কাল শেষ হইলে বোর্ডের সভ্যদিগকে সভাপতির নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান করা হইবে।

রায় বৈকুণ্ঠ নাথ সেন বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের বর্ত্তমান সভাপতি। বাঙ্গলার জেলা সমূহের মধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্ব প্রথম জেলাবোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার কার্য্য এমন সন্তোষজনক হইয়াছে যে, বাঙ্গালী বোর্ডের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এতকাল পরে যে ইহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাও আনন্দের বিষয়! আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছি, বাঙ্গলায় প্রত্যেক জেলার এমন কতকগুলি সুযোগ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা অনায়াসে জেলা বোর্ডের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ নূতন ৪টি জেলার কার্য্য কিরূপ নিষ্পন্ন হয়, তাহা দেখিয়া অন্যান্য জেলা বোর্ডের সভাপতি পদে বেসরকারী সভ্য নিযুক্ত করিবেন। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর শক্তিতে কখনও আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই কিন্তু ৫জেলায় যদি উপযুক্ত লোককে সভাপতি নিযুক্ত করা হয়, তবে সকল সন্দেহ দূর হইবে। সার এস, পি, সিংহ যখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কর্ত্তা, তখন আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি-যে, তিনি নাম দেখিয়া নয়, কিন্তু যথার্থ কার্য্যক্ষম লোকদিগকেই সভাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালী যে নূতন অধিকার লাভের সর্ব্বথা যোগ্য, তাহা প্রমাণ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

১৯১৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ।

অদ্য হইতে ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে এই সভা নূতন করিয়া গঠিত হয়, এবং আমি সেই সভাতে রাজপ্রতিনিধিরূপে সর্ব্ব-প্রথম সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম। সেই সময়ে আমার আশা ও শঙ্কার কথা এবং আমার লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করা আমার পক্ষে অসাময়িক হইত। অধিকন্তু যে সকল বিষয় আশু কার্য্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, তৎসম্বন্ধে কোন আশ্বাস বাক্য প্রদান করা আমার উচিত নহে ইহা আমি আমার কার্য্যের মূলসূত্র বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, তাহার মধ্যে ইহাও একটী অভিযোগ যে, তাঁহারা অনেকানেক আশ্বাস-বাক্য প্রদান করেন; কিন্তু মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, পরন্তু ঐ আশ্বাস বাক্য কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যায় না। ইহা প্রকৃত কথা কি না সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিব না। কিন্তু আমি আপনাদিগকে আমার শাসন কার্য্যের বিচার আশ্বাসবাক্যের উপর না করিয়া যে সকল কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহার উপর করিতে বলি। এবং একণে আমার ষোড়শ মাস কার্য্যকালের মধ্যে আমি কি করিয়াছি এবং কি করিতে আশা করি, তাহা আমি যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করিয়া, অল্প কথায় এবং অনতিরঞ্জিতভাবে মাননীয় সভ্যগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যদি আমাদিগের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আপনারা কোন ধারণা পূর্ব্বে গঠিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা আপনারা আপনাদিগের মন হইতে বিতাড়িত করুন। একটী পুরাতন আইনঘটিত প্রবাদ বাক্য আছে যে, আইনজ্ঞ ব্যক্তি উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান না করিয়া মানুষকে তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা বিচার করেন। এই সূত্রের উপরই নির্ভর করিয়া আমি আপনাদিগকে আপনাদিগের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ করি। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা গবর্ণমেণ্টকে নীতি ও শাসন কার্য্যে সহযোগিতা করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। অতএব আমার গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছে ও কি করিবার আশা করিতেছে তাহার একটী বিবরণ আমি প্রথমতঃ আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আমি বিবেচনা করি আমি নিম্নলিখিতমত সাধারণভাবে আমাদের শাসননীতির আভাস প্রদান করিতে পারি:—আমরা নিজেদের সম্মুখে তিনটি প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছি।

প্রথমতঃ।—ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলের কার্য্য যাহাতে লক্ষিত অথবা পুরস্কৃত হইয়া না যায়

এবং তাহাদিগের পুরস্কারের কথা যাহাতে সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়তঃ।—অভাব বা অভিযোগ, কাল্পনিক অথবা বাস্তবিক, যেরূপ হউক না কেন, আমাদের তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ।—ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি এবং যে উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করা যায়, তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে।

এই কর্ত্তব্যসমুহ পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করা যাউক এবং তৎসম্বন্ধে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। তাহা হইলে প্রথমে সৈন্য দলের কথা বলি। আমি বিবেচনা করি যে, যে সকল সাহসী সৈন্য তিন মহাদেশের সমরক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সম্মান অক্ষত রাখিতেছে, তাহাদের কার্য্য যতদূর সম্ভব প্রকৃষ্টভাবে সূচিত করিবার জন্য আমরা যে সঙ্কল্প করিয়াছি, মাননীয় সভ্যগণ এবং ভারতবাসীরা সাধারণতঃ তাহার অনুমোদন করিবেন। ভারতবর্ষীয় সামরিক কর্ম্মচারী সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং সন্দেহকারী নহেন এমন সামরিক কর্ম্মচারীদিগের বেতন বিশেষরূপে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সাধারণ পেন্‌সনের উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে এবং তাহা অধিকতর উদার নিয়মাধীনে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদিগের অশ্বতর বাহন সৈন্যদলের(মিউল ট্রান্সপোর্টকোরের যে সকল লোকজন সকল সমর ক্ষেত্রেই এরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছেন, তাহাদিগের সৈনিকোচিতগুণের আদর করিয়া তাহাদিগকে যোদ্ধার পদমর্য্যাদা প্রদানে পুরস্কৃত করা ইহাদ্বারা তাহাদিগকে অপরাপর ভারতবর্ষীয় সৈনাদিগের সমান পদে স্থাপিত করা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত যে সকল ভারতবর্ষীয় সাধারণ সৈন্য প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধক্ষেত্রের কার্য্যের যুক্ত থাকিত, পূর্ব্বে কেবল তাহাদিগকেই বিনা ব্যয়ে আহার্য্য দ্রব্য দেওয়া হইত। এক্ষণে কিন্তু তাহার স্থলে যে সকল যোদ্ধা ভারতবর্ষে কার্য্য করে তাহাদিগকেও ঐ বিশেষাধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষাধিকারের মূল্য সিপাহীর বেতন শতকরা ৩০৲ টাকা বৃদ্ধি করার সমান। অতএব ইহার ফলে সৈনিকদিগের বেতন বিশিষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গেল। আর ইহার ফলে সৈনিকদিগের স্বাস্থ্যের ও দৈহিক পুষ্টির বিলক্ষণ উপকার সাধিত হইবে। এবং সৈন্য সংগ্রহ সম্বন্ধে ইহাতে যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ও এসম্বন্ধে আমরা যে সকল অনুকূল সংবাদ পাইয়াছি, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সর্ব্বসাধারণে ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন।

গেজেট হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্ম্মচারী ও সৈনিকদিগের ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও ভাল কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে অবিলম্বে এবং প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এবং যে সকল ভারতবর্ষীয় সৈনিক বিশেষ প্রশংসার্হ কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ভূমি কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে তুল্য মূল্যের পুরস্কার প্রদানার্থ এক সঙ্কল্প এক্ষণে আমাদিগের বিবেচনাধীন রহিয়াছে, এবং আমরা আশা করি যে, উহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। ভারতবর্ষীয় সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থানের সহিত ভারতবর্ষীয় সেনানিবাস গৃহ সমূহের উৎকর্ষসাধনার্থ সৈন্যাধ্যক্ষ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এই সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত হইলে সকল শ্রেণীর সৈনিকদিগেরই স্বচ্ছন্দতা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের পল্টন সংক্রান্ত হাঁসপাতালের পরিবর্ত্তে সুসজ্জিত ও পর্য্যাপ্ত সংখ্যক—কর্ম্মচারিবিশিষ্ট ষ্টেশন হাঁসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাবও আমাদিগের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই সকল প্রস্তাবের ফলে ভারমেডিকাল সার্বিসের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি হইবে এবং তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থায় রোগীদিগের জন্য স্বচ্ছন্দতা ও যত্ন লাভ সম্ভব হইবে।

মাননীয় সভ্যগণের স্মরণ থাকিবে যে, এই সভার গত অধিবেশন কালের মধ্যে কাপ্তান আজব খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষের বিবেচনার জন্য ভারতীয় সৈন্যদিগের সন্তোষ ও মঙ্গলের জন্য সামান্য সামান্য বিষয়ে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। আমি অবগত হইয়াছি যে, এই সকল প্রস্তাবের অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং অপরগুলি সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় সহানুভূতির চক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদলের কার্য্যের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমরা ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিতেছি। কোন জনসম্প্রদায়ই উহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস ও রাজভক্তির কার্য্য সম্পাদন করে নাই এবং আমরা আশা করি যে এই বিদ্যালয় পরবর্ত্তী বংশধরদিগকে কেবল যে তাহাদিগের সাহসী পিতার উপযুক্ত পুত্রে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে তাহা নহে, পরন্তু তাহারা এরূপ শিক্ষাসহায়ে তাহাদিগের জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবে যে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বিশেষ দক্ষতা ও চরিত্রবল দেখাইবে, তাহারা ক্রমে ক্রমে সম্রাটের চাকুরিতে উচ্চ পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

আমার শেষ কথা কিন্তু শেষ হইলেও তুচ্ছ কথা নহে— এই যে, শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের বৃটিশ জাতির প্রাপ্য প্রবেশাধিকার (কমিশন) ভারতবাসীদিগকে প্রদান করিবার প্রস্তাব সমন্বিত এক পত্র আমরা ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়াছি। তাহার ফলে আমারা

তাঁহার নিকট অবগত হইয়াছি যে, শ্রীশ্রীমান সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের তারযোগে আমাদিগের প্রস্তাবের মূল মর্ম্ম পাইয়াছেন এবং আমাদিগের প্রস্তাবের মূলসূত্র গ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমান্ সম্রাট্ আগষ্ট মাসের ২৫ তারিখ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধে নয় জন ভারতবর্ষীয় সামরিক কর্ম্মচারীর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ ঐ কর্ম্মচারীদিগকে বৃটিশ কমিশন প্রদান করিয়াছেন। আমি মাননীয় সভ্যদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, এই কমিশনের সমস্যাকে আমি ঐতিহাসিক সময়ের পরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। ইহা গবর্ণমেণ্টের পর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে এবং লর্ড কর্জ্জন আশা করিয়াছিলেন যে,রাজকীয় ক্যাডেট কোরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি এই সমস্যার সমাধানের দিকে প্রথম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সেই অবধি অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের এই আলোচনা পুনগ্রহণের পূর্ব্বে এ বিষয়ে আর কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই সমস্যা যে বিঘ্নসঙ্কুল, তাহা আমি আপনাদিগের নিকট গোপন করিতেছি না। তথাপি তৎসম্বন্ধে কোন কার্য্যকর সমাধানে উপনীত হইবার জন্য আমরা অকপটভাবে ঐ সকল বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। এবং শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের যে আমাদিগের প্রস্তাবের প্রতি অনুকূলতা আছে,তাহা উপরের উল্লিখিত নয় জন কর্ম্মচারীর নিয়োগ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই সকল সমস্যার সমাধান বহুপূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল। আমরা আশা করি, সকলে উহাদের মীমাংসা করে আমাদের চেষ্টা সুনয়নে দেখিবেন। আমার প্রার্থনা এই যে যাঁহারা আমাদিগের কার্য্যে বিপদ ও বাধার ভয় করিতেছেন, তাহারা এবং যাঁহারা কার্য্যের কেবলমাত্র প্রারম্ভ দেখিয়া অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা অকপটে আমাদের সহকারিতা করিবেন।

"সৈন্য সংক্রান্ত কথা শেষ করিয়া আমি এক্ষণে দ্বিতীয় কর্ত্তব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যে সকল বিষয় ভারতবাসিগণ অভিযোগের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, ঐ সকল বিষয়ে অনেক বৎসর যাবৎ কোন প্রতিকার করা হয় নাই। ঐ সকল অভাব অভিযোগ প্রতিকার করিবার চেষ্টা করা যে আমাদিগের কর্ত্তব্য ছিল এবং যে সকল সংস্কার নীতিতে ঐ কর্ত্তব্য সাধিত হইবে না তাহা যে অসম্পূর্ণ, তাহা আমরা শাসন কর্ত্তারূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যের পথে কতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, তাহা আমি এক্ষণে বর্ণনা করিব।

সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ কি স্থান অধিকার করে, তাহার প্রতি স্পষ্টতঃই আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই সভায় তাহার অভিভাষণে কি বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় আপনাদিগের স্মরণ আছে :—

ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের সাম্রাজ্য গোষ্ঠীর প্রকৃত গঠনের এই বর্ণনা হইতে আপনারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে ঐ কন্‌ফারেন্সের পরবর্ত্তী অধিবেশনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব কিরূপ হইবে, তাহার চরম মীমাংসা কন্‌ফারেন্সের নিজের উপর নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব গ্রাহ্য হইলে তাহা কি প্রণালীতে সাধিত হইবে, তাহা বিবেচনা করা এখন অসাময়িক। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় যে, ষ্টেট সেক্রেটারী স্বয়ং এবং তিনি রাজপ্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া যে একজন কিম্বা দুইজন প্রতিনিধিকে মনোনীত করেন,তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন। এই সকল মনোনীত ব্যক্তি যাঁহারা সাধারণতঃ ভারতবর্ষে বাস করেন, কিম্বা চাকুরি করেন এরূপ কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

তাহার পর এই বৎসরের প্রারম্ভে যখন শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট লণ্ডনে যুদ্ধসংক্রান্ত এক বিশেষ কন্‌ফারেন্স (গোষ্ঠী) আহ্বান করেন, তখন এতৎসম্বন্ধে পরবর্ত্তী উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। এবং ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষের এবং গবর্ণমেণ্টের পরামর্শক্রমে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব কার্য্যে তাহার সহযোগী স্বরূপ মান্যবর বিকানীরের মহারাজ মাননীয় সার জেমস মেষ্টন এবং সার সত্যেন্দ্রনাথ সিংহকে মনোনীত করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে যে পূর্ব্বাভাষ দিয়াছিলেন, ইহা তাহার পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য বিকাশ। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমাদিগের সভায় গত কার্য্যকালের মধ্যে বলিয়াছিলাম :—

শ্রীশ্রীমানের গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, অবিচারিত বা অনভিজ্ঞ সমালোচনায় তাহার অত্যধিক গুরুত্বের হ্রাস বা নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে ইহা ভাবিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি। ফরাসী প্রবাদবাক্যে কথিত আছে যে, 'সকল কার্য্যের প্রথম সোপানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং সেইরূপ ভারতবর্ষ যে এই প্রথমবার সাম্রাজ্যের মন্ত্রণাগারে গৌরবের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাও ভারতের ইতিহাসে একটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার ঘটনা। যদিও অদ্য ইহার প্রকৃত গুরুত্ব অনুভূত না হইতে পারে, তথাপি আমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি যে, ঐ ঘটনার বৃটিশ রাজপতাকার

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অধীনে ভারতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে।

ক্রমশঃ।

লবণ-তথ্য।

—:•:—

লবণ আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু ভারতের নানাস্থানে যে কত কোটী কোটী মণ লবণ জন্মিয়া থাকে, তাহা আমাদের অনেকেই জ্ঞাত নহেন। "ভারতবর্ষে" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বিদ্যাভূষণ বি, এল, মহাশয় লবণ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

মানব-সভ্যতার আদি যুগে যখন মানব কাঁচা মাংস ভক্ষণ ছাড়িয়া রন্ধন করিতে শিখিয়াছিল, যখন বনে-বনে পশু-হনন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ছাড়িয়া, কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া, ফল-শস্য উৎপাদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জীবনধারণ করিতে শিখিয়াছিল, তখন হইতেই মানব-সমাজে লবণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, যাহারা কেবল দুগ্ধ, কাঁচা মাংস অথবা দুগ্ধ, মাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের পক্ষে খাদ্য দ্রব্যের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করা আবশ্যক হয় না। কিন্তু উদ্ভিজ্জ ভোজীগণের পক্ষে উহা একান্ত আবশ্যক, নতুবা, তাহাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে না। শুদ্ধাচার-সম্পন্ন হিন্দুগণ কখনই দুগ্ধের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করেন না। মাংস সিদ্ধ করিলে উহার লবণময় অংশ গলিয়া বাহির হইয়া যায়, তখন উহার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। সভ্যতার আদি যুগে ভারতীয় আর্য্যগণ যে সময়ে অন্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা লবণের ব্যবহারও শিখিয়াছিলেন; কারণ, লবণ ব্যতীত কেবল অন্নের দ্বারা শরীর পোষণ অসম্ভব। মানব দেহের আভ্যন্তরিণ ক্রিয়াসমূহের জন্য রক্তের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ থাকে, কিন্তু ঘর্ম্ম, মূত্রাদির সহিত উহা বহু পরিমাণে বাহির হইয়া যায় বলিয়া সেই ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ ব্যবহার করা আবশ্যক। উহার অভাবে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া স্কার্ভি নামক রোগ উৎপন্ন করে। (এই রোগে মুখের মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শরীরের রক্ত কম ও দূষিত হইয়া পড়ে)। প্রত্যেক লোকের প্রত্যহ অন্ততঃ এক তোলা লবণ খাওয়া উচিত। লবণ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের সহায়তা করে, ইহা কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ও কুষ্ঠ নিবারক। এই সমুদায় কারণে অতি প্রাচীনকাল হইতে লবণ একটি পবিত্র পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মহাকবি হোমর লবণকে স্বর্গীয় পদার্থ (Salt divine) বলিয়াছেন। প্লেটো ইহাকে দেবতাদিগের প্রিয় পদার্থ "a substance dear to the gods" বলিয়াছেন। পারস্য-ভাষায় নিমকহারাম শব্দের অর্থ বিশ্বাসঘাতক। চলিত কথায় প্রতিশব্দ "আলুনি আদর"। লবণ অতিশয় পচন-নিবারক ও কীটাণু নাশক; এই নিমিত্ত, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি লবণের মধ্যে রাখিলে, উহা বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। প্রাচীন হিন্দুগণ খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; উহার বিবিধ গুণ পরীক্ষা করিয়া উহা ঔষধরূপেও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অসামান্য রাজনৈতিক পণ্ডিত কৌটিল্যের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, লবণে ভেজাল দিলে অপরাধীকে গুরু দণ্ড ভোগ করিতে হইত। ঐ সময়ে আর্য্যগণ রন্ধনাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ ব্যবহার করিতেন। একজন আর্য্যের রন্ধনের জন্য একপ্রস্থ তণ্ডুল, তণ্ডুলের চতুর্থাংশ ডাইল, ডাইলের ষোড়শাংশ লবণ ও চতুর্থাংশ ঘৃত অথবা তৈল আবশ্যক হইত (১) ২০ পল মাংস রন্ধন করিতে হইলে এক পল লবণ আবশ্যক হইত। সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্, সৌবর্চ্চল ও উদ্ভিদ্ এই পঞ্চবিধ লবণ ব্যবহৃত হয়। ভুক্তিতে লবণ রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

আমরা আহার্য্য দ্রব্যের সহিত যে লবণ ব্যবহার করি, তাহা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; সমুদ্রজ লবণ, খনিজ লবণ ও উদ্ভিজ্জ বা শুটিকা লবণ। ইহার মধ্যে খনিজ লবণ সামুদ্রিক লবণেরই পরিণতি; যে সমুদায় স্থানে লবণের খনি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এককালে কোন না কোন লবণাম্বু হ্রদ অথবা সমুদ্রের অংশবিশেষ ছিল। বাজারে সাধারণতঃ দুই প্রকারের সামুদ্রিক লবণ পাওয়া যায়; পাঙ্গা অর্থাৎ কলে চূর্ণ করা এবং করকচ অর্থাৎ দানাদার সামুদ্রিক লবণ। খনিজ লবণও দুই প্রকারের পাওয়া যায়; গুঁড়া সৈন্ধব ও শিলা সৈন্ধব। সমুদ্রতীরে অথবা লবণাম্বু বিশিষ্ট নদী, হ্রদ প্রভৃতির তীরে জাত "গোলা" প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদ পোড়াইয়া তাহার পাংশু হইতে উদ্ভিজ্জ লবণ প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে খুলনা ও চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ ভাগস্থ সুন্দরবন প্রদেশে এই লবণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত। করকচ লবণ যন্ত্র দ্বারা চূর্ণ করিয়া পাঙ্গা লবণ প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে যে লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৬১·৮ ভাগ সামুদ্রিক বা সমুদ্রজলজাত লবণ, ২৭·০ ভাগ হ্রদজল হইতে জাত লবণ এবং ১১·২ ভাগমাত্র সৈন্ধব বা খনিজ লবণ। আমাদের পৃথিবীতে সামুদ্রিক লবণের একান্ত অভাব হইবার শীঘ্র কোনই আশঙ্কা নাই; কারণ পৃথিবীস্থ সমগ্র সাগরের জলে যে লবণ আছে, তাহার পরিমাণ ৪৪১৯৩৭০ ঘন মাইল।

প্রাচীন কালে উত্তর-ভারত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্ধব লবণ বিদেশে রপ্তানি হইত এবং উহা লবণবাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। ষ্ট্রাবো বলেন, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের বহু পূর্ব্ব হইতে উত্তর-ভারতের লবণের খনিগুলি হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রবল পরাক্রান্ত মৌর্য্যদিগের রাজত্বকালে লবণ-কর একটি প্রধান রাজস্ব মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং লবণাধ্যক্ষ নামে একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু অধুনা বহু পরিমাণে লবণ বিদেশ হইতে আমদানি হইতেছে। বঙ্গদেশে ত বিদেশীয় লবণেরই একাধিপত্য। বিগত ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার বাজারে মজুদ লবণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, আমরা আজকাল কোন্ লবণ কি পরিমাণে ব্যবহার করিতেছি।

বর্ত্তমান বর্ষের ১লা জানুয়ারীর লবণের বাজারের অবস্থা।

লবণের নাম	মজুদ লবণের পরিমাণ	মণ শতকরা দর
লিভারপুলি	২০০০০০ (দুইলক্ষ) মণ	২২৫৲
হাম্বার্গ গুড়া	,,	,,
ঐ করকচ	,,	,,
স্পেনিস্ গুড়া	৪০০০০০ (চারি লক্ষ) মণ	১৯০৲
ঐ করকচ	৯০০০ (নয়হাজার) মণ	,,
সৈয়দ বন্দরের গুঁড়া ঐ করকচ নামমাত্র	২০০,০০০ মণ	১৯০৲
মাস্ওয়ার লবণ	১০০,০০০ (একলক্ষ) মণ	
এডেনের লবণ গুঁড়া	৩২৫০০০মণ	১৮৩-১৯০৲
ঐ করকচ	১০,০০০ (দশহাজার) মণ	১৭৫৲
শালিফ গুঁড়া	০	—
ঐ করকচ	০	—
ঐ সৈন্ধব	০	—
বোম্বাই করকচ (কাল রং)	৫০০০ মণ	১০৯৲
মান্দ্রাজের করকচ কাল ঐ পরিষ্কার	৫০,০০০ মণ	১০১৲ ১২৭৲

অল্পদিন মধ্যে লিভারপুলি লবণের দর ১৩৬৲ হইতে ২২৫৲ হইয়াছে। আরও যে উঠিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ইহার উপর প্রতি শত মণে ২।৶০ টোল ও ১২৫৲ টাকা লবণ-কর দিতে হয়। যুদ্ধের জন্য হাম্বার্গ ও শালিফ লবণের আমদানি বন্ধ আছে।

কলিকাতার বাজারে আমরা যে সমুদায় মোটা দানাবিশিষ্ট পরিষ্কার করকচ দেখিতে পাই, উহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানি। অল্প পরিমাণে সম্বর লবণ ও মান্দ্রাজের লবণ ইতঃপূর্ব্বে পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু উহার কাটতি নিতান্ত কম; কারণ সম্বর লবণের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক এবং মান্দ্রাজের লবণ অতিশয় অপরিষ্কার ও বালুকাপূর্ণ। কিন্তু উড়িষ্যার বাজার হইতে এখনও পর্য্যন্ত মান্দ্রাজী লবণের আধিপত্য যায় নাই। বঙ্গদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে আজকাল সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় দশ আনা পরিমাণ লবণ কেবল বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশেই প্রস্তুত হয়। বোম্বাই লবণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ সমুদ্র জল হইতে প্রস্তুত; অবশিষ্ট অংশ কচ্ছ উপসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের ভূনিম্নস্থ লবণাম্বু হইতে প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রস্তুত লবণের সমুদায়ই সামুদ্রিক।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সমুদয় লবণ ব্যবহৃত হইত, তাহার একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সামুদ্রিক লবণ।

১। এডেনের করকচ; সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্র-জল শুকাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

২। এডেনের পাঙ্গা বা গুঁড়া লবণ।

৩। রেওয়া করকচ; লোহিত সাগরের পার্শ্বস্থ আফ্রিকাখণ্ড হইতে আনীত হয়।

৪। রেওয়া পাঙ্গা।

৫। শালিফ করকচ; আফ্রিকা মহাদেশের শালিফ বন্দর হইতে ইহার আমদানী হয়।

৬। শালিফ পাঙ্গা।

৭। বোম্বাই করকচ।

৮। স্পেনের করকচ; সূর্য্যোত্তাপে সমুদ্র-জল শুকাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

৯। সৈয়দ বন্দরের করকচ।

১০। মান্দ্রাজের করকচ, কোকনদ, বিশাখাপত্তন এবং টীউটীকোরিণ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতা, কটক প্রভৃতি স্থানে আমদানি হয়। এই লবণ প্রস্তুতকারগণের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতি মন ৶১০ ছয় পয়সা হিসাবে খরিদ করিয়া লইয়া সাধারণের নিকট বাজার দরে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ, অপরিষ্কার ও বালুকা মিশ্রিত বলিয়া কলিকাতার বাজারে ইহার কাটতি অতিশয় কম।

১১। সম্বর লবণ।

রাজপুতানার অন্তর্গত সম্বর হ্রদের জল হইতে এই লবণ প্রস্তুত হয়। এই সকল লবণ হ্রদ রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৫০ বর্গ মাইল। ইহার দৈর্ঘ্য ১০ মাইল ও বিস্তৃতি ২ হইতে ৭ মাইল। ইহার চারিদিকেই বালুকাময় অনুর্ব্বর প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে রাজপুতানার বিখ্যাত মরুভূমি। যে বৎসর সুবৃষ্টি হয়, সে বৎসর ইহার জল সমুদ্রের জলের তুল্য লবণাক্ত; কিন্তু অনাবৃষ্টির বৎসর উহা সমুদ্র জল অপেক্ষা তিনগুণ, সাড়ে তিনগুণ অধিক লবণাক্ত হইয়া থাকে। এই হ্রদের কর্দ্দমে শতকরা

৩ হইতে ১২ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ এবং অল্প পরিমাণে সোডিয়ম্ সল্‌ফেট, সোডিয়ম্ কার্ব্বনেট ও পটাসিয়ম্ সলফেট্ বর্ত্তমান। বর্ষাকালে নদীসমূহের জল এই হ্রদে আসিয়া পড়ায়, ঐ লবণ দ্রব হইয়া দুই তিন ফিট গভীর, ৬০ বর্গ মাইল বিস্তৃত তীব্র লবণাম্বু রাশিতে পরিণত হয়। তখন এই লবণ জল "কেয়ারী"তে আবদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর এই হ্রদের জল হইতে সত্তর-বাহাত্তর লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই হ্রদ ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে।

খনিজ লবণ।

দেশীয় সৈন্ধব; তিনটি প্রধান কেন্দ্র হইতে এই লবণের আমদানি হয়।

(১) পাঞ্জাবের লবণ শৈলমালা বা সৈন্ধব শৈলমালা।

(২) কোহাট পাহাড়।

(৩) কাংড়া জিলার মণ্ডিরাজ্য।

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত সৈন্ধব শৈলমালাই প্রধান; এবং উহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে আবার খেওরার, "মেও" খনি সর্ব্বপ্রধান। উহার গভীরতা ৫৫০ ফিট। তন্মধ্যে ২৭৫ ফিট বিশুদ্ধ লবণ, অবশিষ্ট কিছু অপরিষ্কার। খেওয়ার "মেও" খনি হইতে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব্ব (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছে। ভারতসম্রাট আকবরের সময়ে ইহার কার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই খনির প্রাচীন কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে খনির কার্য্য চলিতেছে, উহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ওয়ার্থের উদ্ভাবিত। এই খনির লবণে শতকরা ৯৮।১০ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ (সোডিয়াম্ ক্লোরাইড) ও ৩০৫৭৫ ভাগ সোডিয়াম্ সালফাইড্ বিদ্যমান আছে। সাহাপুর জেলার "ওয়াচা" খনি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। এই খনির লবণ-স্তরের গভীরতা ২০ হইতে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত। সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী কলাবাগ হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত "সৈন্ধবশৃঙ্গ" পাহাড়ের পূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে লবণের পাহাড় কাটিয়াই লবণ সংগ্রহ করা হয়। এই সমুদায় লবণ বিশুদ্ধ, শুভ্র হইতে রক্তাভ পর্য্যন্ত নানা বর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু অধুনা এই লবণ পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের লোকদিগকে যোগাইতেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়; সুতরাং বঙ্গদেশে অতি সামান্য পরিমাণেই আসিয়া থাকে।

মোগল বাদশাহগণের রাজত্বকালে পঞ্জাববাসিগণ লবণ শৈল হইতে লবণের বড় বড় সৈন্ধব-শিলা ভাঙ্গিয়া সিন্ধুতীরে লইয়া যাইত; এবং সেখানে উহা লবণ-ব্যবসায়ীগণের নিকট বিক্রয় করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থ লবণ বাহকদিগের সহিত বণ্টন করিয়া লইত। উহার বার আনা অংশ খনকগণ লইত, এবং অবশিষ্ট চারি আনা বাহকগণ প্রাপ্ত হইত। লবণ-ব্যবসায়ীগণ একটাকা মূল্যে ২০ হইতে ৮০ মণ পর্য্যন্ত লবণ ক্রয় করিত। ইহার উপর তাহাদিগকে প্রতি ১৭ মণ লবণে এক টাকা করিয়া লবণ-কর দিতে হইত। শিল্পীগণ সৈন্ধব-শিলা হইতে নানাপ্রকার কারু-কার্য্য-শোভিত আসবাব পত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত। মীর আবুল কাসেম সম্রাট আকবরকে এইরূপ একখানি সৈন্ধবের রেকাব ও একটা বাটি দিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে তিনি নিমকিন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও সৈন্ধব-লবণের নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপ অনেকগুলি কুঁজো, গেলাস, বাটি, রেকাব প্রভৃতি দ্রব্য কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ামে আছে।

কোহাটে পাহাড় কাটিয়াই লবণ সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং ভূপৃষ্ঠ খনন করা আদৌ আবশ্যক হয় না। এই লবণ পাংশুবর্ণ। এই "অফুরন্ত" লবণ-শৈলের উপরিভাগ নিঃশেষ করিতেই বহু শতাব্দী অতীত হইবে।

মণ্ডির লবণ অতিশয় অপরিষ্কার। এই স্থানেও কোহাটের ন্যায় উপর হইতে পাহাড় কাটিয়া লবণ সংগ্রহ করা হয়, খনন করা আবশ্যক হয় না।

ব্রহ্মদেশে মান্দালয় নগরের নিকটে ইরাবতী নদীর তীরবর্ত্তী সীনপজা নামক স্থলে লবণের এক বৃহৎখনি আছে; কিন্তু সুলভ বিলাতী লবণের কৃপায় উহা বাজার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

দেশীয় অন্যান্য খনিজ লবণ।

ইহা ব্যতীত পাঁচভদ্রা ও দিদ্বানা নামক স্থানে তরল লবণের খনি আছে। পাঁচভদ্রা, যোধপুর রাজ্যের রাজধানী যোধপুর নগর হইতে ৪০ মাইল দূরে লুনী নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ এবং এক ক্রোশ প্রশস্ত স্থানের সর্ব্বত্রই তরল লবণের উৎস দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় আট লক্ষ চল্লিশ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫০ হাত দীর্ঘ ও ৪০ হাত প্রশস্ত একটা গর্ত্ত প্রস্তুত করা করা হয়; তরল লবণ বা তীব্র লবণাম্বু এই গর্ত্তের মধ্যে প্রায় দুই হাত গভীর হইয়া জমিয়া থাকে। এই জল সমুদ্র-জল অপেক্ষা সাত আট গুণ অধিক লবণাক্ত। একপ্রকার গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা এই সকল গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে, উহার উপর

লবণ জমিতে থাকে। এইরূপে এখানে লবণ সংগ্রহ করা হয়। বিগত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই স্থান ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

সম্বর হ্রদ হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে যোধপুর রাজ্য মধ্যে দিদ্বানা লবণ-খনি অবস্থিত। এই খনিতে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ দ্রব্য পাওয়া যায়। উহা অনবরত তুলিতে থাকিলেও ফুরায় না। বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় মাস কাল লবণ প্রস্তুতের কার্য্য চলিয়া থাকে, এবং প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। প্রতি মণে প্রায় দেড় পয়সা খরচ পড়ে এবং উহা এক টাকা চারি আনা মণ দরে বিক্রীত হয়। কিন্তু এখান হইতে লবণ চালান দিতে অত্যধিক খরচ পড়ে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খনিও ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে।

বিদেশীয় খনিজ লবণ।

বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানের লোকেই দেশীয় লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গদেশে বিদেশীয় লবণেরই একাধিপত্য। বঙ্গদেশে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ "লিভারপুলি" বা বিলাতী লবণ; অবশিষ্ট জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, স্পেন, এডেন, জিড্ডা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের আমদানি লবণ। অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণি হইতে যে সমুদয় খনিজ লবণ আমদানি হয়, তাহার, সমুদায়ই বাজারে "হ্যাম্বার্গ লবণ" নামে পরিচিত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সমুদায় বিদেশীয় লবণ বঙ্গদেশে ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া, ১৮৭৪ অব্দের মধ্যে দেশীয় লবণকে বাজার হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছে।

১। বিলাতী পাঙ্গা লবণ।

সাধারণতঃ ইহা লিভারপুলি লবণ বলিয়াই বাজারে পরিচিত। ইহা লিভারপুল, হার্টেল-পুল, বৃষ্টল প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হয়। ইহার অধিকাংশই চেসায়ার ও উরচেষ্টার সায়ারের খনি হইতে উৎপন্ন। চেসায়ারের লবণের খনিতে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০ হাত নিম্নে ১৫০ হইতে ২০০ হাত গভীর লবণের খনি আছে। এই লবণস্তরের উপরিভাগ শতকরা ২৫ ভাগ দ্রবীভূত লবণবিশিষ্ট জল দ্বারা আচ্ছাদিত। এই তরল লবণ যন্ত্র (pump) সাহায্যে উত্তোলিত হইয়া লবণের কারখানায় নীত হয়। উহা হইতে ঐ সমুদায় কারখানাতে দুই প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়। একপ্রকার, অতিশয় "সরু দানা" বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট লবণ; অপর, "মোটা দানা" বিশিষ্ট নিকৃষ্ট লবণ। উভয় প্রকার লবণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিভিন্ন। মোটা দানাবিশিষ্ট লবণ জ্বালে প্রস্তুত হয়; কিন্তু সরুদানার উৎকৃষ্ট লবণ ফুটন্ত লবণ জল হইতে প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ খনি হইতে উত্তোলিত লবণ-জল কটাহে ছাড়িয়া দিয়া তাহার সহিত অল্প পরিমাণে শিরিষ অথবা পশুরক্ত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত জল ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ ক্রমশঃ জ্বাল বাড়াইতে হয়। এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে উপরে চিনির রসের গাদের ন্যায় এক প্রকার গাদ উঠে। উহা উপর হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। এই গাদ উঠাইয়া ফেলিলে, ঘোলা লবণ-জল স্বচ্ছ লবণ-জলে পরিণত হয়, এবং কটাহের তলায় লবণের দানা বাঁধিতে থাকে। ঐ লবণ হাতা দিয়া তুলিয়া কটাহের উপর শুকাইতে দেওয়া হয় এবং উহা হইতে জল ঝরিয়া গেলে, "ষ্টোভ" ঘরে লইয়া গিয়া উহা উত্তমরূপে শুষ্ক করা। এই প্রকারে একমণ উৎকৃষ্ট বিলাতি লবণ প্রস্তুত করিতে প্রায় ছাব্বিশ সের গুঁড়া কয়লা খরচ হয়; কিন্তু একমণ মোটাদানার লবণ প্রস্তুত করিতে আঠার সেরের অধিক কয়লা খরচ হয় না। এই সকল স্থানে কয়লা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় বলিয়া, ব্যবসায়ী-দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আজকাল machine pan নামক একপ্রকার কটাহের সাহায্যে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতেছে। উহা অতিশয় সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট। চেসায়ারের সরু দানাবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট লবণের মধ্যে শতকরা।

৯৮, ৩৫০ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড্
০, ০৭৫ ভাগ ম্যাগনিসিয়াম্ ক্লোরাইড্
০, ০২৫ ভাগ ক্যালসিয়াম্ ক্লোরাইড্
এবং ১, ৫৫০ ভাগ ক্যালসিয়াম্ সলফেট পাওয়া যায়; কিন্তু দানার নিকৃষ্ট লবণের মধ্যে শতকরা ৯৮, ০° ভাগ বিশুদ্ধ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড্
০, ৯০ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম্ ক্লোরাইড্
১, ০০ ভাগ ক্যালসিয়াম্ সলফেট্ ও
০, ১০ ভাগ জলে অদ্রবনীয় ময়লা।

ইংলণ্ড হইতে যে সমুদায় বাণিজ্য-জাহাজ কলিকাতা, রেঙ্গুণ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আসিয়া থাকে, তাহাতে এই সমুদায় লবণ ব্যালাষ্টস্বরূপ বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমরা উহা অল্প মূল্যে পাইয়া থাকি।

৭। "হ্যাম্বার্গ লবণ"।

ইহা আমাদের দেশের সৈন্ধব-জাতীয় লবণ। লবণ-শিলা সকল কলে পেষণ করিয়া উহা প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশে লিভারপুলি ব্যতীত যে সমুদয় বিদেশীয় লবণ আমদানি হয়, তাহার মধ্যে হ্যাম্বার্গ লবণই প্রধান ছিল। কিন্তু আজকাল যুদ্ধের গোলযোগে এই লবণের আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণীতে অনেক লবণ-শৈল আছে। উহার দুই এক স্থলে প্রায় দেড়হাজার গজ পর্য্যন্ত

গভীর লবণের খনি আছে। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের গ্যালিসিয়া-প্রদেশস্থ ক্রাকো নগর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে উইলিকজার প্রসিদ্ধ লবণের খনি। এই খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া এই খনি হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে ভূগর্ভে একটি ইন্দ্রালয় তুল্য অনুপম সৌন্দর্য্য-শোভিত সপ্ততল নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নগরে প্রশস্ত রাজপথ ও রেলগাড়ি প্রভৃতি ত আছেই ; পরন্তু, তাড়িতালোকে আলোকিত বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত রেলষ্টেশন, হোটেল, নাচঘর, ভজনালয় (সেণ্ট এণ্টনির গির্জ্জা) ঝাড়-লণ্ঠন ইত্যাদি শোভিত বৃহৎ হলঘর, বিশ্রাম-স্থান, আস্তাবল প্রভৃতিরও অভাব নাই। সমুদায়ই লবণে নির্ম্মিত ও বিবিধ বর্ণে শোভিত। এই নগরের মধ্যে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় আড়াইশত গজ লবণের নিম্নে একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদ ঘন কৃষ্ণবর্ণ লবণাম্বুতে পরিপূর্ণ। উহার উপর দর্শকগণের জল-ভ্রমণের নিমিত্ত একখানি নৌকাও আছে।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। হিজলির নিকটে মোগল বাদশাহদিগের সময়ে একটি বৃহৎ সরকারি লবণের কারখানা ছিল। কিন্তু নিম্নবঙ্গের জল বায়ুর আর্দ্রতাবশতঃ এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বিপুল মধুর জলরাশি অনবরত বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে বলিয়া, এখানে লবণ প্রস্তুত করা লাভজনক নহে। এই সমুদায় কারণে এবং অন্য দিকে বিলাতি লবণ অতিশয় সস্তা দরে বাজারে বিক্রীত হওয়ায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গদেশে লবণ প্রস্তুত-কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু উড়িষ্যার উপকূল প্রদেশে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লবণ প্রস্তুতের কার্য্য চলিতেছিল ; ঐ সময় হইতে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লবণ কর।

জীবনধারণের জন্য লবণের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক। কেবল মানুষের নহে, গবাদি গৃহপালিত পশু এবং কৃষিকার্য্যের নিমিত্তও লবণের প্রয়োজনীয়তা অতিশয় অধিক। এই নিমিত্ত ইহার উপর কর আদায় করা অতিশয় সুবিধাজনক। ভারতের প্রজাগণ বহুকাল হইতে এই লবণ-কর প্রদান করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের সময়ে কখন কখনও রাজকর্ম্মচারিগণের দ্বারা লবণ প্রস্তুতকার্য্য পরিচালিত হইত। আবার কখনও বা রাজা লবণ-প্রস্তুতকারিগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই লবণের আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক দিতে হইত। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য্য রাজগণের রাজত্ব সময়ে লবণাধ্যক্ষ নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী লবণ-বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্, সৌবর্চ্চল, উদ্ভিজ্জ এবং যবক্ষার এই ছয়প্রকার লবণের উপর কর গ্রহণ করা হইত। রাজার ইচ্ছানুসারে সময় সময় এই স্বত্ব ইজারা দেওয়া হইত। উৎপন্ন লবণের পঞ্চবিংশতি ভাগ হইতে বিংশতি ভাগ পর্য্যন্ত করস্বরূপ গ্রহণ করা হইত। "ধান্য, স্নেহ, ক্ষার, লবণ, মধ্য পক্কান্নদীনাং চ বিংশতিভাগ পঞ্চবিংশতি ভাগো বা" (১)। কিন্তু বিদেশীয় লবণের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ প্রদান করিতে হইত ; "আগন্তু লবণং ষড়ভাগং দদ্যাৎ" (২)। বস্তুতঃ আমদানি লবণের উপর চারিগুণ কর আদায় করিয়া এই সময়ে দেশীয় লবণ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা হইতেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী, শ্রোত্রিয়, উপাধ্যায় এবং শ্রমজীবীদিগকে খাদ্য লবণের নিমিত্ত আদৌ কোন কর প্রদান করিতে হইত না। লবণাধ্যক্ষ এইরূপে করস্বরূপ যে লবণ আদায় করিতেন, তাহা ব্যবসায়ীদিগের নিকট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়-লব্ধ অর্থ রাজকোষে জমা দিতেন। মুসলমানদিগের রাজত্বকালেও আমদানি ও রপ্তানি উভয়বিধ লবণ-কর প্রচলিত ছিল। তাহারা সন্ন্যাসী, শ্রমজীবী প্রভৃতি কাহাকেও এই কর হইতে অব্যাহতি দিতেন না ; সর্ব্বত্র সমভাবে উক্ত কর আদায় করিতেন, "মা শীর-ই রহিমি" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মোগল বাদসাহদিগের সময় প্রতি ১৭ মণ লবণে এক টাকা রাজস্ব দিতে হইত ; অর্থাৎ এখনকার হিসাবে মণকরা এক আনা হিসাবে লবণ-কর দিতে হইত। মোগল সাম্রাজ্যের অবসান সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, লবণ প্রস্তুত, বিক্রয় এবং আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য নিজের আয়ত্তাধীনে লইয়া লবণের ব্যবসায় "একচেটিয়া" করিয়া লইয়াছিলেন। ক্লাইব এই কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন। এই প্রথাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তদনন্তর বর্ত্তমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণের শুল্ক মণকরা আড়াই টাকা ছিল। উহা ক্রমশঃ মণকরা দেড়টাকা এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মণকরা একটাকা করা হইয়াছিল। ১৯০৭ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণকর মণকরা ঐ এক টাকাই ছিল। কিন্তু বিগত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উহা অস্থায়ী ভাবে বাড়াইয়া মণকরা একটাকা চারি আনা করা হইয়াছে। ভারতের ত্রিশ কোটি প্রজা বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি মণ লবণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। মৎস্যাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে লবণ

(১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (শ্যাম শাস্ত্রী সঙ্কলিত), ১১৩ পৃঃ।

(২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (শ্যাম শাস্ত্রী সঙ্কলিত) ৮৩ পৃঃ।

ব্যবহৃত হয়, তাহার উপর কোন কর দিতে হয় না। বরোদা রাজ্যে লবণ কর আদৌ নাই। ঐ রাজ্যের অন্তর্গত কাথিয়াবাড় প্রদেশের অধিবাসিগণ আপনারাই তাহাদের ব্যবহার্য্য লবণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে টাকায় প্রায় সাড়ে তিন মণ করিয়া লবণ পাওয়া যায়। বিগত ১৯১৫—১৬ ইং সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ২৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার মণ লবণের কারবার হইয়াছিল। উহা হইতে গবর্ণমেন্ট ১১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। লবণ-কর কমাইয়া দিলে রাজসরকারের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম; কারণ, অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারিলে, লোকে গৃহপালিত পশু প্রভৃতি এবং নিজেদের জন্য অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহার করিত। এইরূপে এবং উহার অপচয় অধিক হওয়ায়, কাট্‌তিও বাড়িয়া যাইত এবং তদ্দ্বারা রাজসরকারের ক্ষতির পূরণ হইত।

হিন্দুমহিলার জ্ঞাতব্য।

চরদূরান্তরে পতি সঙ্গে যাইতে হয়, কুলবধূ ঘরে যখন থাকেন, তখন শাশুড়ী ননদ এবং অপরাপর প্রবীণাগণের সাহায্যে স্বামীর সমস্ত অভাব, সমস্ত সাধ পূর্ণ হয়। বধূঠাকুরাণী যত করিলেন, না করিলেন তাহাতে বড় আসিয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গালীর চাকরীই জীবিকা, সে চাকুরীর জন্য তাহাকে বনে বনে যাইতেই হয়, অনেক স্থলে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে যাইতে হইতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে যাইয়া শুধু ত কলা বউয়ের মত বসিয়া থাকা চলিবে না, বাড়ীতে দশজন যে কাজ করিত, স্ত্রীকে একাই সে কাজ করিতে হইবে, কাজের সুব্যবস্থা, স্বামীর সেবা শুশ্রুষা, এই গুলিতে শিক্ষালাভ করা বাঙ্গালী মেয়েদের নিতান্ত দরকার, যে মেয়ে এসকল না শিখে, সে স্বামীকে বড় সুখী করিতে পারে না। খুব স্বামী সোহাগিনী হইতে হইলে দেখিতে হইবে, পুরুষকে কেমন করিয়া সুখী করা যায়, তাহা হইলে জানা আবশ্যক, পুরুষ কি চায়, আর কি চায় না। এইটী জানিলেই স্বামী সোহাগ পাইবার রাস্তাটা সুগম হয়। তাহা হইলেই একজন পুরুষকে বলিতে হয়, যে পুরুষ কি চায়, আর কি চায় না। অবশ্য সব খোলা কথা বলাই ভাল যে, এসকল হিন্দুপুরুষেরই কথা। হিন্দুপুরুষ স্ত্রীকে যথেষ্ট স্নেহ করে এবং ভালবাসে, তবে স্বাধীনতা দিতে নারাজ। গাড়ীতে তুলিয়া বাড় খুলিয়া ঘোমটা তুলিয়া দিতে হিন্দু অক্ষম, তাতে তাদের কাপুরুষত্বই হউক, আর আহাম্মুকিই হউক। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতে পারেন, এটা সংকীর্ণতা, তা কি করা যাইবে, প্রকৃত হিন্দু কুলবালাও এতে নারাজ, তাহাদেরও বদ্ধমূল ধারণা যে, স্বামীকে মাথার কাপড় খুলিয়া দেখাইলে স্বামীর পরমায়ু ক্ষয় হয়। লজ্জা সরম হারাইলে স্ত্রীত্ব গেল, সে পুরুষপ্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইল।

হিন্দু মহিলাগণও বলেন, "স্বামীর দাসী" তাহারা পত্রাদিতেও লেখেন তাই, "আমি আপনার শ্রীচরণের দাসী" কিন্তু সত্যই কি হিন্দুপুরুষগণ মহিলাগণকে দাসী ভাবে, তাহা ভাবে না। তাহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভাবে, সংসার রাজত্বের রাণী বলিয়া মনে করে, স্বাধীনা মহিলাগণ অপেক্ষা তাহাদের ক্ষমতা ও আদর কিছু খাটো থাকে না।

পাড়া বেড়ানী স্ত্রী, হিন্দু পুরুষের ঘৃণার জিনিস, স্বাধীনতা দেওয়া ত দূরের কথা। পরনিন্দাকারিণী, মুখে মুখে সওয়াল জবাব কারিনী ক্রোধান্বিতা, অভিমানিনী, এসকল হিন্দু পুরুষ দেখিতে পারে না, এমন বদগুণের স্ত্রীকে মনে মনে ঘৃণা করে।

আমরা হিন্দু পুরুষ উপরোক্ত দোষগুলি সহ্য করিতে পারি না, অন্ততঃ অনেক হিন্দু পুরুষেরই এইগুলি সহ্য করিবার মত ছাল পুরু হয় নাই, সহজে হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ সভ্যতার আলোক পাড়াগাঁয়ের লোকগুলিকে এখনও বড় স্পর্শ করিতে পারে নাই। সহরে সমাজ সংস্কারকের দল, দেশের স্ত্রীলোকগণকে অযাচিত স্বাধীনতা প্রদান এবং বিধবার বিবাহ দিবার জন্য খুবই প্রয়াসী বটেন, কিন্তু পল্লীবাসীগণ এখনও বেশ অটল অচল আছেন। সমাজ বলিতে পল্লীগ্রামের সমাজই সমাজ, সেখানে প্রাচীন রীতিনীতি চিরবদ্ধমূল আছে এবং সামাজিক কড়াকড়ি আছে। আমরা সহরে সভ্যতার ফুড়ুক ফাড়ুক করি বটে, কিন্তু গ্রামে যাইলে যে তিমিরে সেই তিমিরে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের চাঁদটী বাহির হইলে মনে যেমন অপার আনন্দ হয়, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে হিন্দু স্বামীও স্ত্রীর মুখখানি দেখিয়া সেই আনন্দ উপভোগ করেন। সরমে জড়িতা নারীর সৌন্দর্য্য একরূপ, আর সরমহীনা সৌন্দর্য্য অন্যরূপ। যাহাদের দেখিয়া আমাদের অনুকরণ, সেই পাশ্চাত্য জাতিও অনেক সময় স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য নয়নজলে বয়ান ভাষান।

হিন্দুপুরুষ বিলাসিতা ভালবাসে না। সারাদিন সাজিয়া গুছিয়া থাকিতে দেখিতে, সারাদিন বেশ ভূষার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে দেখিলে হিন্দু পুরুষের যে স্ত্রীচরিত্রে সন্দেহ জন্মিবার সম্ভাবনা। হিন্দুর নীতি, যতক্ষণ স্বামী নিকটে থাকিবেন, ততক্ষণই বেশ বিন্যাসের আবশ্যকতা, স্বামীর অনুপস্থিতিতে বেশ ভূষা অনুচিত এবং অনাবশ্যক।

হিন্দুপুরুষগণ স্ত্রীর দৈহিক মানসিক পবিত্রতা দেখিবারই প্রয়াসী, ধর্ম্মে মতি দেখিলে সুখী, রন্ধনে সুনিপুনা দেখিলে আহ্লাদিত, তারপর বাহ্যিক প্রাণেশ্ বা চটো জীবন সর্ব্বস্ব নাই বলিল, তাতে বিশেষ আসে যায় না, হিন্দুর স্ত্রী হিন্দুস্বামীর সহধর্ম্মিণী, আমি যাহা সঙ্গত বিবেচনা করি, স্ত্রীর তাহাই শিরোধার্য্য।

বেশ বিন্যাসের, আলাপ পরিচয়ের হিন্দু মহিলার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। যখন তখন গায়ে পড়া স্ত্রী হিন্দুপুরুষ ভালবাসে না, হিন্দু পুরুষ সময়ে স্ত্রীকে মাথায় তুলিতে জানে এবং নামাইতেও জানে। শুধু সেমিজ জ্যাকেট পরাইয়া ফিটনে চাপাইয়া এসেন্স ভুর ভুরে করিয়া জগৎ শুদ্ধ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অসূর্য্যম পশ্যরূপা মহিলার উপর ফেলিয়া দেওয়াটা হিন্দুপুরুষ সঙ্গত মনে করে না, অনেকে বলেন এটা সংকীর্ণতা, তা হৌক, প্রকৃত হিন্দুমহিলা এরূপ সাজিতেই নারাজ,সেরূপ বেশে বাহির করিলে সে লজ্জায় মরিয়াই যায়।

একটা সুযোগ গেল।

কাগজ, কালী বাজারে অগ্নিমূল্য হইয়াছে। এই কালী প্রস্তুত প্রণালী সকলেরই জানা উচিত। জার্ম্মানীর আনিলাইন রং আর পাওয়া যাইতেছে না। দেশে যাহাতে দেশীয় উপায়ে কালী প্রস্তুত করিতে পারা যায়। তজ্জন্য আমাদের সচেষ্টিত হইতে হইয়াছে। দেশীয় কাগজীগণ তুলটের কাগজের ন্যায় পূর্ব্বে যে কাগজ প্রস্তুত করিত, সেইরূপ কাগজ বর্ত্তমান সময়ে পুস্তকাদির মলাট প্রভৃতি বেশ চলিত। কারণ রঙ্গীন কাগজের এত মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহাতে আর হাত দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে ইউরোপের মহাসমর কখন যে শেষ হইবে তাহা আমাদের প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ও বলিতে পারেন না। শান্তি সংস্থাপিত হইলেও ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্য, মাল রপ্তানী যে সহসাই স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইবে, তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং ভারত ক্রেতার দেশ, অনেক ভোগ তাহার ভাগ্যে অনিবার্য্য। কিন্তু এই সুযোগে লোকের যদি শিল্প স্পৃহা থাকিত, তবে বহু লুপ্ত শিল্পেরও উদ্ধার সাধনের সুবিধা হইত। এ সুযোগও দেশের গেল, কেহ কিছু করিল না।

কালী অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। সাধারণ লোকে বিশেষ পল্লীগ্রামে জার্ম্মাণীর রং কিনিয়া লাল ও ভাওলেট রং করিয়া লিখিত। আর একটা উপায় বলিয়া দিতেছি ইহা দ্বারা বহুলোকের কালীর সুবিধা হইবে। আফিস অঞ্চলে টাইপ রাইটীং কলের ফিতা ১০।২০ দিন অন্তর বদলাইতে হয়। এই পরিত্যক্ত রিবন বা ফিতা হইতে উৎকৃষ্ট ভাওলেট্ কালী হয়, আমরা সেই ফিতার দ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া লিখিতেছি। এগুলি আমাদের টাইপ রাইটীং কলের ফিতা, নুতন দিলেই ফেলিয়া দিতাম। এখন ইহা দ্বারা মহৎ উপকার পাইতেছি। কিন্তু যে সে ফিতায় হয় না। যে ফিতাতে কাপিং ভাওলেট্ রং মাখনা থাকে সেই ফিতার ২।৪ অঙ্গুলি লইয়া একটু গরমজলে ফেলিলেই সুন্দর বেগ্‌নী রঙ্গের কালী হইবে। সকলেই এই উপায়ে কালী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। ১টী পুরা ফিতায় প্রায় ২ বৎসর একটা লোকের চলিবে। ছেলে মেয়েরা এইকালী খুব পছন্দ করে। আমরা অনেক পল্লী-পোষ্টমাষ্টারকে এই ফিতা একটু একটু দিয়া ছিলাম, তাঁহারা খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

To clean silverwares.

HOME INDUSTRY.

গার্হস্থ্য শিল্প।

রৌপের জিনিষ পরিষ্কারের উপায়।

(১)

রৌপ্য পরিষ্কারের যে সকল উপায় প্রদত্ত হইল, তাহা দ্বারা নিতান্ত আবশ্যক না হইলে রৌপ্যের দ্রব্য সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ রৌপ্য অধিক মাজা ঘসায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং রৌপ্য পাত্রাদি ধুইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারায় মুছিয়া একটু ঘর্ষণ করিলেই চক্‌চকে হয়। নিতান্ত আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত উপায়সকল দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত।

কষ্টিক আমোনিয়া	৫ ভাগ
জল	২০০ভাগ
সোডিয়ম হাইপো সল্‌ফাইট	২০ভাগ
আমোনিয়ম ক্লোরাইড	১০ ভাগ

মিশ্রণে যে সলুইশন হইবে, তাহাতে রৌপ্যের দ্রব্য ডুবাইয়াই তুলিয়া শীতলজলে ডুবাইয়া তাহার পর শাময় চামড়া বা শুষ্ক ফ্লানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই উজ্জ্বল বা চক্‌চকে হইবে।

১। মেসার্স টীকানী কোং আমেরিকার বিখ্যাত কারিকরগণ বলেন যে, শুষ্ক হাইপোপ সল্‌ফাইট অফ্ সোডিয়ম জলের সহিত গুলিয়া রৌপ্যের দ্রব্যে মাখাইয়া ধুইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পালিস করিলেই উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম হোয়াটিং চূর্ণ	১৫ ভাগ
সোডা	৬ ,,

সাইট্রিক আসিড্ আট ভাগের তিন ভাগ অংশ সমস্তগুলিকে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিয়া ব্যবহারের সময় কেবল ভিজা স্পঞ্জ বা ন্যাকড়ায় ইহা লাগাইয়া রৌপ্যের জিনিস

মাখাইয়া তাহার পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা পালিস করিলেই উত্তম হইবে।

SILVER SOAP.

রৌপ্য পরিষ্কারের সাবান।

(আমেরিকান।)

এই উৎকৃষ্ট দ্রব্য নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কার্ডসোপ	৮ আউন্স
টারপীন তৈল	দেড় আউন্স
জল	৪ আউন্স

অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া যখন সমস্ত দ্রব্য গলিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে, তখন ইহাতে ল্যাইকার এমোনিয়া ও আউন্স মিশাইয়া খুব নাড়িয়া ছাঁচে ঢালিয়া জমাইয়া লইতে হইবে। এই সাবান দ্বারা রৌপ্য পাত্রাদি অতি সুন্দর রূপ পরিষ্কার হইবে। উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য গুলিই বাজারে বিক্রয় করা চলে। জিনিস প্রস্তুত করিলে কেহ কিনিবে কিনা, সে ভাবনা করিতে নাই। জিনিসের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই লোকে তাহা ক্রয় করে।

ইংলিশ সিলভার সোপ্।

Fine Castile soap.	১০ ভাগ
জল	১০ ভাগ

উত্তমরূপে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া অগ্নি হইতে নামাইয়া ফেল। তাহার পর ইহাতে ৩০ ভাগ হোয়াটিং মিশাইয়া খুব ঘন ঘন নাড়িতে থাক ও গরম থাকিতে থাকিতে ছাঁচে ঢাল। জমিয়া গেলে তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের বাস্কে পুরিয়া লেবেল ও ব্যবহার প্রণালী নাম ঠিকানা দিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দিলে অবশ্যই বিক্রয় হইবে।

কিছু করিবে না, কেবল বাক সর্ব্বস্ব হইলে অবস্থার উন্নতি হয় না। কত বিষয়ই যে "কাজের লোকে" বাহির হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু এ দেশটার লোক এখন মনে হইতেছে,বাঙ্গালার ভাষাটাকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে। যদি আমরা "কাজের লোককে" ইংরাজীতে করিতাম, তাহা হইলে সমগ্র জগতে সাদরে বিক্রয় হইত। এ বিড়ী ফোঁকা, ক্লাব ভক্ত, বাক সর্ব্বস্ব,থিয়েটার খোর যুবকের বাঙ্গালায় আবার উন্নতির কর্ম্ম। অতি অকর্ম্মণ্য দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা মুখে বলে স্বদেশ স্বদেশ, কিন্তু খেলাতে, বচনে, চাল চলনে বিদেশের পূর্ণ আসক্তি। বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা মজলিস, বাঙ্গালা খেলা, বাঙ্গালা খাওয়া ইহাদের ভাল লাগে না। ক্যারম্, পিংপং, ক্লাব্ ইংরাজী নভেল, ইংরাজী আদব কায়দা না হইলে মন উঠে না। এখনও "স্বদেশ" বলিতে অনেক দেরী।

Medical Notes.

ঘোলের উপকারিতা।

ডাক্তার আরনাল্ড ইরিসিপ্লাস বা জহর মোরা পীড়ায় Buttermilk ঘোলের পটী দিতে বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা আশু রোগ-বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। যথা—

Buttermilk for Erysipelas.

Arnold recommends buttermilk highly as an application for erysipelas. Whatever the stage of disease, he says the spread to the infection is immediately checked, the pain disappears, and the whole morbid process rapidly aborts when it is used locally.

ECZEMA.

Fellows claims that the following will give immediate relief and cure all forms of eczema :—

R Lac sulphuris,
Zinci oxidi, áá oz ij.
Ichthyolis, dr.ss.
Mentholis, gr. xxx.
Petroleti, oz.iv.

M. Sig. : Thoroughly rub in each night after washing with sulphur soap or some germicidal soap (Chalotte Med. Jour.)

SIMPLE REMEDY FOR BURNS.

Bamberger recommends the common household washing soda as a remedy for burns. The application is very simple. A crystal of soda is dipped into water and then gently rubbed over the burned spot. The pain ceases almost immediately in burns of the first degree. For second and third degree burns, a wet compress with 10 per cent. solution of the soda may be applied or the soda may be added to the continuous water bath. If used at once, the treatment seems to prevent the formation of vesicles,

---

ডাক্তার বামবারজার অগ্নিদগ্ধে গাইস্থ্য কাপড় কাচিবার সোডাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বলিয়াছেন, এই ওয়াশিং সোডার দানা জলে ডুবাইয়া দগ্ধ স্থানে মর্দ্দন করিলে অতি অল্প সময়েই যন্ত্রণা দূর হয়, মাঝারী প্রকারের দগ্ধে এবং গুরুতর দগ্ধ স্থানে শতকরা দশ ভাগ সোডা বিশিষ্ট জলের পটী দিয়া বান্ধিয়া দিতে হয় অথবা ক্রমাগত সোডা মিশ্রিত জল দগ্ধ স্থানে ঢালিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সময়ে অর্থাৎ পুড়িবা মাত্র দিতে পারিলে ফোস্কা হয় না।

টাটা আইরণ এবং ষ্টীল কোম্পানি।

মূলধন ৩ কোটি ৫২ লক্ষ। ১৯১৬—১৭তে লাভ হয় ১ কোটি ১০ লক্ষ। বাড়ী, কল খনি, প্রভৃতির ব্যবহারে মূল্য হ্রাস (ডিপ্রিসয়েসন) ৩৫ লক্ষ ধরা হইয়াছে এবং ১১ লক্ষ রিজার্ভ ফণ্ডে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। ইউরোপীয় ব্যবসাদারেরা এই ভাবে কার্য্য করায়—"সব লাভটা বণ্টন না করায়" উঁহাদের কারবার সহজে নষ্ট হয় না। দোহন মাত্র না করিয়া কারবারের পোষণও চলে। ইনকমট্যাক্সের জন্য রাখিতে হয় ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার; মেরামত ২ লক্ষ ৩০ হাজার। কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ১৷০ লক্ষ,হাতে তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া বাকী লাভ হইতে পেফারেন্স শেয়ারে নির্দ্ধারিত বার্ষিক ৬৲ হিঃ সুদ, সাধারণ অংশে শত করা ২০৲ টাকা করিয়া বার্ষিক লভ্যাংশ এবং ডেফার্ড শেয়ার গুলিতে শতকরা বাষক ২২১৲ টাকা লভ্যাংস দেওয়া হইয়াছে। ডেফার্ড শেয়ার গুলি ২০৲ টাকা করিয়া। অনেক গুলি প্রেফারেন্স এবং সাধারণ শেয়ার লইলে তবে একখানি করিয়া ডেফার্ড শেয়ার দেওয়া হইয়াছিল। ৩০ টাকা দিয়া বার্ষিক প্রায় ৯০ টাকা লভ্যাংশে পাওয়ার আমোদ কম নয়। ডেফার্ড শেয়ার প্রায় কেহই বিক্রয় করেন নাই। এক্ষণে একখানি ৩০৲ টাকার শেয়ারের মূল্য বাজারে ১১০০৲ হইয়াছে। এই কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ ডি জে টাটা। বোম্বাইয়ের পার্সি, মুসলমান, হিন্দু, ইহুদী বড় বড় ধনীগণ এই কারবারের ডাইরেক্টর যথা:—টাটা বংশীয় দুই জন, ফজল ভাই করিম ভাই, নরোত্তম মোরারজি, লালু ভাই সামল দাস, বিল্মোরিয়া, ডেভিড সাসুন ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্টের জন্য রেল ওয়ের এবং যুদ্ধোপকরণের উপযুক্ত ইস্পাত প্রধানতঃ প্রস্তুত হইয়াছে। শত্রুর দ্বারা অনেক নূতন কল সমুদ্রে আনয়নকালে নষ্ট হইয়াছে। বীমা করা ছিল। নগদ টাকা লোকসান হয় নাই। কিন্তু আসিলে কার্য্য বৃদ্ধির দ্বারা লাভ বৃদ্ধি হইত। কল প্রভৃতি আমেরিকা হইতে আনায় ব্যবস্থা হইয়াছে; সাকচিতে লোহার ইস্পাতের জিনিষ প্রস্তুত জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। সেরূপ করিলে টাটা কারখানার ইস্পাতের কাট্‌তির সুবিধা হইবে, দেশেও অনেক জিনিস প্রস্তুত হইবে। কারখানার শ্রমজীবীদিগের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের কল স্থাপন করা হইয়াছে। সলফিউরিক অ্যাসিড ভালই প্রস্তুত হইতেছে। ১৭৬৪ টন 'ফেরো মাঙ্গানীজ' প্রস্তুত করা হয়। কালিমাটি ষ্টেসন পর্য্যন্ত কারখানা হইতে ডবল লাইন রেল বসান হইয়াছে। মিঃ টুট ওয়াইলার জেনারেল ম্যানেজার। একটী শিল্প বিদ্যালয় এবং একটী সাধারণ স্কুল কর্ম্মচারী দিগের সন্তানদিগের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ১০২২৫ জন লোক খাটিতেছে। ইহাদের মধ্যে ৯৩ জন ইউরোপ হইতে আনীত; পূর্ব্বে অনেক জর্ম্মণ কাজ করিত। এখন বেলজীয়গণ কাজ করে। ৫১ জন ভারতবাসী ইউরেশীয় আছে। ২ কোটি ৮০লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হয়। উহা প্রস্তুতের খরচ হয় ১৷৷০ কোটি। বাকীর মধ্যে হইতে আফিস খরচ, শুল্ক, লাভ, মেরামত, ইত্যাদি ইত্যাদি। টাটার কারখানা ভারতের গৌরব মণি, তাহার সন্দেহ নাই।

REVIEWS.

সমালোচনা।

Agaist Animal Sacrifice.

By Mr. Krisna Giri, Bhimsinha Rio and Mr. Lalsing Hazarising Ajwani, Published by The Bombay Humanitarian Fund, 309, Shroff Bazar, Bombay, Price as 4. only. বোম্বের কতকগুলি দয়ালু ব্যক্তি শ্রীজীব দয়া জ্ঞান প্রসারক ফণ্ড নামক একটী সভা ও ধনাগার স্থাপন করিয়া জীবের প্রতি দয়া এবং জীবের হত্যা নিবারণের জন্য বহুদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই পুস্তকখানি জীব হত্যার বিরুদ্ধে। সর্ব্ব ধর্ম্মের এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের অনুমোদিত বহু প্রমাণ প্রয়োগ দেখাইয়া পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন। এমন পুস্তক যে ইংরাজী অভিজ্ঞ হিন্দুর নিকট আদরণীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। পুস্তকখানি অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ।০ আনা মাত্র, উপরোক্ত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

Horror of cruelty to animal

By Ramlingam Pillai M. A. and S. G. Subramania, মূল্য ।০ আনা। পুস্তকখানি ইংরাজীতে, উপরোক্ত শ্রীজীবদয়া জ্ঞান প্রসারক ফণ্ড হইতেই প্রকাশিত। গবাদি পশু ও পক্ষীকে কেমন করিয়া দেশীয় এবং বিদেশীয় বিধর্ম্মী সম্প্রদায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, তাহারই ভীষণ চিত্র প্রকাশিত

৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছাত্রগণের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা ছিল, আর লইব না।

হইয়াছে। উহাও অবশ্য পাঠ্য পুস্তক। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ দয়ালু ব্যক্তিকে পড়িতে অনুরোধ করি।

High Price of sugar and How to reduce it.

By Mr. Harold Hamel Smith, Editor of "Tropical Life" পুস্তকখানি বিলাতেই মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট কাগজ এবং উৎকৃষ্ট ছাপা। মূল্য নেট এক শিলিং মাত্র। "চিনির অত্যধিক মূল্য এবং কেমন করিয়া তাহা কমান যায়," ইহাই আলোচ্য বিষয়, পুস্তকখানির বহুতর তথ্যে পরিপূর্ণ।

আমরা শিক্ষিত কৃষিপ্রিয় ভারতবাসী মাত্রকেই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, ইক্ষুচাষ সম্বন্ধে ইহাতে এত তথ্য নিহিত হইয়াছে যে, পাঠ করিয়া আনন্দ হয় এবং বহু বিষয় শিক্ষা হয়। কলিকাতার চিলিয়ান নাইট্রেট প্রপাগণ্ডা আফিস, ১নং রয়াল একস্‌চেঞ্জ প্লেসে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ শিলিং, সম্ভবত ৮ আনা মাত্র।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৵০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

২৫।২ এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১১শ বর্ষ। New Series নব পর্য্যায়। Vol. XI

১২শ সংখ্যা। DECEMBER 1917. ডিসেম্বর ১৯১৭। No. 12.

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

—:০:—

বর্ষ গত হইল, এখনও ২১৪ জন গ্রাহক মহোদয় বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন নাই। আমরা সামান্য ২॥০ টাকার জন্য তাগিদ করিতে লজ্জিত হই। কোন কোন স্থলে আর টাকা পাওয়াও যায় না। ভি পি করিলে ফেরৎ আসে, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ি। সেইজন্য ১৯১৫ সাল হইতে আমরা জানুয়ারী সংখ্যাই ভি পি করিয়া থাকি, যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা টাকা দিয়া ভি পি রাখিয়া থাকেন, যাঁহারা না রাখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ভি পি ফেরৎ দেন। তাঁহাতেও ক্ষতি হয়। আমাদের প্রার্থনা, যাঁহারা ১৯১৮ সালে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া যেন জানুয়ারীর ১৫ই তারিখের মধ্যে বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা একখানি পোষ্ট-কার্ড লিখিয়া জানাইলে আমাদিগকে আর ভি পি করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। ১৫ই জানুয়ারীর পর আমরা জানুয়ারী সংখ্যা ভি পিতে পাঠাইব, দয়া করিয়া ভি পি গ্রহণ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

বশম্বদ
কার্য্যাধ্যক্ষ "কাজের লোক"

প্রিয় গ্রাহকগণ এই সংখ্যার সহিত ১৯১৭ সালের "কাজের লোক" সম্পূর্ণ হইল। "কাজের লোকের" গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ আজ একাদশ বর্ষকাল যে অনুগ্রহ কণা দানে কাগজ খানিকে জীবিত রাখিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ, এবং বর্ষ শেষে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

———

কাগজ কালী, ছাপাখানার যাবতীয় সরঞ্জামের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, বলা বাহুল্য মাত্র যে, কাগজ চালান মাদৃশ জনের ন্যায় সামান্য অবস্থার লোকের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের অবসান না হইলে কাগজ চালাইয়া ক্রমাগত মাসে মাসে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে, যে ব্রতে ব্রতী হইয়া "কাজের লোক" প্রকাশে নামিয়া ছিলাম, সে উদ্দেশ্য আমাদের আশানুরূপ আজও পূর্ণ হয় নাই।

———

এদিকে শুনা যাইতেছে যে সহজে যুদ্ধের অবসান হইবে না, এখনও ২।৩ বৎসর যুদ্ধ চলিবারই খুব সম্ভাবনা। আরও দুই তিন বর্ষ যুদ্ধ চলিলে সমগ্র পৃথিবীর কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থাই দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম

সমস্তই সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার অধীন, তাঁহারি যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে তো।

সেই তাঁহারই ইচ্ছায় আমরাও পরিচালিত। সেই তাঁহারই ইচ্ছায় এত সঙ্কটেও আমরা "কাজের লোক" পরিচালনে ব্রতী। আমরা তাঁহারই ইচ্ছায় "কাজের লোক" পরিচালনে সক্ষম হইব সন্দেহ নাই।

প্রতি বৎসরই আমাদের যে প্রার্থনা, এবারেও সেই প্রার্থনা করিতে বিরত থাকিব না। আমাদের প্রত্যেক নূতন এবং পুরাতন গ্রাহক এবারেও যেন তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবের মধ্য হইতে অন্ততঃ ২।১টীও নূতন গ্রাহক করিয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। আমাদের এই প্রার্থনা ক্ষুদ্র, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কোন কোন পুরাতন গ্রাহক আমাদিগকে এ পর্য্যন্ত একটীও নূতন গ্রাহক দিয়া উৎসাহিত করেন নাই। এটা অবশ্য তাঁহাদের একটু অনবধানতা সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বাদশ বর্ষকাল যাঁহাদের সহিত ঘনিষ্টতা, তাঁহাদের উপর আমাদের একটু আবদার করাও অসঙ্গত মনে করি না। যাহা হউক, "কাজের লোকের" প্রতি অনুগ্রহ রাখেন, ইহাই প্রার্থনা।

১৯১৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বোধ হয় আমি অদ্য বলিতে পারি যে আমার কথাই সত্য হইয়াছে।

এক্ষণে ঘোষণা করা হইয়াছে যে সাম্রাজ্যের মন্ত্রিসমিতির (ইম্পিরিয়াল ক্যাবিনেটের) বৎসরে একবার করিয়া অধিবেশন হইবে। এই সমিতিতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি থাকিতে এবং স্বায়ত্তশাসনাধিকার-বিশিষ্ট সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশ হইতে যেরূপ একজন করিয়া প্রতিনিধি আসিয়া থাকেন, সেইরূপ ভারতবর্ষেরও একজন প্রতিনিধি ঐ সমিতিতে উপস্থিত হইবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে এবং এসম্বন্ধে যতদূর অগ্রসরও হওয়া গিয়াছে, তাহা আশাতিরিক্তই হইয়াছে, এইরূপ হইবে বলিয়া এক বৎসর পূর্ব্বে কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই।

আবার ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের মধ্যে কিরূপ স্থান অধিকার করিতেছে তাহাও দেখুন। ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিগণ পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টকে তিনটী সাধারণ নীতি অনুকূলভাবে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ অপরাপর প্রাচ্য জাতীয় প্রজাদিগকে উপনিবেশ স্থাপনের যে সকল সুবিধা দেওয়া হয়, ভারতবাসীকে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য তাহা অপেক্ষা কম সুবিধা দেওয়া হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী শিক্ষা ও ভ্রমণের উদ্দেশে বাস করিবার উদ্দেশে নহে—উপনিবেশ পরিদর্শন করিতে আসিবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ যে সকল ভারতবাসীকে ইতিপূর্ব্বেই বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সদয়াচরণ করিতে হইবে।

এই সকল নীতি আরও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতে পারি। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, মাননীয় সভ্যগণ স্বীকার করেন যে, এই অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। এবং এই সম্পর্কে আমি ক্যানেডার পার্লামেণ্টের একটি বিখ্যাত উক্তি আপনাদিগের গোচরে আনিতে ইচ্ছা করি। গত ১৮ই মে তারিখে সার রবার্ট বোর্ডেন বলিয়াছিলেন :—

কনফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকায় আমি ভারতবর্ষ ও আমাদিগের সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুলি আলোচনা করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি যে হোটেলে থাকিতাম, সেই হোটেলে ঐ কনফারেন্সের সভ্যদিগকে বেসরকারীভাবে মিলিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। এবং সমস্ত বিষয়েরই, উপনিবেশসমূহের সহিত যতদূর সম্পর্ক আছে, ততদূর, অবাধে, সম্পূর্ণরূপে ও অকপটভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকা সম্ভবতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড এবং কোন কোন উপলক্ষে ক্যানেডার সহিত, ভারতের মতভেদ এবং কখন কখন তর্ক বিতর্কের বিষয় আছে। স্যার সত্যেন্দ্র নাথ সিংহ ভারতের দিক্ হইতে তাঁহার বক্তব্য এবং অতীব যোগ্যতা, ন্যায়পরতা, বিশিষ্ট সংযম নিরতিশয় আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ এত যুক্তিযুক্ত ও সংযত হইলেও আমাদিগের নিকট অল্প হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। আমরাও তুল্যরূপ স্বাধীনতা, অকপটতা এবং আমি আশা করি তুল্যরূপ সংযমের সহিত, আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার ফলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। উহার মূলে এই ধারণা নিহিত আছে যে, আমরা ক্যানেডায় ভারতবাসীদিগের বাস কিম্বা পরিদর্শন সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা বলবৎ করি, তাহা ভারতবর্ষে ক্যানেডাবাসী-

দিগের বাস ও পরিদর্শন সম্বন্ধেও থাকিবে, এইরূপ কোন চুক্তিপত্র থাকিলে ভারতবর্ষের আত্মসম্মান সংরক্ষিত হইবে।

"আমার বোধ হয় ঐ সভায় কেহই ঐ প্রস্তাবের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন না। অপর যে সকল বিষয়ের আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম, অদ্য তৎসম্বন্ধে আর আমি কিছু বলিব না। আমি দেখিতেছি যে, ঐ কন্ফারেন্সে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে সুফলই ফলিবে। আর আমার বিশ্বাস যে ভবিষ্যৎ অধিবেশনসমূহে সাম্রাজ্যের অধীন ঐ বিশালরাজ্যের অধীন ঐ বিশাল রাজ্যের, প্রতিনিধি থাকা সম্বন্ধে এই সভার এবং এই দেশের কাহারও কোন আপত্তি হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ বিশেষরূপে রাজভক্তি দেখাইয়াছে এবং যাহাতে আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তদুদ্দেশ্যে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করিয়াছে। আমরা অবশ্যই এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিব। ভারতবর্ষের সভ্যতা আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র; উহা আমাদিগের সভ্যতা হইতে পুরাতন ও কোন কোন বিষয় উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া অভিহিত। ভারতের সভ্যতায় ভাবপরতন্ত্রতা (idealism) ও আমাদের সভ্যতায় বোধ হয় বস্তুতন্ত্রতার (materialism এর) আধিক্য আছে। তাঁহাদের ও আমাদের সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট, তাহার আলোচনা করিতে আমি প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমি এই কথা বলি যে, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা আমাদিগের সম্মানার্হ, এবং আমাদের সাম্রাজ্যের অধীন এই বিশাল উপনিবেশের অধিবাসীগণ যাহাতে বুঝিতে পারেন যে, সাম্রাজ্যাভুক্ত কোন উপনিবেশেই লোকেরা তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা অন্যায় ব্যবহার করেন না, তাহার ব্যবস্থা আমরা আমাদিগের সাধ্যমত অবশ্যই করিব। আমার বিশ্বাস, ঐ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধিত হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিদিগের সহিত আমাদিগের যে কন্ফারেন্স (যোগী) হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য হইবে।

"সার রবার্ট বোর্ডন যে সহানুভূতি সূচক বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার ফলে ভবিষ্যতে যে সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহার সূচনা দেখিয়া বোধ হয় আমরা এক্ষণে আশ্বস্ত হইতে পারি।

"আবার দেখুন, চুক্তিক্রমে কুলি চালানের প্রথা রহিত করিয়া আমরা ভারতবর্ষের আর একটা অভাব অভিযোগের সন্তোষজনক সমাধান করিয়াছি। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে অভিজ্ঞে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, মাননীয় সভ্যগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যতদিনপর্য্যন্ত ঐ প্রথার পরিবর্ত্তে একটি নূতন প্রথা স্থির করা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রথা বলবতী থাকিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে যদিও ভারতবাসীরা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ প্রথা শীঘ্রই রহিত হইবে, তথাপি উপনিবেশের লোকেরা উহা স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে ভারতবাসীর সরল বিশ্বাস রক্ষার্থ আমাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমি এক্ষণে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, (ভারতবর্ষ সংরক্ষণার্থ) আইনমতে আমরা কুলিচালান নিষেধ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং যাহার ফলে ঐ প্রথা ক্রমে রহিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে উপনিবেশের অধিবাসিগণ এবং ঔপনিবেশিক আফিস সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইম্পিরিয়াল কন্ফারেন্সে প্রেরিত আমাদিগের প্রতিনিধিদ্বয় সার জেমস্ মেষ্টন এবং সার সত্যেন্দ্র সিংহ, ঔপনিবেশিক আফিসের ঐ কন্ফারেন্সের অধিবেশনে ভারতবর্ষের মনোগতভাব ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের যাহা কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই।

"মূল্যজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক প্রসঙ্গে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার সবিস্তর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বিষয়টী অভিযোগের হেতু বলিয়া বৃটনবাসী ও ভারতবাসী উভয়েই তৎসম্বন্ধে গত বিংশতি বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। এই অভিযোগের কারণ এক্ষণে অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং যদিও, আমরা জানি যে বর্ত্তমান যুদ্ধের অন্তে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার পুনরালোচনা কালে আমাদের এই ব্যবস্থাও পুনর্ব্বার বিবেচনাধীন হইবে, তথাপি চুক্তিক্রমে কুলী চালান প্রথা সম্বন্ধে আমি যেরূপ ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলাম, সেইরূপ ইহার সম্বন্ধেও আমি বলিতেছি যে, এই সকল বিষয় একবার রহিত হইলে আর পুনস্থাপিত করা যায় না, এবং এইরূপ পুনস্থাপনের প্রস্তাব করা হইলে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট যে দৃঢ়ভাবে আপত্তি করিবেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যুদ্ধান্তে যে কোন রাজস্বসংক্রান্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হউক না কেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, তাহাতে ভারতবর্ষের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হইবে।

ভারতবাসীকে স্বেচ্ছাসৈন্যদলভুক্ত করণ এবং অস্ত্র আইনের পরিচালন এই দুই বিষয় লইয়া এখনও অভিযোগের কারণ রহিয়াছে। ভারতরক্ষীসৈন্যদল বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপির উপর বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম যে "স্বেচ্ছাসৈন্যদল" বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে স্বেচ্ছাসৈন্যদলনিয়োগের যে প্রথার সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম, তাহা এখন লোপ পাইয়াছে। প্রকৃতি ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে যে সামরিক সৈন্যদল কখনই কার্য্যক্ষম

হইতে পারে না তাহার জন্য অর্থ ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন"। কিন্তু ভারতবর্ষীয় রক্ষিদল বিষয়ক আইনমতে আমরা ভারতবাসীকে সৈন্য-দলভুক্ত হইবার সুযোগ দিয়াছি এবং তদনুসারে অনেকে সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে। এই সকল দলে যদিও আমাদের আশানুরূপ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নাম দিবার নাই, তথাপি ইহা হইতে আমরা আমাদিগের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় উপদেশ লাভ করি। এই পরীক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই, তজ্জন্য আমি দুঃখিত।

আমরা এখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত আছি, তৎসম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত, যে নিয়মিত পদাতিক সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য বঙ্গদেশের এবং যাঁহাদিগের সাহায্যে ঐ দল গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের বিশেষতঃ ডাক্তার মল্লিকের সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। সৈন্যদলে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও আগ্রহের বিশেষ প্রশংসার কথা আমি শুনিয়াছি। শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের শৌর্য্যের কথা শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব রহিলাম।

অস্ত্র আইনের পরিচালন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিছুকাল যাবৎ আমরা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছি এবং আমরা এবিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে এখনও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের মতামতের অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু এক্ষণে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই প্রশ্নের যে সমাধান বর্ণভেদমূলক অব্যাহতির উপর স্থাপিত হইবে, তাহা ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃপক্ষরূপে আমরা কখনই গ্রাহ্য করিব না।

"এক্ষণে আমি তৃতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মের অর্থাৎ শাসনপ্রণালীসংক্রান্ত সংস্কারের কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনারল স্বরূপ প্রথম যে কার্য্যকরী সমিতি (এক্জিকিউটিব কাউন্সিলের) আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি মন্ত্রিসভার নিকট দুইটি প্রশ্নের অবতারণা করি :—

(১) ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

(২) ঐ মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে?

ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটী অখণ্ড অংশ বলিয়া ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করাই বৃটিশ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন যে আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় অধিকাংশ মাননীয় সভ্য আমার সহিত এক মত হইবেন। শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নীতি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি বলিতে পারি, ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃপক্ষরূপে আমাদের প্রস্তাবিত নীতির সহিত উহার প্রকৃত পক্ষে কোনই পার্থক্য নাই।

সাবধানে ও বিস্তারিতভাবে কারণ সমূহের বিচার করিয়া আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ঐ মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইবার তিনটী পথ আছে। প্রথম পথ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কার্য্যক্ষেত্র পল্লীগ্রাম্য বোর্ড এবং নগর কিম্বা মুনিসিপল কাউন্সিলে নিহিত। নাগরিক ও গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের শিক্ষাভূমি। উহা হইতেই রাজনীতিক উন্নতি ও দায়িত্ব জ্ঞানের আরম্ভ হইয়াছে, এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, দ্রুতপদে অগ্রসর হইবার, অগ্রগতির পরিমাণ বৰ্দ্ধিত করিবার এবং এইরূপে সাধারণ নাগরিকের দায়িত্বজ্ঞান পরিপুষ্ট ও অভিজ্ঞতা সংবৰ্দ্ধিত করিবার সময় আসিয়াছে।

"আমাদিগের মতে গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবাসীকে অধিকতর দায়িত্ববিশিষ্ট পদে নিয়োগই দ্বিতীয় পথ। আমরা বেশ অনুভব করিয়াছি যে, ঐ মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে গেলে ভারতবাসীকে নিয়ত-বৰ্দ্ধমান-অনুপাতে বিভিন্ন রাজকার্য্য ও কর্ম্মবিভাগের উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং সাধারণতঃ শাসন কার্য্যের অধিকতর দায়িত্ববিশিষ্ট পদে নিযুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহা যে উন্নতির একটি শ্রেষ্ঠ পথ তাহা সকলেরই সহজে বোধগম্য। আমাদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে দিন দিন অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর দৈনন্দিন শাসন কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত সমগ্র রাজ্য শাসন বিদ্যায় দক্ষ হওয়া অত্যাবশ্যক।

"অগ্রসর হইবার এই দুই পথ সম্বন্ধে আমরা যে সকল সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কেহই অসার আপত্তি উত্থাপন করিবেন না। কিন্তু একমত্য থাকিলেও আমরা প্রশ্নের গুরুত্বাবধারণে অন্ধ হইব না। ভ্রম করিবার অধিকার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষার উপায় আর নাই। লোকদিগকে আপন আপন স্থানীয় ব্যাপার পরিচালন করিতে শিক্ষা দেওয়াই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য এবং কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় রাজ কার্য্যে দক্ষতা অপেক্ষা এই প্রকারের রাজনীতিক শিক্ষায় প্রাধান্য দিতে হইবে"—এই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নীতি লর্ড রিপণ তাঁহার ১৮৮২ সালের মে মাসের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত মন্তব্যে বিবৃত করেন এবং পরে লর্ড মর্লে এবং লর্ড ক্রু যথাক্রমে ১৯০৮ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখের ও ১৯১৩ সালের ১১ই জুলাই তারিখে তাঁহাদিগের শাসনপত্রে (ডেস্প্যাচে) উহা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আমরা ঐ নীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, আর সেই জন্যই আমরা প্রথম পথ অবলম্বনে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইলে শাসন কার্য্যে যে শিক্ষালাভ হয়, তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা তুল্যরূপে উপলব্ধি করি। শাসনকার্য্যের অভিজ্ঞতা হইতে যেরূপ বিচার শক্তি সংযত হয়, এবং শাসন ব্যাপারে কার্য্যতঃ যে সকল বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান থাকে তাহার যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না এবং ইহা হইতেই আমরা ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপক সভার নিমিত্ত অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত সভ্য পাইবার আশা করিতে পারি।

"এক্ষণে আমরা আমাদিগের তৃতীয় পথের বিচারে উপনীত হইলাম। এই পথ ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যক্ষেত্রে নিহিত। মাননীয় সভ্যগণ সহজেই উপলব্ধি করিবেন যে, এই বিষয়ে যত মতভেদ আছে এবং এই বিষয়ে যত সমীচীন অনুসন্ধান ও সংযত সিদ্ধান্ত আবশ্যক কিছুতেই নাই। আমি অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে, অপর দুই পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে—ইহা ভারতের শাসনকর্ত্তৃপক্ষরূপে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। এবং শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের ঘোষণায় যে মুখ্য উদ্দেশ্যের আভাষ দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ উদ্দেশ্যসাধনার্থ যত শীঘ্র সম্ভব বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগের ডেসপ্যাচে নীতির আভাষ মাত্র দেওয়া হইয়াছে, স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। আমি মাননীয় সভ্যগণকে সেজন্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এরূপ কোন প্রশ্নের মীমাংসা ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষদিগের উপরই নির্ভর করে। অধিকন্তু অনেক প্রতিকূল সমালোচনা সত্বেও আমি নীতি ব্যক্ত করণের অসাধারণ দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াই তৎসম্বন্ধে আমার নিজের কোন উক্তি দ্বারা শ্রীশ্রীমান্ সম্রাটের সিদ্ধান্তের কোন পূর্ব্বাভাষ দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হইয়াছি; কারণ তাঁহারাই কেবল চরম ও প্রামাণিক মত প্রকাশ করিতে সমর্থ। এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা পূর্ব্ব হইতে গুরুতর ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন বিলম্বের সম্ভাবনা—একথাও আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে মাননীয় সভ্যগণের সমক্ষে বক্তৃতায় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আশা করি, এক্ষণে উহার আর কোন স্বার্থকতা নাই। কারণ, এখন শ্রীশ্রীমানের অনুমত্যানুসারে বিচার্য্য বিষয়গুলি এদেশে আসিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি চেম্বারলেন সাহেবকে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করি। তিনি ঐ আমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিবেন, এমন সময়ে পদত্যাগ করেন। মণ্টেগু সাহেব ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই, আমি ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহোদয়কে যে আমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখি। এবং তিনি উহা গ্রহণ করিবেন—মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে আমি আনন্দিত হইয়াছি। কাহারও মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, হয়ত কিয়ৎকালের জন্য ষ্টেট্ সেক্রেটরী ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে নিজ হস্তে শাসন কার্য্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সেজন্য উদ্বেগের কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, মণ্টেগু সাহেব বেসরকারীভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের অপরাপর ব্যক্তিগণও আমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আমার আমন্ত্রণে ভারতে আসিতেছেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে নীতি সম্বন্ধীয় কোন কথা ব্যক্ত করিবেন না এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি নিয়মিত প্রণালীতে ও ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের মধ্যবর্ত্তিতায় সম্পন্ন হইবে। ইহাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতালোপের কোন কথাই নাই। কিন্তু মণ্টেগু সাহেবের ভারতাগমনের বিশেষ সুবিধা এই যে, এক্ষণে তিনি বিচার্য্য বিষয়ঘটিত প্রশ্নগুলির মূল উৎপত্তির স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইবেন এবং যাহাতে তিনি প্রতিনিধি সম্প্রদায় সমূহ ও ইচ্ছা করিলে অপরাপর ব্যক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ যখন মণ্টেগু সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত প্রস্তাব যথানিয়মে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা হইবে ও তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে সমালোচনার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে, তখন মাননীয় সভ্যগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, মণ্টেগু সাহেবের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল তাঁহার সমক্ষে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে সেই সকল প্রশ্নের ধীরভাবে পরীক্ষায় অতিবাহিত করা হউক। মণ্টেগু সাহেব এখানে আসিলে যে সমস্ত উপাদান হইতে একটী যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, সেই সমস্ত উপাদান যাহাতে তাঁহার সমক্ষে স্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে তাহার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত আছি। এখানে "আমাদিগের" বলিতে ঘোষণাপত্রে যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্প্রদায় ও অপরাপর ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকেও বুঝিতে হইবে।

"আমি আশা করি, মাননীয় সভ্যগণ আমার পরামর্শ সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন না। আমি উহার প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিতেছি। মণ্টেগু সাহেব ভারতে আগমন করিয়া যাহাতে দেখিতে পান যে দেশে বিরোধ-বিক্ষোভ নাই, প্রস্তাবিত নীতিগুলি সাবধানে বিবেচিত ও যথাযথ যুক্তি ও বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের মনে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বোপযোগী সংযমের ভাব বিরাজ করিতেছে—তদ্বিষয়ে সকলকে অনুরোধ করা আমার পক্ষে আর অধিক কথা কি?

"আপনাদিগকে আমার বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অদ্য আপনাদিগের সমক্ষে আমার অভিভাষণ কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজ ও ব্যক্তিগতভাবে প্রীতিকর হইয়াছে। কোনও বিশেষ ত্রুটি না থাকা সত্বেও আমার গবর্ণমেণ্টকে কেবল অবস্থা বৈগুণ্যে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতি বিষম অবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকেই আমাদিগের কার্য্যের প্রতিকূল সমালোচনা ও আমাদের অভিপ্রায়ের অসমর্থ করা হইয়াছিল, তথাপি আমাদিগের বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার উপায় ছিল না। এক্ষণে আমি আবরণ উন্মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং বোধ করি অত্রস্থ মাননীয় সভ্যগণ এবং তাঁহারা দেশের যে সকল লোকের প্রতিনিধি, তাঁহারাও আমার কথা হইতে আমাদিগের শাসন কার্য্য যে বিফল হয় নাই অথবা আমাদিগের নীতি যে অনুদার নহে, তাহার উপলব্ধি করিবেন।

অদ্য আমি আপনাদিগের সমক্ষে সিদ্ধ, সুসম্পন্ন কার্য্য শেষের নির্দ্দেশ করিতে পারি। এক্ষণে যে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় শাসন তন্ত্রের ইতিহাসের একটী সীমাচিহ্ন স্বরূপ। যে রাজশাসনের বলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ আদেশে গঠিত হইয়া অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে দৃঢ়ীভূত হয়, ইহা সেরূপ রাজশাসন নহে। ইহা আশার প্রতিধ্বনীকারী ঘোষণা। ইহা একেবারে আপনাদিগকে রাজনীতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে এবং আপনাদিগের সম্মুখে একটী মুখ্য উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করিতেছে।

আপনাদিগের এই মহৎ জাতীয় বিবর্ত্তনের কালে আমি আপনাদিগের সহকারিতা প্রার্থনা করি। অতীতের বিবাদ বিসম্বাদকে এক মহাজাতির পূর্ণতর বিকাশ লাভার্থ বিবর্দ্ধমান বেদনা বলিয়া বিবেচনা করা যাউক। আমি বলি, অভিভাবকত্ব ও রক্ষকতার যুগ কেহ কেহ যেরূপ নিষ্ফল বিবেচনা করেন, সেরূপ নিষ্ফল হয় নাই। ভারতবর্ষের রাজনীতিক যন্ত্রের বিকাশের তুলনায় ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতির গতি মন্থর হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতবাসীর মানসিক রাজনীতিক ও জাতীয় বৃত্তি সমূহ যে দিন দিন বলোপচয় করিয়াছে তাহার সন্দেহ কি?

"যদিও শ্রান্ত তরঙ্গরাজি বৃথা আঘাত করিয়া অতিকষ্টে সমুদ্রতটে এক টক্কি পরিমিত ভূমিও অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া বোধ হয় তথাপি বহুদূর পশ্চাতে খাড়ি ও সাগর শাখা সৃষ্টি করিয়া সমুদ্র তটদেশ ডুবাইয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হয়।"

"অতীতের কথা এই পর্য্যন্ত, কিন্তু ভবিষ্যতের কি? আপনারা কি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিবেচনা করেন যে, যে ন্যায়পরতা ও সদভিপ্রায়ের আদর্শ ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অনুরক্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং আপনারা যাহার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, বৃটিশ জাতি এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সহিত আচরণে সেই আদর্শ হইতে পৃথক্ আদর্শে চালিত হইবেন? যে সকল বন্ধন সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃটিশ জাতিকে ভারতবর্ষের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল বন্ধনের জন্য তাঁহারা সকলেই গর্ব্বিত। আর বিশেষতঃ এই সময়ে—যখন ভারতসন্তানগণ এত সাহস ও অনুরাগের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন—তাঁহারা সেই গর্ব্ব যেরূপ অনুভব করিতেছেন, পূর্ব্বে আর কখন সেরূপ করেন নাই। এ কথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ঐ সকল স্নেহের বন্ধন একান্ত আবশ্যক এবং যাঁহারা এক যোগে এই দেশে সাম্রাজ্যের কার্য্য সাধন করিতেছেন, তাঁহারা যদি কোন দিন ইতিহাসের মহান্ ও গৌরবান্বিত কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সাধারণ কর্ত্তব্যের কথা বিস্মিত হন, তাহা হইলে সেই দিন ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্দ্দিন হইবে? কোন বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। অনুরাগ একটী কোমলপ্রাণ উদ্ভিদ্, উহা সঙ্কীর্ণ-চিত্ততায় রুক্ষ বায়ুতে বিশুষ্ক হয় এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। এই সতর্কতা কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি উদ্দিষ্ট না হইয়া বৃটিশ ও ভারতবর্ষীয় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি সাধারণ নেতৃবর্গের প্রতি বিশেষতঃ প্রত্যেক স্বার্থের প্রতিনিধি স্থানীয় সংবাদপত্র এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যের মনোভাবের উপর নিয়ত ও সাদরে লক্ষ্য রাখাই ভারতের ভূমিতে প্রকৃষ্ট সাম্রাজ্যানুরাগকে পুষ্পিত ও ফলিত করিবার একমাত্র উপায়। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের এই সুপ্রশস্ত দিনে আমাদিগের দোষে সাম্রাজ্যানুরাগের সজীবতা নষ্ট হইয়াছে এই বলিয়া পরে যাহাতে কেহ আমাদের সমকালীন লোকদিগের প্রতি দোষারোপ করিতে না পারেন, এরূপভাবে আমাদিগের কার্য্য করা উচিত। ভারতবর্ষীয় নেতৃবর্গকে আমার একটী বিশেষ অনুরোধ করিবার আছে। বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে এবং আমাদিগের পুরোবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের দুরূহ ক্রমবিকাশের মধ্যে তাঁহারা যেন আমাদিগের

সমিচ্ছা ও সদুদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন। ফল কথা এই যে, আমাদিগের যতই কেন মতের অনৈক্য থাকুক না, আমাদিগের সকলেরই অন্তঃকরণে এক উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষের মঙ্গল—বিরাজ করিতেছে।

আমরা যে কার্য্য সম্পাদনার্থ অগ্রসর হইতেছি, তাহা সহজ নহে। ইহাতে বিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। ঐ সকল বিষয়ে আপনাদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞতর কে আছেন? উৎকট ঔষধে মনুষ্যদেহের যেরূপ ক্ষতি হয়, রাজ্যতন্ত্রের তাহা অপেক্ষা অল্প ক্ষতি হয় না। আমার বোধ হয়, এখানে আমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ভারতের ক্রমবিকাশ ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা হইতে উহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গললাভ হইবে, এরূপ সংস্কার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধ ও আনন্দিত হইতে পারেন। যুক্তিপরতন্ত্রতা এবং পরস্পর বিশ্বাস ও সহকারিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিচার্য্য বিষয় সমূহ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে আসুন, আমরা পুরাতন ঐতিহাসিক স্মৃতির কথা মনে রাখিয়া অবিশ্বাস একেবারে মন হইতে দূর করিয়া দিয়া বন্ধুর ন্যায় বলিয়া এই মহৎ সমস্যাগুলি, যাহা বিচার বুদ্ধির ও ন্যায়ের অনুমোদিত ও যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, কেবল সেইভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখি।

আমরা যে নিজের গৃহে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিব, ইহা অবশ্যই ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমাদের গৃহের বাহিরে যুদ্ধের কঠোর ও অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশবাণী ধ্বনিত হইতেছে। সংস্কার সম্বন্ধীয় মহৎ প্রশ্নের গুরুত্বের কথা যে, আমি পূর্ব্বে তুচ্ছ করি নাই কিম্বা ভবিষ্যতে কখন করিব না—তাহা মাননীয় সভ্যগণ অদ্য আমার কথা হইতে বেশ উপলব্ধি করিবেন বলিয়া আশা করি। কিন্তু একথা যেন আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত না হই যে, এদেশ হইতে বহুদূরে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সমাধানের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, যে সাম্রাজ্য এখনও তাঁহার সন্তানগণকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতেছেন এবং আমাদিগের সর্ব্বস্ব ঐ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরত্ব নিবন্ধন ঐ আহ্বান কখন কখন ক্ষীণ ও অনেক দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু আমি জানি যে, ঐ আহ্বান স্পষ্টস্বরে শব্দিত হইলেই ভারতবর্ষ পূর্ব্বের ন্যায় উদারভাবে ও অকাতরে সুসাহায্য প্রদান করিবেন।

বিষম ভুল।

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর)

একদিন রজনীতে প্রমদা একাকিনী বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গেল, যদুনাথ বাসায় না থাকাতে দিদি তাহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল পরে যদুনাথ আসিলে তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া দিদিও আরতি দেখিতে গেলেন। মন্দিরে যাইয়া তিনি প্রমদাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। যখন আরতি শেষ হইয়া গেল, তখন দর্শকগণ সকলেই চলিয়া যাইতেছেন, তখন অনতি উজ্জ্বল আলোকে কিঞ্চিৎ দূরে একটা স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একজন স্ত্রীলোককে একজন যুবা পুরুষের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীলোকের মুখে ঘোমটা ছিল, দিদি ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার মনে হইল, সে যেন প্রমদা। দিদি তাহাদিগের নিকটে আসিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বাসায় আসিয়া দেখিলেন, প্রমদা তাঁহার পূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছে। তাঁহার কিন্তু সন্দেহ গেল না।

আর একদিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে যাইবার জন্য প্রমদা একাকিনী বাহির হইল। সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে দিদি তাহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু প্রমদা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। মন্দির হইতে প্রত্যাগমনকালে ঈষদন্ধকারে দিদি দেখিলেন, প্রমদা একজন যুবকের সহিত একটা বাটীর দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, কিন্তু দিদি তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উভয়ে অদৃশ্য হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। দিদি দ্রুতপদে বাসায় আসিলেন এবং দেখিলেন, প্রমদা অল্প পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দিদির বিশ্বাস হইল যে, প্রমদার চরিত্র মন্দ হইয়াছে বা শীঘ্রই হইবে।

একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রমদা একাকিনী বাহিরে ছিল, একদিন সন্ধ্যাকালে একাকিনী দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়াছিল, একদিন বাসায় কাহার পদশব্দ শোনা গিয়াছিল ইত্যাদি অনেক ঘটনা প্রমদার চরিত্র কলুষিত হইবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল। দিদি দেখিলেন, ব্যাপার অতি গুরুতর, আর উপেক্ষা করা ভাল নহে। তিনি যদুনাথকে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু স্বয়ং প্রমদাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। এই সময়ে প্রমদা একখানি অলঙ্কার হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে জন্য যে তিরস্কার, তাহাও ইহার সহিত সংযুক্ত হইল। প্রমদা নীরবে সমস্ত সহ্য করিল—প্রতিবাদ করা তাহার স্বভাব নহে। দিদির বিশ্বাস দৃঢ় হইল। যদুনাথের ৪।৫ দিন ছুটী থাকিতেই দিদি সকলকে বাটীতে লইয়া আসিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন।

(৪)

যদুনাথ বাটী আসিবার এক মাসের মধ্যে এক দিন সন্ধ্যাকালে এক বর্ষীয়সী প্রতি-

দেশীনী গঙ্গার ঘাটে যাইবার সময় দেখিল যে, একটা বৃক্ষের অন্তরালে কক্ষে জলপূর্ণ কলসী লইয়া ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া প্রমদা একজন পুরুষের সহিত কি কথা কহিতেছে। যদুনাথের দিদির সহিত তাহার বড় সদ্ভাব; সে যাহা দেখিয়াছিল, যদুনাথের দিদিকে সাক্ষাতে তাহা জানাইল। দিদি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া প্রমদাকে ডাকিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। প্রমদা পুষ্করিণীতে গিয়াছে মনে করিয়া তিনি বাগানের দিকে যাইলেন এবং দেখিলেন যে, প্রমদা বাগান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, আর এক ব্যক্তি অনুচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া পলাইতেছে। যাহা মুখে আসিল, প্রমদাকে তাই বলিয়া গালি দিলেন এবং যদুনাথকে তাহার চরিত্রের কথা বলিয়া দিবেন ও গৃহ বাহিস্কৃতা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। প্রমদা পূর্ব্বের ন্যায় একটী কথাও কহিল না।

কি সর্ব্বনাশ! এই গভীর রাত্রিতে প্রমদার ঘরে কথা কহে কে? এ যে পুরুষের কণ্ঠস্বর! প্রমদার স্পর্দ্ধা ত কম নহে, জারকে শয়ন গৃহে আনিয়াছে! দিদি নিঃশব্দে আপনার গৃহের দ্বার খুলিয়া প্রমদার গৃহের দ্বারে আসিয়া প্রমদার সহিত তাহার জারের কথা শুনিলেন। কিছু না বুঝিতে পারিলেও তাঁহার আর সন্দেহের স্থল রহিল না। তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কলঙ্কিনীর কল্যা হইতে তাঁহার পিতৃকুলে কলঙ্ক পড়িল, যদুনাথের উচ্চ মস্তক নত হইল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন; তাহার মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, শাণিত অস্ত্র, রক্তের নদী, পুলিশের লাল পাগড়ী, লোকে লোকারণ্য।

শনিবারে যদুনাথ বাটী আসিলেন। রবিবারে অবসর বুঝিয়া দিদি তাঁহাকে প্রমদার চরিত্রের আভাস দিলেন। আর কি গোপন করা চলে? দিদি জানিতেন, নারায়ণে যদুনাথের অচলা ভক্তি, আর তাঁহাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন। নারায়ণের গৃহের দ্বার ও নিজ চরণস্পর্শ করাইয়া যদুনাথকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, প্রমদাকে নির্য্যাতন করিতে পারিবেন না। যদুনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাঁহার সোণার সংসার এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল। যে প্রমদায় পতিভক্তির তুলনা নাই, সেই প্রমদা অবিশ্বাসিনী! শাস্ত্র মিথ্যা নহে—স্ত্রী-চরিত্র দেবতাদিগেরও দুজ্ঞের। প্রমদাকে তিনি কিছুই বলিলেন না।

যথারীতি সোমবারে কলিকাতায় যাইলেন, কিন্তু যদুনাথ কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি আর পূর্ব্বের যদুনাথ নহেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার গাড়ীতে আবার বাটী আসিলেন, তখন তাঁহার দিদি ও স্ত্রী শয়ন করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও না ডাকিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিলেন এবং একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিলেন, সে স্থান হইতে তাঁহার গৃহ দেখা যাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে নক্ষত্রালোকে তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি বাগানে আসিল, সে গাছে উঠিল, যে আম্রশাখা তাঁহার গৃহের জানালায় যাইয়া পড়িয়াছে, সেই শাখা বহিয়া জানালার নিকটে আসিল, ভিতর হইতে প্রমদা জানালার গরাদে খুলিয়া দিল, আগন্তুক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। যদুনাথ আর দেখিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তবে বৃক্ষের সহিত দেহ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, বলিয়া পড়িয়া গেলেন না। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভোরের গাড়ীতে কলিকাতায় গমন করিলেন।

(৫)

যদুনাথ মন ঠিক করিলেন। পাষাণে বুক বাঁধিয়া মনে মনে প্রমদাকে বর্জ্জন করিলেন। এক স্ত্রীকে যমের হস্তে দিয়াছেন, সে যাতনা সহিয়াছে; প্রমদাও না হয় মরিয়াছে, তাহার বিচ্ছেদই বা সহিবে না কেন? এখন তিনি কি করিবেন? নারায়ণের স্থান ও দিদির চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছেন, প্রমদাকে নির্য্যাতন করিবেন না,—যে স্ত্রী অন্যে আসক্ত, সে ত আর তাঁহার নহে, তবে তিনি তাহাকে দণ্ড দিবার কে? তবে তাহার জারের উপর ঝাল ঝাড়িবেন কি? যখন হাঁড়ি ফেলাই স্থির, তখন আর কুকুর ঠেঙ্গাইয়া লাভ কি? তবে সে ব্যক্তি কে, তাহা জানা আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শীতল শোণিতে ও স্থির মস্তিষ্কে যদুনাথ এক উপায় স্থির করিলেন। একটা কদর্য্য পল্লীতে বারাঙ্গনাপূর্ণ একটা বাটীর একটী কক্ষ ভাড়া লইলেন। এই ত প্রমদার উপযুক্ত স্থান! সে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, উহার দ্বারা ত এই খানেই আসিতে হয়! এ স্থানে যাহারা থাকে, এই খানেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়—এই ত নরক! দ্বিতীয় নরক আবার কি।

সপ্তাহের মধ্যে যদুনাথ এক দিন বাটী গেলেন এবং দিদিকে বলিলেন যে, কলিকাতায় বাসা স্থির করিয়াছেন, প্রমদাকে তথায় লইয়া যাইবেন আর স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাইতে পারেন না, বিশেষতঃ আফিসের কাজের জন্য রন্ধন করিবার সময়ও পান না। দিদি এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইলেন। প্রমদা শুনিয়াও আনন্দিত হইল। আগামী শনিবারে আসিয়া প্রমদাকে লইয়া যাইবেন বলিয়া একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবার ছলনায় বাটী হইতে বাহির হইলেন, প্রমদার নিকটে থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না।

সন্দেহ ত নাই-ই, তবু জন্মের মত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একবার প্রমদার ব্যবহারটা দেখিবেন এই অভিপ্রায়ে রাত্রি দশটার

নিজ বাটীতে ফিরিলেন এবং পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। অত্যল্পকাল পরে পূর্ব্বের মত কে একজন বৃক্ষে আরোহণ করিল, মৃদু শিস্ দিল, প্রমদা জানালার গরাদে খুলিল, সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। এই সময়ে বৃক্ষতলে মনুষ্যের পদশব্দ শোনা গেল। যদুনাথ ভাবিলেন, প্রমদার জার একাধিক। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন বা পড়িয়া গেলেন।

বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবামাত্র এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ যদুনাথের মুখের উপর উজ্জ্বল আলোক পড়িল। যদুনাথ বাঙনিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বেই সে ব্যক্তি তাহার এক সমভিব্যাহারীকে বলিল, "এ ত বিজয় নহে, এ যে যদুনাথ! আমি নিশ্চিত তাহাকে গাছে উঠিতে দেখিয়াছি, হয় সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, না হয় বৃক্ষের উপরে আছে, তোমারা অনুসন্ধান কর।" যাহাদিগকে একথা বলা হইল, তাহারা পুলিশের কনেষ্টবল, আর যিনি বলিলেন, তিনি খোদ ইনস্পেক্টর। যদুনাথের যখন মাথার ঠিক ছিল না তথাপি বলিলেন, "আপনি কেন বিজয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন?" "ইনস্পেক্টর যদুনাথের পরিচিত, তিনি বলিলেন, "আমরা আপনার গুণবান শ্যালক ফেরারী খুনী আসামী বিজয়ের অনুসন্ধান করিতেছি। তাহাকে আমরা এখনই ধরিব, কিন্তু এই রাত্রিতে গাছে উঠিয়াছিলেন কেন?" যদুনাথ বলিলেন, "অগ্রে বিজয়কে ধরুন, সে কথা পরে বলিব।

আলোক লইয়া কনষ্টেবলদিগের ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে একটা ভারি গোলমাল পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি প্রমদার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বাটীর দ্বার খুলিয়া পলাইতে গেল, কিন্তু যমদূত তুল্য এক জন কনষ্টেবল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

(৬)

কলিকাতার বারাঙ্গনা পল্লীতে একটা বাড়ীতে অনেকগুলি গণিকা থাকিত। উহাদিগের মধ্যে এক হতভাগিনী খুন হয়। ঘটনার দিন মাত্র সে সেই বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছিল। আঘাত পাইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে এবং অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ তাহার গৃহে আসিয়া পড়ে। ধৃত হইবার ভয়ে হত্যাকারী পলায়ন করিল। তাহার হস্তে অস্ত্র দেখিয়া কেহ তাহাকে ধরিতে সাহস করিল না। পুলিশ আসিল, তদন্ত আরম্ভ হইল। তাহার ফলে জানা গেল যে, ঘটনার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বিজয় সেই মৃতার গৃহে ছিল ও উভয়ে কলহ হইয়াছিল। আর যায় কোথায়? নিশ্চিত বিজয় হত্যা করিয়াছে, ধর তাহাকে, চড়াও ফাঁসী কাষ্ঠে! বিজয় এ কথা শুনিল এবং এক কাপড়ে হাতের আংটী বেচিয়া বেনারসে পলায়ন করিল।

কাশীধামে যাইয়া অর্থাভাবে বিজয় বড় কষ্টে পড়িল। ঘটনাক্রমে তথায় প্রমদার সাক্ষাৎ পাইল। ধরা পড়িবার ভয়ে গোপনে তাহার সহিত দেখা করিয়া আপন অবস্থার কথা বলিয়া অর্থ ভিক্ষা চাহিল; প্রমদার হাতে যাহা ছিল, তাহা দিল। বিজয় উহা উড়াইয়া দিয়া আবার ভিক্ষা চাহিল, প্রমদা আবার দিল। অবশেষে তাহার একখান গায়ের গহনা খুলিয়া দিলে বিজয় আর সাক্ষাৎ করিল না। অলঙ্কার বিক্রয় লব্ধ শেষ হইয়া আসিল দেখিয়া বিজয় কলিকাতায় আসিল এবং পুনরায় প্রমদার নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতে আরম্ভ করিল। প্রমদার হাতে খরচ থাকিত না, সুতরাং বিজয়কে আর অর্থ সাহায্য করিতে পারে না। গায়ের গহনা দিতেও আর সাহস হয় না। এ দিকে বিজয়ের আহার মিলে না। অবশেষে প্রমদা তাহাকে রাত্রিতে ভাত দিতে লাগিল। দিবসে বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া বিজয় রাত্রিতে ভাত খাইয়া যায়। পুলিশ ইহার গন্ধ পাইল, বিজয় ভাত খাইতে আসিয়া ধরা পড়িল।

(৭)

বিজয়ের মোকদ্দমা উঠিল। সকলেই মনে করিয়াছিল, মোকদ্দমা সেসনে যাইবে এবং তথায় তাহার ফাঁসীর হুকুম হইবে, আর তজ্জন্য পুলিশের যশোকীর্ত্তন হইবে। কিন্তু সব ফরসা হইয়া গেল, বিজয় বেকসুর খালাস পাইল। যাহারা প্রধান সাক্ষী ছিল, তাহারা বিজয়কে হত্যাকারী বলিয়া সনাক্ত করিল না। পুলিসের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইল। স্ত্রী পাপে লিপ্ত থাকিলেও বিজয়ের চরিত্রে অনেক দোষ ছিল। এত দিন ধরিয়া ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া থাকিয়া ও নানা প্রকার অভাবে,এমন কি অন্নাভাবে পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়া একণে তাহার চৈতন্যোদয় হইল,সে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিল, মদ্য মাটী পুড়াইয়া সচ্চরিত্র হইল। নিরাশ্রয় বিজয়কে যদুনাথ নিজ বাটীতে আনিলেন এবং তাহার মুখে গোপনে সাক্ষাতের কারণ ও প্রমদার সাহায্যের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইবেন। দিদি ও যদুনাথ বিষম ভুল করিয়া কি সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহারা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। এ সকল বৃত্তান্ত প্রমদা এত দিন বলে নাই বলিয়া তাহাকে মৃদু ভংর্সনা করিলেন, প্রমদা তাহাতেও রা বার্ত্তা গল্প কিছুই বলিল না।

বিজয় চরিত্র সংশোধন করিল। যদুনাথ তাহাকে তাহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু সে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য চারি আনা অংশও লইল না। যদুনাথের নিকট হইতে সামান্য কয়েকটী টাকা লইয়া সে তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গেল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।
২নং শীতলাতলা লেন, নারকেল ডাঙ্গা,
হ্যারিসন রোড পোঃ আঃ, কলিকাতা।

চা খাওয়াও ও বোকা বাঙ্গালীর দুঃখের পয়সা বাহির করিয়া লও।

—•:•:•—

শরীর রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা করিবার জন্য কোন সভার প্রয়োজন হয় না। তাহা প্রচারের সভা নাই, দৈ, দুধ, ঘি প্রচারেরও কোন সভা নাই। চা প্রচারের জন্য সভা কেন?

বাঙ্গালাদেশে চা প্রচারের জন্য এক বৃহতী সভা আছে। চা-কর ও চা বিক্রেতা ইংরেজগণই তাহার সভ্য। ইঁহারা চা-করদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া অর্থসংগ্রহ করেন এবং সেই অর্থবলে যাহারা চা'র আস্বাদ পায় নাই, তাহাদিগকে চা-খোর করেন। গত ২১এ নভেম্বর ইঁহাদের যাণ্মাসিক অধিবেসন হইয়া গিয়াছে। সভার কার্য্যবিবরণ পাঠে ইহা বুঝিয়াছি, গত মার্চ্চ মাস হইতে ১মাসে ৭৭,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসরের শেষে হাতে ৫১ ৩০০ টাকা মজুত ছিল। গত সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ২১২৮,৩০০ মজুত হইয়াছে। ট্যাক্স হইতে প্রতিমাসে ২৫৩০০ টাকা সংগৃহিত হয়। সুতরাং আগামী মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৩,৪৪,৮০০ টাকা জমা হইবে। ইতঃপূর্ব্বে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভারতবর্ষজাত চা-প্রচলনের জন্য অনেক টাকা ব্যয় করা হইত,যুদ্ধহেতু এখন চা-প্রচারে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। সুতরাং ঐ যে প্রায় ৩॥০ লক্ষ টাকা জমিবে, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষে চা-প্রচার করা হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করা হইয়াছে।

কি উপায়ে চা প্রচার করা হইবে? মিঃ নিউবি চা-প্রচারক। তিনি সভায় ইংরেজ শ্রোতাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, সহরে সহরে চা'র দোকান স্থাপন করিয়া চা প্রচার করিতে হইবে।

কলিকাতায় প্রচার।

তিনি বলিয়াছেন, কলিকাতার লোকদিগকে চা খোর করিয়া অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব যখন করা হয়, তখন অনেকে উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার কেহ কেহ চা খাইত বটে, কিন্তু উহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। লোকে অতি নোংরা, অতি কদর্য্য বিস্বাদ চা খাইত। আমরা কলিকাতাবাসীকে চা-খোর করিবার জন্য প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটীর শরণ লইলাম। তারপর কার্য্যালয় স্থাপন ও কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া কতকগুলি লোককে চা তৈয়ারীর প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে প্রচারক পদে নিযুক্ত করা হইল। তখন অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিত না যে. আমাদের চেষ্টা সফল হইবে। কিন্তু এখন আমি বুক ঠুকিয়া বলিতেছি যে, কলিকাতার বহুসংখ্যক লোক পাকা চা খোর হইয়াছে। আমরা যদি এক পয়সাও খরচ না করি, তবু কলিকাতায় চা খাওয়া দিন দিন খুব বাড়িয়া যাইবে।

আমার কথায় যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি আমার সঙ্গে কলিকাতায় যেখানে ইচ্ছা চলুন। কলিকাতা সহর কেন, উল্টাডিঙ্গি. নারিকেলডাঙ্গা, মাণিকতলা, চিৎপুর ইটালী, হাওড়া, খিদিরপুর, গার্ডেন রিচ কি আরও দূরে চলিয়া যাউন, দেখিবেন প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে ৫টা হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গরম চাই লোকের অতিপ্রিয় পানীয় হইয়াছে। কলিকাতা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সহর। এখানে নূতন কিছু করা সহজ নয়। কিন্তু এখানে যখন আমরা চা চালাইয়াছি, তখন অন্য সহরের লোকদিগকে চা-খোর করা ত অতি সহজ কথা।

বক্তৃতার মর্ম্ম হৃদ্গত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের গবর্ণর জেনারল ছিলেন, তখন চা ব্যবসায়ে আশানুরূপ লাভ হইত না। চা-করগণ মহা ভাবনায় পড়িয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন সুচতুর ব্যক্তি, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "ভাবনা কি, ভারতের ৩০ কোটী লোককে চা খাওয়াও. তোমাদের ঘর টাকায় পূর্ণ হইবে।"

লর্ড কার্জ্জনের পরামর্শে প্রথমতঃ বাঙ্গালীদিগকে চা খোর করার কল্পনা হয়। অমনই চা-করদের নিকট টাকা সংগ্রহ হইয়া গেল, গাড়ীতে, ষ্টীমারে ও যত্র তত্র বিনা পয়সায় সমস্ত লোককে চা খাওয়ান আরম্ভ হইল। যখন দেখা গেল, নেশা ধরিয়াছে, তখন এক পয়সা মূল্য করা হইল। পয়সা দিয়াও যখন লোকে খাইতে লাগিল, তখন বেশ বুঝা গেল, লোকে এই নেশা আর ছাড়িতে পারিবে না।

তখন গলিতে গলিতে দোকান স্থাপিত হইল—বাঙ্গালী মাছির মত চায়ের দোকানে একত্র হইতে লাগিল। চাএর কাটতি বাড়িয়া গেল। চা ব্যবসায়ীরও সকল ভয় ভাবনা ঘুচিয়া গেল। বাঙ্গালীকে বোকা বানাইয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল।

শরীর রক্ষার জন্য চায় কি প্রয়োজন আছে? বেদ, উপনিষদ, ষড়্দর্শন যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য চায় প্রয়োজন হয় নাই। অর্জ্জুন কি ভীষ্ম,লক্ষণ কি রামের মত বীরেরও শরীর রক্ষার জন্য চা খাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। বাঙ্গালী তবে চা ধরিল কেন? মিঃ নিউবি বাঙ্গালীদিগকে পাকা চা-খোর করিয়াছেন বলিয়া কেমন আনন্দ করিতেছেন। বাঙ্গালীর কি তাহাতে চৈতন্য হইবে না? এক পয়সার

আমাদের পাঠকদিগকে মিঃ নিউবির মুড়ি খাইলে যে লাভ হয়, চারি পয়সার চা

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

থাকলে তেমন হয় না, গরীব বাঙ্গালা কি এই মোটা কথাও বুঝিবে না।" সঞ্জীবনী।

বাঙ্গালী আত্মীয়তার কথা ভুলে বটে, কিন্তু সাহেব সাজিতে তার বড় সাধ। এই চা খাওয়াও সেই সাহেবীআনার দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষার ফল। বাঙ্গালী এই অনুকরণ প্রিয়তার জন্য জাতীয় পরিচ্ছদ, জাতীয় ভাষা, জাতীয় আচার ব্যবহার সব বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাই সর্ব্বস্থলেই বাঙ্গালীর নৈতিক অপমৃত্যু ঘটিতেছে। বাঙ্গালী শুদ্ধ অনুকরণেই মরিয়াছে—এই রোগ যেদিন ঘুচিবে, সেই দিন হইতেই বাঙ্গালীর লক্ষ্মীশ্রী হইবে। কাঃ সঃ

সিমলায় মধুমক্ষিকা পালন।

(Bulletin No. 2 of 1910—Department Agriculture, Punjab.)

মধুমক্ষিকার পালন করিতে দ্রব্যের আবশ্যক এবং এই সম্বন্ধে কতিপয় প্রয়োজনীয় কথার এস্থলে উল্লেখ আছে।

দ্রব্যাদি :—

(ক) আটটি চাকবিশিষ্ট একটা কাঠের ফ্রেম—দাম ১০৲ টাকা।

(খ) এক ঝাঁক মৌমাছি, রাণী মক্ষিকা সমবেত—দাম ৩৲ হইতে ৫৲ টাকা।

(গ) আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র—দাম ৷৹ আনা।

(ঘ) চাক বাঁধিবার আদর্শ চাদর ৮টী—দাম ৬৲ টাকা।

এই দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়। শিমলাতে নিম্ন ঠিকানায় লিখিলে জানা যায় :—The Secretary, Bee Keepers' Association, Simla.

(ঙ) ধোঁয়া দিবার যন্ত্র ভাল—দাম ৬৲ টাকা মাঝারি ৪৲ টাকা। এই যন্ত্র Messrs. Plomer & Co., Simla, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত পুস্তকে মৌমাছি চাষ সম্বন্ধে খবর জানা যায়। প্রথম পুস্তকখান সরল ভাষায় লিখিত, প্রায় সকল খবর ইহাতে আছে এবং খবরগুলি সঠিক।

১। "Modern Bee-keeping Hand-book for Cottagers" by T. W. Cowan. Price six pence.

২। "Bee keeper's Record" লণ্ডনের এক খানি মাসিকপত্র বার্ষিক মূল্য দুই শিলিং ছয় পেনী।

মৌমাছির আবাদ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিমলাতে এপ্রিল, মে, মাসেই মৌমাছির চাষের উপযুক্ত সময়। যে মাসে তথায় মধু আহরণ হয় এবং সেই সময় তাহারা মাছি বেচে।

[দার্জ্জিলিঙ, শিলঙ প্রভৃতি স্থানে বোধ হয় ঐ সময় চাষ আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু নিম্নবঙ্গে বোধ হয় বসন্তকালই উপযুক্ত।

২। মাছির ঝাঁক কিনিয়া যতক্ষণ না তাহারা নূতন চাকে ঠিক হইয়া বসে ও কার্য্য আরম্ভ করে, ততক্ষণ দাম দেওয়া উচিত নহে, কারণ রাণী মক্ষিকা না থাকিলে কখন ঠিক হইয়া বসিবে না, বা কাজ করিবে না।

৩। প্রথমে একটা ফ্রেম লইয়া আরম্ভ করা ভাল। ছটা চাক বিশিষ্ট একটা ফ্রেমের জন্য তিন ঝাঁক মাছিই যথেষ্ট।

৪। মিঠাইয়ের দোকানের নিকট মৌমাছি পালন ভাল নহে, কারণ তাহা হইলে তাহারা মিষ্টান্ন হইতে মধু সংগ্রহ করিবে, ফুলের মধুর সন্ধান করিবে না। ফুলের মধুর তুলনায় এ মধু কিছুই নহে।

৫। কিম্বা চাকের নিকট চিনি, মিষ্টান্ন কিম্বা মধু রাখা উচিত নহে।

৬। চাকের ফ্রেমটির পায়ার তলায় জলের খুরা দেওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে অন্য কীটাদিতে মধুমক্ষিকার অনিষ্ট করিতে পারে।

৭। চাকের চতুঃপার্শ্ব বেশ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

৮। যখন ফুলের মধু পাওয়া না যায়, তখন মাছি রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের চিনির রস খাইতে দিতে হয়; কিন্তু বীট চিনির রস পান করিলে তাহাতে মাছির পেটের অসুখ হয়।

৯। চাকের নিকট জলপাত্র রাখা আবশ্যক এবং সেই জলপাত্রে কর্কের টুকরা ভাসাইয়া রাখিতে হয়। সেই কর্কে মাছি আসিয়া বসে।

১০। চাকের ফ্রেমে এমন গর্ত্ত রাখিতে হইবে যে, তাহাতে এক একটি মৌমাছি পর পর প্রবেশ করিতে পারে। বড় বা অধিক ছিদ্র হইলে অনিষ্টকারী পোকা প্রবেশ করিতে পারে।

১১। ফ্রেমটি টেরা বাঁকা করিয়া বসান উচিত নহে, সমানভাবে না বসাইলে মধু আহরণের অসুবিধা হয়, এবং মৌমাছি পরিদর্শনের গোলযোগ ঘটে।

১২। মাছিগুলি দেখিবার সময় আচ্ছাদনটি আস্তে আস্তে সরাইতে হইবে। যদি মাছি বেশ সুখে আছে বুঝা যায়, তবে আচ্ছাদনটি সরাইয়া একে একে সাবধানে ফ্রেমগুলি উঠাইতে হয়। অধিক নাড়াচাড়া না পায়, এরূপ সতর্কভাবে ধীরে কাজ করিতে হয়। মাছিরা শীঘ্র তাহার প্রতিপালককে চিনিয়া লয়, এবং বিশেষ খোঁচা খুঁচি না করিলে তাহাকে কামড়ায় না। যদি মাছগুলি খুব চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে একবার ধোঁয়া ছাড়িয়া দিলেই ঠাণ্ডা হয়। প্রথম যাঁহাদের ভয় করে, তাঁহারা একটি মুখাবরণ ও দস্তানা ব্যবহার করিতে পারেন এবং সঙ্গে ধোঁয়ার

রক্ষিত রাখিবেন। পরে অভ্যস্ত হইলে আর এ গুলির আবশ্যক হইবে না।

১৩। মৌমাছিগুলিকে কদাচ খোঁচাখুঁচি করা উচিত নহে।

১৪। প্রত্যেক দিন চাকগুলি দেখা উচিত। কোন কিছু হইলে তখনি তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। সর্ব্বদা খুলিতে হইবে না—দেখিলেই বুঝা যায়, মাছিগুলি স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে কি না এবং নিরাপদে কাজ করিতেছে কি না। "কাজের লোকে" মধুমক্ষিকা পালন সম্বন্ধে ১৯০৯ সালে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহাও পাঠ করিবেন।

গোলাপের পাইট।

কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর, রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায়, এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টী গোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৫ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয় মাধলায় পোড়ামাটি, সরিসার তৈল, গোমুত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেলমাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়ামাটি এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুষা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভুষা যথেষ্ট, ভুষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুঁড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুঁড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির আশু আবশ্যকতা।

—:০:—

"আকবর বাদসাহ বলিয়া ছিলেন, এদেশের শিল্পবাণিজ্য বিজ্ঞান সমস্তই হিন্দুর আয়ত্বাধীন, আমরা অসি চালনায় উৎকৃষ্ট হইতে পারি, কিন্তু শিল্প ব্যাপারে হিন্দুর সমকক্ষ নহি। এই শিল্পের জন্যই পৃথিবীর যাবতীয় ধনরাশি হিন্দুস্থানে সঞ্চিত রহিয়াছে। জগতের কোন জাতিই শিল্পের প্রতিযোগিতায় ভারতের হিন্দুগণের সমতুল্য হইতে পারে না, সেই জন্ম সকল দেশেই হিন্দুর শিল্প সমাদৃত এবং সর্ব্বদেশেই ইহার অবাধগতি। এই হিন্দু জাতিকে ধ্বংশ করিলে ভারতে শিল্প সম্পদ নষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত শ্রীহীন হইবে। তখন ভারত নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। এইজন্ম আমি হিন্দু জাতিকে রক্ষায় জন্ম এত প্রয়াসী।"

এই পরিনাম দর্শী সম্রাট প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়া ছিলেন, আজ তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ ভারতের শিল্প বাণিজ্যের অবনতিতে ভারতের লক্ষী-শ্রী অন্তর্হিত প্রায়।

বিখ্যাত পরিব্রাজক টেরি, তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে একস্থলে লিখিয়াছেন, যেমন সমস্ত নদীই সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ জগতের বহু রৌপ্য নদী স্রোত ভারতে পতিত হইত, সেই জন্ম ভারতের ধনরাশি বহু বিজেতার দ্বারা লুণ্ঠিত এবং যদৃচ্ছা নাশেও ভারত বহুকাল নিঃস্ব হইতে পারে নাই।" কিন্তু ভারতজাত শিল্প লুপ্ত হওয়াতেই ভারত কাঙ্গালিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পুনরায় যদি ভারতের শিল্প রক্ষার প্রয়াস হয়, তাহা হইলে এদেশের আবার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দেশের বাস্তবিকই আর কিছু নাই। যে দেশের লোকে প্রয়াসী হইয়া যত্ন নষ্ট শিল্প উদ্ধার করিতে পারে, যে বস্ত্র শিল্প, যে সূচি শিল্প, সুগন্ধ দ্রব্যাদির জন্য, নানা প্রকার কলা বিদ্যার জন্য ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, সেই ভারতের শিল্পীকুল উৎসাহের অভাবে অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, ভারতের শিল্পীকুল নির্ম্মূল প্রায়।

ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, ধন, সম্পদ, শিল্প সমস্তেরই উন্নতি হইলে প্রজা এবং রাজ্যেরও মহৎ উপকার সাধিত হইত, তাহার সন্দেহ নাই।

সেই জন্য ভারতের শিল্পের উন্নতির জন্য ভারতবাসীকে সাহায্য করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য শুষ্ক শিল্প কামনাদি দ্বারা সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে সহজসর্ত্তে অতি অল্প সুদে ভারতবাসী-

গণ গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া ভারতীয় লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারে। অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে, তবে ভারতের পুনরায় লক্ষ্মীশ্রী হইতে পারে। ক্রমাগত কর্ম্মশূন্য হইয়া ভারতবাসী পূর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগহীন, উচ্চশিক্ষাহীন হইয়া পড়িয়াছে, এমন সোনার দেশের সোনার জাতিকে শুদ্ধ দাসত্বনিযুক্ত করিয়া রাখিলে জাতিটা চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। কেমন করিয়া কাহাদের দ্বারা ভারতের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতে পারে? ক্রমাগত বিদেশীয়গণের অবাধ্য বাণিজ্যে ভারতের শিল্প অরক্ষিত অবস্থায় লুপ্ত প্রায়, তাই অর্থাভাবে, অন্নাভাবে মৃতপ্রায় জাতি আজ অকর্ম্মণ্য এবং দাসত্বে নিয়োজিত হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাই আজ চিরঘৃণ্য হইয়া জগতে ভারতবাসী পতিত জাতিমধ্যে পরিগণিত। কি ক্ষোভের বিষয়!

সম্রাট আকবর সা ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করিয়া কেমন সুখে কাটাইয়া ছিলেন, তাহার বিবরণ ইতিহাস পাঠকের নিকট অবিদিত নহে। 'বাঙ্গালী পত্রে" একবার জনৈক প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছিলেন যে, আকবরসাহের সিংহাসনের মূল্য ছিল তিনকোটী টাকা, তাঁহার অন্তঃপুরে বাৎসরিক ১৫।১৬ কোটী টাকা ব্যয় হইত। বিবাহের সময়ে জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে শুদ্ধ জহরৎ ক্রয়ের জন্য ৭ কোটী টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের এত ধন সম্পদ ছিল বলিয়াই মোগলসম্রাটগণ এত অর্থব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন।

কোন কোন ইংরেজ বলিয়া থাকেন যে, আমোদ আহ্লাদ ও বিলাসপ্রিয়তা দেখিয়া ভারতবাসী এখনও যে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ভারতবাসী কর্ম্মী এবং উদ্যোগীয় ছিল, কর্ম্মশূন্য হইয়াই তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, "Idle brain is the devils work shop" তাই কতকগুলি দায়ীত্বশূন্য বিলাসীকে দেখিয়া ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া বিদেশীয়গণের পক্ষে সুকঠিন হইয়া দাড়ায়। এদিকে কর্ম্মী হইবার মত শিক্ষাও এদেশে পায় না। তাহাদিগকে কর্ম্মী করিলেই কর্ম্মী হইয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। কারণ এদেশবাসী বিদ্যা বুদ্ধিতে অন্যকোন দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে, কর্ম্ম নাই, কার্য্য নাই, ক্ষেত্র নাই, অর্থ নাই, অর্থ সাহায্যও পায় না, কাজেই যেন তেন প্রকারে আমোদ আহ্লাদ বিলাসিতা লইয়া কোনরূপে ক্ষুদ্রআরে জীবন কাটাইয়া থাকে। এদেশবাসীগণেরও প্রাণপণে নষ্ট শিল্পউদ্ধারের জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। এই যুদ্ধের জন্য এদেশবাসীর বহু শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল, আজ বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে, কিন্তু এদেশে যদি চরকার প্রচলন থাকিত, কার্পাসের চাস হইত, তাহা হইলে এত হাহাকার উঠিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

এদেশের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের উন্নতির একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, ইহা রাজা এবং প্রজা উভয়েরই প্রনিধান করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতের প্রজার উন্নত অবস্থা থাকিলে রাজা এই ভারত হইতেই এই সঙ্কট সময়ে যে সাহায্য পাইতেন, সমগ্র পৃথিবীর অন্য কোন রাজ্য হইতে তেমন সাহায্য পাইতেন কি না সন্দেহ। ভারতবাসী রাজভক্ত, রাজার বিপদে কখনও নিরব থাকে নাই, থাকিতে পারিত না। ভারতবাসী এত অকর্ম্মণ্য, এত নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে যে, শিল্পই যে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, ইহা শিক্ষিত হইয়া জানিয়া শুনিয়াও শিল্পে অনাস্থাবান্ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জানি না, কতদিনে এ মোহনিদ্রা ঘুচিবে।

সুখের বিষয়, ইংরাজরাজ ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিসে ভারতের কুঠির শিল্পের উৎসাহ দান করিতে পারা যায়, সেজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিসমূহকে নিযুক্ত করিয়া নানাস্থানের অবস্থা এবং লুপ্ত শিল্পের ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আসল কথা, এদেশবাসীর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার মূলধন নাই। যদি প্রজাবর্গ অর্থ সাহায্য পায়, তাহা হইলে ভারতের কুটীর শিল্পের উন্নতি হইয়া ভারতে আবার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কংগ্রেস-প্রসঙ্গ।

শ্রীমতী বেসান্ত।

—:০:—

গত ২৪শে ডিসেম্বর সোমবার বেলা ২॥ টার সময় শ্রীমতী বেসান্ত সদলবলে হাবড়া ষ্টেশনে পৌছিয়াছিলেন। ইনি এবার জাতীয় মহাসমিতির অধিনেত্রী। বেলা ১০॥ টার সময় শ্রীমতীর আগমনের সময় নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু ট্রেন ৪ ঘণ্টা বিলম্ব হওয়ায় ২।।০ টার সময় আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। ভয়ানক জনতা হইয়াছিল, হাবড়া হইতে সাকুলার রোড্ পর্য্যন্ত পথে ছাদে, বারাণ্ডা গুলিতে কেবল নরমুণ্ড ব্যতিত অন্য কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় নাই। শ্রীমতী বেসান্ত ১২ ঘোড়ার গাড়ীতে উৎকৃষ্ট আসনে সমাসীনা ছিলেন, পার্শ্বে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, বাহাদুর এবং শ্রীমতী সরোজিনী নেইডু মহাশয়া ছিলেন। পরের ৪ ঘোড়ার গাড়ীতে মিঃ অরণ্ডেল এবং জনৈকা আত্মীয়া ছিলেন। পথের দুই ধারের বারাণ্ডা হইতে পুষ্পরাশী বর্ষিত হইয়াছিল। এমন ভীষণ জনতা, এমন

সমারোহে অভ্যর্থনা অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।

জাতীয় মহাসমিতি।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ব্যাপিয়া কংগ্রেস মণ্ডপ—বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বস্থান হইতেই এত প্রতিনিধি এবং দর্শক আসিয়াছিলেন যে,শেষে দশ টাকার টিকিটও লোকে না পাইয়া হতাশ হইয়া প্রায় ৫০ হাজারের উপর লোক ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল। ৫৲ টাকার টিকিট আদৌ বিক্রয় হইত প্রায় নাই। এবারের কংগ্রেসের ন্যায় বিরাট ব্যাপার ইতি পূর্ব্বে আমরা আর কখনও দেখি নাই।

প্রথম দিবসের সভানেত্রীর যে বক্তৃতা হয়, তাহা বহু তথ্যপূর্ণ। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র কাগজে তাহা প্রকাশ করিবার স্থান নাই। আমাদের পাঠকগণের মিসেস্ আনি বেসান্ত মহোদয়ার বক্তৃতা পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু কুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের অনুবাদিত বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত "শ্রীমতী আনি বেশান্তের কংগ্রেস অভিভাষণ" পাঠ করিবেন। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। প্রকাশক শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র রক্ষিত ১৩৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বেঙ্গলী আফিসেও পাওয়া যায়।

এক্ষণে আমরা আমাদের পাঠকগণকে এই জাতীয় মহাসমিতিতে কি কি হইয়াছিল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

গত ২৬শে ডিসেম্বর বুধবার বেলা ২টা হইতে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মণ্ডপ বড় হইলেও এতবড় মণ্ডপ কংগ্রেস উপলক্ষে আর কখনও কোথাও তৈয়ারি হয় নাই। ইহাতেও স্থান সঙ্কুলান হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া কলেজ স্কোয়ারে একটী কংগ্রেসের (overflow meeting) বন্দোবস্ত হইয়াছিল। গোল দিঘিতেও লোক কম হয় নাই। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশের, সকল সম্প্রদায়ের লোক প্রতিনিধি বা দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। প্যাণ্ডালে ১২০০০ লোকের বসিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এবারকার ডেলিগেট সংখ্যা ছিল ৪৭৬২ ; যথা, বোম্বাই ও সিন্ধু ৮৭০, মধ্যপ্রদেশ ১৯২, বেরার ১১৯, মান্দ্রাজ ৬৩৪, পাঞ্জাব ১১৪, বিহার ৪২০, যুক্তপ্রদেশ ৭৩০, বঙ্গদেশে ১৬৭৬ ও ব্রহ্মদেশ ৪২০। স্থানাভাবে বাঙ্গালার অনেক লোককে ডেলিগেট এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে হইয়াছিল। মহিলা ডেলিগেট ও দর্শকের সংখ্যাও এবার খুব বেশী ছিল। পরে সমাগত প্রতিনিধির সংখ্যা ৫০০০ কেও ছাড়াইয়া যায়।

* * * *

প্রথমে মহিলাগণ 'বন্দেমাতরম্' গান করেন। পরে তাঁহারা একটী বৈদিক মন্ত্র গান করেন। অতঃপর সার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বস্তিবাচন করেন। অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাংলার প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি পরলোকগত ভদ্র মহোদয়গণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং যুদ্ধ ও রাজনীতি সংক্রান্ত নানা-বিষয়ের আলোচনা করেন। বক্তৃতায় সৈন্য সংগ্রহের কথা, দমন নীতি, ইণ্টার্ণমেণ্ট কমিটী, ইণ্টার্ণগণের প্রতি ব্যবহার, গোয়েন্দা বিভাগ প্রভৃতি প্রসঙ্গেরও আলোচনা ছিল।

* * *

অনন্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমতী বেসাণ্টকে সভানেত্রী পদে বরণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন উপলক্ষে একটী নাতিক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে যথারীতি সমর্থিত হইলে মিসেস বেসাণ্ট সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন।

* * *

মিসেস বেসাণ্ট বক্তৃতার প্রারম্ভে সমবেত ডেলিগেট, দর্শক এবং ভারতবাসিগণকে ধন্যবাদ করিয়া ভারতমাতার বেদীতলে আত্ম সমর্পণ এবং নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তাহাতে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ, মিঃ দাদাভাই নৌরজী ও মিঃ রসুলের লোকান্তর গমন, যুদ্ধ, যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের সেনা বিভাগের ব্যয়, ভারতের নব জাগরণ, এসিয়ার জাগরণ, বাণিজ্য প্রবৃত্তির উন্মেষ, নারীজাতির অধিকার, জন সাধারণের জাগরণ, হোমরুল, শাসন সংস্কার, প্রাদেশিকও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

* * *

বৃহস্পতিবার দিন কংগ্রেস সবজেক্ট কমিটির অধিবেশন ছিল। শুক্রবার কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়।

কংগ্রেস মণ্ডপের মাথায় লোহিত ও হরিত বর্ণের হোমরুল নিশান উড়িয়াছিল ; তাহার এক কোণে ইউনিয়ন জ্যাক চিহ্ন ছিল।

* * *

বাবু বি, কে, দত্ত সাড়ে পনের হাজার টাকার প্যাণ্ডাল গড়িবার চুক্তি করিয়াছিলেন। অগ্নি হইতে ক্ষতি নিবারণার্থ ইহা যথারীতি বীমা করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের চারিদিকে গোরা পুলিশ সার্জ্জেণ্ট শান্তি রক্ষা করিয়াছিল।

শ্রীমতি আনি বেসাণ্ট পীতবর্ণের রেশমী সাড়ী পরিধান করিয়াছিলেন। তাহাতে সোণালী জরির পাড় দেওয়া ছিল। তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে দুই ঘণ্টা সময়

লাগিয়াছিল। ঐ বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়া সকলকে বিতরিত হইয়াছিল।

* * *

মিঃ গান্ধি ও মিঃ তিলকের কংগ্রেসে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। মিঃ গান্ধি খালি পায়ে আসিয়াছিলেন।

* * *

মিঃ তিলক সাড়ে তিন শত (ষ্টেটসম্যান বলেন ১০০) ডেলিগেট সহ একখানি স্পেশিয়াল ট্রেণে কলিকাতায় আগমন করেন।

* * *

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুরকে কলিকাতা কংগ্রেসে যোগদানার্থ আমন্ত্রণ করেন। লর্ড বাহাদুর সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রত্যাখ্যানের এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক ব্যাপার সমূহের তীব্র ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইতে চলিয়াছে, এরূপ অবস্থায় একটা প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগ না দিয়া নিরপেক্ষ থাকাই কর্ত্তব্য।

* * *

শুক্রবারের কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভানেত্রী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী এবং মিঃ এ, রসুলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, ভারতের রাজভক্তি; মিঃ মণ্টেগুর অভিনন্দন আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি প্রার্থনা।

* * *

অনন্তর মিঃ জে, এন, রায় প্রস্তাব করেন যে, সকল ভারতবাসী যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহিবে, তাহাদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করুন এবং প্রত্যেক প্রদেশে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক যুবকগণকে লইয়া "ক্যাডেট কোর" গঠন করা হউক। গবর্ণমেণ্ট সেনাবিভাগীয় উচ্চপদ সমূহে বর্ণ-বৈষম্য রহিত করায় গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক এবং ভারতীয় সেনাগণের বেতনাদির উন্নতিসাধন প্রার্থনীয়।

* * *

মিঃ বি, জি, হর্ণিমান প্রেস এ্যাক্ট রহিত করিবার প্রস্তাব করেন। তৎপরে সভানেত্রী কংগ্রেসের কয়েকটি নিয়মের সংশোধন প্রস্তাব করেন। অনন্তর মিঃ জে, চৌধুরী ইণ্টার্ণমেণ্ট ও ইণ্টাও সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

* * *

শনিবার তৃতীয় দিনের অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভারম্ভে সার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটী জাতীয় সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হয়। প্রথমে অধিনেত্রী মহোদয়া প্রস্তাব করেন যে, অর্জ্জুনলাল শেঠী নামক একজন জৈন পণ্ডিত মান্দ্রাজে আবদ্ধ আছেন। তিনি তাঁহার ঠাকুর পূজা করিতে না পাইয়া অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করুন। তার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব উপস্থাপন উপলক্ষে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহার পর আরও চারি-পাঁচটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

* * *

অতঃপর ধন্যবাদের পালা। প্রথমে সভানেত্রী, পরে ডেলিগেট, ভলাণ্টিয়ার, কলিকাতা কার্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং কলিকাতা পুলিশকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষে সভানেত্রী একটী বক্তৃতা করিয়া কংগ্রেসের এ বৎসরের অধিবেশন শেষ করেন। আগামী বারে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

নেটালে আনারসের আবাদ।

অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন ক্ষেতে আনারসের আবাদ হয়, তখন ক্রমশঃ গাছ ঘন হইয়া জঙ্গল হইয়া পড়ে এবং গাছের ফল ছোট হয়। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এবং সুকৌশলে চাষ করিলে ক্রমাগত ভাল আনারস উৎপাদন করা কখনই দুরাশা নহে।

এই বিষয়ের পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করিবার জন্য নেটাল গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার সাহায্যে ও বিনা সারে আনারসের আবাদ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, একটু দক্ষতার সহিত আবাদ করিলে এবং রাসায়নিক সার প্রদান করিলে ফল নিশ্চয়ই ভাল হয়।

প্রথমতঃ আনারসের চাযের জন্য খুব মোটা তেউড় নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। রোগা সরু তেউড়ে গাছ তেজ করে না বা তদুৎপন্ন গাছে ফল বড় হয় না।

আনারসের চারি স্থান হইতে তেউড় বাহির হয়—(১) আনারস গাছের কাণ্ড হইতে, (২) শিকড় হইতে, (৩) আনারসের ফলের গোড়া হইতে, (৪) ফলের মাথা হইতে। সকল তেউর হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু যে তেউড় কাণ্ড হইতে বাহির হয়, তাহা হইতেই সতেজ গাছ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে বড় বড় আনারস ধরে। শিকড়ের চারা প্রায়ই রোগা হয়। যদি অন্য তেউড় না মেলে তবে শিকড়ের চারার মূলদেশ দুই এক ইঞ্চ বাদ দিয়া এবং গোড়ার পাতা পাঁচ ছয়টা ভাঙ্গিয়া দিয়া তবে বসাইতে হয়। পাতা ভাঙ্গিয়া দিলে

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

এবং মূল শিকড়ের কিঞ্চিৎ বাদ দিলে তবে ঐ কাণ্ডস্থিত নূতন শিকড় মাটিতে জোর করিতে পারে। আনারসের মাথা বা ফলের গোড়ার তেউড় তত সুবিধাজনক নহে, তবে শিকড়ের তেউড় অপেক্ষা ভাল এবং যেখানে নূতন প্রকারের আনারসের সংখ্যা বাড়াইয়া লইতে হইবে, সেখানে এই তেউড় লইয়াই আবাদ আরম্ভ করা হইয়া থাকে। এই তেউড় হইতে গাছ বাড়িতে ও তাহাতে ফল হইতে অনেক অধিকসময় লাগে। আরও দেখা গিয়াছে যে, যে আনারস গাছের অধিক তেউড় হয়, তাহার দুই একটা সতেজ তেউড় রাখিয়া বাকীগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হয় এবং সেই তেউড় লইয়া আবাদ করিলে গাছ খুব শীঘ্র বাড়ে।

নেটালে আনারসের ক্ষেতে কোন্ রাসায়নিক সার ভাল, তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল,—

সলফেট অব এমোনিয়া প্রদান করিলে গাছ খুব বেশী বাড়ে এবং গাছের বেশ সতেজ সুন্দর চেহারা হয়। বোন সুপার* দিলেও গাছের উন্নতি খুব হয়। অধিক মাত্রায় এই সার ব্যবহারের আবশ্যকতা দেখা যায় না। প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড বা পঞ্চাশ সের পরিমাণ এই সার প্রদান করিলেই সমানভাবে আবাদের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সকল সার অপেক্ষা পটাস সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ পটাস প্রয়োগে সুমিষ্ট, রসাল, বড় এবং সুঘ্রাণযুক্ত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলেও সেই মিশ্রণে পটাসের মাত্রা অধিক হওয়া কর্ত্তব্য। নাইট্রেট, কিম্বা ক্লোরাইড যুক্ত পটাস অপেক্ষা সলফেট পটাস অধিকতর কার্য্যকারী। ক্লোরাইড পটাসে আনারসের রঙ ভাল হয় না, অন্য পটাস না দিয়া কাঠের ছাই দিলেও ভাল আনারস হয়। অন্য পটাসের সহিত তুলনায় কতদূর সমান ফল হয়, তাহা অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই তবে দেখা গিয়াছে যে, এই কাঠের ছাইয়ের সহিত যদি এমোনিয়া সলফেট ব্যবহার করা যায়, তবে সে সার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া গেল। এরূপ সার প্রয়োগে গোওকুইন নামক নেটাল জাতীয় আনারসের এক একটার প্রায় ৪ পাউণ্ড ওজন দাঁড়াইয়াছে। সারের পরীক্ষায় আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, একর প্রতি ১২০ পাউণ্ড এমোনিয়া সলফেট এবং ১১০ পাউণ্ড পটাস সলফেট প্রদান করিলে এমন সুঘ্রাণযুক্ত ফল উৎপন্ন হইবে যে, তাহার তুলনা মিলে না।

* হাড়ের গুড়ার সহিত সলফিউরিক অম্ল সংযোগে প্রস্তুত হয়। "কৃষি রসায়ন" দেখুন।

ইহাও স্থির হইয়াছে যে, ক্ষেতের ফলগুলি সব সমান ওজন, সমান রঙদার, সুগঠন সবগুলি শীঘ্র পাকিবে এবং অধিক দিন রাখিলেও পচিবে না এরূপ করিতে হইলে এক একর পরিমাণ ক্ষেতে ১০০ পাউণ্ড বোন সুপার, ১০০ পাউণ্ড পটাস সলফেট এবং ৫০০ পাউণ্ড কাঠের ছাই দিতে হয়। যাঁহারা ব্যবসার জন্য চাষ করিবেন এবং যাঁহাদের আবাদ বড়, তাঁহারা যেন এই মিশ্রসার প্রদান করেন।

আনারসের ব্যবসা করিতে হইলে আনারস কি প্রকারে বিদেশে রপ্তানি করা যায় তাহার চিন্তা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। নেটাল হইতে আনারস বাক্সে বন্ধ করিয়া ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। খুব সুপক্ক ফল বিদেশে পাঠান যাইতে পারে না। জাহাজে চালানের জন্য পরিপুষ্ট হইয়াছে অথচ সবুজ রঙ ঘুচে নাই, এমন ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। ফলগুলি প্রথমতঃ ঘুড়ির কাগজের মত খুব পাতলা কাগজে মুড়িয়া মোটা কাঠের আঁস দিয়া প্যাক করা হইয়াছিল। সরু কাঠের আঁস অপেক্ষা মোটা কাঠের আঁসে প্যাক করিলে ফলগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। ফলগুলি ইংলণ্ডে পৌছিলে, তখন ফল দেখিতে বেশ, পথে যাইতে যাইতে বেশ পাকিয়া রঙ হইয়াছে কিন্তু ফলগুলি কাটিয়া দেখা গিয়াছিল যে,তাহাদের মধ্যস্থলে সকল গুলিরই কাল দাগ হইয়াছে। কিন্তু যে ফলগুলি একটু রঙ ধরিলে তোলা হইয়াছিল, সেগুলি তত খারাপ হয় নাই। ফলগুলি ইংলণ্ডে পৌছিয়া খোলা হইতে ২৩ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। ফলগুলি জাহাজে বেশ বাতাসের স্থানে রাখিয়াও এই প্রকার খারাপ অবস্থা হইয়াছিল।

মানুষ ঠকিয়াই সাবধান হয়। ফলগুলি আর সবুজ অবস্থায় সংগ্রহ করা বন্ধ হইল। সুপক্ক ফল বেশ ভাল করিয়া প্যাক করিয়া জাহাজে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। জাহাজে ঠাণ্ডা ঘরে কোন ফল ফুলাদি পাঠাইতে খরচ অনেক পড়ে, কিন্তু ভাল জিনিষের আদর সর্ব্বাগ্রে এবং তাহাতে দাম অধিক পাওয়া যায়। এইরূপে অধিক খরচ করিয়াও প্রতি ডজনে আমাদের বাঙলা হিসাবে দুই টাকা কিম্বা নয় সিকা লাভ হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

ত্রুটী স্বীকার।

—:০:—

সমস্ত বৎসরের "কাজের লোকের" সূচীপত্র প্রস্তুত করিতে, ডিসেম্বর সংখ্যা বাহির হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, পাঠকগণ এই ত্রুটী ক্ষমা করেন ইহাই সানুনয়ে প্রার্থনা। "কাজের লোকের" কেবল আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের সূচীপত্র দেওয়া হইল। পাঠকগণ "কাজের লোকের" আগাগোড়াই পাঠ করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

কাঃ সঃ

“কাজের লোকের”

১৯১৭ সালের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের

সূচীপত্র।

অ

অভিজ্ঞের উপদেশ ১, ৬৪, ৮১, ১১৭,
অধ্যবসায়ের জয় ৪৯,
অবশ্য স্মরণযোগ্য বিষয় ১১৮
অবার নেথ (ডাক্তার) ১১৮
অর্থের সদ্ব্যবহারের আবশ্যকতা ১৪৩

আ

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ৩, ৬৬, ৯৬, ১২৭,
আমাদের একটা অভাব ৩৬,
আকন্দের গুণ ৪৪,
আঁচিল ও কড়ার ঔষধ ৪৪,
আপেলের গুণ ৭৭,
Advertising Points ৯
আদেশ, স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে ১১৮
আমদানী স্বর্ণ রৌপ্য সমস্তই গবর্ণমেন্টের লইবার ক্ষমতা ১১৯
আফিং খাওয়ার অভ্যাস ছারাইবার ঔষধ ১৪২
আপাংএর গুণ ১৪৪
আবাহন ১৫৭

ই

ইষ্টক এবং লোনা ২৫,

উ

গৃহে লোনা লাগার প্রতিকারের উপায়— ২৪
লৌহের উপর লিখিবার উপায় ২৪
কাপড়ে হরিদ্রাবর্ণ রং করিবার উপায়
হাত ফাটার প্রতিকারের উপায় ৪২
কাপড়ে চাঁপাফুলের রং করিবার, ৪৮
কাচ চূর্ণ করিবার সহজ উপায় ৭০
পিত্তল কাটিবার সহজ উপায় ১১৩,
জুতাতে ওয়াটারপ্রুফ করিবার উপায় ১১৩
পিত্তল পরিষ্কারের উপায় ১২৭
দোয়াতে কালী রক্ষার উপায় ১৬০

এ

Experts' advices ১, ৬৪, ৮১, ১১৭
এদেশের সাহিত্যের অবস্থা ২
একটা সুযোগ গেল ১৭৬
এক টাকার নোট ৪
Agricultural notes ১০, ৩১, ৪৫, ৭৮, ৯৬, ১৩৪, ১৫৭, ৯১৫
এলুইমিনিয়াম ৮৬,
এনড্রু কার্ণেজী মহাত্মা ১২২
এক শিশি আতরের আত্মকাহিনী ১৬৬

ও

ওয়াইজ সেইং (Wise sayings) ৭৯, ৮২,
গার্হস্থ্য (মুষ্টিযোগ) ঔষধ
দন্তক্ষতের ৭৪
সাধারণ ক্ষতের মলম ৭৪, ১২৮
ক্যালোমেল ব্যবহারবশতঃ দন্ত ক্ষতের জন্য কর্পূর দুগ্ধ ৭৪
স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের মুষ্টিযোগ ৭৪, ১২৮
শুক্র বৃদ্ধির „ ৭৪
রক্ত আমাশয় „ ৭৫, ১২৮
গ্রহিনী ও রক্ত আমাশয় „ ৭৫
পুরাতন বাতের তৈল ৭৫
সর্পাঘাতের ঔষধ ৭৫, ১২৮
কড়ার ঔষধ ১২৮

ক

কংগ্রেস-প্রসঙ্গ ১৯৩
কৃষিতথ্য ১০, ৩১, ৪৫, ৭৮, ৯৬, ১৩৪, ১৫৭
কৃষিশিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ ১৩৪,
কচুরি পানার সার সরকারী কৃষি বিভাগের কৃষি পরীক্ষা ১০
কৌতুক কণা ১৫, ১৪৮,
কেরোসীন তৈলের মূল্য ২০,
কলিকাতার বাণিজ্য ২২,
কু-পুত্রের দোষ ৪০
কলার ময়দা ৭৮
কুলের জেলি ৯৭,
কেমন করিয়া কারবার বড় হয় ও জীবিত থাকে ১৭০,
কামানের গোলার বিচিত্র কাণ্ড ১১৯,
ক্রিমিরোগে দাড়িম্বছাল ১৪

গ

গার্হস্থ্য শিল্প ২৪, ২৯, ৩৫, ৬০, ৭০, ১১৩, ১৪২, ১৬০, ১৭৬
গোয়ালিয়া পান্তা ও আপাং মূল ৩০
গবর্ণমেন্ট এবং মৎস্য ৬২
গৃহস্থালী ৬৭,
গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয় ৭৫, ১৪৪,

চ

চক্রীণ চক্র (গল্প) ২৭, ৫৩,
চক্ষের আগুনী ৫৩,
চন্দন তথ্য ১১৪,
চিরুণী প্রস্তুতের কল ১১৭

জ

জার্ম্মানীর নূতন আবিষ্কার ১১,
জাপানের তাঁতের ব্যবসায় ১২,
জালস্বামী (গল্প) ৬৬, ৮৮,
জার্ম্মানীর কৃষি ১৩৪
জেলা বোর্ডের বে-সরকারী সভাপতি ১৬৬
টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোং ১৭৮

ট

টাকার মূল্য ১৪২

ড

Deep Breathing ১২,

ত

তায়েবজীর অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ৭৭,
তরমুজ বড় ও মিষ্ট করিবার উপায় ৭৮

দ

দোকানদারী ১৩৫
দন্তমঞ্জনের বিবিধ ঔষধ ১৬১

ধ

ধনবান হইবার উপায় ১
ধন বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর অভিজ্ঞতা ৮২

ন

Negligence of little things ১৭,
নারীর সৌন্দর্য্য ৬১
নেটালে আনারস আবাদ ১৯৫

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Notes of Interest ৬২, ১১১, ১২৩,
Native Remedy for Spleen ১১৬,
নানা কথা ১১৯, ১৬০, ১৮১
নুতন ব্যবসায়ীর শিক্ষনীয় বিষয় ১৫২

প

পূজার সময়ের কর্ত্তব্য ১৬২,
পোষ্যপুত্র (গল্প) ৫
প্রস্তুত প্রণালী—
কুইনাইন হেয়ার টনিক ১
জীঞ্জার বিস্কুট ১
পিপারমেণ্ট লজেঞ্জুস ৯
রোজ ১
কেশতৈলের ফরমূলা ১০, ৪১, ৭০,
সেলফ ইঙ্কিং রবার ষ্টাম্প প্যাড ২৯
ফ্লাই পেপার ২৯, ৩৭,
গোলাপ সার ৩০
ভারজীন মিলক্‌ ৪১,
চামড়ার জন্য বার্ণিশ ৪১
স্বর্ণ ব্যতীত গিল্টি করিবার আরক ৪১
শিরিশ কাগজ ৪৫, ৪৮,
ওয়াশিং পাউডার ৪২, ৬০,
দন্তশূল নিবারক ঔষধ ৪২
কোষনাশক চূর্ণ ৪২
এমিরি ক্লথ ৪৮
সেলফ শাইনিং ভ্রাকিং ৬০
চক্ষু উঠার ঔষধ ৬১
ব্রনমেচেতার লোশন ৬১
কাচ ও পর্সিনেলে লিখিবার কালী ৭০
লিকুইড গ্লু ৭০
উৎকৃষ্ট কেশধাবন ৭০
পাট তথ্য ১১
পেনসিলের কথা ২১,
পেঁপের আটা ৪৪,
পাতা সার
ছানা প্রস্তুত প্রণালী ৭৫
আমসত্ত ৭৬
আমের জেলী ৭৫,
আমের সরবৎ ১০৬,
আমের চাটনী ১০৭
আমের বঁদে ১০৭
জারক লেবু ১০৭
লিকোরিস লজেঞ্জেস ১০০,
ক্যাম্ফর লিনিমেণ্ট ১০৩
ভাওলেট টুথ পাউডার ১১৩
ভাইমিংস্ টুথ এলিকজির ১১৩
কৃত্রিম সানপাথর প্রস্তুত ১১৩,
ভুঁতে প্রস্তুত ১১৩
Tinture of Rose ১২৬
White cream for patent leather ১২৬
Sweet gem of Eden ১২৬
To make imitation Rose water ১২৬
Syrup Hypophosphate of lime ১২৭
সোহাগা সোনা ১২৭
Garden plant food বা
উদ্যান বৃক্ষাদির আহার্য্য সার ১৪৩
গাছ স্থানান্তরিত করিবার সার ১৪৩
ব্রণের ঔষধ ১৪৪
সহজ দন্তধাবন চূর্ণ ১৪৩
Red Crimson Ink (উৎকৃষ্ট লালকালী)
বিবিধ প্রকার দন্তধাবন ও মঞ্জন প্রস্তুত ১৬১
কোল্‌টার সোপ ১৬১
রসপেনীর টুথ টিংচার ১৬২
ডাক্তার কার্কলাণ্ডের দন্তধাবন ১৬২

ব

বড়লাট সাহেবের বক্তৃতা ১৬৭, ১৮২
বাঙ্গালার বস্ত্রসঙ্কট ৮৭
বোম্বাইয়ের আহার্য্য প্রদর্শনী ১০২
বঙ্গদেশের আহার্য্য সমস্যা ১০৩
বুব (উৎকৃষ্ট) ১০৪
বাঙ্গালায় শাঁখের শাঁখা ১২৯
বেকারের উপায় ১৪০
ব্রাহ্মণ ১৯
ব্যবসার লক্ষ্যে ২৪
বরণটার সার ও চুন সার ৩১
ব্যবসায় বাণিজ্য কথা ২২
বাক্য সংযমতার আবশ্যকতা ৪০
ব্যবসায় এবং বঙ্গ সাহিত্য ৭১
Business hints ৭৮
বিবেকবাণী ১১৭, ১৫২
বৈজ্ঞানিক কথোপকথন ১২৮
বিস্ময়কর তথ্যাবলী ১৫০
বিষম ভুল (গল্প) ১৫৩, ১৮৭

ভ

ভারতবর্ষের শিল্প ৬৮
ভেঁজালে সর্ব্বনাশ ১৪১
ভেঁজাল ঘৃতের প্রায়শ্চিত্ত ১৪২
ভাবী লাটের অভিমত ১৯
ভারতের বস্ত্রশিল্প ৯৭
ভারতে কৃষি গবেষণা ১২১

ম

মাসিকপত্র বনাম দৈনিক ৮
মতিম বাবুর মুষ্টিযোগ সংগ্রহ ৭৪, ১২৮
মুষ্টিযোগ ৯৭, ১১৪, ১২৮
মুক্তাত্মা দর্শন (গল্প) ১১০, ১২০
Medical small industries ১০৩
মোকর্দ্দমায় দেশ দেউলিয়া ১৫৫
মজলিস ১৫৯

য

যুদ্ধের দৈনিক ব্যয় ২৩
যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা ৬৩

র

রোগ বিস্তার ১২
রেলের ভাড়া বৃদ্ধি ২৩
রুজ প্রস্তুত প্রণালী
(গহনা পরিষ্কারের) ৯৫
রথের সংগীতাবলী ১৫০

ল

লবণ তথ্য ১৭০
লবণের মূল্য ২০
লেবুর গুণ ১৪৪
কলেরায় লেবুর উপকারিতা ৪০
The Law is a quire thing ৭৯
লাভজনক কৃষিকার্য্য ১৫৭

শ

শিরঃপীড়ার ঔষধ ১২৮
শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয় ২১
শান্তিরধূমকেতু ৩০

ষ

ষষ্ঠীর বাহনে বিপদ ২২

স

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ ১২
সিমলা যাত্রীর পত্র ১৩,৩১,৫৩,৮৮,১২৫
Scraps ৩৫
সিদ্ধিলাভ রহস্য কার্নেজীর ৩৯
সর্পবিষে আমরুল ৪৩
সিপিয়া ৪৩,৭৩
সাময়িক তথ্যাবলী ৪৬,১০১
সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা ৪৮,৫৮,১২৮
সর্পদংশনের ঔষধ
সংসার যাত্রায় সঙ্কট ৬৯
সঞ্চয়ের দৃষ্টান্ত ৭৭
সমালোচনা ৯৫, ১১৫, ১৬০, ১৭৮
সংসার প্রবেশার্থী যুবাগণের প্রতি কয়েকটী উপদেশ ১৯০
সমবায় কাহাকে বলে ১১৯
সার সংগ্রহ ১২৮,১৫৭

হ

হোমিওপ্যাথিক তথ্য ১৫,৩২,৪৩,৫৯,৭৭,১১৯
হিন্দুনীতি সার সংগ্রহ ১৬
হিন্দু মহিলার জ্ঞাতব্য ১৭৫
Home Industries ৩৫,৪১,৭০,১১৩, ১৪২, ১৬০,১৭৬
What is good advertising ৩৭
How to live long ৩৭
হিজলীর বাদাম ১১৭

ক্ষ

ক্ষুধা মান্দ্য ১৩
ক্ষুদ্রে অনাস্থা ১৭

২৫।২ এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ঐশী: সাহিত্য-পরিষদ্
২৪/১, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা